আখের স্বাদ নোনতা

সৌরীন সেন

মৈত্র প্রকাশনী
৪৬/২ ডি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

২৬শে জুলাই মনকাডা দুর্গে নিহত

বিপ্লবী যোদ্ধাদের স্মরণে—

প্রকৃত ঘটনা ও চেনা মানুষের সাথে কিছু কল্পনা ও

অচেনা চরিত্রকে সঙ্গে নিয়েছি কাহিনী সাজাতে।

—লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,

পাঠক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড তাগিদের ফলে আমাদের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস "আখের স্বাদ নোনতা" আমূল সংশোধিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে পাঠকদের সামনে আবার হাজির হল। প্রথম সংস্করণের অজস্র ত্রুটি উল্লেখ করে নানা সমালোচনা আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের সাধ্যের মধ্যে সে ত্রুটিগুলি আমরা সংশোধন করার প্রয়াস পেয়েছি। যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে পাঠকরা জানালে আমরা বাধিত হব।

ইতি—নিবেদক

প্রকাশক

লেখকের উল্লেখযোগ্য বই

কঙ্গো থেকে ফেরা

ভিয়েতনাম

নিষিদ্ধ দেশের ঘুম ভাঙছে

মুসোলিনী ও মুক্তিফৌজ

বলিভিয়া

স্যুটকেশটির ওজন বিশ পাউণ্ডের বেশী কখনও নয়। এটুকু বাড়তি ওজন আমার সঙ্গে ফাউ হিসাবে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। প্রচলিত আইনে তাতে কিছুমাত্র বাধা নেই। তবু আমাকে থামতে হলো। টিকিটটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ব্যবহারিক ভদ্রতার হাসি টেনে টেবিলের সুন্দরী মেয়েটি আমাকে পাশের সোফায় বসতে বলে ইঙ্গিতে।

নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে। আমার যাত্রা শুল্ক বিভাগের আওতায় পড়ে না। পাশপোর্ট বা ভিসাতে কোনো ত্রুটি থাকবার কথা নয়। তবে এই ভুলের জন্যে সময়ের মাশুল দিতে আমি রাজি নই। টিকিটটি আর একবার মেয়েটির সামনে মেলে ধরে জানালাম, আমার গন্তব্যস্থল এ দেশের বাইরে নয়। এ দেশের সর্বত্র ঘোরাফেরা করবার ছাড়পত্র আমার সঙ্গেই আছে।

—জানি আপনি যাচ্ছেন ওরিয়েণ্টি। তবু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সময় দিন।

আমাকে সরে দাঁড়াতে হলো। পরমুহূর্তেই একটি নিগ্রো পরিবার পুরো কাউণ্টারটি দেখলাম অধিকার করে ফেললো।

হাতে অবশ্য সময় ছিল। বিমান হাতছাড়া হবার আশঙ্কা কম। একটি সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটির আপত্তির কারণ অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। জরুরী প্রয়োজনে আমার এই বিমানের সংরক্ষিত আসন যদি নাকচ হয়ে যায় তাতে ক্ষতি নেই, দ্বিতীয় বিমানের জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারি—কিন্তু অন্য কিছু নয় তো! কেমন যেন সন্দেহ হয়।

লাউঞ্জের ঘোরানো দরজা দিয়ে যাত্রীদের ঘুরে ঘুরে আসা-যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম। তবে যে পরিমাণ আয়োজন, সে তুলনায় মানুষ এখানে অনুপস্থিত। অর্ধবৃত্তাকারের সুদৃশ্য বহু কাউণ্টার একরকম জনশূন্য। পরিচিত বিজ্ঞাপনের গড়ন দিয়ে বিমান কোম্পানীর কয়েকটি সুবেশা তরুণী কাউণ্টারের ভিড় সামলাচ্ছে স্বচ্ছন্দে। শুল্ক বিভাগের চতুর অফিসারকে কোনো যাত্রীর স্যুটকেশের মদের বোতলে বা এ্যালিগেটরের চামড়ার তলায় লুকোনো কোনো নিষিদ্ধ সামগ্রী তালাস করতে দেখলাম না। সমুদ্রতটের আকর্ষণে শিকাগো থেকে ছুটে আসা দ্রুতলয়ে বাজা কোনো ললনার অতি লোভনীয় দুমূল্য পেটিকার গোপন

রন্ধ্র থেকে জঠরস্থ ভ্রূণকে নির্মূল করে ফেলবার ভয়ঙ্কর নিষিদ্ধ দাওয়াই-এর বিপুল সংগ্রহ আত্মপ্রকাশ হতে দেখি না। পবিত্র তৈজসপত্রের মধ্যে থেকে অগণিত ঘড়ির অবাঞ্ছিত প্রসবে অপ্রস্তুত কোনো ক্যাথলিক ফাদারকে কেন্দ্র করে এই মুক্তাঙ্গনে অধর্মীয় কোনো বেরসিক নাটক আমার চোখে পড়লো না।

মরশুম কিন্তু সেদিনও ছিল অব্যাহত। বিশেষ করে এই শহরে ছিল নিয়মিত সমারোহ। ক্লান্তিহীন উৎসব চলতো রাত্রিদিন। স্ফূর্তির বিপণি থরে থরে থাকতো সাজানো। বিদেশী কোনো ভ্রমণকারীর রুচিতে শুচিতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সামান্য ডলার কবুল করলেই বরণডালার অধিকার পাওয়া যেত। এই ছিল নিয়ম। এদেশ এই রীতিতেই চলেছে। পৃথিবীর মানুষের এতদিন এই সত্যই জানা ছিল।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে শতসহস্র মানুষের এই স্ফূর্তির হাটে মনে হয় অকস্মাৎ এক বিক্ষেপ উঠেছে। বিদেশী বিমান এখনও অনিয়মিত। দূরপাল্লার বিমান মাটি ছুঁয়ে গিয়ে শুধু নিয়ম রাখে। ডানা বেয়ে আরোহণ হয়তো আছে কিন্তু মরশুম ও সমারোহের অন্বেষণে অবতরণ বড় নজরে আসে না।

প্যারীর ফলি বার্জার-এ যার ভরেনি চিত্ত, বার্লিনের বল হাউজ রেজ়ীতে যিনি ক্লান্ত, রোম ও কাপ্রির পথে পথে মরেভিয়া-র সেই মনোলোভা হরিণীকে যিনি আজও খুঁজে পাননি, নিজের দেশের উলঙ্গ নিকেতন যখন নতুন করে আনে না উত্তেজনার প্রবাহ—তাঁদের শেষ ভরসাস্থল এই শহর। তাঁরা আজ এ শহরে অনুপস্থিত। হয়তো ভয় করে আজ অবতরণে। ফ্লোরিডা বা মিয়ামী থেকে দূরত্ব সামান্যই—তবু স্ফূর্তির হাটের অন্বেষণে আজ আশঙ্কা অনেক।

মরশুম আজ নেই। সমারোহ নজরে আসে না। তবে মৃত নয়—এ শহর নিতান্তই সজীব। মনে হয় আপাতরম্য ঝলমলে এই শহর যেন অন্য নিয়মে সাজছে। অভ্যস্ত রমণীয়তার খোলস সরিয়ে রেখে সৌন্দর্য সে তালাস করছে গোপনে গোপনে।

—দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন। কাপ্তেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন।

কাউন্টারে নয়—একটা মিঠে গন্ধ নিযে মেয়েটিকে দেখলাম আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমার সঙ্গে আসুন। স্বচ্ছ হেসে মেয়েটি আমাকে অনুসরণ করতে বলে।

বিনাবাক্যব্যয়ে সুটকেশটি হাতে তুলে নিলাম। কাপ্তেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কোন্ কাপ্তেন, কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান বুঝলাম না।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে লাউঞ্জের অপর প্রান্তে চলে এলাম। সুদৃশ্য দুটি টেলিফোন প্রকোষ্ঠ দুপাশে রেখে ভেজানো একমুখো পাল্লা সরিয়ে মেয়েটি আমাকে ভেতরে ডেকে নিল।

নাতিদীর্ঘ ঘর। অল্পবয়সী লম্বাটে ধরনের ছিপছিপে এক তরুণযুবা এক ফালি টেবিলকে সামনে রেখে আধবসা হয়ে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিল। দেওয়ালে টাঙানো একটি বিরাট মানচিত্র। মনে হয় যেন উল্টানো একটা হাঙ্গরের ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। চোখে সামান্য হেসে চেয়ার দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করেন। সোনালী গোঁফের সঙ্গে সৌখিন পাতলা দাড়ি।

কাপ্তেন আমার পাশপোর্টটি চেয়ে নিলেন। প্রয়োজন অতিরিক্ত সময় নিয়ে নিরীক্ষণ করেন।

—গত মাসে আপনি হাইতিতে ছিলেন ?

অবান্তর প্রশ্ন। হাইতি গমন ও নির্গমন যথানিয়মে আমার পাশপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরের আদৌ কোন প্রযোজন ছিল না। তবু আমি ছোট করে মাথা নাড়ি।

—পোর্তো-অ-প্রিন্স-এর আবহাওয়া কেমন দেখলেন ?

একটু বেয়াড়া প্রশ্ন। আমার ওরিয়েন্টি যাত্রার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সন্দেহ হলো কাপ্তেনের সঙ্গে বিমান বিভাগের বোধহয় কোনো সংস্রব নেই। হয়তো এই যুবক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একজন মিলিশিয়া।

—পোর্তো-অ-প্রিন্স সত্যিই জ্বলছে। আমার যেটুকু মনে হলো হাইতির সর্বময় শাসক ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়ে-এর যে কোনো মুহূর্তে পতন হতে পারে।

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম কাপ্তেন পাশপোর্টটি আমার হাতে তুলে দিলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি আমার পাশে নেই।

—আমি নিতান্তই দুঃখিত, আপনাকে ওরিয়েন্টি যাবার অনুমতি দিতে পারি না। এক বিশেষ জরুরী আদেশে বিদেশী সাংবাদিকদের ওরিয়েন্টি প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে।

—আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে ?

—কোনো ব্যক্তি বিশেষের নামে কোনো রিপোর্ট নেই, সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকের ওপরই এই নিয়ম বহাল থাকবে। যে তিনজন ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক ইতিপূর্বে ওরিয়েন্টি পৌঁছে গেছেন তাঁদের আজ ফেরত আনবার ব্যবস্থা হয়েছে।

—এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণ কি ?

—দেশের নিরাপত্তার জন্যই এই জরুরী ঘোষণা। তবে আমার মনে হয় অল্পদিনেই এ আদেশ তুলে নেওয়া হবে। ওরিয়েন্টি প্রবেশে বাধা থাকবে না তখন। ওরিয়েন্টিতে আপনার কি বিশেষ প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যে কারণে এ দেশে আসা, যে প্রয়োজনে এই শহরে থাকা, নিতান্তই সেই কাজের খাতিরে অন্য শহরে যাবার তাগিদ।

—তবু আজই আপনার সেখানে যাবার তাগিদ কী কারণে জানতে পারি কি ?

—'মনকাডা দুর্গ ও মহান ২৬শে জুলাই' প্রবন্ধটির জন্যে কিছু ছবি সংগ্রহে যাচ্ছিলাম।

—সান্টিয়াগোতেই আপনার কাজ ?

—চিনির কল ও আবাদ দেখবার প্রয়োজনও আমার ছিল—

—আপনাকে সাহায্য করতে না পারার জন্যে আমি দুঃখিত।

—আমার সম্পর্কে আপনাদের নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল হলেই আমি খুশী হতাম। লণ্ডন-এর কাগজে আমার 'হাভানা ডেসপ্যাস' এখানকার সরকারী মহলে উচ্চ প্রশংসিত। আপনাদের প্রচার অধিকর্তার শুভেচ্ছাপত্র আমার ব্যাগে এখনও ভরা আছে। রাজনৈতিক দালাল আসে ভিন্ন মন নিয়ে—পবিত্র বিপ্লবের পর নতুনের হাতে গোটা দেশ আজ যে কি ভাবে ভাঙছে-গড়ছে, বিশ্বের দরবারে তা প্রকাশ করে দেবার ব্রত নিয়ে ছুটে চলেছি। বিমান ঘাঁটিতে এসে আপনার এই নিষেধাজ্ঞা আমার আদৌ ভালো লাগলো না।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারি। আমি নিতান্তই নিরুপায়। আপনার কথাগুলো আমার সত্যিই খুব ভালো লাগলো। পবিত্র বিপ্লব ও আমাদের দেশের প্রতি আপনার সহানুভূতি আপনার অন্তর সম্পদেরই পরিচয় দিল। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি খুব খুশী হলাম।

—বিপ্লবের সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক নয়, তবে কিছুটা বেফাঁস প্রশ্ন।

কাপ্তেন একটু যেন গুটিয়ে গেলেন। তারপর চোখের ওপর চোখ রেখে ছোট্ট করে বল্লেন, ক্যামাগুঁয়ে।

—আপনি সিয়েরার পাহাড়ে ছিলেন ?

—না, আমি হাভানা থেকে পালিয়ে প্রথম সান্টাক্লারায় আসি। গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ সেখান থেকেই।

—হাভানায় আমি সরকারী মহল, সামরিক অধিনায়ক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কিউবার বিপ্লব ও ভয়ঙ্কর দিনগুলির নানা তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। আমার ইচ্ছা আগামী দিনে আমি কিউবার এই সফল বিপ্লবের ওপর কিছু লিখবো। তাই আমার উৎসাহ অনেক সময় অতিরিক্ত প্রশ্ন করে।

—আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। আমি সঠিক উত্তর দিতে পারলে খুশী হবো।

—ছাব্বিশে জুলাই—মনকাডা দুর্গ আক্রমণের অভিজ্ঞতা আপনার আছে ?

কাপ্তেন একটু হাসলেন। বললেন—আপনার প্রশ্নগুলো বড় সুন্দর। সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

—আপনি নিশ্চয়ই তখন ছাত্র।

—য়ুনিভারসিটিতে আমি তখন অর্থনীতির ছাত্র। আমি তখন হাভানায়।

কাপ্তেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। একটু স্মিত হেসে বলেন,

—সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, এক কাফের আড্ডায় দুর্গ আক্রমণের সংবাদ আমি প্রথম শুনি। কফির টেবিলে বসে বন্ধুর লেখা কবিতা শুনছিলাম। 'নোনা অশ্রুজলে আখ তুমি এত মিষ্টি কেন হ'লে'—আমার কবি বন্ধু এ্যালভারেজের কণ্ঠ হঠাৎ থেমে গেল। ঝড়ের বেগে আমাদেরই এক সাথী লেজারো এসে আমাদের তুলে নিয়ে গেল। লেজারোর মুখেই মনকাডা দুর্গ আক্রমণের খবর পেলাম। লেজারো বললো—আমাদের আত্মগোপন করতে হবে। ঝড়ের মুখে আমরা হারিয়ে যাই। রাজনৈতিক উত্তেজনার জোয়ার-ভাঁটায় আবার আমরা ভেসে উঠেছি। লেজারোর সঙ্গে আমার বরাবরই যোগাযোগ ছিল, কিন্তু এ্যালভারেজকে বিপ্লবের মধ্যে হারিয়ে ফেলি। 'কার্টা সিমেন্তাল'-এ হঠাৎ একদিন এ্যালভারেজ কার্বোর 'নোনা অশ্রুজলে আখ তুমি এত মিষ্টি কেন হ'লে'—আমি ম্যাটেনজাজ-এর এক কৃষক পরিবারে আত্মগোপন করে থাকবার সময় পাঠ করি।

—আপনার বন্ধু এ্যালভারেজ-এর কী কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ?

—এ কথা বলছেন কেন ?

—'কার্টা সিমেন্যাল' পুরোপুরি কমিউনিস্টদের কাগজ।

—তাতে কিছু যায় আসে না। নোনা অশ্রুর স্বাদ তাতে বদলায় না। এ্যালভারেজ কার্বোর কবিতায় নেরুদার প্রভাব ছিল। নেরুদার কবিতা আপনার কেমন লাগে ?

—নেরুদার কবিতা আমি পছন্দ করি।

—নেরুদা কমিউনিস্ট, নেরুদার কবিতা আপনি পছন্দ করেন, অতএব আপনি কমিউনিস্ট ? দুঃখের কথা এ্যালভারেজ আজ নেই—প্রতিভা চিরতরে স্তব্ধ হয়েছে। ম্যাসফেরারের দল তাকে তাড়া করে খুন করে। আপনি ম্যাসফেরারকে জানেন ?

—কিউবান এ্যালকাপন। এ দেশেরই চোরাই অর্থে মিয়ামীতে বিশাল প্রাসাদ। মিলিয়ন ডলার তাঁর কাছে খুব বিপুল অর্থ নয়।

—আপনি খবর রাখেন দেখছি।

—আমি নিতান্তই খবরওয়ালা। সংবাদ আহরণই আমার কর্তব্য। আপনারা কাজ করেন, সে দিনপঞ্জিকা আমরা লিখে যাই।

অল্পবয়সী ছিপছিপে তরুণ কাপ্তেনকে আমার বেশ লাগছিলো। কথাবার্তা ধীর-সংযত। সৈনিক—তবে চরিত্রে খাকী খাকী ভাবটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

কবি বন্ধু এ্যালভারেজ সম্পর্কেই কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা সোরগোল। দেখলাম দুজন পুলিশকে পেছনে রেখে একজন আধবুড়ো ভদ্রলোক অসংলগ্ন কথা বলতে বলতে সামনে এগিয়ে আসছে। পরণে দামী পোশাক। কাঁচাপাকা চুল। অনেকটা নাকের তলায় টুথব্রাশের মত ছাঁটা গোঁফ। হাত নাড়া দেখে মনে হয় নিতান্তই উত্তেজিত।

—আমাকে এখানে ধরে আনবার কী অর্থ হয়—তোমরা সব দেখেছো, অনিয়ম কিছু পাওনি। সরকারকে জানিয়েই আমি কদিনের জন্যে বাইরে চলেছি। বাড়তি টাকা আমার লুকোনো নেই—আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন, আমি বিপ্লবের সময় পেট্রোলের দোকান বন্ধ রেখেছিলাম। আমার মত সৎ ও সাহসী ব্যবসায়ী তখন হাভানায় ছিল কিনা সন্দেহ—কাপ্তেন আপনিই বিচার করুন।

—আপাতত আপনাকে জেলে পাঠাবার নির্দেশ আছে। আপনাকে ধরে আনবার আদেশ আমারই দেওয়া। আপনি প্রচুর হীরে জহরৎ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন।

—স্বপ্ন দেখছেন নাকি! জহরৎ থাকবে কোথায়—দেহ তল্লাসী এরা বাকী রেখেছে নাকি।

—আমার খবর কিন্তু অন্য কথা বলে। আপনার জুতো ও স্যুটকেশটি আমরা পরীক্ষা করবো।

—এই জুতো আর স্যুটকেশ আজ বছর তিনেক আমার সঙ্গেই দেশেবিদেশে যাতায়াত করছে।

—জুতোর হিলে, স্যুটকেশের গোপন খাপে সে সামগ্রী আপনি গোপন করেছেন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে আপনি অভিযুক্ত।

যেন অব্যর্থ এক গুলির আঘাতে দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে সামনের চেয়ারের ওপর লোকটা খসে পড়লো। অব্যক্ত বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে—

—আপনি এ কথা জানলেন কেমন করে! আমার বাড়ির ক'টি মানুষ ছাড়া এ কথা বাইরে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব।

বয়সে নবীন তবু আশ্চর্য সংযম। আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে ছোট্ট করে বললেন,

—আপনি অবাক হয়েছেন দেখছি, কিন্তু আপনার বাড়ির মানুষ যদি এই গোপন সংবাদ আমাদের পৌছে দেয়—সেদিকটা হয়তো আপনি একদমই ভেবে দেখেননি!

দেখলাম লোকটা থর থর করে কাঁপছে। কাপ্তেন চোখে ইশারা করেন। পর মুহূর্তে পুলিশ দুজন লোকটাকে তুলে নিল। মনে হলো প্রাণহীন একটা দেহ যেন তারা টেনে চলেছে।

—লোভী! কাপ্তেন একটু কঠিন হেসে ফিরে তাকালেন।

আমি ভেবেছি অন্য কথা। হতভাগ্য মানুষটির বাড়ির ক'টি লোকের কথা মনে হয়েছে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এক বিস্ময়কর চেতনার নবজন্ম হয়েছে। সে যৌবনের সন্ধান লোভী মানুষটির অজ্ঞাত। আমার নিজের কাছেও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর।

কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। দরজা পর্যন্ত

সঙ্গে এসে বিদায় দিলেন কাপ্তেন। অতিসুন্দর ব্যবহার। অমায়িক হাসির তলায় অনিবার্য যে কঠোর চরিত্র সর্ব সময়েই উপস্থিত, বাইরে তার তিলমাত্র প্রকাশ নেই।

ট্যাক্সী হাতের কাছেই পাওয়া গেল। ফিরে চললাম হোটেলে। ওরিয়েন্টি যাত্রা স্থগিত রইলো, কর্মপদ্ধতি আমাকে আবার নতুন করে সাজাতে হবে। অন্য কোনো উপায়ে গোমেজের সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা ভেবে দেখতে হবে। গোমেজ সম্পর্কে অশুভ ইঙ্গিত আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

আমার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু খুলে বলবার প্রয়োজন বোধ করছি। এখানে আমার পরিচয় গোপন করলে পুরো বক্তব্য ধোঁয়াটে হয়ে যাবার ভয় পাই। আমার পূর্ব পরিচিতি যেটুকু এখানে নিতান্তই প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্য সেটুকু আমি সামনে রাখবো।

আমার জন্ম কলকাতায়। শৈশব ও যৌবনের প্রথম ভাগ কেটেছে পিতার কর্মস্থলে—মরক্কোয়। পিতা ছিলেন প্রখ্যাত চামড়া বিশারদ। ইয়োরোপ-আমেরিকার মহার্ঘ ডিগ্রী দেখিয়ে ও নিজের কর্মকুশলতায় উন্নতির সোপানে সোপানে শেষ পর্যন্ত তিনি যেখানে আরোহণ করেছিলেন, সেখানে আর যার থাকা কালো চামড়ার বড় হাত পৌঁছোতো না।

আমি অবশ্য চামড়ার গন্ধ থেকে দূরে থেকেছি। মরক্কো থেকে লণ্ডন আসি রসায়ন পড়তে। রসায়নের টেবিল থেকে সাংবাদিকের চেয়ারে এসে ঠেকবার পেছনে অনেক কথা। এই মুহূর্তে সে খুব কাজের কথা নয়।

যোগ্যতার কথা তুলবো না, তবে শুরু থেকেই অপ্রত্যাশিত অনুকূল আবহাওয়া আমার ভবিষ্যতকে গতি দিয়েছে। রাজনীতি ঘেঁষা লেখাগুলো আমার স্বীকৃতি পেল। তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার মনিব আমাকে নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে হাভানায় ঠেলে দিলেন। শ্বেতাঙ্গ,—বিশেষ করে আমেরিকান ও ইংরেজদের এখানে বেশ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে হয়। হয়তো কর্মিতকর্মা কালা আদমী হিসেবে মনিব আমাকে পছন্দ করেন। ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিকের কর্তব্য ছাড়াও আমার প্রকৃত কাজের ভার অন্য রকম। এ দেশের এই বিপ্লব, রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। খোলা সংবাদের

চেয়ে গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্যেই নিযুক্ত হয়েছি।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কিউবা আজ বড় অশান্তির কারণ। বিশেষ করে স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোর পরস্পর বিরোধী টেলিভিশন বক্তৃতা, স্বীয় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে নাটকীয়ভাবে অপসারণ, বিশ্বস্ত কোনো কোনো সহকর্মীদের প্রবল বেগে বিতাড়ন, হত্যা বা কারাগারে নিক্ষেপ—মিকোয়ানের আবির্ভাব, আইজেন-হাওয়ারের কিউবার চিনি সম্পর্কে আশ্চর্যরকম নিরাসক্তি, আর এদেশের আমেরিকান ও বৃটিশ তৈল শোধনাগার জাতীয়করণ দস্তুরমত উদ্বেগজনক। ফিদেল কাস্ত্রোর ওয়াল স্ট্রীটের প্রণামীর দিকে পিছন করে ক্রেমলিনের পুরোহিতের কাছে নৈবেদ্য সাজাতে শেখা—সবটা মিলিয়ে এই ছোট দেশ সম্পর্কে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ অতিশয় বিচলিত। রাজনৈতিক নেতারা উৎকন্ঠিত। ব্যবসায়ী মহলের বিনিদ্র রজনীর কারণ।

আমার নিতান্তই অনুসন্ধানে আসা। বিপ্লবোত্তর কিউবা কী চায়। বিপ্লবী কাস্ত্রোর মার্কিন বিদ্বেষের পেছনে সোভিয়েটের আদৌ হাত আছে বলে আমি মনে করি না। ল্যাটিন আমেরিকার কোনো সাধারণ মানুষ ওয়াশিংটনকে খোলা মনে আজ আর গ্রহণ করতে পারে না। একমাত্র চিনি কিউবাকে বাঁচিয়ে রাখে। আইজেনহাওয়ারের নিরাসক্তি হয়তো কিউবায় ক্রুশ্চেভের আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তুলছে।

ফিদেল কাস্ত্রোর অসাধারণ জনপ্রিয়তা আজ যে কোনো দেশের জননেতার ঈর্ষার কারণ। কিন্তু কথার ফানুষে মানুষ ভোলানোর শতাব্দীর ঐতিহ্য কী কিউবার এই জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীও গ্রহণ করবেন? আজ যে জননায়ককে বরণ করা হয়, প্রাসাদের সিংহাসনে সমস্ত দেশবাসীর পুজো নিয়ে যিনি প্রতিষ্ঠা পান—রাজভবনের অলিন্দ থেকে যাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শোনবার আগ্রহে উন্মত্ত মানুষের জমায়েত—কাল সে ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

আহত ব্যাঘ্রের মত নয়, নিতান্তই খোঁচা খাওয়া শূয়োরের মত সেই জননায়ককে দেখা গেছে রাত্রের অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে পালাচ্ছেন। সঙ্গে একান্ত বিশ্বাসভাজন অনুচর। দেশের বিপুল অর্থ ও অসংখ্য চোরাই হীরে জহরৎ সঙ্গে নিয়ে সোজা এয়ার পোর্ট। কেউ নিউইয়র্ক। কেউ পছন্দ করেছেন মেক্সিকো বা মিয়ামী। ফ্লোরিডাই বেছে নিয়েছেন কেউ-বা।

আর মানুষ। উন্মত্ত জনতা ছুটেছে রক্তস্নাত হাভানার পথে পথে। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। টেনে নামিয়েছে সিংহাসন। পহেলা নম্বর শত্রুকে তারা হাতে পায়নি, তাই আক্রোশ ফেটে পড়েছে কাগজপত্রে-আসবাবে। দেওয়ালের প্রকাণ্ড তৈলচিত্র মাটিতে টেনে ফেলেছে। অসংখ্য স্ফটিকের ঝাড় লণ্ঠন আছড়ে আছড়ে ভেঙেছে।

এই কিউবা। এই জনতার ইতিহাস। জননায়কের ঐতিহ্য।

দেখলাম আমার ট্যাক্সী শহরে প্রবেশ করেছে। আগামী দিনে গোমেজের সঙ্গে কিভাবে কোথায় সাক্ষাৎ হবে সেই কথাই ভাবছিলাম। ততদিন ফিদেল কাস্ত্রো গোমেজকে হত্যা করবেন কিনা কে জানে!

গোমেজ আজ কিউবার নিতান্তই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। পলাতক এই মানুষটি পহেলা নম্বর প্রতিবিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। কাস্ত্রোর সঙ্গে জঙ্গল ও পাহাড় থেকে নেমে এসে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব করেছেন। 'আক্রমণ ও পলায়ন' নীতি গোমেজের ছিল উল্লেখযোগ্য কৌশল। গোমেজ আজ কাস্ত্রোর চোখে বিশ্বাসঘাতক। বিরোধের সূত্রপাত, সংঘাতের আসল রহস্য যাই হোক, কিউবার রাজনৈতিক চরিত্র ও নেতাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি নিশ্চয়ই গোমেজের অজানা নয়। আমার কাছে যেটুকু সংবাদ আছে সেটা একতরফা। গোমেজ নাকি প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিরো কারডোণার চর হিসেবে কাজ করছিলেন। সামরিক দপ্তরে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি করছিলেন কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে।

সি. আই. এ. এখানে কাজ করে। তাদের গোপন তথ্য হলো গোমেজের সঙ্গে সংঘাত কাস্ত্রোর নয়—চে গুয়েভারা-র। কাস্ত্রোর কথায় চে গুয়েভারা চলেন, না ফিদেলই পরিচালিত হন গুয়েভারা-র নির্দেশে সি. আই. এ. এখনও সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি।

আমি নিজে গোমেজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওরিয়েন্টিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলে বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম। গোমেজ ওরিয়েন্টিতে পলাতক। বিদেশী সাংবাদিকদের হয়তো সেই কারণেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। গোমেজের সঙ্গে আমার আদৌ দেখা হবে কিনা কে জানে! কিউবা ছেড়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে পালানো একরকম অসম্ভব। ফিদেল কাস্ত্রোর টেলিস্কোপিক্ রাইফেল গোমেজকে সন্ধান করছে রাত্রিদিন।

ট্যাক্সীর গতি ক্রমশঃ হ্রাস পেল। তখনও সামনে কিছুটা পথ। হঠাৎ নজরে এলো পথের দুপাশে গাড়ির ভিড়। সামনে পেছনে যতটা দৃষ্টি চলে শুধু গাড়ি। ফুটপাতে মানুষের দ্রুত আনাগোনা। যে যেখানে পারছে ঢুকে পড়ছে। পথের খানিকটা জুড়েই গাড়ি রেখে দ্রুত পায়ে সামনে চলেছে কেউ কেউ। ভেভেজো। শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও জনবহুল অঞ্চল।

কিছুটা অস্বাভাবিক অবস্থা। ট্যাক্সী ড্রাইভারকে বলি—অসম্ভব ভিড। গাড়ি হয়তো যাবে না।

—তাই দেখছি। গাড়ি রাখবার জায়গাও এখানে নেই। তবে এখনও মিনিট পাঁচেক সময় আছে। আপনার ঘড়ি কত সময় দিচ্ছে?

—আটটা বাজতে ছয়।

—ফিদেল আসবেন ঠিক আটটায়। গাড়ি এখানেই রাখবো। সামনে চলা অসম্ভব। আমি একটা রেঁস্তরায় বসে পড়বো। আপনি যাবেন কোথায়?

—হোটেলে।

ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে স্যুটকেশ নিয়ে মানুষ আর গাড়ি হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগুতে থাকি। ফুটপাত আর রাস্তা একাকার হয়ে গেছে। যে যেখানে সুবিধে মনে করছে সেখানে ঢুকছে। এ যেন এক উৎসব। জনতার এক আজব তীর্থক্ষেত্র।

যথাসম্ভব ভিড় ঠেলে দ্রুত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। এখনও হাতে তিন মিনিট। হোটেলে আমাকে এখনিই পৌঁছতে হবে।

টেলিভিশনে ফিদেল আসবেন আটটায়।

শুধু এই শহর নয়। এই দ্বীপটাই নয় শুধু। সাধারণ মানুষের কাছে গোটা ল্যাটিন আমেরিকা এখনও অপরিচিত। ইতিহাস অজানিত। মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

উৎসাহী পর্যটক হয়তো দ্রুত ধাবমান বিমানে পনের হাজার মাইল ভ্রমণের অতি ব্যস্ত পরিকল্পনা নিয়ে ছুটে আসেন। কর্মচঞ্চল কয়েক সপ্তাহের ঠাসা প্রোগ্রাম হয়তো তাতে ভরা থাকে। নিউইয়র্কের প্যান আমেরিকান এয়ার-ওয়েজ-এর অফিসে বসে, শিকাগোর ট্যুরিস্ট্ অফিসে জেনে নির্ভুল ভ্রমণ তালিকা সঙ্গে নিয়ে সফল ভ্রমণ সেরে যান। সচিত্র গাইড বুক, সেই সঙ্গে হোটেলে, বিমানে, বন্দরে—আর নানা জায়গার বিচিত্র সওদা সারার ব্যবহার্য পরিভাষার বইও ব্যাগে ভরা থাকে। বিভিন্ন জায়গার প্রাচুর্য ও অতুলনীয় সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি নিয়ে ফিরে যান। নিজের পরিচিত মহলে সে অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশও করেন ঘটা করে। সচিত্র প্রবন্ধ হামেশাই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি একবারও সন্দেহ করেন না, তিনি প্রতারিতই হয়েছেন শুধু। নকল নিয়ে আসলের দাম কবুল করে এসেছেন। এয়ার পোর্ট আর হোটেল, নাইট ক্লাব আর চন্দ্রাকৃতির বানানো সরোবরে কৃত্রিম ক্রীড়াই দেখেছেন। দেশের মানুষ ছিল অনুপস্থিত। প্রকৃত জীবন সেখানে মৃত। জেট বিমানে দমদমে নেমে সোজা গ্রেট ইস্টার্ন। সেখান থেকে রেড রোড হয়ে পার্ক স্ট্রীটের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে তের কোর্সের নিমন্ত্রণ। হাতীর দাঁতের কাজ-এর সওদা সেরে কুকুর প্রদর্শনীর পর আকর্ষণীয় ফ্লোর শো। শেষে অনেক রাত্রে পালামের পথে কলকাতা ত্যাগে কী কলকাতা চেনা যায়? রাজনৈতিক ব্যভিচারে উৎপন্ন সজীব ভাইরাস্ শিয়ালদহ স্টেশনে যে মহাক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে, সে দৃশ্য কী কখনও চোখে পড়ে? চিকিৎসার লঙ্গরখানায় আগামী দিনের মায়েরা যে ধর্ষিতা, প্রদর্শনীতে সারমেয় গরবে গরবিনীকে দেখে কী তা কখনও জানা যায়? ট্যুরিস্ট্ ইনফরমেশন ব্যুরোর হাতে শুধু নিয়ন্ আলোর জ্বলা আর নেভা—মুমূর্ষু কলকাতার নিশানা তারা কী কখনও দেয়? তাই কী কখনও দিতে হয়?

ছোট-বড় কুড়িটি রাষ্ট্রে প্রায় বিশ কোটি মানুষ নিয়ে গোটা ল্যাটিন আমেরিকা। অধিবাসীদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য। শ্বেতাঙ্গ, রেড ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো ও মেস্তিজো। ব্রেজিল ও হাইতি বাদে প্রতিটি দেশ ছিল স্পেনের অধীনে, তাই আঠারোটি দেশের জাতীয় ভাষা স্পেনীয়। ব্রেজিল ছিল পর্তুগালের অধীনে আর ফ্রান্সের ক্যারিবিয়ান সাগরের হিস্পানিয়োলা দ্বীপের একটি অংশ নিয়ে গঠিত হাইতির কালো কালো নিগ্রোর ভাষা হল ফরাসী।

ইতিহাস থাক। ভূগোলেও ব্যস্ত ট্যুরিস্ট্ নিশ্চয়ই আগ্রহী নন। ট্যুরিস্ট অফিসের নির্দেশ নিয়ে বিমানের কোণের সিটের অধিকার পেতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। 'চব্বিশ ঘণ্টায় স্প্যানিশ শিখুন'—কেতাবটি কতটা রপ্ত করতে পেরেছেন, সহযাত্রীর কাছে সময় জিজ্ঞাসা করবার অজুহাতে ঝুঁকে পড়ে তা পরীক্ষা করেন—Que hora es ?

সৌখীন ভ্রমণকারী সোজা উড়ে আসেন মেক্সিকোয়। প্রাচীন প্রাসাদ ও গির্জের মাথা ছাড়িয়ে গগনচুম্বী অট্টালিকার আকাশ ঝাপটে ধরা, প্রশস্ত রাজপথে লোভনীয় অগণিত গাড়ি, হোটেলে দিবারাত্র উষ্ণ ও শীতল জলের প্রবাহ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ফুল ও পাম গাছে সজ্জিত বিশাল প্রাঙ্গণে কৃষ্ণকায় কোনো নিগ্রোর পুরু ঠোঁটের তোতলামী বা স্বল্প বেশবাসে সজ্জিত কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নিভুর্ল অতিক্রান্ত দেহ সঞ্চালন দেখে লস্ এঞ্জেলস্-এর কথা মনে না পড়লেও মারাইনো-র লেখা 'আণ্ডারডগস্'-এর কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে না।

মেক্সিকো আজ ক্ষুধার্ত। স্পেনের দেওয়া অনাহারের হাত বদল হয়েছে শুধু। সাণ্টা অ্যানা, জুয়ারেজ ও ডায়াজ্-এর অধীনে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু নেই। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কেতাবে যে পরিসংখ্যানই থাক, যত সুন্দর উন্নয়নের ছবি ছাপা হোক না—সামরিক সচিব ও চার্চের ধর্মযাজক আজ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত সফল বিপ্লবকে অপ্রস্তুতই করেছে। ভয়ঙ্কর জমিদার বা হেসেনডাডোস্ আজ নেই, তবে তেল ও লোহার ব্যাপারী বহু দূর থেকে পথ চিনে চিনে এসেছে। অন্ধকার ভূমিগর্ভের অতুলনীয় ঐশ্বর্য জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। খনিজ সম্পদে মেক্সিকো অসাধারণ সমৃদ্ধ—ছাত্রেরা ভূগোলেই দেশের এই অত্যাশ্চর্য সম্পদের কথা আবিষ্কার করে।

অতুলনীয় ঐশ্বর্য, অনুপম রূপ-রস আজও শোষণ করে চলেছে দেশী-বিদেশী ভয়ঙ্কর হেসেনভাডোস্।

ত্র্যহস্পর্শের যোগ যদি দেখতে হয় তবে আসতে হবে গুয়াটেমালায়। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী, রেলওয়ে ও বৈদ্যুতিক সংস্থা দেশের সর্বত্র অসীম ক্ষমতা বিস্তার করে ছড়িয়ে আছে। কি কুক্ষণেই আরবেণ্জ সরকার কিছু হালকা বন্দুকের সওদা সেরেছিলেন মস্কো থেকে। 'গেল' 'গেল' রব উঠলো চতুর্দিকে। 'গুড্ নেবার পলিসি'-র এই কি লভিয়্য ফল! কলা আর কফি তোমার অন্যতম উৎপাদন—আর সে পণ্যের ব্যাপারী আমি নিজে, এ কথা তোমার জানা থাকা উচিত।

ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর কোটিপতি ডিরেক্টর ছুটলেন ওয়াশিংটনে। বললেন—আমার কলার বাগান ও কফির ক্ষেত একেবারেই নিরাপদ নয়। ভূমি বণ্টন পরিকল্পনা দেখে মনে হচ্ছে আরবেণ্জ একজন পাকা বলশেভিক।

কলা বা কফির প্রসঙ্গ তুললেন না। প্রবীণ ফস্টার ডালেস শূন্য কফির পেয়ালা সরিয়ে রেখে কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—

—আরবেণ্জ মনরো নীতির অবমাননা করেছে—হণ্ডুরাসের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠাচ্ছি। নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূত এখানেই আছেন। হণ্ডুরাস্ ও নিকারাগুয়া-র অরক্ষিত সীমান্ত সম্পর্কে আমি দস্তুরমত শঙ্কা প্রকাশ করছি।

প্রচুর কথার অস্ত্রে ও প্রচুরতর মারণাস্ত্রে আরবেণ্জকে দেখে নিয়ে দুটি অরক্ষিত দেশকে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন জন ফস্টার ডালেস। লেগুলীজ-এর বিষাক্ত বটিকা গলাধঃকরণে দুটি দেশের বিস্তর কফির পেটিকা অন্তর্হিত হলো।

পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে তারপর। মারণাস্ত্র ছুটে এলো গুয়াটেমালায়। আরবেণ্জ সপারিষদ বৈদেশিক দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। বিভ্রান্ত জনতা। দিশেহারা মানুষের সামনে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন কর্ণেল কার্লো ক্যাস্টিল্লো আরমাস্। ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করলেন, তাতে পরদিনই দেশের অনেক সম্পাদকই গোপনে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দেশত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর কলা বাগান, কফির ক্ষেত প্রত্যর্পণে ও মার্কিন পুঁজির নিরাপদ স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে কর্ণেল ক্যাস্টিল্লো জনমতের প্রতি প্রচণ্ড অবজ্ঞা নিয়ে নির্বাচন

সহস্র যোজন দূরে রাখলেন। অবিরাম ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী নিধন করেও নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। দেশে প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলো। হনন ও প্রতিহননের মধ্যে দিয়ে ক্যস্টিল্লোর রাজত্বের অবসান হয়।

বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানও চলতে ফিরতে চশমার মত বন্দুক সঙ্গে রাখেন। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ মানুষের মনে। রাজনৈতিক চোরাঘূর্ণির আবর্ত এখানে ঘুরছেই।

দেশের মানুষের বর্ণ যাই হোক তা দিয়ে দেশের মাটির মালিকের রঙ যাচাই করা যায় না। এল স্যালভাডোর-এ এসে চতুর ভ্রমণকারীরও শ্বেতাঙ্গদের কুক্ষিগত আশ্চর্য এই নিয়ম হয়তো নজরে আসবে না। কিন্তু যত গতিশীলই হোক, যত উঁচু আকাশই হোক না, যান্ত্রিক সমস্ত শব্দকে মন্থন করে আলোড়িত জল সমুদ্রের মধ্যে থেকে পানামার আর্তনাদ শোনা যায়—এ আমাদের—এ ক্যানাল আমার। আমি কিন্তু অনুরোধ করবো। অতি ব্যস্ত প্রোগ্রামের মধ্যেও 'ক্যানাল জোন' দেখবার জন্যে পানামায় একটি দিন আমি বুদ্ধিমান উৎসাহী পর্যটককে থামতে বলি।

ক্যানাল জোন। চল্লিশ মাইল দীর্ঘ ও দুপাশে পাঁচ মাইল করে দশ মাইল জমি—মোট চারশো বর্গমাইল এলাকা নিয়ে 'ক্যানাল জোন' গোটা খাল অঞ্চলে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে খালকর হিসেবে কোটি কোটি ডলার মুনাফা জমছে মার্কিন ব্যাঙ্কে।

ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস্ তুমি খালই শুধু কেটেছো আর রিক্ত হয়েছো—নিঃস্ব করেছো নিজেকে! আর টেডী রুজভেল্ট শুধু পানামা খাল নয়, গোটা দেশটাই গ্রাস করে নিলেন। ওয়াশিংটনের প্রোটেকটোরেটে পরিণত হলো পানামা। 'গুড নেবার পলিসি' প্রত্যক্ষ মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাগজপত্রে মুক্তি দিলেও পানামার কপালে জুটেছে মাত্র কয়েক লক্ষ ডলার।

'ক্যানাল জোন' যে-কোন ভ্রমণকারীকে মুগ্ধ করবে। তবে আমার মত কালা আদমীকে কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হবে। একদিকে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর কলা, কোকো আর শণ ক্ষেতে গোটা পানামাবাসীর চরম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতার মধ্যে মর্মান্তিক প্রাণধারণ; অন্যদিকে বিদেশী শেতাঙ্গের হাতে 'ক্যানাল জোন'-এর বিপুল ঐশ্বর্য ও অকল্পনীয় সৌন্দর্য নিশ্চয়ই কোনো কালা আদমীর

ভালো লাগবে না।

নিদারুণ হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও পানামা আজ জাগছে। প্রাচীরপত্রে ইস্তাহার হয়তো চোখে পড়বে—গ্রিঙ্গো ফিরে যাও।—খাল চুক্তি বাতিল কর।

গত বছর এমন সময় এই 'ক্যানাল জোন' অশান্ত হয়ে উঠেছিলো। আক্রান্ত হয়েছিলো মার্কিন দূতাবাস। ভস্মীভূত প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের ধোঁয়া আর আগুন আকাশে উঠেছিলো কুণ্ডলী পাকিয়ে। গুডইয়ার টায়ারের পোড়া রবারের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিলো। আতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে তাজা তাজা বিক্ষুব্ধ পানামার ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের আওয়াজ আছড়ে পড়েছে—গ্রিঙ্গো নিপাত যাক—পানামা থেকে তোমরা ফিরে যাও।—'ক্যানাল জোন' আমাদের।

পানামার মানুষ ইয়াঙ্কীদের বলে গ্রিঙ্গো।

গ্রিঙ্গো কিন্তু ফেরে না। অপরিসীম শক্তি ও অপরিমেয় ক্ষমতা নিয়ে আজও তারা অধিকার করে আছে 'ক্যানাল জোন'।

ভাবপ্রবণ কোনো বুদ্ধিজীবী ট্যুরিষ্ট-এর মনটা অল্পক্ষণের জন্যে হয়তো আর্দ্র হবে। মাথার টুপি খুলে দু-দণ্ড ভাববেন। কিন্তু সচিত্র বিজ্ঞাপনে বগোদায় আকর্ষণীয় ছবিতে সে বিভ্রান্তিটুকু কেটে যাবে।

জেনারেল গুস্টাভো রোজাজ্ পিনিল্লা পাঁচশত মিলিয়ন ডলারে কলম্বিয়া-কে ঋণগ্রস্ত করে গেছেন এই সেদিন—বারাণকুইল্লার স্পীড্ বোটে বসে মাছ ধরবার সময় যদিও মনে হয়, বগোদায় এলে মনে হবে নিতান্তই মিথ্যাভাষণ। মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে স্বার্থান্বেষী মানুষের নিতান্তই অপভাষণ। অতুল ঐশ্বর্যময়ী এই শহর শুধু গ্রহণই করেছে—ঋণী হয়নি যেন এতটুকু।

প্রেসিডেন্ট গোমেজ যখন সাধারণের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছেন, ক্ষমতার দখল নিয়ে কনজারভেটিভ আর লিবারেল-এর খেয়োখেয়ি চলেছে বিরাম-বিহীন, জনপ্রিয় নেতা জর্জ গাইতান্ নিহত হওয়ায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের আগুন যখন একেবারে নিভে যায়নি, রোজাজ্ পিনিল্লা রাজনৈতিক পটভূমিতে তখন ক্ষিপ্র গতিবেগ নিয়ে প্রবেশ করেন।

জনসাধারণ একটা কিছু চাইছিল। এই গতিবেগটা তাদের ভালই লেগেছে

সেঁজিন্স। পিনিল্লার রেডিও ভাষণ মানুষের মনে আসন বিস্তার করেছে। আহ্বান জানালেন—ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান হবে জয়। কিন্তু ধরম-এর ধার দিয়েও গেলেন না, করম-এতে বীর হবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। শুধু নিজের উন্নত শির সম্পর্কে এতটুকু সংশয় ছিল না রোজাজ্ পিনিল্লার।

বগোদায় এক ছাত্র মিছিলের ওপর ভয়ঙ্কর গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে পিনিল্লা আত্মপ্রকাশ করলেন। জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'এল-টাইমপো'র প্রকাশ বন্ধ করে ও কুখ্যাত 'ডেসক্যাটো' আইনের প্রবর্তন করে গোটা দেশে অকল্পনীয় এক ত্রাসের সৃষ্টি করলেন।

নিজের উন্নত শির সম্পর্কে এত বেশী উন্মাদনা সহসা চোখে পড়ে না। রসিক কোনো ভ্রমণকারীকে বগোদার বিখ্যাত বুল-রিং-এর লড়াই নিশ্চয়ই আনন্দ দেবে। কিন্তু পাশেরই কোন দর্শক, আজও যিনি অক্ষত আছেন, এই বুল-রিং-এরই এক তাজ্জব কাহিনী হয়তো বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষে পরিপূর্ণ স্টেডিয়াম। সেদিন ছিল লড়াই-এর বিশেষ প্রদর্শনী। রাষ্ট্র-প্রধান রোজাজ্ পিনিল্লার ব্যানার সম্পর্কে দর্শকবৃন্দের আশ্চর্য রকম উপেক্ষা দেখা গেল। অকৃতজ্ঞ জনতা সেদিন উঠে দাঁড়াযনি। হর্ষধ্বনি আর অভিবাদনে নেতাকে স্বাগত জানাযনি। কযেক মুহূর্তের থমথমে ভাব। ছদ্মবেশী হাজারো গুপ্তচর ও ভাড়াটে দালাল উদ্ধত ছুরিকা নিয়ে বেপরোয়া ভাবে ছুটে এসেছে। শিশু, নারী ও বৃদ্ধেরও সেদিন রেহাই ছিল না। ডোরাকাটা পোশাক পরা খেলোয়াড় হয়তো সেদিন রক্তিম নিশানা মাটিতে ফেলে প্রাণভযে পালিয়েছে। বিজয় গৌরবে পেছনেব ঠ্যাং এ মাটি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নির্বোধ জানোযার থমকে দাঁড়িযেছে। এ তো উৎসাহী দর্শকেব উল্লাস নয়। আর্ত চীৎকার ও নির্মম ছুরিকায বিদীর্ণ নারী ও শিশুর মর্মস্পর্শী রুধিরোৎসব দেখে মূক জানোয়ার হয বিভ্রান্ত। ভীত চকিত ভযঙ্কর বিশাল পশু পবমুহূর্তেই উর্ধ্বশ্বাসে তার 'কেজ'-এর দিকে ফিরে গেছে বিং থেকে।

রোজাজ্ পিনিল্লার অত্যাচার লিবারেল ও কনজারভেটিভ দলকে নিকটে এনেছে। দুঃশাসক পিনিল্লার অপসারণ সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারলেন। সামরিক অসন্তোষ ও তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে পিনিল্লা-বিরোধী আন্দোলন প্রবল অত্যাচারের মধ্যেও বৃদ্ধি পায। য়ুনিভারসিটির ছাত্র আন্দোলন অভ্যুত্থান হিসেবে দেখা দিল। কারাগার পূর্ণ হয়, বিদেশী বাজারে কফির দাম

পড়ছে থাকে। বগোদায় পথে বেকার, মেডিলিন-এর শ্রমিক বিক্ষোভ, ক্যালের কৃষক জাগরণের মধ্যে পিনিল্লার অপসারণ অনিবার্য হয়ে দেখা দিল।

রোজাজ্ পিনিল্লা আজ নেই। রাজনীতির দাবার চালের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু নতুন প্রধানের কাছে কলম্বিয়ার মানুষ আশার বাণী কিছু শুনতে পায়নি আজো। এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের কথা শুনে চলতে হয়। ল্যারাস ক্যামারগো কর্মভার গ্রহণ করে যে পরিমাণ ডলার ভিক্ষা করেছেন, তাতে আপাতরম্য কিছু পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে হয়তো, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার স্বাদ থেকে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত। বিজাতীয় পরিষদের পরিকল্পিত নির্দেশে আজ পরিচালিত হয় কলম্বিয়ার জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ।

পেরুর পথে ইকুয়েডর। গুইয়াকিল-এর হোটেলে 'লোক্রো' সুপ হয়তো মন্দ লাগবে না, কিন্তু মাত্র একশো মাইলের মধ্যে এগারো হাজার ফিট ওপরে কিটো শহরে পৌঁছোনোর চিত্তাকর্ষক রেল ভ্রমণের সময় একবারও মনে হবে না—ল্যাটিন আমেরিকার অন্যতম দরিদ্র দেশের হৃদ্‌পিণ্ডের ওপর দিয়ে চলেছি।

লিমার সৌন্দর্য পেরুর প্রকৃত রূপ নয়। কলে কারখানায় শ্রমিক প্রতারিত, শত বর্ষের পুরাতন প্রথায় আবাদে দেশের মানুষ এখনও ক্রীতদাস। সীসে আর দস্তার কথা জানা ছিলো আগে থেকেই। পরে পেট্রোলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এসে পৌঁছেছে বিদেশী বণিক।

এখানকার পেট্রোলের দোকানটি আগে দেখতে ছিলো মজার। মনে হতো নিরীহ ক্ষুদ্রকায় জলজ এক শুশুক। লিমায় বিচিত্র বর্ণের ছোট্ট দোকান ঘরটি 'এ্যাকোরিয়াম'-এর মতই দেখতে ছিল। আহার ছিল স্বল্প—পরিমিত।

প্রাণীটি চিনতে ভুল হয়নি—জলজই। তবে সরোবরের নয়—সমুদ্রের। বালুতটে ভেসে আসা অনাথ নয়--আলপাকায় আচ্ছন্ন ছিল দেশ, নিউজার্সির 'স্টাণ্ডার্ড অয়েল' যে ও দোকানের মা, হতভাগ্য পেরু আগে বুঝতে পারেনি। নিরীহ প্রাণী 'এ্যাকোরিয়াম' ভেঙ্গে সারা শরীরে একটা বিক্ষেপ তুলে শ্লথ গতিতে নিজের নিয়মে একদিন মাটিতে নেমে এলো। ঘন ঘন রঙ বদলানো, আকৃতিগত পরিবর্তন নিয়ে বিপুল দেহ যখন আত্মপ্রকাশ করলো, দিশেহারা পেরু সেদিন থেকেই আতঙ্কিত।

এখন আর আহার নয়—ক্ষুধা। কামান্ধ যৌবন সার্থকও হয়েছে প্রজননে।

ভূমিষ্ঠ হয়েছে 'পেস্কো কোম্পানী', গ্রেস কোম্পানীর নিরাপদ জন্ম হয়েছে। অভিজ্ঞা ধাত্রীর সুনিপুণ হস্ত চালনায় একটু দেরীতে হলেও 'ভেনাডিয়াম কর্পোরেশন' প্রসবে গুরুতর কোনো সমস্যাও দেখা দেয়নি। স্তন্যপানেই বৃদ্ধি। স্বীয় আত্মজার অধিকার নিয়েই বেড়ে ওঠা। তামা ও যত খনিজ নিয়েছে একজন —জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেয়েছে অন্যরা।

আধা সরীসৃপ আজ দুর্মদ। রক্তবর্ণ চোখে গোটা দেশটাকে নজরে রেখেছে। চেকোশ্লাভা পেরুর সীসে ও দস্তা যেদিন কিনতে চেয়েছে—প্রচণ্ড শুঁড় রাষ্ট্রপ্রধান প্রেডোর কণ্ঠ জাপটে ধরেছে। টালারা-র শ্রমিক বিক্ষোভের দিকে পিচ্ছল কাঁটাওয়ালা বাহু ছুটে যায়। তামাক, আখ আর তুলো ঠিক মত জাহাজে উঠছে না, ভয়ঙ্কর আর একটি শুলো তাড়া করে গেছে কাল্লাও বন্দরে।

নেশাগ্রস্ত পেরু তবু জাগছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। য়ুনিভারসিটি প্রাচীন—তবে ছাত্রেরা আজ অর্বাচীন নয়। দুনিয়ার খবর এরা রাখে। 'ক্যানাল জোন'-এ পানামার পতাকা কেন তোলা যায়নি, নিগ্রো প্রতিনিধি এখানে এসে জবাব দিয়ে যায়। ভিয়েৎনাম বা কোরিয়ার পরিস্থিতি, গুয়াটেমালা বা আলজেরিয়ার রাজনৈতিক বিক্ষোভের আলোচনা যে কোনো কফির টেবিলে কান পাতলে শোনা যায়। রিচার্ড নিক্সন লিমা থেকে যে লাঞ্ছনা ও অপমান নিয়ে ওয়াশিংটন ফিরে গেছেন, তার পেছনে মস্কোর কোন হাত ছিল বলে মনে করি না। কিন্তু ক্রুশ্চেভ হাঙ্গেরীতে ট্রুপস্ নামালে খুশীর আতিশয্যে সহপাঠী বন্ধুদের হোটেলে নিয়ে লিমার প্রসিদ্ধ 'এস্কাবিচে'তে আপ্যায়ন করার মত উৎসাহী যুবার অভাব ছিল বলে মনে হয় না।

ব্যস্ত ভ্রমণকারীর এত কথা হয়তো ভাল লাগবে না। তাঁর জানার সঙ্গে পেরুকে এ-ভাবে চেনার বিস্তর হেরফের আছে। বরং লিমার ঝলমলে দোকান থেকে কেনা সুন্দর জিনিষটি দেখতে হয়তো তিনি উৎসাহী হবেন। কিন্তু দৈবাৎ যদি পুরোনো সংবাদপত্রে জড়ানো দ্রব্যটি খুলে দেখবার আগে কাগজের বেয়াড়া কথাগুলোই চোখে পড়ে তাহলে হয়তো পড়তে হবে—'The glitter and gloss of busy Lima, an ersatz Paris, deceives the traveller who never gets far from the paved boulevards. The true Peru lies in the scattered villages and farms of the coast and the seirra, where submerged millions live and labor

without benefit of the blessings of civilization.'

মনটা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবে এইখানেই শেষ নয়। সংবাদপত্রের টাটকা খবরও আছে। প্রাভদা নয়—নিউইয়র্ক টাইমস—

'A little news item from Lima, Peru, tells a potentially big story. It is about Indian peasants in the old Inca Capital of Cuzco, high in the Andes, clashing with the police.'

দুদিনের জন্যে বেড়াতে আসা, এত মারামারিতে আমাদের প্রয়োজন নেই সচিত্র গাইড বুক থেকে নির্দেশ নেওয়াই ভালো—

প্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতার নিদর্শন মেলে পেরুতে। লিমার হোটেলের ব্যবস্থা প্যারীর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। বোতলের জল খাওয়াই এখানে বিধেয়। ভিসা অফিসে অল্প সময় লাগে। বীর পিজারোর মমি এখানে রাখা আছে।

আমরা এবার চিলিতে প্রবেশ করবো। চিলি পেরুর দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে একেবারে হর্ণ অন্তরীপ অবধি প্রসারিত। আটাকামা মরু পেছনে ফেলে আসতে হবে। চতুর ব্যক্তি এখানে স্কচ হুইস্কি ফেলে বর্ণহীন দ্রাক্ষারস পিস্কোই পছন্দ করবেন। শিশুরা এখানে দুধ পায় না, এ অভিযোগ কতটা সত্যি জানি না, তবে নিয়মিত মুখের গ্রাসে ন্যূনতম খাদ্যপ্রাণ যে বহুদিন থেকেই অনুপস্থিত, সে তথ্য আহরণের জন্যে স্বাস্থ্য সমীক্ষার ছাপানো কেতাব দেখবার দরকার হয় না। শতবর্ষ ধরে ইংরেজ, জর্মন, আইরিশ এসেছে। ফ্রান্স, ইটালী আব যুগশ্লাভা থেকেও এখানে এসেছে বিস্তর মানুষ। সব একাকার হয়ে গেছে আজ। মিশ্রণে চেহারা বদল হয়েছে। সংমিশ্রণে ভাষা খসে গেছে। পরিবর্তন এনেছে অশনে, বসনে আর ভূষণে—রক্ষণ ব্যবস্থায় ব্যর্থ হয়েছে স্বকীয় কৃষ্টি, রূপান্তরিত হয়েছে সংস্কৃতি। তবু চিলির অভিজাত পরিবারে সনাতন পদবী আজও অক্ষত আছে। মুলার এডওয়ার্ড, কক্স, সিকা বা সুইনবার্ণ টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুললেই দেখা যায়। দ্রুত ধাবমান গাড়ির বাঁক নেবার সুন্দর কাৎ করা রাস্তা মিলবে, কিন্তু দেশের গভীর আজও অগম্য। জমিদার এখনও সক্রিয় —চাষীদের বুকের ওপর এখনও 'ফাণ্ডো' প্রথা অব্যাহত শক্তিতে বিরাজমান। শিশু মৃত্যুহার উত্তর আমেরিকার চেয়ে কত বেশী সে তুলনা হয়তো অর্থহীন।

কিন্তু আফ্রিকার উগাণ্ডা বা মোম্বাসার হিসেবের খাতার সঙ্গে বহুলাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষক পরিবারে এখনও মা হবার কষ্টটুকু আছে—জননীর স্বাদ থেকে বহু মাতাই বঞ্চিত। জন ষ্টেনবেক এখানে এসে একটি 'দলিত-দ্রাক্ষা' রচনা করবেন, চিলির জনসাধারণ আজও নিশ্চয়ই তা আশা করে।

গদির দখল নিয়ে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, খুন-জখম আর রাহাজানিতে রাজনৈতিক পটভূমি অন্য দেশের মত রক্তিম নয়। ডেমোক্রেসী এখানে মর্যাদা পেয়ে থাকে। তবে ব্যালট পেপারের অধিকার পেয়ে মানুষ আজ আর তৃপ্ত নয়। সান্টিয়াগো বা ভালপারাইজো বন্দরে কী পরিমাণ কমিউনিস্ট হাঁটা চলা করে জানি না—গোটা দেশে এরা সংখ্যায় কত, সে তথ্যও আমার সঙ্গে নেই, তবে বেশ কিছু দিন আগে ভাইডেলা যখন রাশিয়া ও চেকোশ্লাভার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন, মার্শাল টিটোকে ইতর আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস থেকে পাবলো নেরুদাকে বহিষ্কার করে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলেন, তখন প্রায় কয়েক শত পলাতক কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছেন। গম আর যবের আড়ালে জায়গা দিয়েছে কৃষক। সোরা আর তামার গন্ধে ভরপুর নোংরা বস্তিতে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে শ্রমিক।

জর্জ এ্যালেসঅ্যানড্রি সরকারী কর্মচারীদের অসন্তোষের কারণ হলেও তাঁর বিবিধ কর্মনীতি জনসাধারণ ও কংগ্রেসের সমর্থন পেয়েছে। বামপন্থী জোট আদৌ সুবিধে করতে পারেনি। নানা সমস্যায় আকীর্ণ ও সাম্প্রতিক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে তিনি যে আশার আলো দেখিয়েছেন তার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

কিন্তু চিলির আসল সমস্যা ভূমিকম্প নয়—ভূমি। দুঃসহ ফাণ্ডো প্রথার অবসান ছাড়া চিলির মুক্তি নেই। উর্বরা জমির পরিমাণই যদি সাফল্যের মানদণ্ড হয়, তবে সুইটজারল্যাণ্ডের চিলির চেয়ে অনেক দরিদ্র দেশ হওয়া উচিত ছিল। আর্জেন্টিনা থেকে চিলিতে খাদ্যশস্য আমদানীর কোনো প্রয়োজনই তাহলে হতো না। ভূমিহীন কৃষক তামার খনিতে রুটির সন্ধানে আসে। আর লাখ একরের উর্বরা জমির মালিকানা নিয়ে ক্যাথলিক এ্যারিস্টোক্রাট্ ডেমোক্রেসীর দোহাই পেড়ে 'পপুলার এ্যাকশন্ ফ্রন্ট'কে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।

জলন্ত নজীর এখানে নেই, তবু আগামী দিনে 'পপুলার এ্যাকশন ফ্রন্ট'-এর জনপ্রিয়তা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, স্যালভাডোর এ্যালেনার্ড-র হাতে যদি দেশের

ক্ষমতা চলে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, সামরিক ক্যু-ভে-টা চিলির 'ডেমোক্রেসী' নিশ্চিত হত্যা করবে।

এখানকার চা-এর বিশেষত্ব পরখ করুন—আর্জেন্টিনার পানীয় ও পনীরের স্বাদ গ্রহণ করতে ভুলবেন না—বুয়েনস্ আয়ার্স-এ পৌছোনোর আগেই এ খবর আপনার জানা হয়ে যাবে। মার্কেটিং করতে হলে কাল্লে ফ্লোরিডা-তে আসতে হবে। কাল্লে করিয়্যান্টিস্-এর কোনো সিনেমা হলে মার্লিন মুনরো এখনও মুখর। পথের পাশে ফুটপাত জুড়ে কাফে দেখে মনে হবে প্যারীতেই আছি। আকাশে হারিয়ে যাওয়া অট্টালিকা দেখতে গেলে মাথার টুপি ভূপতিত হবার আশঙ্কা থাকে।

ঝলমলে নিয়ন আলোতে অতি রমণীয় বুয়েনস্ আয়ার্স বিদেশী যে কোনো ভ্রমণকারীকে মুগ্ধ করবে। অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারিণী আর্জেন্টিনা। সৌন্দর্য ও সম্পদ কল্পনাতীত। অরণ্য সম্পদে, বিপুল শস্যে, পাম্পাসের বিস্তৃত তৃণভূমির, অফুরন্ত পশুচারণে ও প্যাটাগোনিয়ার পেট্রোলিয়ামের মধ্যে সম্পদ তার ছড়ানো।

কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে জেনারেল ভ্লোনার্ডি শাসনভার গ্রহণ করে ভিন্ন চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরলেন। এক পাশব শক্তির উন্মত্ত অত্যাচারে ঐশ্বর্যময়ী আর্জেন্টিনা পর্যুদস্ত। সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়েছে। সম্পদ তার রিক্ত হয়ে গেছে। কোষাগার শূন্যপ্রায়। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ সোয়া বিলিয়ন ডলার। আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পাঁচ বিলিয়ন ডলার। মজুত স্বর্ণের তলানী আরও সঙ্গিন—অনেক বেশী শ্রীহীন।

অবিশ্বাস্য এই মর্মান্তিক চিত্র গোটা দেশের মানুষকে যেন নতুন করে রিক্ত করলো।

প্রশ্ন উঠবে এরা কারা? এ কোন পাশব শক্তি? তৈমুরকে চিনতে ইচ্ছে করবে। চেঙ্গিস খাঁ-কে জানতে ইচ্ছে করবে।

র‍্যামিরেজ-এর হাতে আর্জেন্টিনা তখন জ্বলছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষটি পাগলের মত চীৎকার করছিলেন—আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডকে ঘৃণা করো, ডেমোক্রেসী ও কমিউনিজম আমি ইহুদীদের মত পোড়াবো। হিটলারকে অনুসরণ করো, মুসোলিনীর শিক্ষা গ্রহণ করতে শেখো। মহামান্য ফ্রাঙ্কোর

পূজোমণ্ডপে আমি নিতান্তই পুরোহিত।

বুয়েনস্ আয়াস্‍র্-এর এক মহার্ঘ হোটেল কক্ষের জানালায় দাঁড়িয়ে ছ'ফিট লম্বা সুদর্শন এক মেফিসটোফিলিস সেদিন একাকী। র‍্যামিরেজ-এর পাগলামী কিন্তু শুনছিলেন না। গণদেবতার মধ্যে স্তব্ধ এক ভয়ঙ্কর ফাউস্টকে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এই সুযোগ, এই সম্ভাবনা। জীবনের চরম সন্ধিক্ষণ। যৌবন-বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত।

অশান্ত বুয়েনস্ আয়াস্‍র্-এর ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার মুখে শালপ্রাংশু দৃঢ় মানুষটিকে দেখে র‍্যামিরেজ বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বললেন—ব্রুটাস তুমিও! আমি জানতাম তুমি আমারই!

—আমি জনতার, আমি শ্রমিকের। সর্বহারারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আশ্চর্য এই রাজনৈতিক অভিনেতা। জবাবেও ছিল অত্যাশ্চর্য হৃদয়াবেগ। জনতা এই মানুষটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ফাউস্ট যৌবনের ডালা নিয়ে উপস্থিত' হলো। একটু অপেক্ষা। নৈবেদ্য-র থালার দিকে চেষ্টাকৃত নিরাসক্তি। তারপর বিপুল বিক্রমে, প্রচণ্ড গতি নিয়ে গোটা বেদী অধিকার করলেন নতুন দেবতা। পূজা সমাপন হয় যৌবন-বিজয়ের পতাকা উত্তোলনে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। অপরাজেয় জননায়ক। জন ডমাইনগো পেরণ আর্জেন্টিনার ভাগ্যাকাশে অনেক আলো ও সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনতিব্যক্ত হাসির ওপরই প্রথম অঙ্কের যবনিকা।

বুয়েনস্ আযাস্‍র্-এর অতি দরিদ্র কুটীরে হাজারো শিশুর মতই পেরণ জন্মগ্রহণ করেন। সামরিক বিভাগের সিপাইয়ের কাজেই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। কিন্তু উন্নতির সোপানে সোপানে তিনি যখন ক্যাপ্টেন-এ এসে ঠেকেছেন, তখন সামনে পেলেন 'ইউরিবুরু' বিদ্রোহ। আধা রাজনীতিতে প্রবেশ সেদিন থেকেই। গেলেন ইটালী ও ফ্রান্সে রণনীতিতে হাত পাকাতে। জর্মনী ও ইটালীতে শিখলেন রণ-কৌশল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোপনে নাজীদের যখন সাহায্য করছিলেন র‍্যামিরেজ, পেরণ পাশে দাঁড়িয়ে প্রেরণা দিয়েছেন। র‍্যামিরেজ পেরণকে নিযুক্ত করছেন 'চীফ অফ স্টাফ'। তাতেও ভরেনি না চিত্ত। পেরণ প্রলিটারিয়েটদের চিনতেন। রাজনৈতিক দাবা খেলায় অসংখ্য এই নিরীহ নিরস্ত্র সেনাদের ভূমিকা তাঁর খুব ভালো করেই জানা ছিল। কনজারভেটিভস্ আর লিবারেলস-এর হাত থেকে শ্রমিকদের ছিনিয়ে

মিলেন পেরণ।

যৌবন-বিজয় এ ভাবেই সার্থক হয়।

তবে নাটকে একটি নারী চরিত্রের ভূমিকাও বড় কম নয়। ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন মারিয়া ইভা পেরণ। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ শাসন দেশ ভাগ করে নেয়। গৃহে যিনি শয্যাসঙ্গিনী, বাইরেও তিনি সহকর্মিণী। প্রেম সার্থক হয়। ভালবাসা সফল হয়।

এখানে এই নারীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যৌবনের উদগ্র কামনার চোরাই ফসল হিসাবে পৃথিবীতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বিগত জীবন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। আকাশবাণী বুয়েনস্ আয়ার্স-এর দৈনিক এক ডলারের মেয়ে মারিয়া। পেরণ তাঁকে আবিষ্কার করেন। সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন।

পেরণের সাফল্যের অতি বড় শক্তি এই মারিয়া। গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় মারিয়ার সমকক্ষ কোনো রাজনৈতিক অভিনেত্রী আজও দেখা দেয়নি।

পেরণ যেখানে ক্লান্ত, যে সমস্যায় তিনি পর্যুদস্ত, সেখানে পাশে দাঁড়িয়ে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সে সমস্যাকে জয় করেছেন মারিয়া। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও।

উড়ে গেছেন স্পেনে, ইটালী ও ফ্রান্সে। ফ্রাঙ্কো চেয়ার এগিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং পোপ চার্চের দরজা পর্যন্ত সঙ্গে এসেছেন। প্রেসিডেণ্ট ডিনারে আপ্যায়ন করছেন প্যারীতে।

মারিয়ার তুলনা নেই। আর্জেণ্টিনার পহেলা নম্বর রমণীর মর্যাদা তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তিনি ছিলেন গণমানসের মানসী। ফাউস্টকে তিনি হয়তো ভাল চিনতেন। গগনচুম্বী অট্টালিকার সুঠাম শক্তির আসল উৎস ইস্পাতের ফ্রেমের মধ্যে যেমন লুকোনো থাকে, ঠিক তেমনই শ্রমিক ও কৃষকের সংহত কণ্ঠই জননায়কের নিরাপদ নেতৃত্বকে সংহত রাখে—মুহূর্তের জন্যেও মারিয়া সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারেননি। শ্রমিকের মধ্যে ছুটে যান মারিয়া, বক্তৃতা দেন পেরণ। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তাজ্জব যুক্তিতে সমস্ত অসন্তোষ মুছে নিয়ে আসেন।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে শুধু ফাঁকা কথা ছড়িয়ে জনচিত্ত বেশীদিন জয় করা যায় না। পেরণ শ্রমিকদের মঙ্গল করবার চেষ্টাও যথেষ্ট করেছেন। বেতন-

বৃদ্ধি, শ্রমিক নিরাপত্তা আইন ও কখনও কখনও শ্রমিকের পক্ষ সমর্থন করে মালিকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মারিয়া হাসপাতাল ও শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন দিনের পর দিন।

আমেরিকার সঙ্গে বহুদিনের উষ্ণ সম্পর্ক পেরণ কিন্তু কমাতে চাইলেন না। কমিউনিজম-এ কিছু নেই, ক্যাপিটালিজম-এও বিস্তর সমস্যা। তাই পেরণ বললেন—এই দেখো আমার জাস্টিক্যালইজমো, এ আমার মৌলিক আবিষ্কার। লণ্ডন ও ওয়াশিংটন হেসেছে—প্রাভদায় এ নতুন সমন্বয়ের কোনো উল্লেখ নেই। পেরণের এই সোনার পাথরবাটির রহস্য আজও জানা যায়নি।

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কেনাবেচা চলে মন্দা। মারিয়াকে ফ্রাঙ্কোর কাছে দৌড়তে হয়। কথা নিয়ে আসেন শস্য ও গরুর মাংস তাঁরা এবার বেশী কিনবেন।

ফাঁকা জাতীয় আভিজাত্যের ফানুস পেরণের বিস্ময়কর সৃষ্টি। শ্রমিক মোহাচ্ছন্ন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা দেশের বামপন্থীদের সুড়সুড়ি দিয়েছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেয়ে পেরণ তাঁদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে জানতেন। আকাশবাণী বুয়েনস্ আয়ার্স্ ক্ষুদে গোয়েবলস দ্বারা পরিচালিত। সর্বোপরি সহধর্মিণী মারিয়া বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা নিয়ে জন-চিত্তের ব্যারোমিটারেব ওঠা-নামা নজরে রাখতেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর ছড়ি ঘোরানোর স্বপ্নও দেখতেন পেরণ। বিশ্বস্ত গুপ্তচর পার্শ্ববর্তী দেশে ছিটিয়ে দিলেন। পেরু, ভেনেজুয়ালা ও কিউবায সামরিক অভ্যুত্থানের সাপকে জাগিয়ে তুললেন।

যৌবনের স্বাদে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন পেরণ।

স্ত্রী-বিয়োগ নিশ্চয়ই যে-কোনো স্বামীর কাছে অনেকখানি। কিন্তু মারিয়ার দেহত্যাগ নিঃসন্দেহে পেরণের কাছে আরও একটু বেশী। কেমন যেন আচমকা থমকে দাঁড়ান। নিজের মৌলিক জাস্টিক্যালইজমো-র গুরুতর কোনো খামতির কথা ভাবতে থাকেন। মারিয়ার অনুপস্থিতি অনেক বেশী করে অনুভব করেন। তবু এই রাজনৈতিক নর্তকীর ক্রমশঃ বিলীয়মান ঘুঙুরের শব্দ লক্ষ্য করে সতর্ক পদক্ষেপে চলতে হয়। জাতীয় আভিজাত্যের ফানুসের রঙে মানুষের চোখ তখনও রঙীন। বুয়েনস্ আয়ার্স্ থমথমে অভিব্যক্তিহীন।

দেশে কাঁচা মালের অভাব ও বৈদেশিক মুদ্রার অনটন অতিরিক্ত নোট

ছেপে ঢাকা যায় না। ক্যাথলিক চার্চের অসন্তোষ পথে নেমে আসে। জয়ায়েতে জনতার কণ্ঠ আর পূর্বের স্বরে বাজে না।

নাবিক প্রশ্ন করে—প্যাম্পাস আমাদের, তবে বুয়েনস্ আয়ার্স্-এ মাংসহীন দিবস কেন বলতে পারেন? বৈমানিক জানতে চায়—আমাদের এয়ার মার্শাল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চীফ অফ স্টাফের চেয়ে বেশী বেতন পান কেন?

পেরণ আর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। বিপুল গুপ্তচরে ছেয়ে ফেললেন দেশ। বেছে বেছে য়ুনিভারসিটির ক্লাস থেকে ছাত্র ও অধ্যাপক সরিয়ে নিলেন। সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই দিনের শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন না। সংবাদপত্রের নিউজ প্রিন্টের কোটা আচমকা বন্ধ হয়ে যায়।

পেরণ এক অত্যাশ্চর্য কাজ করলেন তারপর। ডাঃ মিলটন আইজেনহাওয়ার এলেন আর্জেণ্টিনায়। পেরণের শুধু কণ্ঠস্বর নয়, ভাষারও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ওয়াশিংটন আমাদের দেখলো না! আপনারা এসে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। টাকা-পয়সা না দিলে আমাদের পরিকল্পনা শুধু কল্পনা হয়েই থাকবে।

ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে ডাঃ আইজেনহাওয়ার কি তথ্য পরিবেশন করে-ছিলেন জানি না। কিন্তু এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক লাখ লাখ ডলার নিয়ে এগিয়ে এলো। ইস্পাত তৈরীর কারখানা তারা গড়ে দিতে এলো। পেরণ স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে যে চুক্তিপত্রে সই করলেন তাতে পেট্রোলের কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু ঐ চুক্তিপত্রের সর্ত সাধারণ মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে তোলে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায় না। নিত্যব্যবহার্য জিনিষের দর ক্রমেই বাড়তে-থাকে। জাতীয় আভিজাত্যের ফাঁকা কথা দিনে দিনে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। পেরণ প্রকাশ হয়ে পড়েছেন। ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না।

সন্ধ্যের পর বুয়েনস্ আয়ার্স্ আর নিরাপদ নয়। পথঘাট জনশূন্য। নিজের ছায়াকেই অনেকে আততায়ী বলে ভুল করে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছু ফিরে দেখায় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। জানালায় দাঁড়িয়ে মাতা অপেক্ষায় থাকেন পুত্রের। পরিচিত কণ্ঠের আভাষ না পেলে কোন স্ত্রী-ই দরজা খুলতে সাহস করেন না। ভীতত্রস্ত মানুষ—খেতে বসে ফিস ফিস করে কথা বলে। বাইরের চীৎকার শুনে শিশুপুত্রকে মাঝখানে রেখে নতুন মাতাপিতা কাছাকাছি হতে চেষ্টা করে। গণিকা আর ভাড়াটে গুণ্ডার মিছিল চলেছে রাজপথে। আশ্চর্য অন্ধ

শ্রমিক, আজো মিছিলে পতাকা বহন করে।

ভিভা পেরণ ! ভিভা আর্জেন্টিনো !!

আগ্নেয়গিরি তার নিজের নিয়মে চলে। অনিবার্য মুহূর্তে সুপ্ত জ্বালামুখ ভেদ করে আগুন আর ধূমের উদ্গীরণ।

জোয়ারের প্লাবন নয়, গলিত লাভা স্রোতের মতই অশান্ত বিক্ষুব্ধ মানুষ পথে নেমে এলো একদিন। বুয়েনস্ আয়ার্স্-এর রাজপথে আন্দোলন প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে।

লাভাস্রোত চললো কার্ডোবার দিকে।

পেরণ রাজনৈতিক চাল ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। ফেডারেশন অব লেবারের কাছে বার্তা পাঠালেন—জনসাধারণ ইচ্ছুক হলে, আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি।

নিউইয়র্ক টাইমস লিখলো—'the convulsive reaction of a frightened man who is playing a losing game'.

অশান্ত জনতার কিন্তু বিশ্রাম নেই। সান্টা ফি, পারানা ও রোজারিওতে বিক্ষোভ বিস্তার লাভ করে। নির্দয় ফাউস্ট এখন নির্মমভাবে যৌবন ফিরে চাইছে।

শতবর্ষ আগে অত্যাচারী রোজাজ এই দেশ ছেড়ে গোপনে এক ব্রিটিশ জাহাজে সাদাম্পটন পাড়ি দেন। পেরণ তাঁকেই অনুসরণ করেন। প্রাণভয়ে অন্ধকারে চোরের মত এক জলযানে চেপে প্যারাগুয়া আসেন। তারপর পানামা ও ভেনেজুয়ালায়, অবশেষে ডমিনিক্যান রিপাবলিক-এ আশ্রয় নিলেন পেরণ।

রেখে গেলেন শূন্য কোষাগার। ঋণগ্রস্ত দেশ। বুয়েনস্ আয়ার্স্-এর পথে পথে ভূলুণ্ঠিত নিজের মর্মর মূর্তি। ছ-ফিট লম্বা সুদর্শন মেফিস্টোফিলিসের হাজারো ফটোগ্রাফ আর তৈলচিত্রের ধ্বংসাবশেষ।

কার্ডোবার সংগ্রামী জেনারেল লনার্ডী কর্মভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্ষমতা রাখতে পারলেন না হাতে। সমর অধিনায়ক জেনারেল আরামবরু ও নৌবিভাগের এডমিরাল রোজাজের নেতৃত্বে ক্যু-ডে-টা—লনার্ডীকে সরিয়ে দিল। কিন্তু সামরিক এই হস্তক্ষেপ সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। সমস্যা সমাধানের চেয়ে নিজের ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্যে আরামবরু-কে কয়েক বছর ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। নির্বাচন ছাড়া জনতার সমর্থন পাওয়া যাবে না বুঝতে পারেন।

আসে নির্বাচন। অতি অল্প ভোটের ব্যবধানে সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে ফ্রোন্দিজি নির্বাচিত হন।

আজও আছেন ফ্রোন্দিজি। পেরণ যে ভুল করেছেন ফ্রোন্দিজি সে সম্পর্কে অবহিত। তবে অর্থ নৈতিক ভারসাম্য ও বিস্তর ঋণ শোধবার জন্যে দেশের দুয়ার তিনি খুলে দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে হাত তুলে আহ্বান জানান—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।' তাতে ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড মিলেছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ ফিরে গেছে। সবাই আজ অপেক্ষায় আছে। চুপচাপ এই থমথমে ভাবটা ইঙ্গিতপূর্ণ, অশুভ।

আমি জানি ব্যস্ত ভ্রমণকারী আর্জেণ্টিনার এ আখ্যানে প্রীত হবেন না। তাঁর সৌখীন দিন বিব্রত বোধ করবে। বুয়েনস্ আয়ার্স্-এর স্পেশাল ডিস—'কারবোনআডা ক্রিওল্লা' হয়তো মুখে বিস্বাদ এনে দেবে। দক্ষিণ আমেরিকার সুইটজারল্যাণ্ড উরুগুয়া বা প্যারাগুয়ার পানীয়ে তৃষ্ণা দূর করবেন।

প্রাণী জগতে উটের বেরসিক আকৃতিগত গঠনের কি প্রয়োজন ছিল জানি না, তবে লা-পাঁজ-এর চোদ্দোতলা যুনিভারসিটি ভবনের কোনো প্রযোজন ছিল না। এ এক তাজ্জব জায়গা! ছাত্র আছে তো মাস্টার নেই। মাস্টার যেখানে পাওয়া গেল, পাঠ্যপুস্তক অনন্তকালের জন্যে অনুপস্থিত। হাসপাতাল আছে কিন্তু রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের কদাচিৎ সাক্ষাৎ মেলে। খবরের কাগজ ছাপা হয় না এ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, কিন্তু সংবাদপত্রের পাঠক বলিভিয়াতে এখনও নিতান্তই সীমিত।

দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। টিন বলিভিয়াকে মর্যাদা দিয়েছে। অতি দরিদ্র গৃহেও সুন্দরী মেয়ের আকর্ষণে উচ্চদাঁড়ের সিভিলিয়ন পাত্রের সম্বন্ধ নিয়ে চতুর ঘটক যেমন আসে, ঘন ঘন টিকি নাড়া, ছক কষা ও তাঁর প্রস্তাবিত নির্লোভ পাত্রের চরিত্র-চিত্রণ ছাঁদনাতলার উলুধ্বনিকে যেমন তরান্বিত করে, অনেকটা সেই সততা নিয়ে ঝলমলে টিন দেখে ঘটক এসেছে নিউইয়র্ক থেকে। বগলে বাঁধানো খাতা। ঘন ঘন টাই-নাড়া—বরপণ নেই, উপরন্তু কনে দেখার নজরাণা দিতে প্রস্তুত। ঝলমলে টিনে জাহাজ বোঝাই হয়। যান্ত্রিক সানাই নির্জন নদীতট মুখর করে তোলে। অধিকার বিসর্জন দিয়ে হতভাগ্য বলিভিয়া ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এখন আর সম্ভব নয় ফিরিয়ে নেওয়া। মুঠিতে

তখনও ধরাই আছে অশ্রুসিক্ত নজরাণা।

কিন্তু এই ঘটকের শুধু নগদ বিদায়ের অধিকার নয়। পাত্র সে নিজে। হাটে হাটে তার কনে পসন্দ্ অব্যাহত থেকেছে। বিদুষী ভার্যার তালাশে এসেছে এদেশে সেদেশে। দ্বিতীয় পক্ষের সংগ্রহ শেষ হয়। মালয়ের টিনের ঝলকানি বেশী, তৃতীয় পক্ষের মর্যাদা নিয়ে সে জাহাজে গিয়ে উঠেছে।

বলিভিয়ার টিন আজ আর চড়া দামে বিকোয় না। প্রাগ ও বেলগ্রেড বলিভিয়ার টিন কিনতে চায়। কিন্তু ইয়াঙ্কী পতির পুরাতন অধিকার বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব্।

উপপত্নী দোষেব নয়, কিন্তু উপপতির অনুপ্রবেশ অসহ্য। তাই ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের রাজনৈতিক মাসোহারা বলিভিয়া আজও পেয়ে চলেছে।

ওয়াশিংটন বলিভিয়াকে কিছুতেই দ্বিচারিণী হতে দেবে না।

দ্রুতগামী বিমান এখন আর অপেক্ষা করবে না। সাও পাউলো বন্দরে জাহাজে কফি ওঠার দৃশ্য দেখবার দরকার নেই। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ পাতি পাতি করে খোঁজবার কোনো প্রয়োজনই নেই। চন্দ্রাকৃতির কোপাকাবাণায় জলকেলি সেরে রায়ো-ডি-জেনিরো ত্যাগ করা চলে।

একটু বেশী অপেক্ষা করলে নানা প্রশ্ন এসে ভীড় করবে। নানান কিছু জানতে ইচ্ছে হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, রায়ো-ডি-জেনিরো-র য়্যারিস্টোক্র্যাট আইনজীবী পর্তুগীজের চেয়ে ফরাসী ভাষায় সওয়াল ভালো কেন করতে পারেন? পের্ণম্বুকোতে কালো কালো নিগ্রো কফির পেটি বহন করছে কেন? হ্যানোফারের হের গুটেনবার্গ সাও পাউলোর বনেদী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হলেন কি করে? চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যমণি রোমের সিনিওর রোজোলিনী কি ভাবে হন? এই দেশের মালিক কে? কারা এই ব্রেজিলিয়ান?

বেয়াডা এমন প্রশ্ন বেড়াতে এসে নিশ্চয়ই করা ঠিক নয়। কিন্তু দেশের ছাত্রেরা আজ বেরসিক প্রশ্নের জবাব চাইছে। অসন্তোষ বাড়ছে নিত্য। চকলেটের মোড়কে শিশুকে ভোলানো চলে, কিন্তু 'ফরেণ স্টুডেণ্ট প্রোগ্রাম'-এ ছাত্রেরা আদৌ ভোলেনি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এখানকার য়ুনিভারসিটির ছাত্রেরা 'আঙ্কাল শাইলক্' বলে জানে। এ অভিযোগ কতটা সত্যি তা নিয়ে

কুতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু আগামী দিনে আমি কোনো পোর্শিয়ার পদধ্বনি শুনি না। এন্টোনিয়োর হৃদয় বিদীর্ণ হবে, না প্রচণ্ড জয়ধ্বনির মধ্যে বিচারালয়ে নাটকের যবনিকা পড়বে সে কথা বলা দুষ্কর। অপেক্ষা করতে হবে। আদালতের সে দৃশ্যের প্রতীক্ষা করতে হবে।

জলের ওপরে নয়, ভেনেজুয়ালা সত্যই গলিত সোনার ওপর ভাসছে। অপর্যাপ্ত পেট্রোল—পৃথিবীর যে কোনো প্রথম শ্রেণীর শক্তিরও ঈর্ষার কারণ। বিচিত্র রাজনৈতিক এলোপাথাড়ি ঘূর্ণির মুখে ভেনেজুয়ালার দিন গেছে। কুড়িটি সংবিধান রচনা হয়েছে, পরিচালনার পর যথানিয়মে পরিত্যক্ত হয়েছে। পঞ্চাশটি সশস্ত্র বিদ্রোহ দেশের এক চতুর্থাংশ মানুষকে নিধন করেছে।

ভেনেজুয়ালা অস্থির। রাজনৈতিক আবর্ত যখন একটার পর একটা দুঃশাসনকে ক্ষমতায় তুলছে আর ফেলছে, শাসন ও শাসকদের হাতে শুধু নরবলি চলছে বিরামবিহীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবাদ করলেন। সরাসরি জানালেন—এ অবস্থায় কারাকাসে 'প্যান আমেরিকান কনফারেন্স' কখনই হতে পারে না। এ অত্যাচার অসহনীয়।

অতএব নির্বাচন এলো। এ দেশেও এক পেরণ তখন প্রস্তুত। ব্যালট পেপার তখনও গোনা শেষ হয়নি, জনমত হয়তো তখনও সংগ্রহ হয়নি কোথাও কোথাও। কিন্তু ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হলো না। 'জিতে গেছি—জিতে গেছি' বলতে বলতে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন মার্কস পিরেজ জিমিনেজ্। ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সের পেড্রো এসট্রাডার কাছে গরম খবর ছাপাই ছিল। বিজয়বার্তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়েছে সামান্যই।

জনমতে নির্বাচিত নতুন দেবতার অভিষেক হলো ঘটা করে। সুরু হলো নতুন অধ্যায়। কিন্তু ডেমোক্রেসীর বেদীতে যে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পেলেন, সংবিধানে যে মন্ত্র স্থান পেল, তাতে সামরিক শ্বাপদের সঙ্গে মিল ছিল না হয়তো, কিন্তু ভয়ঙ্কর এক ড্রাগন যে প্রবল শক্তি সংহত করে প্রতিষ্ঠিত হলো সে মর্মান্তিক সত্য নিতান্তই ছিল কল্পনাতীত।

ভেনেজুয়ালার রাজনৈতিক ইতিহাসে এত ভয়ঙ্কর আধা সরীসৃপ ইতিপূর্বে আর দেখা দেয়নি। বছরে ভেনেজুয়ালার জঙ্গলে জাগুয়ার কত শিকার করা হয়েছে, বা বন্য জন্তু মোট কত ধরা পড়েছে তার হিসেব হয়তো পশু সংরক্ষণ দপ্তর দিতে পারবে; কিন্তু কী পরিমাণ রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছেন, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হনন করা হয়েছে, সে পরিসংখ্যান কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

হাজারে হাজারে মানুষ চলেছে কারাগারে। বন্দীশিবিরে হত্যা যিনি এড়াতে পেরেছেন, রোগের হাত থেকে নিশ্চয়ই তাঁর নিষ্কৃতি মেলেনি। সংবাদপত্রের কথা থাক, বিদেশী জার্ণাল পোড়ানোর জন্যেই ডাক বিভাগে নতুন লোক নিয়োগ করা হলো। পিরেজ জিমিনেজ পেড্রো এসট্রাডাকে দিয়ে যে গুপ্তচর তৈরী করেছিলেন নাজী গেস্টাপো বা সোভিয়েট অগপুর চেয়ে তাঁদের যোগ্যতা কিছু কম ছিল বলে মনে হয় না। কমিউনিস্টরা তবু ছিল মুক্ত। কারাকাসে কী কারণে যে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অধিবেশন নিরাপদে শেষ হতো ও ঝানু কমিউনিস্টরা যে কীভাবে লৌহ যবনিকার ওপারে যাবার ছাড়পত্র পেতেন সেটা রহস্যই রয়ে গেল।

সময় যায়। আবার নির্বাচন আসে। পিরেজ জিমিনেজ এবার নতুন চাল চাললেন। ভোটারদের দুটি করে কার্ড দেওয়া হলো। একটিতে লেখা 'হ্যাঁ' অন্যটিতে 'না'। অর্থাৎ পিরেজ জিমিনেজ থাকবেন, না থাকবেন না। সরকারী কর্মচারীদের ওপর অলিখিত নির্দেশ এলো ভোটগ্রহণের পরদিন 'না' কার্ড দেখাতে হবে। বেসরকারী সংস্থার ওপরেও এই নির্দেশ দেওয়া ছিল। সরকারী কর্মচারীদের 'না' কার্ড ফেরৎ দিতে হয়েছে। আর ফেরৎ দিতে যিনি বিরত থেকেছেন, তাঁর নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটির সদর দপ্তরে পৌঁছে গেছে।

পিরেজ জিমিনেজ আবার নির্বাচিত হন। সৌন্দর্য ঝলমল করে কারাকাসে। নাইট ক্লাব আর প্লাজায় সেনাপতিদের উৎসব চলে রাত্রিদিন। আর অন্ধকার পথে রাজস্বের লাখো লাখো টাকা পিরেজ জিমিনেজের নামে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। সুন্দরী মেয়েমানুষ বিমানযোগে হাভানা থেকে তুলে আনা হতো প্রেসিডেন্টের প্রমোদ উদ্যানে।

কিন্তু চাকা ঘোরে। চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। মারাকাইবোর পথে অগণিত বেকার। য়ুনিভারসিটি সম্পূর্ণরূপে উপদ্রুত অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায়। আর্চ বিশপের প্রতিবাদকে আর ক্ষমতালোভী শত্রুর চক্রান্ত বলে চালানো যায় না। নৌবাহিনী অশান্ত। বিমান বিভাগ বিক্ষুব্ধ। কারাকাসে বোমাবর্ষণ, দেশব্যাপী হরতাল ও তিন সপ্তাহের ভয়ঙ্কর দাঙ্গার মধ্যে পিরেজ জিমিনেজের পলায়ন। আইজেনহাওয়ার আগেই চিনতেন। ওয়াশিংটনে 'লিজিয়ন অব মেরিট'-এ পূর্বেই তিনি সম্মানিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আবেদন অগ্রাহ্য করেনি। সাদরে মিয়ামীতে স্থান দিয়েছেন।

পরিবর্তন ও পরিবর্জনে অভ্যস্ত ভেনেজুয়ালা অন্য নেতাকে আজ বরণ করেছে। কিন্তু ছাত্র ও শ্রমিকের মনোভাব একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জীর্ণ ফুসফুসের ছবি থেকে চোখ তুলে ও রেডিওলজিস্টের বক্তব্য পাঠ করে প্রবীণ চিকিৎসক যে উৎকণ্ঠা নিয়ে রোগীকে পুষ্টিকর আহার ও বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়ে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন, অনেকটা সেই সতর্কতা নিয়ে মারাকাইবো ও কারাকাসের হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন লক্ষ্য করে দেশীয় রাজনৈতিক নেতা ও নেলশন রকফেলারের যৌথ প্রযোজনায় 'বেসিক ইকনমিক কর্পোরেশন' আজ লক্ষ লক্ষ ডলার খরচা করে চলেছে।

ভেনেজুয়ালার কম্পন কিন্তু থামেনি। আবর্ত ও ঘূর্ণির বিরাম নেই। ফটোগ্রাফটিতে হয়তো ভুল নেই—তবে মনে হয় রেডিওলজিস্টের বক্তব্য নির্ভুল নয়। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে গুরুতর ভ্রান্তি আছে। অসুস্থ ভেনেজুয়ালার ব্যাধি এখনও অনির্ণীত।

রোগগ্রস্ত পশুর দেহ নিয়ে নেকড়ে আর শৃগাল যেমন দৃকপাতহীন ছেঁড়া-ছেঁড়ির পর উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে অন্য শিকারের খোঁজে যায়, তেমনি ত্রিশ বছর ধরে হাইতিকে ছিন্ন ভিন্ন করে বৃটিশ, ডাচ ও ফ্রান্স চললো অন্য দিকে।

শকুন তখন আকাশে। চক্রাকারে আকাশ আবর্তন করে সে তখন দ্রুত নিচে নামছে। পাখা বিস্তার করে লক্ষ্যবস্তুর ওপর টপকে টপকে এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ার আনন্দ অসীম। কিন্তু রক্ত-মাংস নিঃশেষিত—কোঁকড়ানো ঠ্যাং বুকে চেপে স্পেন আবার উড়ে চললো মহাশূন্যে। স্বর্ণান্বেষী শকুন মেক্সিকো ও পেরুর আকাশ পথে মিলিয়ে গেল।

হাইতির এই পূর্ব ইতিহাস।

আধুনিক রম্য কাহিনীতে বিস্তর স্বাদ। পোর্তো-অ-প্রিন্স-এর নাইট ক্লাব সত্যিই বড় মজার জায়গা। স্থূলাঙ্গিনী কালো আদমীর জায়গায় ক্ষীণকটি শ্বেতাঙ্গিনীর ব্যবস্থাও এখানে আছে। অর্ধ উলঙ্গ পীনোন্নতা তরুণীর অস্থির কটিতটের সঙ্গে তাল রেখে, লাঠি ও টুপিধারী নিগ্রো যুবার সামনে পেছনে আসা-যাওয়া ও সেই সঙ্গে ড্রামের আওয়াজ এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলে। পুরু ঠোঁটের অস্থির তোতলামা-বো-ব্যা-ব্যা—কয়েক পাত্র চড়া 'রাম'-রম্য দেহে

ক্রমবর্ধমান একটা সুড়সুড়ি এনে দেয়। মনে হবে আফ্রিকায় এসে গেছি। যেন কঙ্গোর এক জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি।

কিন্তু ভুল। নিতান্তই ভ্রান্তি। এই নৃত্য ও সঙ্গীত আদৌ কালো মানুষের সঙ্গে জাহাজে এ দেশে আসেনি। বন্য মেয়ের সুরে দেহ সম্ভোগের তাড়না ছিল না, দেহভঙ্গীর বিভ্রম দিয়ে পাশব শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার এমন ছলাকলা ছিল না সে নৃত্যে। আসলে কাঁচা মালটি আফ্রিকার। নিউ জার্সি ও শিকাগোর ঝাঁঝালো আরকে পরিশোধিত হয়ে বিশ্বের টেবিলে টেবিলে এই জারজ নৃত্য-সঙ্গীত আজ গণিকার প্রযোজন মিটিয়েছে। সৌখীন দেহ সম্ভোগের আনন্দ বা নিরালায় একক মৈথুনের তৃপ্তি পৌঁছে দিযেছে।

গোর্কি একেই বোধ হয আখ্যা দিযেছেন মোটা মানুষের গান—"This is music for the fat men. In all the luxuriant cabarets of the 'cultured' countries, fat men and women are lewdly wriggling their thighs to its rhythm, wallowing in obscenity, stimulating the procreative act."

ক্যাবারার মতই হাইতি রমণীয। ভ্রমণকারীদের কাছে আদি রসের ওড়নায় ঢাকা হাইতি আজও মনোলোভা। কিন্তু ওড়নার জরি সরিযে কেউ যদি লক্ষ্য করেন হযতো রুধিরাপ্লুত হাইতির মর্মন্তুদ চিত্র দেখে শিউরে উঠবেন। পূর্ব ইতিহাস অনুসরণ করে বীভৎস বসিকের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া অব্যাহত আছে আজও।

কালো কালো অর্ধ উলঙ্গ মানুষের তাড়া করে আসা, ফ্রেঞ্চ লেগেশনে পলাতক প্রেসিডেন্ট শ্যামকে বিছানা থেকে তুলে এনে জনতার মধ্যে আছড়ে ফেললেন বোবো। কিন্তু গৃহযুদ্ধে ছিন্ন-ভিন্ন হাইতিতে বোবো নতুন সৌধ রচনা করতে পারেননি।

ক্যারিবিযান সাগরে জাহাজ তখন দোল খাচ্ছিলো। চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন মার্কিন নৌ-অধিনাযক এডমিরাল কাপেরটন। বোবো অপসারিত হলো। উনিশ বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রমে জঙ্গলীদের মানুষ করা চললো। ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্টের 'গুড নেবার পলিসি' হাইতির বুকের ওপর থেকে কফি আর তুলোর কারবারি রেখে জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

অতি দরিদ্র দেশ। রোগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরাম নেই। শুধু দিন যাপনের সে কী অসহ্য গ্লানি পোর্তো-অ-প্রিন্স শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলে বা মোট

সঙ্গীতের আসরে তা কখনই চোখে পড়বে না।

আজ ফ্রাঁসোয়া ডুভালিয়ে হাইতির শাসনকর্তা। সামরিক যে নেতাদের সমর্থন পেয়ে তিনি শাসনভার পান, তাঁদেরই আগে উৎপাটন করলেন ডুভালিয়ে। কেউ নির্বাসিত, কারাগারে গেল কেউ। পৃথিবী থেকেই সরিয়ে ফেলা হলো কোনো কোনো অবাঞ্ছিত শত্রুকে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিকারী কুকুরের মত সারা দেশে ডুভালিয়ে-এর গুপ্তচর 'মাকুতে' শত্রু খোঁজে রাত্রিদিন।

হাইতির গায়ের রঙ কালো। পার্শ্ববর্তী দেশ এদের দেখলে—হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসে। কিউবার বাতিস্তা নিগ্রো মজুরদের অনুপ্রবেশ বন্ধ রেখেছেন। কিন্তু কালো দেহেরও ক্ষিদে পায়—শরীর নুন চায়। কফি আর আখের ক্ষেতে মজুরের কাজের অন্বেষণে অগণিত অভুক্ত মানুষ ডমিনিকান রিপাবলিকের দিকে পা বাড়ায়।

অন্যতটে সিজার তখন প্রস্তুত। অবাঞ্ছিত কৃষ্ণকায় এই জানোয়ারদের তিনি কিছুতেই তাঁর দেশে ঢুকতে দেবেন না। স্থির অচঞ্চল আঁখি। কঠিন ওষ্ঠাধর। অবিশ্রান্ত ধারায় মেশিনগানের গুলি ছুটে এলো। ক্যারিবিয়ান সাগরের জল সেদিন রক্তিম হয়ে ওঠে। বিক্ষিপ্ত মানুষের আর্ত চীৎকার আর মর্মভেদী হাহাকারের মধ্যে ভয়ঙ্কর রাত্রের অবসান হয়।

প্রভাতে ক্যারিবিয়ানের অন্যরূপ। শান্ত, ধীর—চরাচরে অখণ্ড মৌনতা। আজ সে রক্তচিহ্ন চোখে পড়বে না। টলটলে জলে এতটুকু কালিমা নেই। মোট কী পরিমাণ হাইতির নির্বোধ মানুষ সিজারের হাতে নিধন হয়েছে তার সংখ্যা জানা যাবে না। মস্কোর পত্রিকায় কোনো হিসেব দিয়েছে বলে শুনিনি। কিন্তু ওয়াশিংটন বলেছে, বিশ হাজারের নীচে কখনও নয়।

হাইতির হা হা করা কান্নার সুর অতি দ্রুতগামী বিমানের নাগাল পাবে না। বেযাড়া বাতাসে এ তট থেকে ও তটে হু হু করে শুধু ফিরছেই।

আমরা এবার সিজারের দেশে প্রবেশ করবো। জেনারেলেসিমো ত্রুজিলো ক্যারিবিয়ানের সিজার নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ডমিনিকান রিপাবলিকের একচ্ছত্র অধিপতি।

বেগতিক বুঝে আমেরিকা যেদিন সামরিক শক্তি গুটিয়ে নিয়ে গেল, গদির

দখল নিয়ে ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হাস্যকর নির্বাচনী ব্যবস্থায় জনসাধারণ যখন অশান্ত, তখন কর্মঠ এই বীর সন্তান ক্ষিপ্রগতিতে মঞ্চ দখল করলেন।

তবে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবার আগেই এলো দুর্দিন। ক্যারিবিয়ানের উদ্বেলিত জলরাশি ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সারা দেশকে তছনছ করে গেল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেশকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিল।

চতুর ক্রুজিলো এই দুর্দিনকেই কাজে লাগিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন স্বর্গ রচনা করবার আহ্বান জানালেন জনতাকে। জনতা সাড়া দিয়েছে। বহু মানুষের হাতে হাতে নগর সাজানো হলো। নতুন সড়ক, অতি আধুনিক অট্টালিকা, বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারে আধুনিক কলকারখানা ও বিদেশের সঙ্গে কাঁচামালের সফল কেনা-বেচায় দেশের সমৃদ্ধি ফিরে আসে। সেইসঙ্গে গোটা দেশের সমস্ত বিরোধী দল উপদলকে চূর্ণ করে অপ্রতিহত ক্ষমতা অর্জন করলেন জেনারেলেসিমো ক্রুজিলো।

জেনারেলেসিমো রাফেল লিওনিডাস ক্রুজিলো মালিনা-র তুলনা নেই। কাঁধে বন্দুক নিয়ে ড্রিল করেছেন দীর্ঘদিন। ওপরওয়ালাকে কুর্নিশ করে এসেছেন দীর্ঘকাল। অসম্ভব চতুর, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও কল্পনাতীত মিথ্যাচারে গঠিত এই মানুষটির নির্দয়তা অন্য কোনো শাসকের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আর্জেন্টিনার পেরণ, কলম্বিয়ার পিনিল্লা, ভেনেজুয়ালার পিরেজ জিমিনেজ বা হাইতির দুভালিয়ে সেদিক দিয়ে সুযোগ্য শিষ্যই শুধু বলা যেতে পারে। এত দীর্ঘদিন ধরে এত তীব্র শাসন শুধু ল্যাটিন আমেরিকায় নয়, পৃথিবীব আর কোন দেশে তার নজীর আছে বলে জানা নেই।

রাজনৈতিক চোরা রাস্তা দিয়ে ইতিহাসের আগামীকাল প্রত্যক্ষ করেন ক্রুজিলো। উন্মাদের মত শত্রু হনন নয়—আঙুলের ছাপ না রেখে গোটা রক্ত মাংসের দেহটাই তিনি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে অপসারণ করে ফেলতেন। পুলিশও সে সংবাদ জানতে পারতো না। নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান তারা যথানিয়মে করে যায়। পাগলা কুকুর আখ্যা দিয়ে যেমন দ্বিধাহীন চিত্তে গুলি করে মারা যায়, দেশদ্রোহিতার প্রমাণ সকলের সামনে রেখেই চূড়ান্ত শাস্তি দেন ক্রুজিলো।

গুপ্ত পুলিশ বাহিনী ক্রুজিলোর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কলে কারখানায় অফিস দপ্তরের অন্য বৃত্তির আবরণে থেকে তারা কাজ করে। এই ভয়ঙ্কর গেস্টাপোর ভয়ে মানুষ অতি প্রিয়জনের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলতে ভয় পায়।

ক্রজিলো-বিরোধীদের দেশত্যাগেও নিষ্কৃতি নেই। হাভানা পর্যন্ত তাড়া করে তাদের খুন করা হয়েছে। ক্রজিলো-বিরোধী গরম বক্তৃতা নিউইয়র্কে হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়েছে, কিন্তু পরদিন তাঁর মৃতদেহ প্রাতরাশ দিতে এসে হোটেলের বয় আবিষ্কার করে। দেশত্যাগী ডেমোক্রাট ক্রজিলোর বীভৎস অত্যাচারের জ্বলন্ত প্রমাণ নিয়ে ওয়াশিংটনের প্রেস এসোসিয়েশনে চলেছে, একটা পুরোনো ভ্যান হঠাৎ বাঁকের মুখে ফুটপাতে উঠে এসে জলজ্যান্ত মানুষটাকে পিষে ফেলে দিল। পুরোনো গাড়ির ব্রেক নষ্ট হয়েছিল। গাড়ির মালিক একজন ধোপা। চালক ছিল নিগ্রো। বাড়ি বাড়ি পোশাক পৌঁছে দেওয়া তার দীর্ঘদিনের পেশা। নিতান্তই দুর্ঘটনা বলে মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু হাজারো চেষ্টা করেও হতভাগ্য ডেমোক্রাটের ক্রজিলোর মর্মান্তিক অত্যাচারের প্রামাণ্য দলিলসহ ব্রিফকেসটির পুলিশ কোনো কিনারাই করতে পারেনি।

ডাঃ জেসাস-ডি-গ্যালিনডেজ্ ক্রজিলোর হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। নিউইয়র্কে আশ্রয় নিয়ে তিনি জোরালো প্রবন্ধে ক্রজিলোর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁর রচিত পুস্তকও যখন সমাপ্তপ্রায় এমন সময় ডাঃ গ্যালিনডেজ্‌কে আর পাওয়া গেল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে গোটা মানুষটা উধাও হলেন একদিন। 'লাইফ' পত্রিকা প্রথম সংবাদ দিল—ডাঃ গ্যালিনডেজ্‌কে পাকড়াও করে ক্রজিলো দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। আমেরিকান বৈমানিক জেরাল্ড মার্ফি এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে বাইরে এ সংবাদ প্রচারের আশঙ্কা থাকায় ক্রজিলো মার্ফিকেও খুন করেছেন।

দেশের প্রথম শ্রেণীর সমস্ত সংবাদপত্রের একমাত্র মালিক, সরকারী শ্রেষ্ঠ পদে নিজের পরিবারের প্রায় আড়াই শত কর্মচারী প্রবলবেগে প্রতিষ্ঠিত। ভাই, পুত্র আর জামাতাবাবাজীরাই শাসক। 'ফরেন এড প্রোগ্রাম' পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়াশিংটন যে পরিমাণ ডলার ডমিনিকান রিপাবলিকের উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ করেন, তার চেয়ে কিছু বেশী অর্থ ক্রজিলোর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিউইয়র্কে অভিনেত্রী কিম নোভকের পেছনে খরচা করতেন। নিজের নামে তিনশত মিলিয়ন ডলারের গচ্ছিত অর্থ। স্বনামে বেনামে দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসা ও বাণিজ্য সংস্থায় তাঁর অফুরন্ত শেয়ারের হাঁটা-চলা।

প্রচারের যুগ, বিজ্ঞাপনের দেশ আমেরিকা। ক্রজিলো তাঁদেরকেও হার মানিয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসে পুরো এক পৃষ্ঠার আশ্চর্য প্রচার যে-কোনো

পাঠককে বিস্মিত করবে। কফি, সিগারেট, চিনি বা মোটর গাড়ির বিজ্ঞাপন নয়, সুন্দরী মেয়ের ছবিসহ চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনে টুরিস্ট্ টানবার চেষ্টাও নয় তাতে। ক্রজিলোর রাজনৈতিক ঘোষণা—"There is no known Communist in the Dominican Republic !"

কথাগুলো বড় বড় হরফে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর পাতা জুড়ে ছাপা। এক পাশে নাতিদীর্ঘ জেনারেলেসিমো ক্রজিলোর ফটোগ্রাফ।

অত্যাচার তীব্র আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। বিনা বিচারে, তুচ্ছ কারণে হাজারো নবনারীকে গোপন বন্দীশিবিরে ঠেলে দিলেন। সংখ্যাতীত মানুষ চলে বক্তস্নানে।

বিশপ রুখে দাঁড়ান। কম্পিত কণ্ঠে বলেন, "A grave offence against God, against the dignity of man."

ভেনেজুয়ালা প্রতিবাদ জানায়—"The denial of human rights."

ওয়াশিংটন গর্জন করে উঠলো—একটা মূর্তিমান অমানুষ। এ অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব।

একের পর এক দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ক্রজিলো থর থর করে কাঁপতে থাকেন। আমেরিকান দূত অফিস গুটিয়ে চলে গেলেন।

নাটকের শেষদৃশ্য কিন্তু একটা মোচড়ের অপেক্ষায় ছিল। আইজেনহাওয়ার টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত ক'রে বলেছিলেন—ক্রজিলোর চিনি আমি একটি দানাও কিনবো না।

কিন্তু হাঁ হাঁ করে ওঠে কংগ্রেস। সিনেটর ও ঝানু কূটনীতির ব্যাপারীরা আর্তনাদ করে ওঠেন—সর্বনাশ! আমরা ডেমোক্রেসীর মর্যাদা দিয়ে থাকি। ফিদেল কাস্ত্রোর পর ক্যারিবিয়ানে আমরা নতুন কোনো ঝুঁকি নিতে পারবো না।

চিনি জাহাজে উঠছে। দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি আজ জাহাজ ভরে তুলছে। জেনারেলেসিমো ক্রজিলো আজও অমিত শক্তির অধিপতি। ক্যারিবিয়ানে সিজারের নাটক এখনও শেষ হয়নি।

আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। পেশাও আমার রাজনীতি নয়। তবু গোটা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও বর্তমান ক্যারিবিয়ানের উষ্ণতা লক্ষ্য করে এটুকু বলা যায় সিজারের দিন সমাপ্তপ্রায়।

আর্জেন্টিনার পেরণের মত পলায়নে, না হনন ও প্রতিহননের অনিবার্য ভূমিকায় সে দৃশ্যের যবনিকা—তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বিপ্লব কথাটির মধ্যে যে ব্যাপক পরিধি, বিক্ষুব্ধ গণমানসের যে ভয়াল অভ্যুত্থান চোখে ভাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকার এইসব দেশে সে পটভূমি কিন্তু ছিল অনুপস্থিত। আপাতদৃশ্য এইসব বিপ্লবে বা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে জনতার কিন্তু প্রধান ভূমিকা নয়। সামরিক নেতা, জমিদার প্রধান, চার্চের গোপন হস্তক্ষেপ ও ভিনদেশী আগরওয়ালাদের প্রযোজনায় মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থেই শুধু তথাকথিত সে বিপ্লব সফল হয়েছে। স্বার্থান্বেষী জাতীয়তাবাদী নেতা ও সামরিক দুশমনের লড়াই—জনতার ভূমিকা ছিল দর্শকের। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু সিনিওর লোপেজ বলেন—"Catholic Church and Military General are the oil and the vinegar of all Latin American Political salads."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে রক্ষণশীল শক্তি বলিভিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকোয়েডোর, গুয়াটেমালা ও হণ্ডুরাসে বহাল ছিল। নিকারাগুয়া, পেরু, এল-স্যালভেডোর, ভেনেজুয়ালা ও প্যারাগুয়াতে ঐ একই শক্তি প্রবল ছিল। সামরিক শাসন অব্যাহত চলেছে আর্জেন্টিনা, পানামা ও হাইতিতে। ওদিকে ভারগাস্ ও বাতিস্তা যথাক্রমে ব্রেজিল ও কিউবায় প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র চিলি, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, কস্টারিকা ও উরুগুয়ার কণ্ঠরোধ হয়নি।

যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ভাটার পর দেশে দেশে এলো উত্তেজনার ভরা কোটাল। পরবর্তীকালে সে শাসন যত কঠোর হোক, শোষণ যত তীব্রই হোক না, সে জাগরণের প্রথম প্রকাশ আর্জেন্টিনায়। বলিভিয়াতে আন্দোলনের নেতা হিসেবে দেখা দিলেন মেজর ভিল্লেরোল। সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতির পরিকল্পনা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি—প্রতিবিপ্লবীরা অল্পদিনেই নির্মমভাবে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। নির্বাচনের পূর্বেই ইকোয়েডোর প্রেসিডেণ্ট তরুণ বিদ্রোহী সামরিক শক্তির দ্বারা অপসারিত হন। একটি রক্তহীন বিপ্লবে ভেনেজুয়ালা সফল হলো। এই ঝড় পানামায় অপেক্ষাকৃত বিলম্বে পৌঁছেছে। রোজাজ পিনিল্লা কলম্বিয়াতে ভেসে উঠলেন। পেরু ও কস্টারিকার আকাশ রক্তিম হলো।

গোটা ল্যাটিন আমেরিকার একমুখো রাজনৈতিক প্রবাহ শেষ হলো।

দোলক এবার অন্যদিকে ঘুরলো। পটভূমিতে জনতার আনাগোনা সুরু হয়।

ইকোয়েডোর ও পেরু সরকারের পতনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ভেনেজুয়ালা সামরিক প্রধানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে বিলম্ব করলো না। হতভাগ্য হাইতি ও কিউবার কণ্ঠরোধ, গুয়াটেমালার আরবেনজ বৈদেশিক দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন, ভারগাস্ বাধ্য হন পদত্যাগে, আর্জেন্টিনার পেরণের পলায়ন, ঋণগ্রস্ত কলম্বিয়া পেছনে রেখে রোজাজ পিনিল্লার যোগোতা ত্যাগে উল্টোমুখো রাজনৈতিক দোলকের সাময়িক বিরতি।

সামরিক শক্তি প্রতিটি দেশের ভবিষ্যত নির্ণয় করেছে। মাত্র দশ বছরে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ইকোয়েডোর, গুয়াটেমালা, ভেনেজুয়ালা, এল-স্যালভে-ডোর, পানামা ও কলম্বিয়াকে চূর্ণ করেছে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবীদের সামনে পড়তে তাদের দেরী হয়নি। কুড়িটি দেশের তেরটি রাজ্যে সামরিক অভ্যুত্থান মাত্র চার বছরের ব্যবধানে তেরটি দেশেরই সরকারকে অপসারণ করেছে। রাষ্ট্রপ্রধান রেমন পানামায় নিহত হন। আর্জেন্টিনার বিদ্রোহ পেরণকে প্রবল বেগে নিক্ষেপ করেছে। নিকারাগুয়ার জেনারেল এ্যানাস্টাসিও সোমোজা নিহত হলেন। এক হরতাল হাইতি-প্রধানকে তাড়া করে এলো। নির্বাচনে হেরে গিয়ে পেরু-প্রধান পদত্যাগে বাধ্য হন। গুয়াটেমালায় প্রতিহননের ছুরিকায় বিদীর্ণ হন ক্যাষ্টিল্লো। কলম্বিয়া থেকে পিনিল্লা ও ভেনেজুয়ালা থেকে পিরেজ জিমিনেজের পলায়নে জনতার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বশেষ কাহিনী কিউবায়। ক্যারিবিয়ানের বিভীষিকা, গোটা ল্যাটিন আমেরিকার বিস্ময় ছিলেন প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা। অমিত শক্তির অধিপতি এই রোমহর্ষক জননেতা হাভানা প্রাসাদ ছেড়ে সোজা এলেন এয়ারপোর্ট। একটি মানুষও তাঁর পেছনে নেই। শুধু সঙ্গে আছে লাখ লাখ ডলার—কোটি কোটি টাকার হীরে জহরৎ। ডুবন্ত অসহায় মানুষের মত নয়, গুলিবিদ্ধ জানোয়ারের মত এই মানুষটিকে পালাতে দেখা যাচ্ছে। লাখো ডলারের বিনিময়ে শুধু একটু আশ্রয়। অপেক্ষারত বিমানের চালককে নির্দেশ দেন—মুহূর্ত অপেক্ষা নয়—জনতা আমার পিছু নিয়েছে। এখনই আমাদের আকাশে উঠতে হবে।

গন্তব্যস্থল মিয়ামী, নিউজার্সি বা ফ্লোরিডা তখনও অনির্ণীত।

এদেশে অভিজ্ঞতা আমার অল্পদিনের। ব্যবহারিক ভদ্রতার অভাব নেই কোথাও। অসৌজন্যের নজীর দেখিয়ে অভিযোগ আমি আদৌ আনতে পারবো না। তবু বিদেশীদের সম্পর্কে এঁরা একটু বেশীমাত্রায় সচেতন। অলক্ষ্যে একটি তৃতীয় নয়ন সব সময়ই সজাগ দৃষ্টি রাখছে। সে দৃষ্টি সন্দেহের নয়—সাবধানতার। অবিশ্বাসের নয়—সতর্কতার।

চলতে ফিরতে আপ্যায়ন। এখানে সেখানে অবারিত দ্বার। অহরহ টেলিফোন। পাশে তাকালে এঁরা মনে করেন আমার কফির তেষ্টা পেয়েছে। সামান্য শূন্য দৃষ্টি দেখে হাঁ হাঁ করে ওঠেন—ভাবেন, নিশ্চয়ই পকেট আমার শূন্য। পরমুহূর্তে সাদরে লোভনীয় হাভানা চুরুট মেলে ধরেন। চিলির পানীয় 'পেস্কো'র সামান্য প্রশংসা করবার উপায় নেই—স্ফটিকের পাত্রাধারে কিউবার স্পেশাল রাম পরমুহূর্তেই উপস্থিত। ব্যবহারিক ভদ্রতার ঠাট-ঠমকে পশ্চিমী আড়ং ধোলাইয়ের পুরোপুরি গন্ধ নেই—বরং আমাদের অভ্যস্ত শিষ্টাচারের সঙ্গে কোথাও একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পরিচয়ের ড্রইংরুম থেকে বন্ধুত্বের ভেতরের ঘরে প্রবেশ নিষেধ।

'Liberty with bread without terror'—অতি সুন্দর কথা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নব প্রতিষ্ঠিত নেতার কাছে এমন সুন্দর সুন্দর কথা জনতা চিরদিনই শুনতে অভ্যস্ত। জনতা সুন্দর কথা শুনতে চায়। প্রথমে সুন্দর কথাতেই জনচিত্ত জয় করা চলে। তাই প্রতিদিন নতুন নতুন সুন্দর কথা কাগজে দেখি। আদর্শগত বিস্তর ফারাক থাকা সত্ত্বেও হিটলারের নুরেনবার্গ মিছিলের ভাষণ, মুসোলিনীর ব্যালকনি বক্তৃতা ও রেড স্কোয়ারে স্ট্যালিনের সর্বহারার সঙ্গীতে মুঠো মুঠো জনচিত্ত জয় করবার একই সাপুড়ে স্বরলিপি মেনে চলতে দেখা যায়। জনতা নির্বোধ নয়। সুন্দর কথার স্বরলিপিতে মানুষ আদৌ তৃপ্ত নয়। কিন্তু নিপুণ রাজনৈতিক সাপুড়ে মোহ ভঙ্গের আগেই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে জনতার বিষদাঁত খসিয়ে ফেলে। মাথা তুলতে গিয়ে হতভাগ্য জনতা দেখে উদ্ধত সাঁড়াশী বাঁশীর স্থান দখল করেছে। সময় যায়। তীব্র বিষদন্ত আত্মপ্রকাশে বিলম্ব হয়। সাপুড়ে ও সাপের মর্মান্তিক সঙ্গীত নতুন কাহিনী সৃষ্টি করে। ইতিহাস রচিত হয়।

তাই আজ নাটকীয়ভাবে ফিদেল কাস্ত্রো যখন জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করেন—Liberty with bread without terror—তখন কেমন যেন সন্দেহ হয়। জননেতা সম্পর্কে একটা আশঙ্কা দেখা দেয়।

আমি বিরুদ্ধ মন নিয়ে, প্রতিবাদধর্মী উৎকট নিন্দুকের মত আজে বাজে প্রশ্ন করবো না। আমি নিশ্চয়ই আশা করবো না কিউবার প্রতিটি মানুষের মুখে আজ পর্যাপ্ত পরিমাণ রুটি পৌঁছোবে। নিশ্চয়ই তাতে সময় লাগবে। এমন কি আগামী দিনে এই নিশ্চিত রুটি কি ভাবে সম্ভব হবে সে কথা জানতে গিয়ে আদর্শ বা রাজনৈতিক দর্শনেও হাত দেবো না।

আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করে হাভানাতে আজো কেন ভয় করে। প্রাক্তন প্রেসিডেণ্টকে অনুসরণ করে লাখো টাকার বণিকের কিউবা ছেড়ে ফ্লোরিডা বা নিউইয়র্ক পালিয়ে যাবার অর্থ বুঝি। ক্ষমতালোভী নেতার বিদেশে নিরাপদ আশ্রয়ের পর ফিদেল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে দৃকপাতহীন বিষো-দগারের আসল উৎস অনুধাবনে বিশেষ চতুরতার প্রয়োজন থাকে না। ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার শ্রমিক ও কিষাণকে শৃঙ্খলিত করেছেন—এই অভিযোগ তুলে ভেনেজুয়ালায় বিশ্বপ্রেমীদের আখড়া যে ষোলো আনাই ফাঁকি তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার প্রশ্ন অন্যখানে। কাস্ত্রোর অভয় বাণীর পাশাপাশি দেখি বিদ্রোহী বিমান বহরের নেতা মেজর পেড্রো লুইস ডাযাজ লেঙ্ক্ আজ পলাতক। প্রেসিডেণ্ট ম্যানুয়েল উরুশিযার পতন ও মেজর হুবার মাটোর বিচার প্রহসন ও কারাগার।

এ ধরণের বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তরে একই জবাব সংবাদপত্রে, বেতারে ও টেলিভিশনে সর্বসময়ই উপস্থিত—Fight against Counter revolutionaries and Yankees.

মনে পড়ে অত্যাচারী প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার কথা। ফিদেল কাস্ত্রোর মত তিনিও যুক্তি খাড়া করেছিলেন। এখানে কিন্তু দু'জনার আশ্চর্য মিলই লক্ষ্য করা যায়। প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা মর্মান্তিক অত্যাচারের যুক্তি হিসাবে প্রচার করতেন—Dirty communist—they are trying to take over our fine little democracy.

কমিউনিস্টদের ঘাড়ে মিথ্যে দোষ চাপিয়ে রক্তস্নাত হাভানার রাজপথে ডেমোক্রেসীর তর্পণ করেছেন কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা।

ডায়াজ লেঞ্জ্ ছিলেন অসাধারণ বীরপুরুষ। কিউবার সফল বিপ্লবে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে প্রথম পাতায় যাঁদের নাম করা যায়, লেঞ্জ্ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিপ্লবোত্তর কিউবার বিমান বহরের তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি ঘোষণা করলেন—জনতা প্রতারিত হয়েছে। এই বিপ্লব আমরা করিনি।

ডায়াজ লেঞ্জ্-কে ডেকে পাঠালেন ফিদেল কাস্ত্রো। বেরিয়া ক্রেমলিনে এই রকম ডেকে পাঠাতেন। গোয়েবেলস্ বা গোয়েরিংয়ের নির্দেশে ধূসর বর্ণের ওভারকোট পরা বিপজ্জনক নাৎসী কাঁপতে কাঁপতে রাইখস্ট্যাগে আসতেন। বেরিয়ার দরজা আর খোলা হয়নি। ধূসর বর্ণের ওভারকোট স্ত্রীর হাতে ফিরে এসেছে। মানুষটা আর ফেরেনি। কাগজ ছাপাই ছিল—হতভাগ্য মানুষটির আত্মহত্যার সংবাদ পরদিন প্রাতরাশের টেবিলে পৌঁছে দিয়েছেন গোয়েবেলস্।

ডায়াজ লেঞ্জ্ অবশ্য ফিরে এসেছেন। রুদ্ধকক্ষে কী আলোচনা হয়েছে জানি না। ভেনেজুয়ালাতে গিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো প্রেসিডেন্ট রমুলো ব্যাটান-কোর্টের চেয়ে কমিউনিস্ট নেতা গুস্তভ মাসাদো-র সঙ্গে এত দহরম মহরম করছেন কেন, লেঞ্জ্ জানতে চেয়েছেন কিনা বলতে পারবো না। সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নিয়োগ সম্পর্কে ডেভিড স্যালভাডোর-কে কড়া আদেশ দিয়েছেন কেন, লেঞ্জ্ আদৌ এ অভিযোগ তুলেছেন কিনা আমার অজ্ঞাত।

মেজর ডায়াজ লেঞ্জ্ ফিরে এসেছেন। সুদর্শন যুবার সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। নানা চিন্তায় তছনছ হচ্ছেন একাকী। নীরবে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। কিছু পোশাক—সামান্য কিছু পাথেয় নিয়ে ভাইয়ের প্রতীক্ষা করেন।

অনুজ সার্গীও অন্ধকারকেই নিরাপদ মনে করেন। দুর্ধর্ষ মিলিশিয়াকে ব্যর্থ করে লেঞ্জ্ আকাশে উঠে মুক্তির নিঃশ্বাস নেন। সামরিক বিমান বহরের অধিনায়ক। আকাশেই তাঁর বিচরণ। তবু তাঁর আজ নতুন অভিজ্ঞতা। হাভানাকে এত গভীরভাবে আকাশ থেকে হয়তো পূর্বে কখনও লক্ষ্য করেননি।

প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল উরুশিয়ার অপরাধ তিনি ডায়াজ লেঞ্জ্-কে অনুসরণ করে গোপন তদন্ত সুরু করেছিলেন। ফিদেল কাস্ত্রো টেলিভিশনে উরুশিয়ার

বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন দেশদ্রোহিতার। প্রচার করলেন—আমি কিউবার জনসাধারণের অমঙ্গল আশঙ্কা করছি। জনতার স্বার্থেই আমি প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চাই।

শুধু হাভানায় নয়, য়ুনিভারসিটি বা কোনো জমায়েতে নয়, গোটা কিউবায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দিল ফিদেলের বিরুদ্ধে যেদিন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হলো—ফিদেলের পদত্যাগ!

নাটকে এই ধরনের মুহূর্তকেই হয়তো বলে ফলস্ ক্লাইমেক্স।

প্রেসিডেণ্ট ম্যানুয়েল উরুশিয়ার পদত্যাগ ও ফিদেলের পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে জনতার জয় প্রতিষ্ঠিত হলো।

দেশত্যাগের পর ডায়াজ লেঙ্ আসেন আমেরিকায়। সংবাদপত্র লেঙ্-কে মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু মার্কিন সরকারী মহল ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী লেঙ্গের গরম খবর এতটুকু আমল দেয়নি। উরুশিয়া আগাগোড়া ভীরু স্বভাবের মানুষ। পদত্যাগের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁকে আর দেখা যায়নি।

ডায়াজ লেঙ্গের যে অভিযোগ, হুবার মাটোর ছিল একই বক্তব্য। ব্যক্তি হিসাবে, বিপ্লবী নেতা হিসাবে হুবার মাটো বিপ্লবী নেতাদের প্রথম পাঁচজনের মধ্যে নিশ্চয়ই জায়গা পাবেন।

হুবার মাটোকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবিপ্লবী ও দেশের শত্রু প্রমাণিত করবার জন্যে ফিদেলও আদালতে উপস্থিত ছিলেন সেদিন।

বিচারে বিশ বছরের জেল হয় হুবার মাটোর।

আমি ডায়াজ লেঙ্ বা হুবার মাটোর আখ্যানে বিস্মিত হইনি। ক্ষমতা দখলের পর ল্যাটিন আমেরিকায় বহু দেশে বহু জননায়ক নিজের ক্ষমতাকে সংহত করবার জন্যে বহু পরস্পরবিরোধী কাজের আশ্রয় নিয়েছেন। পিরেজ জিমিনেজ ও ত্রুজিলো ভেনেজুয়ালা ও ডমিনিকান রিপাবলিকের রাজনৈতিক দুর্দিনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক অত্যাশ্চর্য মিতালি পাতিয়েছেন। দুর্যোগের অবসানে সেই বেকুফ কমিউনিস্টদের যে কিভাবে হনন করেছেন তার নজীর ইতিহাসে বিরল নয়।

আমি যেটুকু সংবাদ গ্রহণ করেছি তাতে মনে হয় ফিদেল কাস্ত্রো নিজের শক্তি সংহত করছেন। প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা কিউবার কমিউনিস্টদের সাহায্য নিয়ে ও জনচিত্তে পৌঁছোনোর জন্যে মার্কিন বিদ্বেষ প্রচার করেছেন সময় সময়।

ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি নিঃসন্দেহে অন্যতম শক্তিশালী দল। ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনৈতিক পটভূমির বহু আগে সরকারী দপ্তরে কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ ও পরে সামরিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করবার আশ্চর্য পরস্পরবিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। বাতিস্তা কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা করলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট মুখপত্র দৈনিক 'হয়' হাভানায় প্রকাশিত হয়েছে। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির দশম অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়—বাতিস্তা গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে জানেন, অতএব আমরা প্রেসিডেণ্টের পেছনে থাকব। কমরেড রোকা-কে বাতিস্তা আমন্ত্রণ জানান সামরিক দপ্তরে—ক্যাম্প কলম্বিয়া-য়।

আমার মনে হয় ফিদেল কাস্ত্রো এ সবই খুব ভালো করে জানতেন। কমিউনিস্টদের জমায়েতে যে পরিমাণ জনতা উপস্থিত থাকে, ফিদেল সেই জনতাকে আজ চান। হয়তো কমিউনিস্টদের আজ তাঁর দরকার। আমরা শুধু নাটকের দৃশ্যান্তরের অপেক্ষা করবো।

কাস্ত্রো সম্পর্কে আমার রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা পুরোপুরি সমর্থন করেছে সি আই. এ. ও এফ. বি. আই.।

সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির অনুসন্ধান যে কী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠিত, তাদের তদন্তে যে অভাবনীয় সত্য প্রকাশ পায় তা সর্বজনবিদিত। শুধু অতীত বিশ্লেষণ নয়, পুরোনো ঘটনার সঠিক ব্যাখাও নয়, আগামী দিনে পৃথিবীর কোন দেশে কবে ও কোথায় কী ঘটনা ঘটবে সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি সে তথ্য সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনে জমা দেয়। এমন কি ক্রেমলিনের রুদ্ধ কক্ষে পলিট ব্যুরোর গোটা আলোচনা সি. আই. এ. জানতে পারে। চীনা গেরিলা 'থার্টি এইট্ প্যারালাল' কবে অতিক্রম করবে সি. আই. এ জানে। ইন্দোনেশীয়ার কোন ছদ্মবেশী বাণিজ্য প্রতিনিধি পিকিং-এর কাগজপত্তর নিয়ে বেলগ্রেডে বসে টিটোর মুণ্ডপাত করে গেছেন সি. আই. এ-র কাছে সে সংবাদ অজ্ঞাত নয়।

আমি জানি সি. আই এ হাভানায় কাজ করে। কিন্তু আমি তার কোন হদিশ করতে পারিনি। জেনারেল সি. পি. কবেল, ডেপুটি ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, সিনেট ইণ্টারনাল সিকিউরিটি সাব-কমিটির কাছে ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে সি. আই. এ -র অনুসন্ধান পেশ করেছেন। জানিয়েছেন —সি. আই. এ. জানতে পেরেছে ফিদেল কাস্ত্রো আদৌ কমিউনিস্ট নন।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ফিদেলের কোনো যোগ নেই। পূর্বে কোনো কাল সম্পর্কও ছিল না। সি. আই. এ. ফিদেল কাস্ত্রোকে একজন কমিউনিস্ট দরদী বলেও মনে করে না। হিটলারের 'মাইন-ক্যাম্প' ও লেনিনের 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' ফিদেল কাস্ত্রো একই সঙ্গে মুখস্থ বলতে পারেন।

ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশনের এক নেতৃস্থানীয় ঝানু গোয়েন্দা ফিদেল কাস্ত্রোর গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস বলতে গিয়ে বললেন—ফিদেল কাস্ত্রোর গেরিলা বাহিনীর শিক্ষায় চীনা গেরিলা যুদ্ধের রীতিনীতির কোনো প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ফিদেল কাস্ত্রো মাওসে-তুং-এর চেয়ে হেমিংওয়ে-র 'ফর হুম দি বেল্ টোলস্'-দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওমরাহো দলের একজনকে আমি বিশেষ ভাবে জানি। হোটেলের বিল তিনি মিটিয়েছেন বহুদিন। অমায়িক তরুণ ভদ্রলোক হাভানাতেই আইন ব্যবসা করতেন। বিপ্লবের সময় ওকালতনামা ফেলে রাইফেল নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাস্ত্রোর গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন। ধীর স্বভাবের সংযত চরিত্রের মানুষ। যে উচ্চ মহলে তাঁর বিচরণ সেখানে ফিদেল কাস্ত্রো, রাউল কাস্ত্রো বা গুয়েভারার মত নেতাদের আনাগোনা থাকে হামেশাই।

ভদ্রলোক আমাকে পছন্দ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করেছি বহুদিন। ভদ্রমহিলার ইংরেজী উচ্চারণ নির্ভুল। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে নিতান্তই আগ্রহশীল।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই সুযোগ্য কর্মচারীকে কথায় কথায় প্রশ্ন করেছিলাম একদিন—

—হুবার মাটো এখন কোথায়? এত বড় একজন মহান বিপ্লবী, অতুলনীয় যোদ্ধা ও ফিদেল কাস্ত্রোর সুযোগ্য সহচর হঠাৎ প্রতিবিপ্লবী হয়ে গেলেন কেন? আমার ইচ্ছে হুবার মাটোর সঙ্গে কারাগারে একবার দেখা করি। মাটোর সঙ্গে সাক্ষাতের ছাড়পত্র আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দিতে পারেন। বর্তমানে তিনি অনুতপ্ত কিনা জানতে ইচ্ছে করে—তাঁর বক্তব্য সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকেই শোনবার ইচ্ছা হয়।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সুযোগ্য কর্মচারীর অন্য চেহারা দেখিছি সেদিন। তবে বীয়ারের গ্লাসে প্রথম চুমুকের মত বিস্বাদটুকু পরমুহূর্তেই কাটিয়ে উঠলেন। ছাড়পত্রের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। হুবার মাটোর সঙ্গে আমার

সাক্ষাতের ক্ষীণতম আশাও সামনে রাখলেন না। সশব্দে সিগারেট কেসটি বন্ধ করে বললেন :

—বিশ্বাসঘাতক! আমেরিকার কাছে সে বিক্রী করেছিলো নিজেকে। এক গভীর ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিলো সে গোপনে গোপনে। সে অনুতপ্ত কিনা সে সংবাদের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই চতুর কর্মচারীর কাছে আর বেশী কিছু জানতে পারিনি।

—কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রো কিন্তু বড় বেশী নরম মনোভাব পোষণ করেন।

—আপনি ইয়াঙ্কি সাংবাদিকদের মত হাস্যকর প্রশ্ন করবেন না। কিউবান পিপলস্ পার্টি, ডেমোক্রেটিক পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি, কিউবান ন্যাশনাল পার্টি কারো প্রতি ফিদেল গরম নন। কমিউনিস্ট ভীতি আপনার আছে—আমাদের নেই। আমরা ভূমি সংস্কার সম্পর্কে কী প্রস্তাব নিয়েছি, শ্রমিকের জন্যে আমরা কী করতে চাই সে কথা তো জানতে চাইছেন না। ১৯৪০-এর সংবিধান আমরা মানিনি—এই আপনাদের অভিযোগ। কিন্তু বিপ্লবী সরকার গঠনের আগের দিন পর্যন্ত সে সংবিধান কতবার ওলোট-পালট হয়েছে সে কথা তো বলেন না। নতুন শাসন ব্যবস্থায় ডেমোক্রেসী আদৌ মর্যাদা হারিয়েছে কিনা বলতে পারেন? আমরা নির্বাচন দূরে রেখেছি—এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু নির্বাচন কাদের? গোটা কিউবার জনসাধারণ বিপ্লবের মধ্যে নেতা ও শাসন বেছে নিয়েছেন। এই মুহূর্তে নির্বাচনের আদৌ কোনো প্রয়োজন দেখি না। জনতাকে বিভ্রান্ত করা হবে। আমাদের সাংগঠনিক কাজ ব্যাহত হবে। সময়ের অপচয়ই হবে শুধু। আমাদের ফিদেল কাস্ত্রো আমাকেও নরম চোখে দেখেন। মুসোলিনীর জীবনী আমার বইয়ের আলমারিতে এখনও নিরাপদ। মার্ক্সবাদ আমার পড়া নেই, তবে একাধিক ঝানু কমিউনিস্ট আমার নির্দেশে চলতে ফিরতে এতটুকু আপত্তি করে না। কিউবার সফল জীবনে পৌঁছে দিতে যাঁরা এগিয়ে আসবেন আমরা তাঁদের আলিঙ্গন করবো। ডেমোক্রেসীর খাতিরেই কমিউনিজম-এ বিশ্বাসীদের কণ্ঠরোধ আমরা করতে চাই না।

স্বরাষ্ট্র প্রধানকে যদিও মোটামুটি বুঝতে পারি কিন্তু তাঁর স্ত্রী আজও আমার কাছে অস্পষ্ট। স্বামীর গরবে গরবিনী নন—নিজের পুঁজিও যথেষ্ট। আহুত

গেরিলাদের শুশ্রূষা করবার কাজ নিয়ে তিনি জঙ্গলে আসেন। গেরিলাদের স্কুল পরিচালনা করেছেন। জঙ্গল থেকে প্রকাশিত বিপ্লবীদের কাগজ দুধের ড্রামের মধ্যে গোপন করে ট্রাকে করে শহরে এনে বিতরণ করার জন্যে চে গুয়েভারা এঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। ডিনামাইট পিঠে নিয়ে চড়াই উৎরাই পথে চলতে চলতে প্রেমে পড়েন। জীবনের ভয়ঙ্কর দিনের আগুন ও ফুল—সে বিস্তৃত আখ্যান আমি শুনেছি। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছে। হৃদয় আপ্লুত হয়েছে।

প্রথমে ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর পাকাপাকি ধারণা আমাকে চমক দিয়েছে। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমি দস্তুরমত হতাশ হয়েছি শেষে। দেখলাম ভদ্রমহিলা সুন্দর ইতিহাস বিকৃত করতে জানেন। আমার দীর্ঘ বক্তৃতা ভদ্রমহিলাকে স্পর্শ করেছে সামান্যই। পুরোপুরি হেসে উড়িয়েই দিলেন। বললেন :

—যাই বলুন, নেতাহীন স্বতঃস্ফূর্ত সিপাহী বিদ্রোহ ও বিক্ষিপ্ত কিছু সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন ছাড়া আপনাদের দেশে কিছু হয়-টয়নি।

শতবর্ষের অক্লান্ত বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস, অসহযোগ আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের কাহিনী দেখলাম ভদ্রমহিলা খুব সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করলেন না। বরং একটু উত্তেজিত হয়েই বলেছেন—

—আন্দোলন যখনই জনতার হাতে চলে গিয়ে বিপ্লবে দাঁড়াতে গেছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই যখন অভ্যুত্থান হয়ে উঠবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, আপনাদের দেশের নেতারা আন্দোলন গুটিয়ে নিয়েছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম টেবিলের কাগজ-পত্তর লেখালেখিতে শেষ হয়েছে। রক্তহীন স্বাধীনতা ভারতের মানুষকে নির্বীর্য করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে আপনাদের নেতাদের আপোষ জনতাকে প্রতারিতই করেছে শুধু।

—আপনার কথায় কোনো নতুনত্ব পেলাম না। ভারতের কমিউনিস্টরা ঠিক আপনার মতই কথা বলে।

—কমিউনিস্টদের মধ্যেও ইতিহাসের ছাত্র আছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন ও লেনিনের কথার সঙ্গেও কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমি মানবতাবাদে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই।

—কমিউনিজম সম্পর্কে, বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর ল্যাটিন আমেরিকায় দৈনিক

কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে—সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

—মার্কিন ডেমোক্রেসী তার জন্যে দায়ী। পৃথিবীর বহুদেশকে ওয়াশিংটন আজ কমিউনিজমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মার্কিন ডেমোক্রেসী যে উল্লাস নিয়ে কিউবায় রক্তস্নান করিয়েছে, প্রতি কিউবান সে কথা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে। দেশের ছাত্রছাত্রীদের গুলি করে রাস্তায় লটকে দিয়ে পশ্চিম গোলার্ধকে কমিউনিজমের হাত থেকে যদি বাঁচাতে হয়—আপনি জেনে রাখুন সে ডেমোক্রেসীতে আমার বিশ্বাস নেই।

—বাতিস্তার অত্যাচারের পেছনে আমেরিকার কোন হাত ছিল না।

—আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে থাকুন। কিন্তু আপনি হয় তো জানেন না—মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন পহেলা নম্বর, বাতিস্তাকে দিয়ে তিনি কিউবা শাসন করতেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে-কোনো অজুহাতে আগামী দিনে ওয়াশিংটন আবার কিউবা আক্রমণ করতে পারে। শতবর্ষ ধরে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ঐতিহাসিক নজীর রেখেছেন সে সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা থাকা দরকার।

আলোচনা আর অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। সবটা মিলিয়ে ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। অসাধারণ মার্কিন বিদ্বেষ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনে অবশ্য আমি কোনো দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাই না। অন্তত কোনো আনাড়ী মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো না—

Dirty Communist—বা লণ্ডনের কাগজে ফলাও করে খবর পরিবেশন করবো না—Danger of Communism in the Western Hemisphere.

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। আপাতরম্য কর্মচঞ্চল হাভানা শহরের জরুরী আদালতে অত্যাশ্চর্য এক মামলার শুনানী শেষ হলো।

আইন ও আদালতের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ধরনের মামলা শুধু কিউবায় নয়—হয়তো সারা দুনিয়ার ইতিহাসেও তার নজির নেই। ব্যক্তিবিশেষের লাভালাভ বা স্বার্থান্বেষী মানুষের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের টানাটানির ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার শুনানীতে অভ্যস্ত ঝানু আইনজীবী ও ধর্মাবতারেরা অশ্রুত

এই মামলার সওয়াল শুনতে শুনতে খুব বিভ্রান্ত বোধ করেছেন। তাঁদের দীর্ঘ বিস্তৃত কর্মজীবনে এ ধরনের মামলা ও এমন দুর্ধর্ষ আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্বে কখনও ঘটেনি। বাদী ছিলেন কৌঁসলী নিজে। ফরিয়াদ ছিল রাষ্ট্র-প্রধানের বিরুদ্ধে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বাতিস্তার বিরুদ্ধে এই বাদীর অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতার—সংবিধানকে অবমাননার। বলপূর্বক ক্ষমতাদখল ও কিউবার পবিত্র গণতন্ত্র হত্যা ক'রে বাতিস্তা কোড অব সিভিল ডিফেন্সের ছয় নম্বর ধারা ভঙ্গ করেছেন। আইনত ১০৮ বছরের শাস্তি হওয়া দরকার।

কিন্তু বিচারক যখন কৌশল অবলম্বনে প্রস্তুত, কৌঁসলীর আইনের নজির ও যুক্তির দৃষ্টান্ত সেখানে অপ্রস্তুত। নিতান্ত বিচার প্রহসনের মধ্যে সেদিন আদালত শেষ হয়। প্রতিবাদীর উল্লাসে তরুণ এই আইনজীবীর কণ্ঠ সেদিন চাপা পড়েছে। তবু আদালতকক্ষে বিদ্যুতের ঝলকানির মত তরুণ ফরিয়াদীর সওয়ালে গোটা কিউবার মর্মবাণী যেভাবে বিচারকের অশ্বক্ষুরাকৃতির সুদৃশ্য টেবিলের ওপর আছড়ে পড়েছিলো তার তুলনা নেই।

পরাজিত, অপমানিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত এই তরুণ আইনজীবী আদালত কক্ষ ত্যাগ করে যান। স্বীয় পরাজয়ের গ্লানি নয়—অবমানিত ও লাঞ্ছিত আইন তাঁকে বিচলিত করেছে। যুবা ধীর পদক্ষেপে আদালতের বাইরে এসে দাঁড়ান। দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ একা। সক্রিয় সমথন নিযে একটি মানুষও আজ তাঁর পাশে নেই।

সংবাদপত্র বিদ্রূপ করেছে সেদিন। অভিজ্ঞ পেশাদারী রাজনৈতিক নেতা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গোটা মানুষটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস নিজের অভ্যস্ত নিয়ম মেনে চলে। সময়ের ওপর সে অনিবার্য ঘটনা ও কাহিনী রেখে যায়। পরবর্তী কয়েক বছরে পরাজিত এই নির্ভীক যুবাকে কেন্দ্র করে কী পরিমাণ ফলাও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার হিসেব আমি রাখিনি, তবে পৃথিবীর কোনো দেশের নেতার পেছনে এই অল্প সময়ে এত বেশী নিউজ প্রিন্ট হয়তো খরচ হয়নি। সে খবরের পাতা জুড়ে জুড়ে হযতো গোটা ক্যারিবিয়ান সাগর ঢেকে দেওয়া যায়। এই অত্যাশ্চর্য যুবার রাজনৈতিক চরিত্র কব্জা করবার জন্যে ওয়াশিংটনের সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি কী পরিমাণ ডলার ব্যয় করে তার হিসেব হযতো অ্যালেন ডালেস দিতে পারেন, কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম খরচে হয়তো বীভৎস 'হুক ওয়ার্ম'-এর হাত থেকে কিউবার শত সহস্র শিশুর জীবন রক্ষা হতো।

জরুরী আদালতের শিক্ষার হয়তো প্রয়োজন ছিল। তরুণ যুবার রাজনৈতিক বিভ্রান্তির ঘোর তখন কাটছে। শৃঙ্খল দিয়ে শৃঙ্খল মোচন হবে না। আইন দিয়ে বেআইনকে পরাস্ত করা যাবে না। এই উপলব্ধি এই যুবার রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া কিউবার জনসাধারণকে অত্যাচারী শাসক বাতিস্তার হাত থেকে কোনো দিন মুক্ত করা যাবে না।

একাকী কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এই যুবা। শাসনযন্ত্রকে বিশৃঙ্খল ও শাসকশ্রেণীকে পযু্দস্ত করতে নিয়মতান্ত্রিক ও আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নেতৃত্বের যে যে যোগ্যতা থাকা দরকার এই যুবার চরিত্রে হয়তো সেই অসম্ভব উপাদান যে-কোন নেতার চেয়ে কিছু বেশী ছিল। কাফেতে হতো বৈঠক, য়ুনিভারসিটির গোপন আলোচনা চক্রে বৈপ্লবিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের শপথ নেওয়া হয়। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তুর্ধর্ষ গোয়েন্দা তার কোনো হদিশ করতে পারেনি।

মহান ২৬শে জুলাই কিউবার ঐতিহাসিক দিন। রাজনৈতিক আন্দোলন কিউবায় এই দিন অন্য এক চরিত্র নিয়ে দেখা দিল। বিপ্লবী কিউবার রূপ আমরা দেখতে পেলাম। জরুরী আদালতের পরাজিত, অপমানিত যুবার কথা দাবানলের মত দেশে দেশে পৌঁছে গেল। নিউইয়র্ক টাইমস, প্রাভদা বা পিপলস্-ডেলী কী সংবাদ পরিবেশন করেছে আমার জানা নেই, তবে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় যান্ত্রিক নিয়মে টেলিপ্রিন্টারের রোলার সরে সরে গিয়ে সাদা কাগজের ওপর সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত এই যুবার নাম পৌঁছে দিয়েছে—ফিদেল কাস্ত্রো।

সেদিন রজনীর শেষপ্রহর। কিউবা তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। ওরিয়েন্টি প্রদেশের সান্টিয়াগো শহরও তখন ঘুমচ্ছে। এই শহরেরই এক প্রান্তে কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক তুর্গ মনকাডা শিবির নিস্তব্ধ নিঝুম। হঠাৎ সমস্ত চরাচরের মৌনতাকে সরিয়ে, নির্জনতাকে খান খান করে রাইফেল আর স্টেনগানের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের আওয়াজ সুরু হয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা অঞ্চল ভয়ঙ্কর এক রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। একদিকে সর্বাধুনিক সামরিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত বাতিস্তার সমরবাহিনী, অন্যদিকে কিউবার প্রায় তুইশত শিক্ষিত তরুণ যুবা। এই অবাধ্যতার ঢেউয়ের নেতৃত্ব করছেন ফিদেল কাস্ত্রো।

২৬শে জুলাই রক্তস্নাত সান্টিয়াগোর আকাশে রক্তিম সূর্য যখন উদয় হলো

গোটা শহর তখন সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেছে। বাতিস্তার নির্দেশ ছিলো—ছাত্র ও যুবকদের প্রতি এতটুকু নরম হলে চলবে না। যেভাবে হোক বিপ্লবীদের নির্মূল করো।

সংগঠনের অকল্পনীয় প্রতিরোধ, নির্ভীক সততা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর এই সশস্ত্র বিপ্লবেব পটভূমিতে আনুষ্ঠানিক কিছু চ্যুতি ছিল। যেভাবে ছক তৈরী হয়েছিলো, কাজের সময় সে কৌশল পুরোপুরি প্রয়োগ করা যায়নি।

মনকাডা দুর্গ আক্রমণ বা ২৬শে জুলাইয়ের সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি অবহিত। প্রথমে আমি এ সম্পর্কে অন্য মনোভাব পোষণ করেছি। কিন্তু হাভানায় এসে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সামরিক সাফল্যের দিক থেকে বিচার করলে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। ফিদেল কাস্ত্রো মর্মান্তিক পরাজয় বরণ করেছেন। প্রায় শতাধিক সুন্দর জীবনের অপচয়ই হয়েছে শুধু। ফিদেল নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। রোমাঞ্চকর ব্যর্থ বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়ে তিনি পরিচয় দিয়েছেন অপরিণামদর্শিতার। কিন্তু বৃহত্তর সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, মনকাডা দুর্গ আক্রমণে ফিদেলের এই অসাফল্য আমরা অন্য নিয়মে বিচার করবো।

সামরিক সাফল্য হয়নি—কিন্তু রাজনৈতিক বিজয় মনকাডা দুর্গ আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী কালে কিউবার বিপ্লব ও জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম মনকাডা দুর্গের ব্যর্থ যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই সুরু হয়েছে। শত শহীদের শোণিতধারায় বিপ্লবের নবজন্ম অপেক্ষায় ছিল। ফিদেল কাস্ত্রোর মনকাডা দুর্গ আক্রমণ প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তাকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিল। হাজার হাজার সৈন্য ও সাঁজোয়া গাড়ি জাতীয় সড়ক ধরে সান্টিয়াগোর পথে প্রেরণ করলেন। সৈনিকদের লক্ষ্য ছাত্র ও যুবক। সে অবর্ণনীয় অত্যাচার। দৃকপাতহীন গুলিবর্ষণ ও গ্রেপ্তার চলে অব্যাহত।

ফিদেল কাস্ত্রো, অনুজ রাউল কাস্ত্রো ও জীবিত অন্য বিপ্লবীরা তখন পলাতক। সামরিক অধিনায়ক ঘোষণা করলেন—গ্রেপ্তারের প্রয়োজন নেই। নিহত ফিদেলের দেহ তাঁর কাছে পৌঁছে দিলে তিনি পুরস্কার দেবেন।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিপ্লবীরা জঙ্গল অতিক্রম করে পাহাড়ে ফিদেলের সঙ্গে মিলিত হন। ব্যর্থতার গ্লানি নেই। মৃত বন্ধুদের বিয়োগ-

ব্যথায় বিচলিত। তবু সহকর্মীদের মনোবলের কথা ভেবে বেদনাকে সরিয়ে রেখেছেন ফিদেল। আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি ও ভাবী সংগ্রামের পরিকল্পনা সামনে রাখলেন। দীর্ঘ পথক্লেশ ও অনাহারে চেহারা ও পোশাক হয়েছে শ্রীহীন। অনিয়ম ও অনিদ্রায় ক্লান্তি নেমেছে চোখে মুখে।

ওদিকে বাতিস্তার চোখেও ঘুম নেই। তাঁর পৈশাচিক অত্যাচার চলছে অব্যাহত। হিংস্র সেনাবাহিনী ফিদেল ও বিপ্লবী যুবাদের খোঁজে গোটা সান্টিয়াগোকে তছনছ করে চলেছে। নিরপরাধ নারী ও পুরুষ চলেছে কারাগারে। সাধারণ মানুষের সংসার রাস্তায় এনে আছড়ে আছড়ে ভাঙা চলছে বিরামহীন।

সান্টিয়াগোর আর্চবিশপ সামরিক অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করলেন। অনুরোধ জানালেন নিরীহ মানুষের প্রতি এ অমানুষিক অত্যাচার ভগবান ক্ষমা করবেন না। অবিলম্বেই শান্তি ফিরিয়ে আনা দরকার। সাধারণ মানুষের ওপর এই অবর্ণনীয় অত্যাচার অবিলম্বেই বন্ধ করতে হবে।

সামরিক অধিনাযক জানালেন—ফিদেল কাস্ত্রোকে গুলি করে হত্যা করা হবে না, তবে অবিলম্বেই আত্মসমর্পণ না করলে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার অব্যাহত থাকবে।

দুরারোহ সিয়েরার জঙ্গল। ফিদেল দুই সাথীর সঙ্গে ক্লান্তাবস্থায় নিদ্রিত। এমন সময় কর্কশ বুটের আওয়াজে ঘুম ছুটে যায়।

তাকিয়ে দেখেন স্বয়ং লেফ্‌টানেণ্ট—কিন্তু ইনি যে য়ুনিভারসিটির সহপাঠী।

বিস্মিত ফিদেল বলেন—পেড্রো তুমি এখানে?

—আমি তোমার শত্রু—বাতিস্তার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ। তোমাকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ আছে—ধরা পড়লেও তাই তোমাকে মিথ্যা পরিচয় দিতে হবে। নিজের নামটি গোপন ক'রো বন্ধু।

মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও গ্রেপ্তার কিন্তু এড়ানো সম্ভব হলো না।

ঠিক এর পরের ঘটনা। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সামরিক দপ্তরে দীর্ঘ-দেহী সুদর্শন এক যুবা তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হন। একটু হেসে সামরিক সচিবকে বললেন—মেশিনগান আমার হাতে নেই। আপনাদের কোনো ভয় নেই। আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আমরা সবাই ধরা দিতে এসেছি। সান্টিয়াগোর জনসাধারণের ওপর নির্মম অত্যাচার ও পৈশাচিক

পীড়ন বন্ধ করুন। আমিই রাউল, আমার নাম রাউল কাস্ত্রো।

সশস্ত্র সামরিক সচিব বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত। সম্পূর্ণ নির্বাক। প্রাণভয়ে বৈদ্যুতিক পাগলা ঘন্টির বোতাম টিপে ধরে ঘামতে থাকেন।

বোনাইএ্যাটো জেল থেকে পালাসিও দ্য জাষ্টিকার দূরত্ব মাইল ছয়েক। আদালতমুখো সমস্ত রাস্তা বন্ধ। সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেছে সড়ক। যানবাহন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। সহস্রাধিক সশস্ত্র সেনা জেল গেট থেকে আদালত পর্যন্ত কড়া পাহারায় নিযুক্ত। ফিদেল কাস্ত্রো খাকী রঙের একটি জীপে সামনে পেছনের দুই জোড়া উদ্ধত স্টেনগানের মধ্যে বসে আছেন। হাতে হাতকড়া। পেছনে শতাধিক বিপ্লবী সামরিক পাহারায় লোহার ভারী জাল লাগানো বড় বড় ভ্যানে বোঝাই হয়ে বিচারালয়ের দিকে চলেছেন।

বিচারকক্ষে সেদিন ফিদেল কাস্ত্রোকে দেখে মনে হয় নাজী আদালতে ডিমিট্রভ যেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বীকার করলেন অকপটে। বললেন, মনকাডা সৈন্য শিবির আমি আক্রমণ করি। অত্যাচারী প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তাকে অপসারণ করার পবিত্র কর্মের নেতৃত্ব করবার জন্যে আমি গর্বিত। আমাদের মৃত নেতা এ্যাডোয়ার্ডো সিবাসের অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদন করতে চেয়েছিলাম। কিউবার জনসাধারণ ও দেশের সংবিধানকে উপেক্ষা করে সামরিক ষড়যন্ত্রের সাহায্যে দুঃশাসক বাতিস্তা আজ ক্ষমতা দখল করেছেন। কিউবার জনসাধারণ নিশ্চয়ই তাঁকে ক্ষমা করবে না।

দ্বিতীয় দিনের শুনানীতে ফিদেল কাস্ত্রোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও অপরাধী বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তৃতীয় দিনের শুনানীতে দেখা গেল ফিদেল কাস্ত্রো অনুপস্থিত। সামরিক বিভাগ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হলো—ফিদেল কাস্ত্রো গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসকের নির্দেশে আদালতে তাঁকে হাজির করা সম্ভব নয়। বিচারক ফিদেল ছাড়াই মামলা পরিচালনা করতে চাইলেন।

—মিথ্যে। নিতান্তই ষড়যন্ত্র। ফিদেল কাস্ত্রো আদৌ অসুস্থ নন।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক নারীকণ্ঠের আর্তনাদে গোটা আদালত কক্ষ সচকিত হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে এই নির্ভীক অসমসাহসী নারী বিচারকের দিকে এগিয়ে আসেন। মাথার চুলের মধ্যে গোপন করা এক টুকরো কাগজ বিচারকের

চোখের ওপর মেলে ধরেন। এই অত্যাশ্চর্য রমণী আর কেউ নন—ডাঃ মেলবা হারনেনডেজ্। মনকাডা দুর্গ আক্রমণের অন্যতম বিপ্লবী। নার্সের ছদ্মবেশে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তিনিও অভিযুক্ত।

বিচারক বিস্ময়োক্তি করেন—এ যে ফিদেল কাস্ত্রোর লেখা চিঠি!

মেলবা জবাব দিয়েছে—আমাদের ফিদেলের স্বাস্থ্য অটুট। পুলিশের মিথ্যা ডাক্তারী প্রমাণপত্র সম্পর্কে ফিদেল চিঠিতে আদালতকে জানিয়েছেন।

বিচার সেদিনের জন্য মুলতুবী থাকে। আদালতের ডাক্তারকে ফিদেলকে পরীক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে সেদিনের মত শুনানী স্থগিত রাখলেন বিচারক।

আদালতের ডাক্তার সুপারিশ করলেন—ফিদেল কাস্ত্রো সম্পূর্ণ সুস্থ। সামরিক ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে গুরুতর কোন ত্রুটি আছে।

কিন্তু ক্ষিপ্ত সামরিক বাহিনী ও বিকারগ্রস্ত প্রেসিডেণ্ট আদালতকেও অস্বীকার করলেন। জরুরী অবস্থা হাতের কাছেই আছে। ডাঃ মেলবা হারনেনডেজকে ছোট্টো ঘরে নির্বাসিত করলেন। অন্য বিপ্লবীর থেকে সরিয়ে নিয়ে অনেক দূরে অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর কুঠরীতে নিক্ষেপ করলেন ফিদেলকে। বিকারগ্রস্ত প্রেসিডেণ্ট একমন নিয়ে আদেশ দেন, আবার নতুন মতলব নিয়ে সে আদেশ বাতিলও করেন। মনকাডা বিদ্রোহীদের সম্পর্কে গোটা কিউবার জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি হয়তো তাঁর অজানা ছিল না। তাই হয়তো কিছু সময় নিলেন। তারপর একদিন ঘোষণা করলেন—আদালতে ফিদেল কাস্ত্রো আত্মপক্ষ সমর্থন ও বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করলে আমাদের আপত্তি নেই।

তবে এবার আর আদালত নয়। পালাসিও দ্য জাষ্টিকার বিচারসভা নয়,—মামলার শুনানী সাতারনিনো হাসপাতালের নার্সদের লাউঞ্জে প্রেরণ করা হবে। এই রকম বিচারসভা ইতিহাসে বিরল।

ছিয়াত্তর দিন অন্ধকার কারাগৃহ থেকে ফিদেল কাস্ত্রোকে সামরিক পাহারায় সাতারনিনো হাসপাতালের নার্সদের লাউঞ্জে আনা হয়। তরুণ যুবার স্বাস্থ্য কৃশ হয়েছে। মলিন হয়েছে মুখশ্রী। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও নির্ভীক চোখদুটি এতটুকু ম্লান হয়নি।

বিচারকক্ষে ফিদেল কাস্ত্রোর মামলা পরিচালনা অভূতপূর্ব। ফিদেল প্রায় পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় নিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। হাতে সেদিন

আইনের কেতাব ছিল না, মামলার লড়াইয়ে প্রাথমিক যে কাগজপত্র নাড়া-চাড়ার প্রয়োজন, সে অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত। ছিয়াত্তর দিন অন্ধকার কারাগৃহ থেকে সোজা বিচারসভায় এসে, এ ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের নজির ইতিহাসে বিরল। বক্তব্য ছিল মর্মস্পর্শী। এই তরুণ বিপ্লবী আইনজীবী সেদিন আদালতে কিউবার মর্মবাণী ও প্রতারিত গণজীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার তুলনা নেই। 'ইতিহাস আমাকে মুক্ত করবে'—শিরোনামা নিয়ে আদালতে তাঁর বক্তৃতা কিউবার আজ সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তক। বিপ্লবের দিনগুলিতে ফিদেলের এই বক্তৃতা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বাইবেলের চেয়ে জনপ্রিয় ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এরূপ আর একটি বক্তৃতার নজির সহজে চোখে পড়ে না।

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার বক্তৃতার অতি সামান্য ক-লাইন আমার মনে পড়ছে। সেইটুকুই আমি সামনে রাখবো। দীর্ঘ সুঠাম নির্ভীক এই যুবা উপস্থিত বিচারক, এ্যাটর্ণী ও সেনাবাহিনীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এক নজর তাকিয়ে নিলেন, তারপর বলে চললেন—

—মাননীয় বিচারক, অশ্রুত এক পরিস্থিতিব উদ্ভব হয়েছে। এমন এক শাসন, যে শাসন অপরাধীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করতে ভয় পায়। রক্তের স্বাদে উন্মত্ত শাসক আজ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাহীন, নিরস্ত্র, মিথ্যা অপবাদে লাঞ্ছিত ও সম্পূর্ণ একক এক সামান্য মানুষের শুধু নৈতিক আত্ম-প্রত্যয়ের সামনে ভীত-সঙ্কুচিত। প্রকৃত বিচার থেকে আমি বঞ্চিত—যেখানে প্রধান আসামী আমি নিজে।

—একান্ত গোপনে এখানে আমাকে আনা। সামনে বিচারের প্রহসন। আমার কণ্ঠরোধের সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা। আমি আজ যা বলতে চাই, বাইরে সে কথা যাতে প্রকাশ না হয় তার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত। সাতারনিনো হাসপাতালের নার্সদের লাউঞ্জে আজ বিচারসভা—তবে মাননীয় বিচারক, পালাসিও দ্য জাষ্টিকার মনোরম প্রাসাদের কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারেন? মাননীয় বিচারক নিশ্চয়ই সেখানে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আমি সতর্ক করতে চাই—আমি বলতে চাই, হাসপাতালের নার্সদের লাউঞ্জে উদ্ধত রাইফেল পাহারায় এই বিচার—নগরবাসী হয়তো অন্য ভাবে গ্রহণ করবেন। শহরের সাধারণ মানুষ হয়তো ভাববেন আমাদের দেশের বিচার অসুস্থ—নিতান্তই বন্দী।

—আপনাদের আইনের কেতাবেই লেখা আছে বিচার সর্ব সময়েই শ্রবণযোগ্য ও সর্বসাধারণের দুয়ার সেখানে মুক্ত। যদিও কিউবার সাধারণ মানুষের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। মাত্র দু'জন এ্যাটর্ণী ও ছ'জন রিপোর্টারকে আমি লক্ষ্য করছি—সেন্সার নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যের এক বর্ণও প্রকাশিত হতে দেবে না। শতাধিক সেনা এই ঘরটির পাহারায় আছে—সৈনিকদের সুন্দর ব্যবহার আমার ভাল লেগেছে। তবে গোটা সেনাবাহিনীকে আমার সঙ্গে পেলে আরও খুশী হতাম।

—আমার মৃত বন্ধুদের জন্যে আমি প্রতিহিংসার কথা ভাবি না। কারণ প্রতিহননে সে অমূল্য জীবন আমি আর ফিরে পাব না। তবে আমি জানি আমার বন্ধুরা মৃত নন। তাঁদের কথা দেশবাসী কখনই বিস্মৃত হবে না। দেশবাসীর মনে তাঁরা চিরজীবন পূজো পাবেন। কবরের পাশে বসে অশ্রুপাতেরও শেষ আছে। কান্না সরিয়ে বীর বিপ্লবীদের অসমাপ্ত কাজের ভার ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে মৃত বিপ্লবীদের প্রতি প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসার পরিচয়। প্রেম মৃত্যুহীন। মৃত শহীদের কবরই পবিত্র বেদী। মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে নব জীবন, নতুন সূর্য দিগন্তে দেখা দেয়।

—অত্যাচার, উৎপীড়ন, অনাহার আর বেকারীতে পর্যুদস্ত জনসাধারণের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার নজীর অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক ইতিহাসে মোটেই বিরল নয়। রাজার কুশাসন সরিয়ে গুণী রাজপুত্রের অভিষেক চীন মেনে নিয়েছে। ভারতীয় দর্শনে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকার বেআইনী নয। গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে আমরা এই পথই নিতে দেখেছি।

ফিদেল ধীরে ধীরে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আদৌ বেআইনী নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্যে মধ্য যুগের জন অব সলসবেরী থেকে সুরু করে মার্টিন লুথার, জন মিল্টন, জন লক ও রুশোর বক্তব্য সামনে রাখলেন। পৃথিবীর বহু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও মহান মনীষীদের লেখা অনর্গল মুখস্থ বলে চললেন। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিদ্রোহ যে কখনই আইনবিরুদ্ধ কাজ নয়,, সেই কথা যুক্তিসহ আদালতে পেশ করলেন।

ফিদেল তারপর বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি ও কিউবার জনসাধারণের প্রকৃত সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে কী পরিকল্পনা সামনে রাখছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

বাতিস্তার পতনের পর বিপ্লবী সরকার কিউবার সফল ও সুখী জীবন কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন ফিদেল এক এক করে বলে গেলেন।

দীর্ঘ বক্তৃতায় এতটুকু বিরতি ছিল না। গোপন আদালত কক্ষের সমস্ত মানুষ স্থির। নিশ্চল। আবেগময় কণ্ঠস্বর ও মর্মস্পর্শী হৃদয়াবেগ নিয়ে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফিদেল প্রশ্ন করেছেন—

—প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা যে কিউবার নির্বাচিত শাসক, আমি মানতে রাজী নই। তিনি বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেছেন। জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আইন ও সংবিধানকে অবমাননা করে বিশ্বাসঘাতক রাতারাতি ক্ষমতা দখল করেছেন। আইনকে বেআইন দিয়ে শৃঙ্খলিত করেছেন।

—মহামান্য বিচারক, হয়তো আমাকে আপনার মনে পড়ে। আমি একদিন বৃথাই ক্ষমতালিপ্সু এই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিলাম—যিনি আইন লঙ্ঘন করে আমাদের দেশের পবিত্র সংবিধানকে অবমানিত করেছেন কিন্তু আজ আমি নিজেই অপরাধী। বেআইনী সরকাবের পতন ও জনসাধারণের মহান সংবিধানকে পুনরায প্রতিষ্ঠা করবাব অভিযোগে আমি অভিযুক্ত। ছিযাত্তর দিন আমি অন্ধকাব কারাগৃহে একাকী ছিলাম। কারো সঙ্গে আমাব কথা বলবার অধিকার ছিল না। আমাব শিশুপুত্রও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উদ্ধত মেশিনগান পাহারায আমাকে এখানে আনা—কিউবার মানুষ এই বিচার প্রহসন যাতে জানতে না পারে তাই গোপনে অতিশয় সতর্কতা নিয়ে হাসপাতালের নার্স লাউঞ্জে আমার বিচারের ব্যবস্থা। এখন আইনের কেতাব হাতে নিযে শাসক আমাব ছাব্বিশ বৎসর কাবাদণ্ড দাবী কবছেন।

—মহামান্য বিচাবক তাহলে স্বীকাব করুন যে, আদালত সেদিন সামরিক শক্তিব চাপে আমার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন—আর আজ সামরিক শক্তির ভযে আমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বলুন, মাননীয় বিচারক, মহামান্য আদালত স্বীকার করুন, সেদিন আপনি অপরাধীকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, আর আজ মাননীয বিচারক আপনি নিরপরাধীকে কঠিন শাস্তি দিতে বাধ্য। কিউবার আইন ও পবিত্র ন্যাযনীতি সামরিক শক্তির হাতে আজ দ্বিতীয়বার ধর্ষিত।

—এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। তবে ওকালতির অভ্যস্ত নিয়মে আমি নিজেকে নিরপরাধ বলে মুক্তির জন্যে আবেদন করবো না। যেখানে আমার সতীর্থ বিপ্লবী বন্ধুরা কারাগারে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করছেন,

সেখানে আমার মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। সমান দুঃখ তাদের সঙ্গে আমি ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক।

—এটুকু নিতান্তই স্বাভাবিক, যে দেশের প্রেসিডেন্ট একজন অত্যাচারী দানব ও চোর, সেখানে সাধু ব্যক্তির প্রাণনাশ হবে, সৎ নাগরিকের একমাত্র স্থান হবে কারাগার। আমি জানি বীভৎস বন্দীজীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মহামান্য বিচারক, কারাগারকে আমি ভয় পাই না। সত্তরজন ভাইকে যে পিশাচেরা হনন করেছে, সেই দানবদের আমি ভয় পাই না।

—বিচারক, আমাকে শাস্তি দিন। মেশিনগানে গুলি নিশ্চয় ভরাই আছে। আমি বিশ্বাস করি জনসাধারণের আদালতে একদিন আমার প্রকৃত বিচার হবে।

—ইতিহাস আমাকে মুক্ত করবে সেদিন।

আদালত কক্ষ স্থির। প্রতিটি মানুষ নিশ্চল। কিছুক্ষণের বিরতি। যথেষ্ট সঙ্কোচ ও দ্বিধা নিয়ে বিচারক রায় দিলেন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ও সরকারকে উচ্ছেদ করবার সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার অপরাধে পনের বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন ফিদেল। সহোদর অনুজ রাউল কাস্ত্রোর চোদ্দ বছর ও অন্যান্য শতাধিক সহকর্মীর কম-বেশী মেয়াদে কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন বিচারক।

ফিদেল ফিরে চললেন কারাগারে। সামরিক ও বেসামরিক উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে শুধু একবার ঘুরে তাকালেন। ঠোঁটে অল্প একটু হাসি।

সে হাসির ব্যাখ্যা নেই।

ফিদেল কাস্ত্রো কারাগারে চলে গেলেন।

হাভানার বিভিন্ন দূতাবাসে জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই। কিউবায় ওযাশিংটনেব রাষ্ট্রদূত ফিদেল কাস্ত্রোর প্রাক-পরিচয় জানবার জন্তে ব্যগ্র। ফিদেলের বিগত জীবনের তালাশে সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী দল হাভানার প্রেস ক্লাবে মিলিত হন।

মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস সংবাদ পাঠালেন ওয়াশিংটনে "Fidel Castro, chairman of the Orthodox Party in Havana Province, made a futile attempt to seize the Moncada Barracks in Santiago de Cuba, the nation's second largest City."

মার্কিন রাষ্ট্রদূত টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে বলেন—ফিদেল কাস্ত্রোর হাড হাড্ডির খবর আমার জানা দরকার। সোসিযালিস্ট পিপলস্ পার্টির সঙ্গে ফিদেলেব কোন সম্পর্ক আছে কিনা অনুসন্ধান করা হোক। কোটি কোটি ডলাব আমরা গুপ্তচরদের জন্তে ব্যয করি ল্যাটিন আমেরিকায়—এই সামান্য সংবাদ সংগ্রহে তবু আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

অনুসন্ধান চলতে থাকে।

দেশের বিভিন্ন ঘটনার ও দৈনন্দিন রাজনীতির পটভূমিতে অবতীর্ণ হযে যাঁরা নিজের সাফল্য ও ক্ষমতা সংহত করে চলেন, সেই রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের তালিকায় ফিদেলের নাম পাওয়া গেল না। অফুরন্ত হৃদযাবেগ ও তাজা তাজা যৌবনের বেহিসাবী উচ্ছ্বাসের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন যাঁরা বেছে নেন, ফিদেলকে সে শ্রেণীর যুবা বলে মেনে নেওযা অসম্ভব হলো। সোসিয়ালিস্ট পিপলস্ পার্টির সঙ্গে ফিদেলের কিছুমাত্র যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায না।

এমন সময় বৈদেশিক এক দূতাবাস থেকে গোপন সংবাদ এলো। ফিদেল কাস্ত্রো একজন গোপন বিপ্লবী। কলম্বিয়ার রাজধানী বগোদা নবম কনফারেন্স বানচাল করবার ও প্রেসিডেণ্ট মারিয়ানো ওসপিনা পিরেজকে উচ্ছেদ করবার জন্তে লিবারেল পার্টির তরুণ নেতা জর্জ গাইতান হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা সুরু হয়, ফিদেল কাস্ত্রো তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

হাভানা য়ুনিভারসিটির দাগী বিপ্লবী রাফেল পিনো ও আলফ্রেডো গুয়েভারাকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অধিবেশনে যোগদান করবার মিথ্যা অজুহাতে ফিদেল বগোদায় আসেন। কলম্বিয়ার চীফ অফ সিকিউরিটি এ্যালবার্টো নিনো এই গোপন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সাম্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে সন্দেহ করেছেন।

এইখানেই শেষ নয়। ফিদেল কাস্ত্রোকে আবার দেখা গেছে পিঠে স্টেনগান নিয়ে ক্যারিবিয়ান সাঁতরে চলেছেন। ডমিনিকান রিপাবলিকের ক্রজিলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। মনকাডা দুর্গ আক্রমণ ফিদেলের তৃতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহ।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতে ফিদেল কাস্ত্রোর 'ইতিহাস আমাকে মুক্ত করবে' বক্তৃতা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। ঐ বক্তৃতায় ফিদেলের ইতিহাস, আইন, রাজনীতি ও দর্শন শাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য প্রাকাশ পেয়েছে সে দস্তুরমত বিস্ময়কর।

ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে এ সমস্তই বহুল প্রচারিত সংবাদ, বহুকথিত কাহিনী। হাভানার সাধারণ মানুষের কাছে আমি ফিদেল সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাতে চমকপ্রদ কিছু হয়তো নেই, তবু কথাপ্রসঙ্গে সেটুকু সবার সামনে রাখবার প্রয়োজন বোধ করছি।

সকাল থেকে মানুষের যাওয়া আসা চলেছেই। আইন ব্যবসায়ী ফিদেলের ঘর মানুষে পূর্ণ থাকে। য়ুনিভারসিটির ছাত্র আছে, গ্রাম থেকে চাষী এসেছে চিনে চিনে। চিনির কলের শ্রমিক ও স্কুলের মাস্টারও এসেছে সমস্যা নিয়ে। পুলিশের নির্দেশে ছাত্র বিতাড়িত হয়েছে বিদ্যালয় থেকে। জমিদার চাষীর শেষ টুকরো জমিটুকু গ্রাস করতে চায়। চিনির কলের ছাঁটাই শ্রমিক ও সাম্যবাদী শিক্ষক অপসারিত হয়েছেন স্কুল থেকে।

রাজনৈতিক বা আধা রাজনৈতিক মামলাই ফিদেল গ্রহণ করতেন। লোভনীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার প্রতি তাঁর এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। অতি সাধারণ মানুষের, নিতান্ত প্রতারিত জনগণের মামলাই ফিদেল বিনা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করতেন। নিতান্ত নিষ্ঠা ও সততা নিয়ে সে মামলা তিনি পরিচালনা করেছেন দিনের পর দিন।

ফিদেলের পিতা এ্যাঞ্জিলো কাস্ত্রো পশ্চিম স্পেনের গ্যালিসিয়া ছেড়ে কিউবায় এসেছেন দীর্ঘদিন। রোমান ক্যাথলিক স্বচ্ছল পরিবার। ধর্মীয়

বিস্তালয়ের পাঠ শেষ করে ফিদেল বেলেন বেস্থূর্থ স্কুলে পড়তে আসেন হাভানায়। তারপর য়ুনিভারসিটি হাভানা।

অসম্ভব প্রতিভা নিয়ে এই মানুষটির জন্ম কিনা জানি না, তবে অস্বাভাবিক উপাদানে গঠিত এই যুবা অপ্রত্যাশিত কাহিনী সৃষ্টি করেছেন অনেক আগে থেকেই। ক্লাসের ছিলেন সেরা ছাত্র। বিতর্ক সভার টেবিল থেকে খেলাধুলোর ময়দানে তিনি ছিলেন পহেলা নম্বর। বন্দুকের গুলিতে তাঁর লক্ষ্যভেদ ছিল অব্যর্থ। নিগ্রো নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক জীবন স্থরু।

কিউবার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ফিদেল কাস্ত্রোর বিচার প্রহসনের মধ্যে শেষ হয়।

কিউবার রাজনৈতিক প্রহসনের ঐতিহ্য বহুদিনের। শতবর্ষ ধরে নাটকীয় রাজনৈতিক ব্যভিচার গোটা দেশের মানুষের জীবনের বিনিময়ে মর্মান্তিক ভাবে অভিনীত হয়ে চলেছে।

কলম্বাস এই সোনার দেশ আবিষ্কার করে কিউবার সৌন্দর্য ও শোভায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—অহো! কী দেখলাম। নয়ন আমার সার্থক হলো আজ।

সেই পথ বেয়ে স্পেনীয় বণিক এসে হাততালি দিয়েছেন—নতুন পৃথিবীতে ঢোকবার এ আমার সোনার চাবি। এত সম্পদ, এত মুঠো মুঠো সোনা ভূগোলে কোথায় লুকিয়ে ছিল!

—কিউবার আকর্ষণ আগে জিও-পলিটিক্যাল। দেশের কাঁচা সম্পদে অবশ্য লুকানো সম্পদ আছে যথেষ্ট। বিশেষ করে আখের রসে আমি গলিত সোনা প্রত্যক্ষ করছি।—তুঁদে মার্কিন বণিক ওয়াশিংটনে এসে ঘোষণা করেছেন তারপর।

পরবর্তীকালে মাদ্রিদের এক সুসজ্জিত কক্ষে অত্যাশ্চর্য এক সওদার প্রস্তাব সামনে রাখতে দেখা যায়। ক্রেতা নাছোড়বান্দা। বিক্রেতাও নেহী ছোড়েগা।

—একশত মিলিয়ন ডলার।

—মাপ করবেন, ও দামে আমার পোষাবে না।

—আমার মত ক্রেতা আপনি পাবেন না। আমারও তো করে খেতে হবে, আমার উচিতমূল্য আপনার গ্রহণ করাই ঠিক।

—মাপ করবেন, ও দামে আমার পোষাবে না।

কোনো কাঁচা মাল ক্রয়-বিক্রয় নয়। দুষ্প্রাপ্য কোনো সংগ্রহের শেষ দর কষা-কষিও নয় মোটেই, বা চোরাই সুন্দরী বিদেশের দাসীহাটে এনে উটের পিঠে তুলে দেবার প্রস্তাবও তাতে ছিল না।

মাদ্রিদের এক সুসজ্জিত কক্ষে স্পেনের প্রতিনিধির সঙ্গে ওয়াশিংটনের এক মন্ত্রীর চলেছে বোঝাপড়া। সাড়ে সাত শত মাইল দীর্ঘ ও এক শত মাইল প্রস্থের গোটা কিউবা, তার সোনা আর মাটি, সুখ-সম্পদ, দুঃখ-কষ্ট সমস্ত কিছু পুরোপুরি কিনে নিতে চায় মার্কিন বণিক। বিক্রেতারও আশ্চর্য মালিকানা বোধ। বৈষয়িক বুদ্ধি আর তাজ্জব যুক্তি কল্পনাতীত।

নতুন নতুন মানুষের হাতে কিউবা বহুদিন থেকেই ধর্ষিতা। বিদেশী স্পেন এসেছে সোনা সংগ্রহে। আবাদের প্রচণ্ড সম্ভাবনায় শক্তিশালী জমিদারী গড়ে উঠেছে। রুটির গন্ধ শুঁকিয়ে শুঁকিয়ে শ্বেতাঙ্গ দালাল কালো কালো নিগ্রো এনেছে জাহাজে পুরে। ফরাসী জলদস্যু ও ইংরেজ বোম্বেটে লুণ্ঠনে আসে বার বার। ইংরেজ গোটা হাভানা দখল করে রইলো কিছুদিন। বহু দেশের বহু জাতের মানুষ, নানা ভাষা নানা সঙ্গীতে কিউবা তখন একাকার হয়ে গেছে।

হাভানার মোরো ক্যাসেল-এ স্পেনের পতাকার দোল-খাওয়া ওয়াশিংটনকে ঈর্ষান্বিত আর লোভাতুর করে তুলেছে। স্বাধীনতার নতুন স্বাদ নয়—লুসিয়ানা ও মিশিশিপি ভ্যালীর সওদা সেরে, ফ্লোরিডারও নিরাপদ দখল পেয়ে ওয়াশিংটন তখন যৌবনমদে মত্তা। ক্যারিবিয়ানের বুকে সুন্দর মনোলোভা কিউবাকে বড় পছন্দ হয়। ইংরেজ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং সাহেব সতর্ক করলেন। ওয়াশিংটন প্রেসিডেণ্ট তার মূল্য দিয়েছেন সামান্যই। কিনতেই যদি হয়, দরদামটি মিটিয়ে ফেলা দরকার। মাদ্রিদে মন্ত্রী পাঠালেন পাইকারী মূল্য ধার্য করে।

দর কষা-কষি ব্যর্থ হলো। কিন্তু ওয়াশিংটন দুর্মদ। ওসটেণ্ড ম্যানিফেস্টোতে কি লেখা আছে জানি না, কিন্তু শাসানি চললো ক্রমাগত—উচিত মূল্যে বেচলে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে আমরা জোর করে অধিকার করবো। অনুরোধ উপেক্ষিত হয়েছে—তবে বলপূর্বক দাবী আদায়ে আমরা বিশ্বাসী।

সুপ্ত বিক্ষোভ আর অসন্তোষ প্রচণ্ড প্রতিবাদ হয়ে দেখা দিল একদিন। জর্জ ক্যানিং-এর টেবিল চাপড়ানো নয়, মালিক স্পেনের ঔদ্ধত্য-ও নয় মোটেই—খোদ ক্রীতদাসের বুকফাটা আর্তনাদ। কিউবার সাধারণ মানুষ হঠাৎ দাবী করে বসে—এ দেশ আমাদের। আমরাই আমাদের প্রভু। নিজেদের প্রতি নিজেদেরই শুধু অধিকার।

মালিক স্পেন বিস্মিত। স্বাধীনতার স্বাদে অভ্যস্ত হয়েছে ওয়াশিংটন, তবু এ দাবী শুধু বিস্বাদই এনে দেয়। বহুদূর থেকে ইংল্যাণ্ড শুধু হাত কামড়ায়——ঈশপের এক বিশেষ গল্পের চরিত্রের মত শুধু চেষ্টাকৃত নিরাসক্তিই পোষণ করে।

আর্তনাদ কিন্তু থামে না।

ক্যারিবিয়ান সাগর অতিক্রম করে স্বাধানতার প্রদাপের আলোর রোশনাই কিউবার মানুষের প্রাণে পৌঁছোতে এসেছিলেন নার্কিসো লোপেজ। ভেনেজুয়ালা থেকে পালিয়ে আসেন। তাঁর বিস্তৃত জীবন অস্পষ্ট। স্পেনের পতাকা তুলে দাঁড়িয়ে বলিভিয়াতে কালিষ্ট যুদ্ধে লড়েছেন একদিন। এখন কিউবাতে এসে নিজের দেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর কর্মপদ্ধতিতে নিষ্ঠা ও সততার তুলনা নেই, কিন্তু কল্পনাবিলাসী ও অবাস্তব পরিকল্পনা কোনো সফল ইতিহাস রচনা করতে পারেনি। তাঁর তিনটি বিপ্লবী পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। বিপ্লবের প্রদীপ শুধু জ্বালিয়ে গেলেন বীর লোপেজ, কিন্তু নিজের জীবন প্রদীপের আলোটুকু সম্পূর্ণ নিভে গেল।

দেশদ্রোহিতার অপরাধ—ফাঁসীর মঞ্চ থেকে লোপেজের কণ্ঠ বাইরের জগতে আর এসে পৌঁছোয়নি।

প্রদীপের আলো তখন হাতে হাতে ফিরছে। শহর থেকে আলো পৌঁছেছে গ্রামে। যৌবন অশান্ত। প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার শপথ চলেছে তরুণ চিত্তে। দীর্ঘ দশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম সেদিন থেকেই।

চতুর স্পেন হঠাৎ ঘোষণা করল—বিপ্লবীদের যুক্তি আমি মানতে রাজি আছি। জমিদারের মালিকানায় আমার হাত নেই, তবে দাসত্ব নিশ্চয়ই মোচন হবে। ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেবো।

কিন্তু নিতান্তই বক্তৃতা। সম্পূর্ণ ফাঁকা কথা। নির্বাসিত নেতা টমাস এসট্রাডা পামা দেশত্যাগী কিউবানদের নিয়ে আমেরিকায় সরকার গঠন করলেন। যোশ মার্তি তখন তাড়া খেয়ে খেয়ে কখনও গুয়াটেমালায় কখনও মেক্সিকোয়।

কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যোশ মার্তি আজও সর্বোচ্চ বেদীতে মানুষের মনে পূজো পান। কবি, দার্শনিক ও সাংবাদিক এই বিপ্লবী বীরকে ধর্মসংস্কারক জাতীয় নেতা হিসাবে মানুষ গ্রহণ করেছে।

ঘুরতে ঘুরতে নিউইয়র্ক এলেন মার্তি। বন্ধু ও বন্দুক সংগ্রহ করলেন সেখান থেকে। বিপ্লবীদের নিয়ে কিউবায় অবতীর্ণ হলেন একদিন। সশস্ত্র যুদ্ধে মার্তি বীরের মত মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহ তখন নেতার হাত থেকে জনতার হাতে চলে গেছে।

স্পেন প্রমাদ গুণল। সামরিক বাহিনীর ওলোট-পালট হলো। সর্বময় সমরসচিবের দায়িত্ব নিয়ে কিউবায় এলেন ভ্যালারিয়ানো ওয়েলার। ভ্যালারিয়ানো ছিলেন নির্মম। তাঁর অত্যাচার ও নির্দয়তা নাজী জর্মনীর যে-কোনো রোমহর্ষক জাঁদরেল নায়কের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রক্ত-পিপাসু ভ্যালারিয়ানো গুলির ব্যবহারে নারী পুরুষের প্রভেদ মানতেন না। নিতান্ত সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র ক্ষমা ছিল না। রক্তস্নাত কিউবা। বন্দী শিবিরেও কোনো ঠাঁই নেই।

ওয়াশিংটন থেকে প্রেসিডেণ্ট মাদ্রিদে চরমপত্র পাঠালেন। কিউবায় আমেরিকান নাগরিক, জমিদার ও তাঁর নাবিকদের নিরাপত্তার জন্যে ঝাঁঝালো পত্র এসে পৌঁছোলো। শেষ মুহূর্তে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও ক্যারিবিয়ান অবরোধ হলো মার্কিন রণতরীতে।

স্পেন বললো—ঠিক আছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলতে চাই। যুদ্ধ হলো সংক্ষিপ্ত, গৌরবময়।

শুধু কিউবা থেকে নয়, স্পেন তার তল্পি-তল্পা পর্তো-রিকো ও ফিলিপাইন থেকেও সরিয়ে নিতে চাইলো। আমেরিকান সেনা তখন কিউবা সম্পূর্ণ অবরোধ করেছে। এইভাবেই কিউবার স্পেনের হাত থেকে মুক্তি। আমেরিকার অভিভাবকত্বে স্বাধীনতা অর্জন করলো কিউবা। প্যারীর চুক্তিতে বলা হলো—কিউবার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা আদৌ হস্তক্ষেপ করবো না। কাগজপত্রে আরো অনেক ভালো ভালো কথা স্থান পেল।

কিন্তু কিউবা ঐশ্বর্যশালিনী। অপর্যাপ্ত সম্পদ আর অফুরন্ত বৈভব। এত লাভ ও মুনাফার সুযোগ কি কখনও হাতছাড়া করা যায়!

শৃঙ্খলমুক্ত কিউবা। কিন্তু দীর্ঘ শোষণে রিক্ত। যুদ্ধ আর দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা গোটা দেশটিকে তছনছ করে গেছে। জমি পতিত, কলকারখানা বন্ধ। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন। ব্যবসা-বাণিজ্যের অচলাবস্থা। আইন হয়তো আছে, কিন্তু আদালত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। পুলিশ দপ্তর বিপর্যস্ত। বোম্বেটে আর ডাকাতের রাজত্ব চলেছে সর্বত্র। বিপ্লবী সৈনিক ক্ষুধার্ত।

ওয়াশিংটন কিউবার শুশ্রূষার ত্রুটি করেনি। সুযোগ্য অধিনায়ক লিওনার্ড উড অপূর্ব দক্ষতা নিয়ে বিপর্যস্ত কিউবার উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। ব্রিটেনের যেমন কার্জেন, ফ্রান্সের যেমন লউটি, সামরিক গভর্ণর লিওনার্ড উড সেই যোগ্যতা নিয়ে কিউবা শাসন করেছেন।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ কিউবা আবার চীৎকার শুরু করলো—তোমাদেরও আমাদের প্রয়োজন নেই। স্পেনের মত তোমরাও বিদায় নাও এ দেশ থেকে।

ওয়াশিংটনে সিনেটের প্ল্যাট সাহেব এই ধূমায়িত অসন্তোষ স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহে পৌঁছোনোর আগেই উপযুক্ত দাওয়াই সামনে রাখলেন। বললেন—কিউবা কিউবারই। তবে নির্বোধ কিউবানদের দেখাশোনার জন্যে আমাদেরও থাকতে হবে। কিউবার স্বাধীনতা অটুট রাখবার জন্যে এটুকু স্বাধীনতা আমাদের হাতে থাকা দরকার। যদি প্রয়োজন বোধ করি কিউবার মঙ্গলের জন্যেই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও আমরা হাত দিতে বাধ্য থাকবো।

এই প্ল্যাট সাহেবের ফরমূলা—ওয়াশিংটনের এই 'সোনার পাথর বাটি' কিউবা মেনে নেয়। সংবিধানেও প্ল্যাট সাহেবের এ অধিকার স্বীকৃতি পেল। হাভানার এক চুক্তিপত্রে গুয়াণ্টানামোতে মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপনে বিলম্ব হলো না। নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট পামার শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে কিউবায় আমেরিকার সামরিক শাসনের অবসান হলো।

প্রেসিডেণ্ট পামা দেশের উন্নতির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওয়াশিংটনকে খুশী রেখেছেন সবচেয়ে বেশী। চার বছরের মেয়াদে পুনর্নির্বাচন তাঁর জনপ্রিয়তারই পরিচয় দেয়। কিন্তু মাস ছয়েক পরেই নেতা গোমেজ ও জয়াস-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট পামাকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত দৌড় করালো।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ওয়াশিংটন বলে—এ তো আমাদের আগেই জানা ছিল। তোমরা মারামারি করে মরবে, তাই প্ল্যাট সাহেবের দাওয়াই আমরা কিউবায় রাখতে বাধ্য হয়েছি।

দাওয়াই ছুটলো হাভানার পথে। আইন ব্যবসায়ী চার্লস ম্যাগন বছর তিনেকের মেয়াদে কিউবার শাসনভার নিয়ে হাভানায় এলেন। গোমেজের হাতে শাসনভার তুলে ম্যাগন সাহেবকে একদিন ফিরে যেতে হলো। কিন্তু আবার অশান্তি দেখা দিল। নিগ্রো বিদ্রোহ শুরু হয় পূব দিকে। তবে গোমেজের উপস্থিত বুদ্ধি চার্লস ম্যাগনের মত আর একজন আমেরিকান প্রতিনিধির উড়ে এসে জুড়ে বসা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। তবু টিকতে

পারেননি গোমেজ। গার্সিয়া মেনোকল-এর জন্তে আসন ছেড়ে দিতে হলো। এক পুনর্নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার গোলযোগের স্থত্রপাত। কিউবার সেনাবাহিনী গার্সিয়া মেনোকল-এর নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ বলে ঘোষণা করলেন। ওয়াশিংটন থেকে কাউডার সাহেব দ্রুত কিউবায় এলেন। দেশের শাসন শুধু নয় গোটা বাজেট রচনা করলেন কাউডার সাহেব। কিন্তু পূর্বের নিয়মে করুণা করবার দিন গেছে। রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয় আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার হয়েছে। এ্যানার্কিস্ট সিণ্ডিক্যালিস্ট পরিচালিত কিউবান ন্যাশনাল ওয়ার্কস কনফেডারেশন গঠিত হয়েছে।

দিন যায়। আবার আসে নির্বাচন। বিপুল ভোটাধিক্যে মাসাদো নির্বাচিত হন। মাসাদোই কিউবার প্রথম ডিক্টেটর। স্থরু হলো কিউবার সাম্প্রতিক ইতিহাস।

প্রেসিডেণ্ট মাসাদো ছিলেন করিতকর্মা পুরুষ। ব্যালট পেপার ও যথেচ্ছ বুলেটের ব্যবহার তিনি পাশাপাশি রেখেছেন। তাঁর নির্মম অত্যাচারের মধ্যেই বাজনৈতিক দলের স্মষ্টি হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বেআইনী কমিউনিস্ট সাপ্তাহিক 'এল-কমিউনিস্টা' নিযমিত প্রকাশিত হয়। আখের ক্ষেতের কিষাণেরা পুরোপুরি সাম্যবাদীদের হাতে চলে যায়।

মাসাদো দুর্মদ। যুনিভারসিটি রাজনীতির মুক্ত অঙ্গন। ছাত্র আন্দোলন গোটা দেশের ধূমায়িত অসন্তোষকে গতি দেয়। দেশব্যাপী হরতালের ডাক আসে কমিউনিস্ট পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষাণ সংস্থা থেকে। নিগ্রো ক্রীতদাস প্রতিবাদ নিয়ে হাভানার পথে দৌডতে থাকে।

চতুর মাসাদো আর অপেক্ষা করলেন না। একান্ত পার্শ্বচর নিয়ে যথেষ্ট সতর্কতায বাহামার পথে হাভানা ত্যাগ করে যান।

উন্মত্ত জনতার উল্লাস আমি অন্যত্র বর্ণনা করেছি।

মাসাদো সরকারের পতনের পর আমেরিকান এক ভাঁড় অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। ঠিক এই সময়ই প্রায় শ-পাঁচেক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে টপকে অজ্ঞাত ও অখ্যাত সামরিক বিভাগের এক সার্জেণ্ট অতর্কিতে ক্ষমতা দখল করলেন। নিজেকে কর্ণেলের পদে উন্নীত করে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে দাবী করলেন।

প্রেসিডেণ্টের পদে অন্য ব্যক্তির নির্বাচনে ইনি বাধা দেন না। স্বীয় নির্বাচিত প্রার্থী বসিয়ে বসিয়ে গোপনে গোপনে অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সংহত করেন।

জনপ্রিয়তা অর্জনে মনযোগী হন। রেমন গ্রাউ ও কার্লো প্রিয়োকে তিনি সহ্ব করেছেন। সামরিক অধিনায়ক এবার প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন দেখেন। একচ্ছত্র অধিকারের নেশা পেয়ে বসে।

নির্বাচন আসন্ন। প্রথিতযশা এঞ্জিনীয়র কার্লোস হেভিয়া, অথেন্টিকো পার্টির প্রার্থী, হাভানা য়ুনিভারসিটির সোসিওলজির অধ্যাপক ডাঃ রবার্টো এগ্রামন্টি, অর্থডক্স পার্টির টিকিট নিয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। আর লোভাতুর সামরিক অধিনাযক নিজের পার্টিডো ডি এ্যাকশিয়ন পপুলারের তরফ থেকে প্রেসিডেন্টের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

হাভানার পথে পথে জটলা, কাফেতে হয় বৈঠক। য়ুনিভারসিটি আরও বেশী উত্তপ্ত। কেউ বলেন, কার্লোস হেভিয়া নির্বাচিত হবেন। অধ্যাপক ডাঃ এগ্রামন্টি অবশ্য অনেক ভোট টানবেন শহরের ভোটারদের কাছে। কিন্তু শ্রমিক অঞ্চলে অর্থডক্স পার্টি বড সুবিধে করতে পারবে না। হাজারো জটলা, নানা আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু সমব অধিনাযকের পরাজয সম্পর্কে কারো এতটুকু সন্দেহ থাকে না।

প্রবল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে কিউবাব প্রতিটি মানুষ আসন্ন নির্বাচনের অপেক্ষা কবে।

গভীর বাত। সারা কিউবা সেদিন ঘুমচ্ছে। জনশূন্য বাজপথে একটি মাতালও চোখে পডে না। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। গুঁডি গুঁডি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোডো হাওযা নির্জন রাতকে আরও জনশূন্য করেছে। মাত্র তেইশ জন মানুষ শুধু জাগ্রত ছিল সেদিন। হাভানার শেষ সীমানায ক্যাম্প কলম্বিযা—কিউবার অন্যতম সামরিক ঘাঁটি। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোডনে যেন মানুষেব ঘুম ছুটে যায়। রেডিও ঘোষণা প্রভাতেই বিস্ফোরণ ঘটালো।

সামরিক দুশমন প্রেসিডেন্ট ভবন অবরোধ করেছে। কলম্বিযা দুর্গ বিদ্রোহী তেইশ জন মানুষের অধিকারে চলে গেছে।

তেইশ জন এই রাজনৈতিক দস্যুর নেতা ছিলেন নির্বাচনপ্রার্থী জেনারেল বাতিস্তা। মাসাদোর পর বলপূর্বক সামরিক দপ্তর দখল করেছিলেন। নিজের নির্বাচিত প্রার্থীকে সামনে রেখে নেপথ্য থেকে কিউবার শাসন পরিচালনা করছেন। আসন্ন নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনে ক্ষমতালোভী মানুষটি শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন ভয়ঙ্কর ক্যু-ডে-টা। লাখো মানুষের কণ্ঠ রোধ করে নিজের চীৎকার প্রচার করলেন বেতারে আর সংবাদপত্রে। প্রতারিত জনজীবন—

শৃঙ্খলিত গণতন্ত্র।

এই অভিনব কায়দায় ক্ষমতা দখলে জনসাধারণের তরফ থেকে প্রথমে খুব একটা প্রতিবাদ ওঠেনি। বরং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্লো প্রিয়োর বামপন্থী নির্যাতন ও 'কোকা-কোলা'র কারখানা আমেরিকাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়ায় প্রিয়ো বিরোধী প্রগতিশীল সম্প্রদায় কিছুটা বাতিস্তাকে সাহায্য করেছে। কমিউনিস্ট দৈনিক 'হয়' আশ্চর্য রকম নীরবতা অবলম্বন করে। বাতিস্তা ঘোষণা করলেন—কমিউনিস্টদের বেআইনী করার কথা আদৌ চিন্তা করি না।

আশ্চর্য মানুষ এই বাতিস্তা। আখের খেতে জীবন সুরু। কলার ঝুড়ি বেঁধে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। শহরে এসে নাপিতের বৃত্তি গ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে সিপাহী হিসাবে নিযুক্ত হন। সর্টহ্যাণ্ড শিখে সামরিক বিভাগে স্টেনোগ্রাফারের কাজে বহাল হন। মাসাদোর পতনের সময় তিনি হাজারো নন-কমিশণ্ড অফিসারের মধ্যে ছিলেন একজন। রাতারাতি সামরিক অধিনায়কের পদ বলপূর্বক দখল করেন। সামরিক অভ্যুত্থানের সাহায্যে গোটা দেশের অধিকার নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেন।

এই মানুষটির প্রকৃত পরিচয় তখনও প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলো। শুল্ক বিভাগের এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই জন রুশ কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে বাতিস্তা বহিষ্কার করেন। ষ্ট্যালিন কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বাতিস্তা কমিউনিস্টদের ওপর সে প্রতিশোধ নিতে বিলম্ব করলেন না। পার্টি বেআইনী ঘোষণা করলেন। ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন চুরমার করে বামপন্থী সাংবাদিকের তালাশে বিভিন্ন দূতাবাসে চলে অনুসন্ধান। বাতিল হয়ে যায় পবিত্র সংবিধান।

নিদারুণ অত্যাচার ও অফুরন্ত হতাশার মধ্যে ফিদেল কাস্ত্রোর আবির্ভাব। প্রথমে জরুরী আদালতে অত্যাচারী এই শাসকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় তাঁর ব্যর্থ হয়। মনকাডা দুর্গ আক্রমণ করে বেআইন দিয়ে দেশের আইন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তার সফল হলো না।

ফিদেল কাস্ত্রো কারাগারে ফিরে যান। নিপীড়িত জনতার অন্ধকার জীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি রেখে গেলেন।

নির্মম শাসক এবার আরও কঠোর। শাসন হয়েছে আরও নির্দয়। আখের সঙ্গে চাষীও মাড়াই হয়। এক নিরন্ন মৃত শিশুর দেহ থেকে আর একটি উন্ন শিশুর দেহে 'হুক ওয়ার্ম' আশ্রয় নেয়। সামান্য কেরোসিনের আলোও চাষীর

কুটিরে নিতান্তই বিলাস। রুটির সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসে নিরন্ন মানুষ। শ্রমিক নেতা ঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়। শিশুরাষ্ট্রের ডেমোক্রেসী ছিনিয়ে নেবার অপরাধে য়ুনিভারসিটি ছাত্রদের প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হয়। কোনো গল্পের নায়কের যদি খিদে পায়—লেখককে নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা চলে।

তবে হাভানার ভেডেডো অঞ্চলের অন্যরূপ। জুয়ার আসর দিবারাত্র উন্মুক্ত। ট্রপিকানা আর ক্যাসিনো কাপ্রি-তে লক্ষ লক্ষ ডলারের আসা যাওয়া। ওরিয়েণ্টাল পার্কের ঘোড়দৌড় সেরে কুকুর প্রদর্শনী। নাইট ক্লাব আর ক্যাবারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নরম উষ্ণ দেহ কয়েক ডলারের বিনিময়ে ব্যভিচারের জন্যে প্রতীক্ষা করে। হাভানার বালুতটে সূর্যস্নান—উলঙ্গ নারী পুরুষ কালো চশমায় সে নরমদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। শিকাগো, নিউ জার্সি বা নিউইয়র্কের টুরিষ্টের আর পেশাদারী সুন্দরী ভালো লাগে না—তাই দালাল আখের ক্ষেতের নিষ্পাপ কিশোরীকে নানা প্রলোভনে শহরে এনে কাডিলাক-এ তুলে দেয়। সৌখীন বেশ্যার ফটোগ্রাফ, তার বুক ও কোমরের মাপ নিয়ে দালাল জাহাজে জাহাজে নাবিক সংগ্রহে আসে। ঝলমলে গাড়ী থেকে নিক্ষিপ্ত কাটলেটের উচ্ছিষ্টের অধিকার নিয়ে দুই নিরন্ন কিশোরের মারামারি—মার্কিন যুবা তার মুভি ক্যামেরায় তুলে নেয়।

নিয়ন আলোর রোশনাইতে ঝলমল করে হাভানা। হোটেলে-কাফেতে জ্যাজের তোতলামো, পথে অগণিত গাড়ির মিছিল। হিচ্‌ককের নিখুঁত খুনের ছবির দুই প্রদর্শনীর জমায়েত ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমেছে।

রাত্রেও এখানকার হাওয়া বড় নরম। পরণের পাতলা খোলস থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। উন্মুক্ত বার। স্ফটিকের পাত্রাধারে রঙিন পানীয় হাতে হাতে ফেরে। মণিমুক্তোর ঝলকানিতে গোটা পরিবেশ আরও জমকালো।

এত আনন্দ, এত সুখ ও এত বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে কান পাতলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র থেকে একটা অস্পষ্ট 'ধিকি' 'ধিকি' শব্দ কানে আসে। যান্ত্রিক আওয়াজ, তবু নিয়মিত সংগতি রেখে সুরেলা নিয়মে বাজে। মনে হয় বেদনাহত অব্যক্ত এক বোবা স্বর। কিউবার মুমূর্ষু হৃদ্‌পিণ্ডের যেন স্পন্দন উঠছে ধিকি ধিকি।

সময় অতিবাহিত হয়। সমাজ জীবন ছিন্নভিন্ন। রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত। শোষিতের বিক্ষিপ্ত ও অপরিণত আন্দোলন শোষককে আরও বেশী ক্ষিপ্ত করে তোলে। প্রাচীরপত্রে দাবী ওঠে—ফিদেল কাস্ত্রোকে মুক্ত কর। বিপ্লবী ঐক্যের জয় হোক। অবাধ্য-ছাত্র ও শ্রমিক আবার ধীরে ধীরে একত্রিত হয়। শাসন যতই তীব্র হয়, সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও আত্মপ্রত্যয় আরও সুগঠিত ও সংহত হয়ে দেখা দেয়।

কারাগৃহে ফিদেলের কিন্তু বিশ্রাম নেই। বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে আগামী দিনের সংগ্রামী পরিকল্পনা নিয়ে দৈনিক আলোচনা চলে। ইতিহাস ও দর্শনের পাঠ দেওয়া-নেওয়া চলে নিয়মিত। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—যৌবনের আস্ফালন নয়—দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, শিক্ষা ও সাধনাতেই চরম বৈপ্লবিক সংগ্রাম সার্থক হবে।

পনের বছর কারাদণ্ডের মাত্র বাইশ মাস যখন পূর্ণ হয়েছে, প্রবল গণ-আন্দোলন ফিদেল কাস্ত্রোকে মুক্ত করেছে—এমতে যাঁরা বিশ্বাসী আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। দেশব্যাপী আন্দোলন হয়েছে—কিন্তু বাতিস্তা ভয় পেয়ে ফিদেলকে মুক্ত করেছেন বলে আমি আদৌ মনে করি না। প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা জীবনে মারাত্মক ভুল করেছেন বলে এক শ্রেণীর মার্কিন সাংবাদিক যে হাত কামড়ান তা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে রাজি নই। চতুর ক্ষুরধার ও নির্মম এই মানুষটি যিনি রাজনৈতিক মিথ্যে নাটক তৈরীতে অভ্যস্ত, কিউবার শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ব্লাস রোকাকে যিনি নাচিয়েছেন, তিনি আদৌ অপরিণামদর্শী ছিলেন এ রকম মনে করবার কোনো কারণ দেখি না। মেক্সিকোতে ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস এসোসিয়েশনের অসন্তোষ বাতিস্তাকে বিচলিত করতে পারেনি।

আমার মনে হয় বাতিস্তা ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহের হিসেব রাখতেন। কিউবার গণমানসের অসন্তোষ তিনি অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন। গণ-আন্দোলন তিনি অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। বাতিস্তা দেখলেন—ফিদেল কাস্ত্রোকে কারাগারে রাখায় জনতার মধ্যে ফিদেল প্রাধান্য পাচ্ছেন। অন্য দিকে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন। মাসাদো নিয়মিত হত্যা করে

ক্ষমতা দখলে রাখতে পারেননি। নির্মম অত্যাচার করেও ক্ষমতা দখলে রাখা অসম্ভব। আগামী দিনে শক্তিশালী কোনো রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখে ফিদেল হয়তো একটা দুর্ধর্ষ শক্তি হিসাবে দেখা দেবে। তাই ফিদেলের জনপ্রিয়তা ধ্বংস করে দেবার মন নিয়ে বাতিস্তা একটা নতুন চাল চাললেন। ডেমোক্রেসীর দোহাই পেড়ে বাতিস্তা ঘোষণা করলেন—

—নির্বাচন আসন্ন। নতুন নেতা বেছে নেবার দিন আগতপ্রায়। আমি কিউবার মঙ্গলের জন্যেই দুর্নীতিপূর্ণ শাসন চুরমার করে ক্ষমতা দখল করেছি। কিউবার নিরাপত্তা ও গণ-জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখবার জন্যে কিছু অবাঞ্ছিত মানুষের ওপর হয়তো আমাকে নির্মম হতে হয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী দেশদ্রোহীর প্রতি আমি কঠোর হতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানি জনসাধারণ আমাকে বুঝতে পারবেন। ক্ষমতার গদি তবু আমি দখল করে রাখতে চাই না।

—কতিপয় ক্ষমতালোভী ব্যক্তি যাঁরা জনসাধারণের নেতা বলে দাবী করেন, তাঁদের আমি আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয় গৌরব অর্জনের সুযোগ করে দিতে চাই। জনসাধারণ তাঁদের বিচার করবেন। ব্যালট পেপার সে সত্য উদ্ঘাটিত করবে।

সমস্তই নাটকীয। বাতিস্তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রোমান গ্রাউ নির্বাচনের পূর্বে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন।

বাতিস্তা নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায।

সামান্য রকম হেরফের হলো। তবে অবস্থার বড পরিবর্তন হলো না। আওয়াজ উঠলো—ফিদেলকে মুক্ত কর—২৬শে জুলাই জিন্দাবাদ।

ফিদেলকে মুক্ত করবেন ঠিক করলেন বাতিস্তা। বাতিস্তা জনপ্রিয়তা চাইছিলেন। ঘোষণা করলেন, আমি কারাগার মুক্ত কবে দেব। সকল রাজনৈতিক বন্দীকে আমি ছেড়ে দেব। আমি প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জন-সাধারণের সংগ্রামী চেতনাকে আমি মর্যাদা দিতে চাই।

রাজনৈতিক নাটকের এই নতুন দৃশ্যের সূত্রপাতে মুক্ত ফিদেল কাস্ত্রোকে দেখা গেল সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হাভানায প্রবেশ করছেন।

সময় নষ্ট করেননি ফিদেল। বাতিস্তা সরকারকে উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা নিয়ে অহরহ বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হন। সামান্য কয়েক সপ্তাহে তাঁর বক্তৃতা ও জোরালো প্রবন্ধ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলো যে, বাতিস্তা সরকারের

সুযোগ্য পুলিশ বাহিনী নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। নেকড়ের পদধ্বনি ফিদেলের কানে পৌঁছোয়। অনিবার্য গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে আত্মগোপন করলেন। তারপর দুর্ধর্ষ পুলিশের চোখ এড়িয়ে একদিন কিউবা ছেড়ে গেলেন।

ফিদেল কাস্ত্রোকে তারপর দেখা গেল মেক্সিকোয়। অন্তরীণ নেতা, পলাতক বিপ্লবী ও প্রবাসী কিউবানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে ফিদেল গেলেন নিউইয়র্ক। মিয়ামী, ট্যাম্পা, ও ব্রিজপোর্টে ঘুরে বেড়ালেন। বাতিস্তা সরকারের উচ্ছেদ পরিকল্পনা তিনি সর্বত্র বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রিয়ো তখন টেক্সাস-এ। ফিদেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন—মহান যোশ মাতির রণকৌশলে আমি বিশ্বাসী। সশস্ত্র বিদ্রোহ কিউবার তটে আছড়ে পড়বে, সেই সঙ্গে দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেবে ও অত্যাচারী শাসনকে পঙ্গু করে ফেলবে। বাতিস্তা সরকারের অবসান হবে। মাতি স্পেনের বিরুদ্ধে এই নিয়মে সংগ্রাম করেছেন। আমি বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে এই শৃঙ্খলা মেনে সংগ্রাম করবো।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রিয়ো সহাস্যে ফিদেলকে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন—আমি তোমার সঙ্গে আছি। কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকেও তুমি গ্রহণ কর।

ফিদেল বুঝতে পারেন, ক্ষমতালোভী মানুষটি কিউবার শাসন ফিরে পাবার আশায় তার পিছু নিতে চায়। বাতিস্তার মত হিংস্র নয়, তবে প্রিয়োর ধমনীতে ঐ একই রক্ত প্রবহমান। ফিদেল অবশ্য মুহূর্তের জন্যেও নিজের মনোভাব প্রকাশ করেননি। সন্দেহের তিলমাত্র আভাস রাখেননি বিস্তৃত আলোচনায়। ফিদেল একবারও জানতে চাননি—এত বিপুল অর্থ, অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও সুবিশাল অট্টালিকা আপনি পেলেন কোথায়? কিউবার জনসাধারণকে প্রতারিত করে, দেশের কোষাগারের চোরাই অর্থেই যে আপনার এত বৈভব—ভুলেও ফিদেল এমন অভিযোগ করেননি।

সুদর্শন প্রৌঢ় ক্ষমতালোভী এই মানুষটি হাসতে হাসতে পকেট থেকে চেক্ বই টেনে নেন। কৌতূহলী দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্ন। পরমুহূর্তে সই করা চেক ফিদেলের হাতে তুলে দেন।

প্রচুর অর্থ। বিপ্লবী তহবিলে অপ্রত্যাশিত এই দানের বড় প্রয়োজন ছিল। ফিদেল বুঝতে পারেন, ক্ষমতালোভী মানুষটি বিকারগ্রস্ত। কিন্তু সইটি নির্ভুল। তবে এ দান নয়, ঘুষ। ক্ষমতা ফিরে পাবার আশায় নিতান্তই পহেলা কিস্তি।

ফিদেল ফিরে এলেন মেক্সিকোয়।

পলাতক বিপ্লবী ও রাজনৈতিক ফেরারীদের চিরকালই মেক্সিকো গ্রহণ করে। মেক্সিকোর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লেজারো কার্ডেনাস ও শ্রমিক নেতা লোমবার্ডে টোলেডানোর সক্রিয় সাহায্য ফিদেলের ছিল উপরি পাওনা। এদিকে মেক্সিকোর কিউবান দূতাবাস ফিদেলকে সর্বত্র অনুসরণ করেছে। আততায়ীর অব্যর্থ ছুরিকা সম্পর্কে তাঁকে সচেতন থাকতে হয়েছে।

আর্নেষ্টো চে গুয়েভারার সঙ্গে ফিদেলের প্রথম সাক্ষাৎ এই মেক্সিকোয়। কোনো এক কাফেতে গোপন আলোচনায় বা ভেনেজুয়ালার তাড়া খাওয়া কোনো বিপ্লবীর সঙ্গে গুয়েভারা ফিদেলের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন সে সংবাদ আমার অজ্ঞাত। পরিচয় রাউল কাস্ত্রোর মাধ্যমে হয়েছে, না মেলবা হারনেনডেজ সোজা সেণ্টা-রোশাতে গুয়েভারাকে ফিদেলের কাছে এনে হাজির করেছেন সে সংবাদও আমার জানা নেই। তবে আর্নেষ্টো চে গুয়েভারার সঙ্গে সাক্ষাৎ ফিদেলের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। কিউবার বৈপ্লবিক কাহিনীতে নিতান্তই ইতিহাসের স্থান নিয়ে আছে।

সুদর্শন তরুণ যুবা। চোখে যেন আগুনের আলো। অবিন্যস্ত বেশবাস, দাড়ি কামানো নেই। ট্রাউজার্স-এর ক্রিজ নষ্ট হয়েছে বহুদিন। দেখে মনে হয় বুদ্ধিজীবী ভবঘুরে এক যুবা বেকারী পেশা নিয়ে কফি-হাউস ঠিকানা ক'রে আড্ডা গেড়েছে মেক্সিকোয়।

আর্জেণ্টিনার শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারে প্রচুর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে এ যুবা বেড়ে ওঠে। পিতা ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। সক্রিয় অংশ অবশ্য নিতে দেখা যায়নি, কিন্তু মায়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কিশোর আর্নেষ্টোকে শৈশব থেকে প্রভাবিত করেছে। অতি শৈশব থেকে আর্নেষ্টো হাঁপানীর নিয়মিত রোগী। স্কুলে তাকে হামেশাই অনুপস্থিত থাকতে হয়। তাতে হাজিরা খাতায় নাম ওঠেনি। কিন্তু নিজের নিয়মে স্বাধীন পড়াশোনা তাকে সেরা ছাত্রের মর্যাদা দিয়েছে।

আর্নেষ্টো বুয়েনস্ আয়ার্স য়ুনিভারসিটিতে উচ্চশিক্ষার জন্যে রোজারিও ছেড়ে এলো। পিতার মতই এঞ্জিনীয়ার হবার ইচ্ছে ছিল আগে। কিন্তু আর্নেষ্টো শেষ সময় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে এলো। ছাত্র হিসাবে আর্নেষ্টো যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেয়। আর্জেণ্টিনার খ্যাতনামা কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সালভাডোর পিশানির অধীনে মৌলিক গবেষণা, বিশেষ করে এলার্জির

ওপর তার মূল্যবান প্রবন্ধ প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগামী দিনে আর্ণেষ্টো একজন জনপ্রিয় ডাক্তার হবে, ডাক্তারী ব্যবসায় প্রচুর অর্থ রোজগার করবে, এই রকম সবাই যখন আশা করছেন আর্ণেষ্টো হঠাৎ অন্যরকম ব্যবহার শুরু করলো।

শৈশব থেকেই আর্ণেষ্টো একটু বেশী পড়াশোনা করেছে। যুক্তিবাদী মন অহরহ প্রশ্ন করেছে—উত্তর হাতড়াতে গিয়ে আরও সমস্যাসঙ্কুল দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে আকীর্ণ করেছে। সে সমস্যা মানুষের দেহতত্ত্ব নয়। এলার্জির কোনো তত্ত্বগত বিরোধও তাতে ছিল না। দেশে এত সুখ ও এত ঐশ্বর্য তবু ন্যূনতম খাদ্যপ্রাণ থেকে দেশের জনসাধারণ বঞ্চিত কেন? বলিভিয়া ও পেরুর শ্রমিক ও কৃষক এখনও প্রাণ ধারণ করে আছে কীভাবে? এমন সব প্রশ্ন আর্ণেষ্টোকে পেয়ে বসতো। বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলি আর যাই হোক প্রচলিত ডাক্তারী বিদ্যার আওতায় পড়ে না। গবেষণার টেবিলে এ প্রশ্নের সমাধান নেই। মাইক্রোসকোপ ফেলে আর্ণেষ্টো অর্থনীতি ও ইতিহাস টেনে নেয়। মন আরও অশান্ত হয়। সমস্ত কিছু পাশে সরিয়ে রেখে তরুণ যুবা পথে নেমে এলো একদিন।

রাষ্ট্রপ্রধান পেরণ তখন আর্জেন্টিনা শাসন করছেন।

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যখন তিনি মৌলিক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ব্যস্ত, তখন গুপ্ত পুলিশ বাহিনী তাঁর পিছু নিয়েছে। অনিবার্য বিপদের পদধ্বনি শুনে আর্ণেষ্টো দেশত্যাগ করলেন। বলিভিয়ায় তখন চাপা অসন্তোষ প্রচণ্ড বিক্ষোভ নিয়ে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে এই তরুণকে এখানে দেখা গেল। সেখান থেকে আসেন কলম্বিয়ায়। গৃহযুদ্ধের মধ্যে বগোদার শ্রমিক বস্তিতে বিশ্ব-শ্রমিক আন্দোলনের ধারা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়! রোজাজ পিনিল্লা বিদেশী এই তরুণ বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিলেন। জাল ছাড়পত্র ও ভুয়া নামে আর্ণেষ্টো চে গুয়েভারা পাড়ি জমালেন গুয়াটেমালায়।

গুয়াটেমালা তখন নিরাপদ। আরবেণ্‌জ-এর শাসনে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন তখন অন্য ভূমিকা নিয়েছে। শুধু রুটির লড়াইয়ের গরম বক্তৃতা নয়, শ্রমিক ও কৃষকের কাছে রাজনীতি পৌঁছে দেওয়া দরকার—গুয়েভারা বার বার তার ওপর জোর দিয়েছেন। গুয়েভারা ভূমি সংস্কারের যে পরিকল্পনা সামনে রাখলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান আরবেণ্‌জ তার তারিফ করেছেন।

গুয়াটেমালার আকাশে রাজনৈতিক কালবৈশাখী তখন অপেক্ষায় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরবেণ্জ-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে হণ্ডুরাস ও নিকারাগুয়ার সীমান্ত সম্পর্কে শঙ্কিত হন। প্রচুর মারণাস্ত্রে দুটি দেশকে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। অতর্কিতে হণ্ডুরাস থেকে বোমা ছুটে এলো। আক্রান্ত হলো গুয়াটেমালা। আরবেণ্জ সপারিষদ বৈদেশিক দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিকল্পনা কল্পনাই রয়ে গেল। আর্নেস্টো চে গুয়েভারা দুঃশাসক ক্যাস্টিল্লোর আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্তে বৈদেশিক দূতাবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

একদেশ থেকে অন্য দেশে, এক অবস্থা থেকে অন্য পরিবেশে ঘুরতে ঘুরতে গুয়েভারা এলেন মেক্সিকোয়। প্রথমে ট্যুরিস্ট-এর পরিচয়—তারপর কার্ডিওলজি-ভবনে এক চাকরীর আশ্রয় নিলেন গুয়েভারা। গ্রাফ কাগজের ওপর রেখা ফেলে ফেলে যাওয়ায় রোগীর হৃৎপিণ্ডের হদিশ নির্ণীত হয়, কিন্তু নিপীড়িত জনসাধারণের হৃদয়ের হা হা কান্না কার্ডিওগ্রামে ধরা পড়ে না। অনির্ণীত এই দুরারোগ্য ব্যাধি কীভাবে নির্মূল হবে তারই সমাধানে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা যখন গভীর চিন্তামগ্ন,—শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন যখন খুঁজে চলেছেন পাতি পাতি করে, নবজীবনের গান নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো এলেন মেক্সিকোয়।

দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে গুয়েভারা বলেন—এ অপূর্ব সঙ্গীত। আপনি গণজীবনের সুরকার।

বাহুবন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে। ফিদেল মৃদু হেসে বলেন—আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন—আসুন আমরা স্বরলিপি তৈরী করি।

গুয়েভারার সঙ্গে ফিদেলের এই সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় ঘটনা। ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে নিপীড়িত জনতার মাঝে বিদ্রোহের আগুন ছিটিয়ে আর তাড়া খেয়ে খেয়ে ক্রমাগত পলায়নের শেষে মেক্সিকোতে এসে তিনি যখন জ্বলছিলেন, ফিদেলও বিপ্লবের অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে মেক্সিকোয় এসে পৌঁছেছেন। অদৃশ্য অগ্নিশিখার আলো তাতে যেন আরও সমারোহ ও সম্ভাবনা নিয়ে অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়েছে। কিউবার সফল ও সার্থক বিপ্লব পরিচালনায় ফিদেলের সঙ্গে নিঃসন্দেহে এই বিদেশী যুবার নাম করা যায়।

ফিদেল যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াকুল—গুয়েভারা সেখানে অনিবার্য ও দুর্বার। ফিদেলের হৃদয় যখন ভাবপ্রবণতায় উদ্বেল হয়েছে—ভাবাবেগ সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে গুয়েভারার বুদ্ধি সেখানে শুধু যুক্তি খুঁজেছে। পূর্ণিমার চাঁদ দৈবাৎ

কখনও যদি ফিদেলের মনে কবিতা আনে, গুয়েভারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—পঙ্গপাল জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ভালবাসে। বালুতট ছেড়ে সবুজ আখের ক্ষেতে উড়ে যাবার তারা প্রেরণা পায়। হেমিংওয়ে-র 'ফর হুম দি বেল্ টোলস্' ফিদেলের আবার পড়তে ইচ্ছে করে—গুয়েভারার চোখে ভাসে মাওসে-তুং-এর ইয়েনান।

জনবহুল মেক্সিকোর রাজপথ। দু'পাশের সাজানো বিপণির নিয়ন আলোর নিয়মিত জ্বলা আর নেভা। ব্যস্ত মানুষের হাতে নাড়া খেয়ে ঝলমলে গাড়ীর মিছিল এপথে-ওপথে হারিয়ে যায়। অগণিত মানুষ হাসতে হাসতে সুসান হেওয়ার্টের 'আই উইল ক্রাই টু-মরো'-র ছবিতে ভীড় করে। জহুরীর দোকানে টুরিস্ট প্রেমিকের প্রেমের যাচাই চলে হীরের টুকরো দিয়ে। ডাক্তার ডাকবার উৎকণ্ঠা নিয়ে রঙ মাখা মেয়েদের গলির অন্বেষণে জার্কিণ পরা আনাড়ী মার্কিন যুবা ট্যাক্সীওয়ালার খোঁজে চলেছে।

আকর্ষণীয় সাজানো দোকানের দিকে চোখ রেখে রেখে অতি আধুনিক হালফ্যাশনের এক ফার্ণিচারের দোকানে সৌখীন ক্রেতার মতই ফিদেলকে ঢুকতে দেখা গেল। পাঁচজনের চোখে সে দৃশ্য এতটুকু বিসদৃশ লাগেনি। মনে হয়েছে সদ্যবিবাহিত কোনো তরুণ যুবা স্ত্রীর পছন্দসই আসবাবের সওদা সারতে এসেছেন।

মালিকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে দেখা গেল। কিন্তু পেশাদারী হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে ক্রেতাকে 'শো-রুম' ঘুরিয়ে দেখাবার তিনি এতটুকু চেষ্টাই করেননি। মালিক তাঁর নিজের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফিদেলকে নিয়ে যান।

এখানে এই মালিকের সামান্য পরিচয় রাখা দরকার। এ্যালবার্টো বেয়োর বয়স ষাট পঁয়ষট্টির নীচে কখনও নয়। মাদ্রিদে সৈনিক জীবনের শুরু। ইনফ্যান্টি এ্যাকাডেমী ও মিলিটারী স্কুলে শিক্ষালাভ। আফ্রিকায় মুরদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বন্দুক কাঁধে নিয়ে দেশদেশান্তরে গেছেন। বিচক্ষণ যোদ্ধা, গেরিলা যুদ্ধের রীতিনীতিতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গেরিলা রণনীতিতে এ্যালবার্টো বেয়ো একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধা। খোঁজ করে ফিদেল এসেছে চিনে চিনে। আজ বয়স হয়েছে বেয়ো-র। শেষজীবনে মেক্সিকোতে এসে আসবাবপত্রের দোকান দিয়েছেন। তবে সৈনিক চরিত্র আজও অটুট আছে।

ফিদেল বলেন,

—সংখ্যায় আমরা আশীজন। আমরা নিয়মিত পাঠ নিতে প্রস্তুত।

আমাদের হাতে সময় কম। দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের অপেক্ষায় আছে। আপনি আমাদের শিক্ষক। আমাদের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করুন।

মেক্সিকো শহর থেকে প্রায় মাইল বিশেক পথ। চালকোর দুর্গম অঞ্চলে জনশূন্য 'সাণ্টা-রোসা' ফিদেল বেছে নিলেন। এ্যালবার্টো বেয়ো বললেন,—গেরিলা যুদ্ধ অনুশীলনের আদর্শ পরিবেশ—।

তারপর ফিদেলের কর্মচঞ্চল দিনের শুরু। দু-মাইল দীর্ঘ ও দশ মাইল প্রশস্ত জঙ্গলাকীর্ণ জনবসতিহীন 'সাণ্টা-রোসা'-য় ভয়ঙ্কর সাধনা চলতে থাকে। ফার্ণিচার দোকান ফেলে এ্যালবার্টো বেয়ো গোপনে এখানে এসে মিলিত হন। আশীজন কিউবান বিপ্লবী যুবা কঠিন শপথ গ্রহণ করে কর্ণেল বেয়োর অধীনে গেরিলা যুদ্ধ অনুশীলন শুরু করেন। ফিদেল কাস্ত্রো শক্তিশালী একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে চলেন।

গেরিলা যুদ্ধ পুরাতন ও আধুনিক মারণাস্ত্রের কাছে নিতান্তই হাস্যকর বলে একদিন পরিত্যক্ত হয়। লেনিন এই অবহেলিত রণকৌশল আবার গ্রহণ করেন। মাওসে-তুং সাম্প্রতিক এই গেরিলা যুদ্ধেব রীতিনীতিতে আরও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল সংযোজন করে ও তার বাস্তব প্রয়োগ নৈপুণ্যে কুওমিনটাং-এর শক্তিশালী অতি আধুনিক সেনাবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম হন। কোরিয়ার ভীতিপ্রদ যুদ্ধে এই গেরিলা লড়াই এক নতুন ইতিহাস রচনা করে। এ্যালবার্টো বেয়োর নেতৃত্বে সেই রণনীতি হাতে কলমে শিক্ষালাভ করতে থাকেন ফিদেল ও সহকর্মীবৃন্দ।

তিন বছরের শিক্ষা তাঁদের তিনমাসেই রপ্ত করতে হবে। ফিদেল প্রোগ্রাম রাখলেন—দৈনিক পনের ঘণ্টা এই অনুশীলন চলবে। বিপ্লবীদের রাজনীতি, ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা চক্রে প্রত্যহ যোগদান করতে হবে। কিউবার প্রতারিত জনসাধারণ এই বিপ্লবী ফৌজের অপেক্ষা করছে —ফিদেল প্রতিটি বিপ্লবী যোদ্ধাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আশ্চর্য মানুষ কর্ণেল বেয়ো। বৃদ্ধ তবু প্রাণে যেন যৌবনের জোয়ার। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন দিনের পর দিন। প্রতিটি যুবাকে আলাদা করে শিক্ষা দেন। হাতে কলমে নিজে সে কাজে যোগদান করেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মলটোভ ককটেল কাকে বলে? হাত বোমার আধুনিক মালমশলায় কত বড় মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব—ব্রীজ ধ্বংস করবার সহজ পন্থা কী—রাক্ষুসে ট্যাঙ্ক কীভাবে ধ্বংস করা যায়, শত্রুর বিমানের হদিশ করা ও ভূপাতিত করবার

কৌশল। ধূম্রজাল বিস্তার করে কীভাবে সামনে অনুপ্রবেশ করতে হয়, আহত সাথীকে কী কৌশলে শত্রুব্যূহ থেকে মুক্ত করতে হয়, শত্রুপক্ষকে কীভাবে দিশেহারা করে দিয়ে তাদের লক্ষ্য কীভাবে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয় ও ছত্রভঙ্গ শত্রু সৈন্যকে কী কায়দায় বন্দী করতে হয়—কর্ণেল বেয়ো দিনের পর দিন 'সান্টা-রোজা'র গোপন আস্তানায় বিপ্লবীদের শিক্ষা দিয়ে চলেন।

দিন যায়। গুপ্ত আড্ডা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতর্কিতে মেক্সিকোর ফেডারেল সিকিউরিটি পুলিশ হানা দিল সান্টা-রোসায়। প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গেল। আলক্সি ফাইডোরোভ-এর গেরিলা রণ-কৌশল ও সর্বাধুনিক চীনা পদ্ধতির বই পুলিশ আবিষ্কার করে। দুইবার ফিদেল, ও সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হন।

মুক্তির পর সান্টা-রোসার গোপন আড্ডা ভেঙ্গে দিতে হয়। বিপ্লবীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মেক্সিকোর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। ফিদেল, অনুজ রাউল ও আর্ণেষ্টো চে গুয়েভারা মিলিত হন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে।

গুয়েভারা বলেন,

—ফিদেল, আমি সিকিউরিটি পুলিশের চেয়েও মেক্সিকোর কিউবান দূতা-বাসকে অনেক বেশী সন্দেহ করি।

বৃদ্ধ শিক্ষক বেয়ো সাবধান করেন,

—তোমাদের অনেক বেশী সতর্কতার প্রয়োজন। কিউবার মাটিতে পৌছোনোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেন পৃথিবীর অন্য কেউ তোমাদের এই যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে।

ফিদেল মাথা নত করে সামান্য হেসে বলেছেন,

—আপনার কাছে আমরা যুদ্ধ শিখেছি। আগামী দিনে সে শিক্ষার পরীক্ষা হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমর্থন ছাড়া, গোটা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের সক্রিয় সহানুভূতি ভিন্ন আমাদের সংগ্রাম জয়লাভ করবে বলে আমি মনে করি না। আমি চাই যে মুহূর্তে আমরা কিউবায় পৌছোবো—দেশের দিকে দিকে বিদ্রোহ তখন শুরু হয়ে গেছে। বিপ্লবী অভিযাত্রীদল কবে কিউবায় অবতরণ করবে সে কথাও আমি প্রকাশ করে দেবো বলে ঠিক করেছি। আমরা এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে চলেছি।

নভেম্বরের বেলা দ্বিপ্রহর। একটা আধা স্টীমার প্রচুর জিনিসপত্র ও ঠাসাঠাসি মানুষ নিয়ে মেক্সিকোর তটরেখা ছেড়ে গেল। জিনিসপত্র সবই সামরিক রসদ। ঠাসাঠাসি মানুষ সবাই গেরিলা রণনীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ফিদেলের সহকর্মী। সংখ্যায় মোট বিরাশী জন। গন্তব্যস্থল নিকিউরো—কিউবা প্রদেশের পশ্চিমের একটি ছোট গ্রাম। আবাদের শুরু হয়েছে সেখান থেকে।

পরিকল্পনা ছিল কৃষক নেতা ক্রেশেনশিয়ো পিরেজ নিকিউরো-তে ফিদেলের অপেক্ষায় থাকবেন। ফিদেলের নির্দেশ পেলে তিনি বিদ্রোহী কৃষকদের নিয়ে ম্যানজানিলো আক্রমণ করবেন। হলগুইন্, ম্যাটেনজাজ ও সান্টিয়াগোতে ফিদেলের বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও অন্য দিকে শ্রমিক ধর্মঘট সমস্ত শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দেবে।

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কিউবার যুবশক্তি ও শ্রমিক সান্টিয়াগো ও হলগুইন্-এ যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, ফিদেলের জলযান 'গ্রনমা' ফেরী তরণী কিউবার তটরেখা থেকে বহু দূরে। ক্যারিবিয়ান বার বার ফিদেলকে ফিরিয়ে দিচ্ছে অন্য পারে। উত্তাল তরঙ্গ 'গ্রনমা'-র সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করে চলেছে।

পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ব্যর্থ হলো। জায়গাটার নাম বেলী। নিতান্তই মেছোভেড়ী। নিকিউরো থেকে সামান্য দূরের এক গ্রাম। তীরে এসে তরী ডোবা নয়—অতিরিক্ত মালপত্রে ঠাসা জলযান হঠাৎ কাদায় আটকে থেমে গেল। ফিদেল আর সময় নষ্ট করলেন না। বিপ্লবী বন্ধুদের বললেন—সমস্ত মাল নামানোর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। যে যতটা পার রসদ সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বেই 'গ্রনমা' ত্যাগ করো। প্রভাতের আগেই আমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করা দরকার। বিমান থেকে মেশিনগান চালানো শুরু হলে আমরা আত্মরক্ষারও সুযোগ পাবো না।

অন্ধকার অজানা পথে ফিদেলের এই অভিযাত্রীদলের বিপজ্জনক তীর্থযাত্রা শুরু হয়। খাদ্য নিঃশেষিত—পানীয় জল আর এক বিন্দুও অবশিষ্ট নেই। একমাত্র সম্বল তখন এ্যালবার্টো বেয়োর শিক্ষা। অন্ধকার ও অজানা পথে কী-ভাবে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হয়—তারই তালাশে ফিদেল ও সহকর্মীদলের অনুসন্ধান শুরু হয়।

বাতিস্তার সৈন্যবাহিনী তখন প্রস্তুত। বোমাবর্ষণে জলযান ধ্বংস হলো।

নিরাপদ আশ্রয়ের পূর্বেই মেশিনগানের গুলি অজস্রধারায় আকাশ থেকে নেমে আসে। আখের ক্ষেত ও জঙ্গলা জায়গায় ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ মিলেছে সামান্যই। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে বিমানের দৃকপাতহীন গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। মিষ্টি আখে শুধু নোনা রক্তের স্বাদ। অভিযাত্রীদলের এক বিরাট অংশ এইভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

তারপর সে মর্মান্তিক পলায়ন। পাথুরে মাটিতে বুকে হেঁটে হেঁটে ফিদেল সহকর্মীদের খুঁজে বেড়ান। আহত বন্ধুদের গভীর জঙ্গলের মধ্যে আড়াল করতে চেষ্টা করেন। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ান—দেখেন গুয়েভারার জামা রক্তে ভিজে উঠেছে। ডানহাতে নিজের কাঁধ চেপে ধরে আহত এক বিপ্লবীকে টেনে তুলছেন গুয়েভারা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাউল তখনও অনাহত—নেকড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে সে আহতদের বহন করে চলেছে।

গভীর জঙ্গল। সামনে সিয়েরার চড়াই পথ শুরু হয়েছে। ফিদেল আশ্চর্য রকম নীরব। গুয়েভারাকে বলেন—আমরা এখন ক-জন?

গুয়েভারা বলেন,

—হাভানা রেডিও এইমাত্র সংবাদ দিচ্ছে, বিদ্রোহীরা নির্মূল হয়েছে। ফিদেল কাস্ত্রোও নিহত হয়েছেন।

ফিদেলের চোখে সংশয়। সামনের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের স্তব্ধতার মধ্যে কী যেন অনুসন্ধান করেন। এই গভীর জঙ্গলের কোন পথ বেয়ে দুরারোহ সিয়েরা মায়েস্ত্রার সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান পাওয়া যাবে, হয়তো তাই চিন্তা করেন।

এমন সময় সামনের বুনো ঝোপটা নড়ে ওঠে। জানোয়ার বা শত্রু সৈন্য মনে করে কেউ হয়তো রাইফেল তুলে ধরেছে। আড়াল থেকে একজন অপরিচিত মানুষ আত্মপ্রকাশ করলো ক্রমশঃ। উৎকণ্ঠিত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠ :—ফিদেল!

—ক্রেসেনশিয়ো!

এক নাটকীয় দৃশ্য। নিতান্তই বহু প্রত্যাশিত সাক্ষাৎ।

আগন্তুক ছিলেন কৃষক নেতা ক্রেসেনশিয়ো পিরেজ। ফেরী তরী 'গ্রনমা' বেলি-র কাদায় আটকে পড়ায় পূর্ব নির্ধারিত স্থান নিকিউরো থেকে ক্রেসেনশিয়ো বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই দীর্ঘ পথ তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে। রক্তাক্ত আখের ক্ষেত তাঁকে পথ চিনিয়ে এনেছে।

তারপর সুরু হয় অনুসরণ। ক্রেসেনশিয়ো পিরেজ বিপ্লবী দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। গভীর জঙ্গল আর অসম্ভব খাড়াই পাহাড় অতিক্রম চলে ক্লান্তিহীন। সিয়েরা মায়েস্ত্রার সর্বোচ্চ চূড়ো—পিকো টুরকুইনো-তে ফিদেল ও তাঁর বিপ্লবী বাহিনীকে ক্রেসেনশিয়ো পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন।

তবে এ সাফল্য নিতান্তই অসমাপ্ত। বিপ্লবী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি অপরিসীম। ফিদেল দেখেন গুয়েভারা, রাউল ও কামিলো সিয়েনফুয়োগোস ছাড়া বিরাশী জন বিপ্লবীর মাত্র আটজন অবশিষ্ট আছেন। সিয়েরার পথে দশজন ধরা পড়েছে। বাকী সবাই বাতিস্তার বিমান আক্রমণে ও হিংস্র সেনার গুলিতে নিহত হয়েছেন।

বিপ্লবী বন্ধুদের ভরসা দেন ফিদেল—সংখ্যায় আমরা বারো জন—আমাদের শত্রু সৈন্য ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। আধুনিক মারণাস্ত্রের বিপুল সংগ্রহও তাঁদের হাতে। আমরা যুদ্ধ করবো—বিপ্লব আনবো কিউবায়। গাণিতিক নিয়মে আমাদের এই পরিকল্পনা হয়তো নিতান্তই অবাস্তব মনে হবে। কিন্তু বন্ধুগণ, কিউবার জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে আছে। কিষাণ ও শ্রমিক আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। য়ুনিভারসিটি, কলেজ ও দপ্তরে কিউবার মুক্তিফৌজ আমাদের অপেক্ষায় দিন গুণছে। বিপ্লবের প্রাথমিক অধ্যায়ে আমাদের অমূল্য ভাইদের প্রাণের বিনিময়ে জয়ী হয়েছি। আমরা পারবো। কিউবাকে শৃঙ্খলমুক্ত করবো।

আগ্নেয়গিরি যেন সুপ্ত ছিল এতদিন। ২৬শে জুলাইয়ের ব্যর্থ মনকাডা দুর্গ আক্রমণের পর আবার সান্টিয়াগো-ডি-কিউবার দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। হাভানা ও ম্যাটেনজ্যাজে প্রচুর ট্যুরিস্ট ও প্রচুরতর অর্থের বিস্তর স্ফূর্তি তখন অব্যাহত—তাই বাতিস্তা দুটি প্রদেশ বাদ দিয়ে গোটা কিউবার সর্বত্র নাগরিকের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিলেন। সেই সঙ্গে গোটা দেশের দিকে দিকে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করলো। সামরিক বাহিনীর নির্মম গুলিচালনা ও গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর দিবারাত্রের পাহারা সে অবাধ্যতা কোনো ক্রমেই প্রশমিত করতে পারে না। সরকারী দপ্তরে আচমকা বিস্ফোরণ, সৈন্য ও রসদ বোঝাই ট্রেন ধ্বংস হতে সুরু করলো। হোটেল ট্রপিকানা ও হাভানা হিল্টনের ঝলকানি হঠাৎ নিভে যায়—বিদ্যুৎ সরবরাহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিকল হয়ে পড়ে। বহুল প্রচারিত 'টাইম' ও বাতিস্তার রেডিও ঘোষিত ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার সংবাদ সাধারণ মানুষ কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। ওরিয়েন্টি প্রদেশের প্রতিটি প্রধান সড়কে গুলিবিদ্ধ যুবাদের মৃতদেহ লটকে রেখেও

সাধারণ মানুষকে ভীত করা যায় না। যুবশক্তিকে সক্রিয়, দুর্মদ ও আরও সংহত হতে দেখা যায়।

বাতিস্তার একমাত্র ভরসা সেনা। তাঁদেরকে তিনি খুশী করলেন অনেক করে। বেতন বৃদ্ধি, লোভনীয় পোশাক, সেই সঙ্গে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। ক্লাব তৈরী হলো। হাসপাতালও তৈরী হলো সুন্দর। সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারস ক্যাম্প কলম্বিয়া নতুন করে তৈরী হল।

সিয়েরা মায়েস্ত্রার গভীর অরণ্য থেকে ফিদেলের আহ্বান হাভানার রাজপথেও এসে পৌঁছোয়—কিউবার তরুণেরা শুধু হাতে এসো না—একটি রাইফেল ও কিছু তাজা কার্তুজ এনো সঙ্গে করে।

ফিদেলের এই ঘোষণা দেশের তরুণ চিত্তে আনে এক নতুন উৎসাহ। সুযোগ বুঝে বাতিস্তার সেনাদের নিরস্ত্র করে তরুণদের পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়া সুরু হলো। এই ভাবেই ফিদেলের বিপ্লবী বাহিনীতে প্রথম নারী যোগদান করেন—সেলিয়া সানশেজ্।

এমন সময় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটালো নিউইয়র্ক টাইমস্। মার্কিন সাংবাদিক হারবার্ট ম্যাথুজ প্রকাশ করলেন—ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার মুক্তিফৌজ আজ বিপুল শক্তির অধিকারী। ফিদেলের নিহত হবার সংবাদ আগাগোড়াই বানানো। আদর্শবাদী, অসমসাহসী এই তরুণ যুবা আগামী দিনে কিউবার নতুন ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে গঠিত এই বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে সন্ত্রাসবাদী তরুণ দল মনে করবার আদৌ কোনো যুক্তি নেই।

বাতিস্তা চিৎকার সুরু করলেন। বললেন, মিথ্যে! মিথ্যে! নিতান্তই সাংবাদিক ম্যাথুজের মনগড়া রম্য কাহিনী।

সময় বসে থাকে না। একের পর এক ঘটনা ঘটে চলে। ফিদেল বাহিনীর তৎপরতা পাহাড় বেয়ে নীচে নামতে থাকে। গাঁয়ের সাধারণ মানুষের নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সৈন্যবাহিনী চিরদিনই তাদের জীবনে নিতান্তই ত্রাসের বস্তু। সেনাদের তারা এতদিন সংসার আছড়ে আছড়ে ভাঙতে দেখেছে। হত্যা, লুণ্ঠন ও মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচারে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু বিপ্লবী সেনাদের তারা দেখলো অন্য চোখে। একমুখ দাড়ি, মলিন পোশাকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা দেখা দেয়। আহার কিনতে আসে। শত্রু সৈন্যের গতিবিধি জানতে চায়। কখনও কখনও তাদের ঘরেই রাত কাটায়।

শুকনো রুটি হাসতে হাসতে ভাগ করে খায়। এদের মদ্যপান নিষিদ্ধ।

গ্রামের সাধারণ মানুষের মনে বিপ্লবীদল আশ্চর্যরকম জায়গা পেয়েছে তারপর। একবিন্দু জল যে ভাবে গোটা ব্লটিং পেপারে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে, বিপ্লবী ছোট ছোট দল ধীরে ধীরে গোটা গ্রাম ও তামাম অঞ্চলের মানুষের সক্রিয় সমর্থন পেয়ে বিরাট বাহিনী ও নিরাপদ মুক্ত এলাকা গড়ে তোলে। ওদিকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে দেশের নানা দিক থেকে ফেরারী তরুণদের জঙ্গলে পালিয়ে আসা চলে অব্যাহত। হাভানার লোভনীয় চাকরী ফেলে এঞ্জিনীয়ার ফিদেলের সাহায্যে আসেন। সিয়েরা মায়েস্ত্রায় বিপ্লবী সেনাদের আর্তনাদ শুনে বিস্তর পসার ফেলে ডাক্তার এসেছেন গোপন পথে। চোরা পথে এক্স-রে মেশিন চালান হয়ে আসে। মেয়েদের পোশাকের আড়ালে টন টন কাগজ পাহাড়ে পাচার হয়ে যায়।

আশ্চর্য পাহাড় সিয়েরা মায়েস্ত্রা। অসম্ভব নিবিড় বনাঞ্চল। আকাশ থেকে কিছুই নজরে আসে না। বাতিস্তার বোমারু বিমান পাতি পাতি করে বিপ্লবী বাহিনীর বৃথাই হদিশ করে চলে। সমস্ত স্থির—শান্ত। যেন মাইলের পর মাইল সবুজ কার্পেট বিছানো আছে। কিন্তু সিয়েরা মায়েস্ত্রার হৃদয় অস্থির-অশান্ত। এখান থেকেই প্রচারিত হলো 'সিয়েরা মায়েস্ত্রার ঐতিহাসিক ইস্তাহার'। টেলিফোনের তার গোপন পথে নীচে নেমে চললো। চে গুয়েভারা প্রকাশ করলেন বিপ্লবীদের মুখপত্র 'কিউবা লিব্রে'। অধিকৃত এলাকায় সুরু হলো পাঠচক্র। ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুললেন গুয়েভারা। গেরিলা রণনীতির এ এক ভিন্ন দিক। গুয়েভারা সে কৌশল পুরোপুরি ব্যবহার করেন সুন্দর করে। ফিদেল মুক্ত এলাকার গোটা মানচিত্র সামনে রেখে আক্রমণ ও পলায়ন নীতি দৃকপাতহীন ভাবে অনুসরণ করে চলেন। প্রচুর সামরিক রসদ দেশ দেশান্তর থেকে নিয়মিত আসতে থাকে। ফ্লোরিডা, মিয়ামী ও ডমিনিক্যান রিপাবলিকের গোপন আড্ডা থেকে আনীত গোলাবারুদ, রক্তের প্লাজমা জঙ্গলে এসে পৌছোয়। গুয়ান্তনামো মার্কিন নৌঘাঁটি থেকেও বেশ কিছু সামরিক অস্ত্র সংগ্রহ হয়। কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর রবার্ট ট্যাবার ও ওয়েনডেল হফম্যান এলেন সিয়েরায় ফিদেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বিস্তর ছবি ও ফিদেলের বক্তৃতা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। টেলিভিশনে তারপর হলো ফিদেলের আবির্ভাব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্তম্ভিত, বাতিস্তা হতবাক, জনসাধারণ উল্লসিত। ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর বিখ্যাত শক্তিশালী টেলিস্কোপিক রাইফেল হাতে নিয়ে জঙ্গলের পটভূমিতে

টেলিভিশনে এলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করলেন—অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করুন। বাতিস্তাকে ক্রমাগত অস্ত্র সাহায্য করে কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অঘোষিত যুদ্ধ করে চলেছেন। বিপ্লবী সরকার আগামী দিনে সে কথা মনে রাখবে।

গেরিলা আক্রমণ এবার ব্যাপক অভিযান হিসাবে দেখা দিল। পিনে-দেল-আগুয়াতে বাতিস্তার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ফিদেলের এক বড রকমের সংঘর্ষ হলো। কামিলো সিয়েনফুয়োগোস বেয়ামা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। ম্যানজানিলো, নিকিউরো ও বেয়ামা শত্রুমুক্ত এলাকা।

বাতিস্তা এবার ট্যাঙ্ক ব্যবহার করলেন। কিন্তু তাতে খুব একটা সুবিধে হয়নি। বিপ্লবী দল এক ধরনের হাতবোমা রাইফেলের সাহায্যে ছোঁড়বার অভিনব কায়দা আয়ত্ত করলো। সিয়েরার লা প্লাতায় বিপ্লবী পরিষদের সদর দপ্তর সাময়িক ভাবে অবরুদ্ধ হলেও বিপ্লবী বাহিনীর হাতে বাতিস্তা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেন। মুক্ত এলাকার বিস্তৃতি হতে থাকে।

বন্দী সেনাদের ফিদেল মুক্ত করে দিলেন। বিপ্লবী সেনাদের কাছে আশ্চর্য সুন্দর ব্যবহারে তারা চমকিত হয়েছে। পূর্বের মত ফিদেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার মানসিক অবস্থা তারা হারিয়ে ফেলে। গেরিলা রণকৌশলের এ এক অপূর্ব নজির।

চে গুয়েভারা ও কামিলো বাহিনী লা ভেগাস ও ত্য জিরাকোয়া অধিকার করে আরও সামনে এগোতে থাকে। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্ব সাণ্টো-ডমিনগো-তে বিপদজ্জনক আক্রমণ ক্রমেই বাডতে থাকে।

হাভানার সঙ্গে তিনটি প্রদেশের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। বাতিস্তা অস্ত্র সাহায্যের জন্য সর্বত্র আবেদন পাঠান। নিকারাগুয়া কিছু পুরোনো ট্যাঙ্ক পাঠায়। মুক্ত এলাকা থেকে ফিদেল কাস্ত্রোর রেডিও ভাষণ শুনে ইসরাইল মারণাস্ত্র পাঠানো বন্ধ করে। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য কিছু বিমান পাঠিয়ে বাতিস্তাকে সাহায্য করেন।

ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট জ্বলছে। বাতিস্তাকে অস্ত্র সাহায্য করে বিপ্লবী পরিষদের আইন লঙ্ঘনের অপরাধে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সক্রিয় হয়ে দেখা দেয়। শেল-পেট্রোল কেনবার ক্রেতার অভাব—ব্রিটিশ ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে। ওদিকে শত মিলিয়ন ডলারের মার্কিন পরিচালিত 'নিকারো নিকেল প্লাণ্ট' ফিদেলের বিপ্লবী দল অধিকার করে বাজেয়াপ্ত করে নেয়। সেণ্ট্রাল হাইওয়ে

আক্রান্ত হয়। সরকারি আখের ক্ষেত ও কারখানা ধ্বংস হতে থাকে। হাভানায় বৈদ্যুতিক সরবরাহ নিয়মিত বিকল হয়ে যায়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের হয় অচলাবস্থা।

বাতিস্তা এবার সমস্ত শক্তি সংহত করে রুখে দাঁড়ান। আরও সাত ব্যাটেলিয়ন সেনা উপদ্রুত এলাকায় দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন। বিমান ও নৌবহর ব্যাপক অভিযানে লিপ্ত হয়। ফেরারী বিপ্লবীদের সন্ধানে এসে সাধারণ মানুষের ওপর চলে অবর্ণনীয় অত্যাচার। সর্ট ওয়েভ রেডিও কেনা নিষিদ্ধ—যেহেতু বিপ্লবী দলের স্টেশন তাতে ধরা পড়ে। গ্রাম থেকে যুবকদের সরিয়ে নেওয়া সুরু হয়। বাতিস্তার ডেমোক্রেসীর সবচেয়ে বড় শত্রু দেশের যুব শক্তি।

প্রাণভয়ে অনেকে তাই জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিপ্লবী দলের মধ্যে তারা মিশে যায় এমনি করে। হঠাৎ সড়ক আক্রান্ত হয়, শত্রুসৈন্যের প্রয়োজনীয় কাচামালের কনভয় তারা জোর করে দখল করে। স্থানীয় বেসামরিক ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের মধ্যেও সে-খাদ্য সমান ভাগে বিতরণ করা হয়। বিপ্লবী দলের হাসপাতালে বিনামূল্যে সাধারণ মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। গেরিলা রণনীতির এ এক বিশেষ কৌশল। সাধারণ মানুষ বিপ্লবীদের সঙ্গে কোথায় যেন নিজেদের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। বিপ্লবীদের সমর্থন ও পরে পাশে দাঁড়িয়ে সক্রিয় সাহায্যে তারা এগিয়ে আসে।

বিপ্লব এগিয়ে চলে।

চে গুয়েভারা ও কামিলো লা ভিলা-র আঠারোটি শহর অধিকার করে নেয়। সান্টিয়াগো-ডি-কিউবার দখল নিয়ে ফিদেল বাহিনীর মরণ পণ সংগ্রামের এতটুকু বিরাম নেই। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে রাউল কাস্ত্রো আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তোলেন। গুয়েভারা সাণ্টা ক্লারা অধিকার করেন। বাতিস্তার সেনাদের জন্য প্রেরিত ট্রেন বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র তিনি দখল করেন।

ওরিয়েন্টি প্রদেশের বাতিস্তার সমর সচিব জেনারেল ইউলোজিও কান্টিল্লো হেলিকপ্টারে ফিদেলের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন। ফিদেল বলেন, —সান্টিয়াগো-ডি-কিউবায় আপনি আত্মসমর্পণ করুন। আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

জেনারেল কান্টিল্লো সোজা উড়ে এলেন হাভানায়। বাতিস্তা তাঁর কথায় নিশ্চয়ই তৃপ্তি পাননি। জেনারেল পেডরাজাকে পাঠালেন সাণ্টা ক্লারা ও সান্টিয়াগো-ডি-কিউবায়। জেনারেল পেডরাজা ফিরে এলেন নতমস্তকে।

বাতিস্তাকে সরাসরি জানালেন—

—আমরা শুধু সময়ের অপেক্ষা করবো। আমাদের সেনারা আদৌ যুদ্ধ করছে না। বিদ্রোহীরা হাভানায় না আসা পর্যন্ত আমরা শুধু অপেক্ষা করতে পারি।

জেনারেল ফ্রানসিস্কো ট্যাবারনিল্লো মন্তব্য করলেন—

—আমাদের সেনারা যারা ফিদেলের হাতে বন্দী হবার পর ছাড়া পেয়েছে তাদের বিশ্বাস করা আদৌ উচিত নয়। তারা ফিদেলের হয়ে এখন কাজ করছে। আমি জানি সামরিক সাঙ্কেতিক ভাষার একটি কপি ফিদেলের হাতে তারা তুলে দিয়েছে। বেতার প্রেরক যন্ত্রও তারা পৌঁছে দিয়েছে। আমরা বিপ্লবীদের কথামত তাদেরই হাতে আকাশ থেকে খাদ্য ফেলেছি। সাঙ্কেতিক ভাষার খবর শুনে নিজেদের সেনার ওঁপর মেশিনগান ও বোমাবর্ষণ করেছি—এতটুকু সন্দেহের আমরা অবকাশ পাইনি। আর অপ্রিয় হলেও এ কথা স্বীকার করা উচিত—কিউবার মানুষ আজ আমাদের সঙ্গে নেই। তাদের হৃদয় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ফিদেল কাস্ত্রো। আমরা শুধু পর্যাপ্ত মেশিনগানের গুলির ব্যবহার করেছি। রাজনৈতিক যুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা এতটুকু ভেবে দেখেনি।

প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা নীরব। সমর-নেতারা মাথা নত করে বিদায় নিয়ে চলে যান। অমিত শক্তির অধিপতি এই রাষ্ট্রপ্রধানদের চোখে নেমে আসে এক ভীতি। বিশ্বাসভাজন পার্শ্বচর ডাঃ গোয়েলকে ডেকে পাঠান স্বয়ং বাতিস্তা। পরামর্শ চলে। তারপর একান্ত গোপন বার্তা নিয়ে ঘর থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসেন ডাঃ গোয়েল। সোজা আসেন এয়ারপোর্ট। চললেন ডমিনিকান রিপাবলিক। জেনারেলেসিমো ত্রুজিলোর কাছে বাতিস্তার বার্তা মেলে ধরলেন—

—আমি বিপদাপন্ন। আপনার দেশে আমার একটু জায়গা হবে?

বৃদ্ধ ত্রুজিলো জানালেন,

—আমরা একই বৃন্তের দু'টি ফুল। তুমি ঝরে পড়ছো—আমি এখনও সৌরভ বিতরণ করছি। এস।

নববর্ষের সমারোহ হাভানায় আজ আশ্চর্য রকম অনুপস্থিত। ক্যাম্প কলম্বিয়া—বাতিস্তার প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে আজ কবরের নীরবতা। কিউবার প্রধান সমর সচিব ও বেসামরিক গুটিকতক অতিবিশ্বাসভাজন মানুষের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা ক্যাম্প কলম্বিয়াতে মিলিত হন। জেনারেল ইউলোজিও

কাস্ট্রোর হাতে নিজের সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে বাতিস্তা বললেন,

—আমি পদত্যাগ করলাম।

হাতে সময় কম। এয়ারপোর্টে নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। লক্ষ লক্ষ ডলারের হীরে জহরতের পেটিকাটি নেড়ে চেড়ে দেখেন। মিলিয়ন ডলারের বিদেশী ব্যাঙ্কের পাশ-বই পকেটে শেষবারের মত অনুভব করেন। মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে তাকান। ভয় হয় হাভানার মানুষ হয়তো তাঁর এই পলায়ন জানতে পেরেছে। হু হু করা হাওয়াকে হাজারো মানুষের পদধ্বনি বলে ভুল করেন। বৈমানিককে নির্দেশ দেন—আর অপেক্ষা নয়। এখনই আকাশে উঠতে হবে। জনতা আমার পিছু নিয়েছে।

মর্মান্তিক পলায়ন। বড করুণ জীবন ভিক্ষা। গোটা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি, ক্যারিবিয়ানের বিস্ময় ও ত্রাসের অন্যতম বীরের জীবনজুয়ার অবসান হতে চলেছে এতদিনে।

পাক খেয়ে বিমান আকাশে ভেসে ওঠে। পার্শ্বচর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—হাভানার এখন বড দুর্দিন। ধোঁযা আর আগুন নজরে আসছে।

বাতিস্তা স্থির, অচঞ্চল। নিষ্পলক নেত্রে নিজের হাত নিরীক্ষণে অতিশয় মনোযোগী। রক্তবর্ণ হাতের তালু রুমালে ঘযে তোলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃথা। ক্যারিবিয়ান সাগরের সমস্ত জলরাশিতেও ও রক্তের দাগ কখনও তোলা যাবে না।

পড়ে রইলো হাভানা। অনেক নীচে রযে গেল কিউবা। কিউবার আকৃতিগত গঠনের সঙ্গে ক্ষুধার্ত একটা হাঙরের যে আশ্চর্য মিল, প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার একবারও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না।

ক্ষিপ্ত জনতা রাস্তায় নেমেছে। হাভানার ভেঙেচো অঞ্চলে উন্মত্ত জনতা লুঠপাটে নেমেছে। একটি পুলিশ বা কোনো সেনাকেও হাভানার পথে দেখা গেল না। উন্মত্ত জনতা মহার্ঘ হোটেল আক্রমণ করে। বড বড় আয়না ও বাসন আছড়ে আছড়ে ভাঙতে থাকে। সাজানো দোকানের বিপুল সংগ্রহ মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। উচ্চপদস্থ বাতিস্তার কর্মচারীদের তালাশ চলে দিকে দিকে।

আত্মগোপনকারী হাভানার বিপ্লবীরা আর অপেক্ষা করলেন না। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শাসনে আনবার জন্যে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন।

—অবিলম্বেই রাস্তা থেকে সরে যান, নচেৎ গুলি চালাতে আমরা বাধ্য হবো। এখন শৃঙ্খলার প্রয়োজন। বিপ্লবী সেনারা হাভানা প্রবেশ করবেন—আপনারা আইন হাতে নেবেন না। সংযত ভাবে, ধৈর্য সহকারে আপনারা অপেক্ষা করুন।

বিজয়ী বিপ্লবী সেনাদের একটি দল নিয়ে হাভানায় প্রথমে প্রবেশ করলেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। কামিলো সিয়েনফুয়োগোস ক্যাম্প কলম্বিয়ার ভার গ্রহণ করলেন। বিপ্লবী সেনাদের দীর্ঘ চুলদাড়ি দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না। উন্মত্ত জনতা বিপ্লবী সেনাদের মাথায় করে নাচতে থাকে। এয়ারপোর্ট অন্তরীণ দেশ নেতা, পলাতক বিপ্লবীদের ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, মেক্সিকো, ভেনেজুয়ালা ও ফ্রান্স থেকে রিপোর্টার হাভানায় আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। আগাষ্টিন ডায়াজের 'মহান ২৬শে জুলাই' সঙ্গীত রেডিওতে ঝঙ্কার তোলে। ফিদেল সেণ্ট্রাল হাইওয়ে ধরে বিপ্লবী সেনা নিয়ে অবিলম্বেই হাভানা প্রবেশ করবেন—সেই সংবাদ রেডিওতে প্রচার হতে থাকে।

ক'দিন পর ফিদেল কাস্ত্রো এলেন হাভানায়। সঙ্গে অগণিত সেনা। লাখো জনতার উন্মত্ত উল্লাসে গোটা হাভানাব আকাশ বাতাস মুখরিত। অগণিত সামরিক সাঁজোয়া গাড়ি, সেনা ও সাধারণ মানুষে পূর্ণ হযে গেছে। হাজারো ক্যামেরার আলো চমকে চমকে উঠছে। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস, ভয়াবহ আনন্দোৎসব হাভানার পথে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস রচনা করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। সহস্র কণ্ঠের উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হয—

—ভিভা ফিদেল!

ফিদেল কাস্ত্রোকে দেখা যায়। কাঁধে তার বিখ্যাত টেলিস্কোপিক রাইফেল। ঠোঁটে অনতিব্যক্ত অল্প একটু খুশীব হাসি। পেছনে টেলিভিশন ক্যামেরা পাগলের মত ছবি তুলে যাচ্ছে। হাজারো মিলিশিয়া মিছিলের পথ তৈরীতে ব্যর্থ হচ্ছে। মিছিল যাবে ক্যাম্প কলম্বিয়ায়—সার্মরিক প্রধান দপ্তর আজ জনতার জন্য উন্মুক্ত।

জনতা আজ থামবে না। তারা ফিদেলকে অনুসরণ করবেই। কিউবার ইতিহাসে এ জনস্রোতের নজির নেই। উদ্বেলিত ক্যারিবিয়ানের আলোড়িত জলরাশি যেন তটরেখার দিকে ছুটে চলেছে।

গোমেজের সঙ্গে যোগাযোগ আমি আজও করতে পারিনি। ওরিয়েন্টি প্রবেশ বিদেশী সাংবাদিকের কাছে এখনও নিষিদ্ধ। জানি না গোমেজ কিউবায় আছেন, না নিরাপদে কিউবা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর টেলিস্কোপিক রাইফেল হতভাগ্য মানুষটিকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়েছে কিনা সে সংবাদও পাওয়া দুষ্কর। তবে মনে হয় গোমেজ এখনও পলাতক। পলায়ন সফল হলে অন্তত মার্কিন সংবাদপত্রে, মিয়ামী বা ডমিনিক্যান রিপাবলিকের বেতাবে সে ফলাও সংবাদ প্রচারিত হতো।

বেশ একটা রাজনৈতিক ঝিমনি চললো কয়েকদিন। এই থমথমে ভাবটা শুভ নয়। যদিও বিদেশী সংবাদপত্রে ফিদেল কাস্ত্রোর ভূমি সংস্কারের নানা ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তবে সে সংবাদের মূল্য আমি দিয়েছি সামান্যই। ফিদেল কাস্ত্রোর মার্কিন-বিদ্বেষ আজ আর গোপন নয়। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে জোরালো জেহাদ লক্ষ্য করেছি। ইংরেজদের আমি আজও খোলা মনে নিতে পারি না—তার কারণ আমি ফরাসী বা ইটালীর মানুষ নই—আমি ভারতীয়। ফিদেল কাস্ত্রো কিউবান—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা থাকবার কথা নয়।

কিউবার এই বিপ্লবে দেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে আমি উপেক্ষা করবার ধৃষ্টতা রাখি না, কিন্তু ফিদেলেব নেতৃত্ব ছাড়া এ বিপ্লব সফল হতো আমি কখনই বিশ্বাস করি না। ফিদেল কাস্ত্রো অদ্বিতীয় নেতা। গোটা ল্যাটিন আমেরিকার ভাবী সংগ্রামের প্রেরণা। জনপ্রিয়তা অসীম। এই কল্পনাতীত জনপ্রিয়তা দুনিয়াব খুব কম জননেতার ভাগ্যে দেখা দেয়। মহাযুদ্ধের শেষে বার্লিন থেকে ফিরে গিয়ে যেদিন রেড স্কোয়ারে স্ট্যালিন জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আহ্বান করলেন—কমরেডস্! সে ভয়াবহ জনপ্রিয়তা ভোলা মুস্কিল। সফল বিপ্লবের পর মাওসে-তুং যেদিন প্রথম পিকিং প্রবেশ করেন, উদ্বেলিত জনসমুদ্র দেখে মনে হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর যেন উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে অভ্যস্ত গতিসীমা পরিবর্তন করে চলেছে।

ফিদেল কাস্ত্রো জমায়েত বা টেলিভিশনে দেখা দিলে সাধারণ মানুষের উন্মত্ত উল্লাস সত্যই আজ বর্ণনাতীত।

ভালোমন্দের প্রশ্ন নয়, পছন্দ-অপছন্দের বাছাই নয়, অবিশ্রান্ত প্রবহমান সময়ের ওপর এ সমস্তই সত্য ঘটনা। আজ কাহিনী—কাল হবে ইতিহাস।

কোনো পলিটিক্যাল স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। লেনিন ও মহাত্মা গান্ধীকে আমি একই সঙ্গে মহান্ বলেছিলাম বলে লণ্ডনের এক ইংরেজ বন্ধু বলেছিলেন—রাজনৈতিক ব্যাকরণের প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞানেও আপনার বিরাট খামতি দেখছি। আপনি দস্তুরমত বিপজ্জনক। আপনার চিন্তাধারায় অসঙ্গতি আছে প্রচুর।

তবু আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে। অপারেশন টেবিলে সার্জেনের হাতে হাতে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে, ও. টি. সিস্টারের কাটা-ছেঁড়ায় যে অভিজ্ঞতা হয়, প্রত্যক্ষ পলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডে এক বিশেষ ধরনের চতুষ্পদের মত ভূমিকা থাকায় রাজনৈতিক রামায়ণে আমরা সেই রকম যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকি।

ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে আমার ধারণা উঁচু মানের। কমিউনিজমের বিষাক্ত বটিকা তিনি গলাধঃকরণ করেছেন বলে আমি মনে করি না। আজ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা আমাকে বলে ফিদেল যেন অতি শক্তিশালী বেপরোয়া এক দ্রুত যান। ব্রেক ও স্টিয়ারিং হুইল নির্ভরযোগ্য নয়। কখনও বামে বা কখনও ডাইনে তিনি ঝুঁকে চলেছেন। গন্তব্যস্থল অনির্ণীত।

ইদানীং কিউবার রাজনীতি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আনার্স্টাস মিকোয়ানের মস্কো থেকে উড়ে আসা, রাশিয়ার শত মিলিয়ন ডলার ঋণদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আমার আদৌ সন্দেহ হয় না। আমার প্রশ্ন অন্য খানে। মিকোয়ান, ফিদেল ও চে গুয়েভারার সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হবেনই।

কিন্তু ঐ তৃতীয় মানুষটি কেন?

বেশ একটু রাত। একটা ঢাকা গাড়িতে এই তৃতীয় মানুষটিকে আসতে দেখা গেল। রিপোর্টারদের এড়াতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অভ্যস্ত পোশাকেরও তিনি পরিবর্তন করেছেন। সোজা মিকোয়ানের ঘরে ঢুকে গেলেন এই রহস্যময় মানুষটি।

একজন রিপোর্টারকে বলতে শোনা গেল—হাঁটা দেখে মনে হলো রাউল কাস্ত্রো।

আমায় চিনতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। মানুষটি আর কেউ নন—লেজারো পেণা। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির পহেলা নম্বর। ব্লাস-রোকা-ও এত বিপজ্জনক নন।

ফিদেল বিরোধী একটি দল আজ সক্রিয়। তাই আজ লাখো মিলিশিয়া গোটা দেশে ছড়িয়ে আছে। কোথায় যেন একটা বিরাট পরিবর্তন চলেছে। ফিদেলের বহু সহকর্মী আজ বন্দী ও পলাতক। নিরস্ত্র গোমেজের পিছনেও চলেছে পশ্চাৎধাবন।

আমার ঘরেও কে যেন আজ আসে। বিশ্বাস হয়নি প্রথমে। মিলিশিয়া বা গোপন গুপ্তচরের মনোযোগ মিটারের এত কাছাকাছি আছি!—ভাবতেই পারিনি প্রথমে।

একমাত্র মারিয়া আমার ঘরে নিয়মিত আসে। তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। লেখাপত্তর থেকে সুরু করে আমার দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী মোটামুটি তার নখ-দর্পণে স্টেনোগ্রাফারের কাজ নিয়ে সে আমার এখানে বহাল হয়। এখন বিশ্বাস জন্মেছে, অন্য কাজেও মারিয়াকে আমি বিশ্বাস করি।

এক মার্কিন সাংবাদিক বন্ধুর জোরালো সুপারিশ নিয়ে মারিয়া আমার এখানে নিযুক্ত হয়। ফিদেল কাস্ত্রো হাভানার দৈনিক সংবাদপত্র 'এল-মুণ্ডো' বাজেয়াপ্ত করায় অনেকের সঙ্গে মারিয়া বেকার হয়। সুতরাং ফিদেলের প্রতি মারিয়ার অসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা থাকবার কথা নয়। মারিয়ার সবচেয়ে বড় পরিচয় হুবার মাটো গ্রেপ্তার হবার পর একজন সামরিক বিভাগের ক্যাপ্টেন ম্যানুয়েল ফারনেনডেজ রেডিও স্টেশনের সামনে এসে চীৎকার করতে থাকেন—হুবার মাটো আদৌ বিশ্বাসঘাতক নন। তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক। মিলিশিয়া তাঁর নাগাল পাবার আগেই হতভাগ্য তরুণ ফারনেনডেজ রিভলভার টেনে নেন পকেট থেকে। প্রকাশ্য রাজপথেই তিনি আত্মহত্যা করেন। সেই ফারনেনডেজ, মারিয়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। মারিয়াকে কিছুদিন নজরবন্দী থাকতে হয়েছে।

মারিয়ার এই পূর্ব পরিচয়। আমি মারিয়াকে বিশ্বাস করি।

আমার প্রথম সন্দেহ হয় সপ্তাহ তিনেক আগে। একটি মেয়েলী গন্ধ ঘরে ঢুকতেই আমার নাকে আসে। ব্যাপারটা হয়তো ভুলে যেতাম যদি না ক্যামেরার ঘটনাটি সামনে থাকতো। আমার এই ক্যামেরাটিতে পর পর বারোটি ছবি তোলার জায়গা আছে। হাইপো থেকে তুলে দেখি শেষের সাতটি ছবি ঠিকই আছে, কিন্তু আগের পাঁচটিতে কোনো ইমপ্রেশন নেই।

মনে হয় সার্টার ঐ পাঁচটি ছবিতে আদৌ কোন কাজ করেনি। আমাকে ভাবতে হলো। অনেক ভেবে, বহু চিন্তা করে দেখলাম, আমার অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে গোপনে প্রবেশ ক'রে ক্যামেরা থেকে স্পুলটি খুলে নেয়। তারপর অন্য স্পুল পরিয়ে ছ'নম্বর দাগে ঘুরিয়ে এনে ক্যামেরাটা যথাস্থানে রেখে গেছে। আসল স্পুলিটি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। পাঁচটি ছবি নষ্ট হবার কোনো কারণ নেই—গোটা ফিল্মটাই নষ্ট হলে একটা যুক্তি পাওয়া যেত। আরও মনে পড়ছে পাঁচটি ছবি তোলার পর প্রায় তিন চার দিন আমি ক্যামেরা ব্যবহার করিনি। ঘটনাটি ঐ সময়ের মধ্যে ঘটেছে বলে মনে হয়।

একটু ভয় হলো। ভেবে দেখলাম চোরাই ছবিতে আপত্তিকর কিছু তোলা নেই। ট্যুরিষ্টের সৌখীন ছবির সঙ্গে ও পাঁচটি ছবির বিষয়বস্তুর বড় ফারাক নেই।

আমি আরও সতর্কতা অবলম্বন করবো বলে ঠিক করলাম। গোমেজের ব্যাপারটা নিয়ে গুপ্ত পুলিশ হয়তো আমাকে সন্দেহ করে। গোমেজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দু-বার সাক্ষাৎ হয় যখন তিনি ফিদেল কাস্ত্রোর বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি ফিদেল বিরোধী বর্তমান বিপ্লবী দলের গুপ্ত-'বর্ণমালা' জানতে পারি। আমার দেশলাই একজন সিগার ধরাতে হোটেলে চেয়েছিলেন মনে পড়ে, কিন্তু মাইক্রো ফিল্ম কী ভাবে তাতে পাচার করেছিলেন বুঝে উঠতে পারিনি। হয়তো দেশলাই বদল করেছেন। মাইক্রো ফিল্ম গুপ্ত দলের 'বর্ণমালা' বহন করেছে। গোমেজ আমাকে ওরিয়েন্টিতে ডাকছেন—তাতে সেই রকম নির্দেশ ছিল। এয়ারপোর্ট আমাকে ফিরিয়ে দেয় সে কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ফিদেল বিরোধী গুপ্তদলের সাংকেতিক ভাষায় চাতুরী আছে সামান্যই। ইংরেজী ২৬টি বর্ণ উল্টে পাল্টে দেওয়া। তাতে নিরাপদে সংবাদ পাঠানো চলে। ধরা পড়লেও গোপন সংবাদ প্রকাশিত হবার এতটুকু আশঙ্কা নেই। সাংকেতিক বর্ণ এই নিয়মে পড়তে হয়—

A B C D-কে বুঝতে হবে WCQX, EFGH-কে পড়তে হবে NO IP, IJKLM-কে ধরতে হবে TBMUY আর NOPQR-কে খুঁজতে হলে পড়তে হবে GAFZJ, STUV-হবে DHVK ও WXYZ সাংকেতিক নিয়মে হবে ERSL.

সংবাদ পাচারের পক্ষে এ বেশ চমৎকার কৌশল।

হিটলারের নাজী গেষ্টাপো, রাশিয়ার অগপু ভয়ঙ্কর। হাঙ্গেরীর এল্যাম ভেদেলামি অসজ্ঞতাগ সংক্ষেপে জানি এ-ভি-ও আজ বুডাপেষ্টে যে-কোন মানুষের কাছে বিভীষিকা। কিউবা আজ নতুন। যৌবন এখানে আরও অবাধ্য। কিউবার বর্তমান মিলিশিয়া পরিচালিত হয় রাউল কাস্ত্রোর নির্দেশে। প্রধান উপদেষ্টা আর্ণেস্টো চে গুয়েভারা।

দিন কয়েক পরের কথা। মারিয়া আমার কাছে কাজ বুঝে নিচ্ছিলো। অনেকটা লেখা টাইপ করবার ছিল—কাটা-কুটিগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। মারিয়া অল্প কথার মানুষ। ব্যক্তিগত জীবন অনুসন্ধান করে দেখিনি, তবে নৈরাশ্যের একটা ঝালর ওর হাসিতেও উপস্থিত থাকে। কোথায় যেন ওর একটা ক্ষত আছে। ভালো-লাগালাগির চোট খাওয়া নয়—মনে হয় যেন বুদ্ধিজীবীর হতাশা।

ফোন এল। নিঃসন্দেহে গরম খবর। ফিদেল কাস্ত্রো কুড়িজন ক্যাথলিক ফাদারকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিউবা ছেড়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। একটি বিশেষ বিমান এয়ারপোর্ট ত্যাগ করবে।

চোর ধরবার ক্ষিপ্রতা নিয়ে আমাকে পথে নামতে হলো। গলার টাই বাঁধা হয়নি। সেটা ট্যাক্সীতে এসে লাগাতে হলো। কিন্তু ছোটাছুটিই সার হলো, প্রেস ক্লাব থেকে হোটেল রিভেরিয়া, সেখান থেকে এয়ারপোর্ট, তবু সংবাদ কিছু সংগ্রহ হয়নি।

একজন ফাদারও সাংবাদিকের কাছে মুখ খুললেন না। মিলিশিয়া আর পুলিশ সাংবাদিকদের এতটুকু কিন্তু বাধা দিল না। তবে ক্যাথলিক পিতাদের ব্যবহারটি লক্ষ্য করবার। আমলই দিলেন না আমাদের।

ফিদেল কাস্ত্রোর অভিযোগ—এই ক্যাথলিক পিতাদের রাজনীতির আখড়াই ছিল গির্জে। বিপ্লবী সরকার উচ্ছেদ কববার যড়যন্ত্রে তাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিপ্লবী আইনের ধারা অনুযায়ী কঠিন শাস্তির বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও অপরাধ যথেষ্ট লঘু করে নিয়ে শুধু বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন কিউবা থেকে।

অতিবৃদ্ধ একজন ধর্মযাজক আমাদের শুধু বললেন, জীবনে এ আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। বার্লিন থেকে বহুদিন আগে আমাকে আজকের মতই পালাতে হয়। কাস্ত্রো একজন পরাজিত দুশমনের নকল করছেন আজ। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। আমরা তাঁর আশ্রয়ে সর্ব সময়েই নিরাপদ।

এয়ারপোর্ট থেকে আমার আস্তানা অনেকটা পথ। নানা কথা ভাবতে

ভাবতে সারাটা পথ এলাম।

দেখলাম টেবিলে এক গোছা টাইপ করা কাগজ সাজিয়ে রাখা। মারিয়া আমার 'হাভানা ডেসপ্যাচ' তৈরী করে গেছে। এবারের লেখাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। পাঠকদের খুশী করবার বিস্তর খবর দিয়েছি। কাগজগুলো সামনে টেনে নিতে দেখি এক টুকরো আলগা কাগজ লাল কালিতে টাইপ করা। মারিয়ার রেখে যাওয়া এক টুকরো খবর—দুপুর তিনটের সময় আপনার বন্ধু ইমরে গীগর আপনাকে ফোনে চাইছিলেন। আজ রাত আটটায় হোটেল ট্রপিকানায় আট নম্বর টেবিলে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন মিঃ গীগর। তিনি যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

—মারিয়া

টুকরো এক ফালি কাগজ, তবু কয়েকবার পড়তে হলো। এক বর্ণও মাথায় নিল না। বন্ধুত্ব তো দূরের কথা ইমরে গীগরের নাম আমি আজ প্রথম শুনলাম। আজ রাত আটটায় হোটেল ট্রপিকানায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করবার মত কোনো ইমরে গীগরকে আমি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলাম না।

ঘড়ি দেখলাম। হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। নিমন্ত্রণ রক্ষার পক্ষে এই সময়টুকু যথেষ্ট। কিন্তু কে এই ইমরে গীগর? ডিনারের নিমন্ত্রণ অথচ লোকটিকে আমি কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছি না। একটু চিন্তা করলাম। গোটা ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় মনে হয়। ক্যামেরার ফিল্ম চুরির সঙ্গে কী কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে? নানা কথা, বিস্তর সন্দেহ ভিড় করে আসে মাথাতে।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম। ব্যাপারটা এখানেই মিটিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। আটটায় ট্রপিকানায় আট নম্বর টেবিল পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখা দরকার। চক্রান্তের কোনো আভাষ থাকলে পূর্বেই আমি পথ করে নেব। এমনও হতে পারে আমারই জানা কেউ কোনো গোপন সংবাদ দিতে অসম্ভব রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে চাইছেন। খুব একটা বিচিত্র নয়।

হোটেল ট্রপিকানায় আমি যথা সময়ে উপস্থিত হলাম। অপেক্ষাকৃত ভিড় কম। আট নম্বর টেবিল খুঁজে পেতেও দেরী হলো না। দু-পাশে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে চেয়ারের দিকে এগিয়ে যাই। সন্দেহ করবার মত কিছু আমার চোখে পড়লো না। শুধু দেখলাম সামনের চেয়ার শূন্য। খোদ ইমরে গীগর অনুপস্থিত।

অল্পক্ষণ গেল। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় আটটা। আমি ইতিউতি তাকাতে থাকি।

—ইয়েস স্যার!

পরিষ্কার ইংরেজী উচ্চারণ। তাকাতেই দেখি সাদা পোশাকের একজন নিগ্রো স্টুয়ার্ড আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে কিছু বলতে না দিয়েই বললো,

—মিঃ গীগরের অপেক্ষা করছেন?

—হ্যাঁ।

—ধন্যবাদ। নরম পানীয় কিছু দেব আপনাকে?

—বীয়ার।

—ধন্যবাদ।

বীয়ার এলো। গ্লাসের তলা থেকে বুদবুদ ছুটে আসা লক্ষ্য করছিলাম আর ভাবছিলাম। আটটা পাঁচ। ইমরে গীগর কে? কিউবান ইনি নন নিশ্চয়ই। হাঙ্গেরীয়ন বা যুগোশ্লাভার লোকের এই রকম নাম শুনেছি। মিঃ গীগর এখনও আসছেন না কেন? স্টুয়ার্ড গীগরকে জানে। আমি যে আট নম্বরে আসবো সে খবরও তার জানা। এই নিগ্রোটা কি শুধু হোটেলেই চাকরী করে? বিরাট চেহারা, অসম্ভব কালো মানুষটির চোখে মুখে এতটুকু খুশীর আভাস নেই। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ঠাণ্ডা। বড়ই স্থির।

আটটা দশ। মিঃ গীগর এখনও অনুপস্থিত। আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। বীয়ার বড় তেতো লাগছে। কালো নিগ্রোটা পাশের টেবিলের অর্ডার নিচ্ছে। টেবিলের লোক দুটো কিউবান। নীচু গলায় কী যেন বলছেন স্টুয়ার্ডকে। আমার কেমন সন্দেহ হতে থাকে।

ইমরে গীগরের চিহ্ন নেই কোথাও। বীয়ারের শেষটুকু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার জন্য ফেলে রাখলাম।

—ইয়েস স্যার!

আবার পূর্বের সেই স্টুয়ার্ড।

—আপনি এখনও একা। মিঃ গীগরের দেরী হচ্ছে।

—হ্যাঁ, তিনি আমাকে আটটায় সময় দিয়েছিলেন।

—হয়তো বিশেষ কোনো কারণে আটকে পড়েছেন। আপনি ফোন করে জেনে নিন না।

আমি প্রমাদ গুণলাম।

—বুঝতে পেরেছি আপনার টেলিফোন নম্বর জানা নেই, বুঝি—আমি জানি। মিঃ গীগর আট নম্বর টেবিলের নিয়মিত খরিদ্দার। ও টেবিল আমাকেই দেখাশুন করতে হয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

আদেশ নয়, তবে কথায় একটা নির্দেশের ভঙ্গী ছিল। আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। উঠে দাঁড়াই। লোকটাকে অনুসরণ করে চলতে থাকি। কাচের টেলিফোন ঘরের সামনে এসে স্টুয়ার্ড আমার আগেই ভেজানো পাল্লা সরিয়ে টেলিফোন ডায়েল করে বেরিয়ে এলো। বললো, আপনি কথা বলুন।

ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত লাগলো। নম্বরটা আমাকে জানতে দেওয়া হোলো না। নামানো রিসিভার আমাকে ডাকছে।

—হ্যালো মিঃ গীগর, আমি আট নম্বর টেবিলে অপেক্ষা করছি।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে সরাসরি ফোনে পাইনি, তাই একটু চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছি। আমি হোটেল ট্রপিকানায় যাব না—আপনার জন্যে হোটেলের বাইরে একটা কালো ক্যাডিলাক অপেক্ষা করছে, আপনি রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা গাড়িতে গিয়ে বসুন। ড্রাইভার আপনাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে। খুব গোপন সংবাদ। আমি আপনার অপেক্ষা করছি।

একটা যান্ত্রিক শব্দ। অপরপ্রান্ত থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখবার আওয়াজ ভেসে এলো।

বেরিয়ে এসে দেখি স্টুয়ার্ড নেই। আমি আর অপেক্ষা করলাম না। দ্রুত পদক্ষেপে লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে যাই। চওড়া সিঁড়ি অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসি। অনেকগুলো গাড়ি থাকা সত্ত্বেও কালো ক্যাডিলাক চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি। একজন দীর্ঘ গড়নের যুবাকে দেখলাম গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে যেতেই লোকটি নড়ে চড়ে দাঁড়ালো। তারপর দরজা খুলে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে পেছনের পাল্লাটা খুলে দিল।

হঠাৎ নজরে পড়লো, সেই নিগ্রো স্টুয়ার্ড হোটেলের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবলেশহীন চাউনি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নরম সিটের মধ্যে আমি ডুবে গেলাম। শিরদাঁড়ার মধ্যে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করি। ইমরে গীগর আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে। গাড়ির গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

প্রায় মিনিট দশেক পর গাড়ি এসে থামলো। একটা লোক আমার অপেক্ষায় ছিল। গীগরের পরিচয় দিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। আমি যেন দম দেওয়া পুতুল। অনুসরণ করে চলি।

বেশ আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বাড়ি। অনেকটা গেট। লিফট্ ডানদিকের লাউঞ্জের সামনে অপেক্ষায় ছিল। ছিমছাম চেহারার লিফট্ গার্ল এক নজর আমার দিকে ফিরে তাকালো। যান্ত্রিক একটা গোঙানি নিয়ে ওপরে চললাম।

লিফট্ থেকে নেমে অল্প একটু হাঁটতে হলো। বেল টিপতেই একজন একমুখো পাল্লা সরিয়ে ভেতরে আহ্বান করলেন। আমার পথ-প্রদর্শককে আর দেখলাম না।

সুন্দর সাজানো ঘর। আসবাবপত্রে যথেষ্ট রুচির পরিচয়।

—আমি ইমরে গীগর। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি বাধ্য হয়ে। আপনার ও আমার নিরাপত্তার জন্যে এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতে আমি বাধ্য হয়েছি।

ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশের নীচে নয়। সুগঠিত স্বাস্থ্য। ইংরেজী উচ্চারণ নিখুঁত। পোশাকে সৌখীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। দু-দণ্ড ভেবে কথা বলছেন। আমি চুপচাপই ছিলাম। মিঃ গীগর পরক্ষণেই একটি ফটোগ্রাফ বার করলেন পকেট থেকে। তারপর সেটি আমাকে দেখিয়েই হেসে বললেন, —মিলিয়ে নিলাম। প্রতারিত হবার আশঙ্কা সর্বসময়ই প্রবল।

ফটোগ্রাফটি আমারই। আরও লক্ষ্য করি ইমরে গীগর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন ছবিটি। তারপর হেসে বললেন—আপনাকে আমি একটু বেশী হয়রাণ করেছি।

—কিন্তু আমি আপনাকে মিলিয়ে নিতে পারিনি। আপনার ফটোগ্রাফ আমার সঙ্গে নেই।

কৌতুকটি আমার ব্যর্থ হলো। ইমরে গীগরের সারা মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে এলো। তারপর বললেন,

—মারিয়ানো গোমেজ শীঘ্রই হাভানায় আসছেন! আপনি গোমেজকে জানেন ?

সামান্য সংবাদ। তবু কথাটা বিস্ফোরণের মত শোনালো।

—এই মুহূর্তে আপনাকে আমি আর বেশী সংবাদ দিতে পারবো না।

একটি গভীর চক্রান্তের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম—

—গোমেজ! কে মারিয়ানো গোমেজ? আপনার কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

হো হো করে হেসে উঠলেন ইমরে গীগর। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে রাখা ব্রিফ-কেস থেকে একটি সাদা খাম বার করলেন। আমার হাতে সেটি তুলে দিয়ে বললেন,

—আশা করি এবার আপনি গোমেজকে চিনতে পারবেন।

একটা চিঠি। আমাকে লেখা খোদ হেনরী স্মিথের চিঠি। আমার লণ্ডনের কাগজের একচ্ছত্র মালিক। হেনরী স্মিথই আমার সব। তিঁনিই আমার প্রভু। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত পত্র—

—আপনার 'হাভানা সংবাদ' আমাকে মুগ্ধ করেছে। এত টাট্‌কা খবর অন্য কেউ এত তাড়াতাড়ি সরবরাহ করেছে বলে আমার জানা নেই। পত্রবাহক মিঃ ইমরে গীগর আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

কয়েক মুহূর্ত। চিঠিটি দু-বার পড়লাম। ইমরে গীগর একটু অন্যমনস্ক। নীরবতা আমিই ভাঙলাম—

—গোমেজের সঙ্গে আমার পরিচয় ম্যাটেনজ্যাজে। ভূমি সংস্কারের কাজে তিনি তখন বহাল ছিলেন। দু-বার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আশ্চর্য সংগ্রামী পুরুষ। তিনি একজন উঁচুদরের বিপ্লবী। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ আমার জানা নেই। পলাতক অবস্থায় তাঁর ওরিয়েন্টির গোপন আস্তানার খবর আমি পাই। মাইক্রো ফিল্ম থেকে সাংকেতিক চিঠি ও কোড আমার হাতে আসে। আমাকে তিনি যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন। আমি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাই। কিন্তু এখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষ আমাকে ফিরিয়ে দেন। গোমেজের সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

—আপনার মনিব মিঃ স্মিথ আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁকে আমি কথা দিয়েছি—আপনাকে সংবাদ পরিবেশন করে সাহায্য করবো। আমার হাতে সময় কম। কাল আমি হাভানা ছেড়ে যাব। কাল যাব পোর্তো-অ-প্রিন্স। কিউবার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিরো কারডোনা ওখানে কিউবার মুক্তি সংগ্রামের এক গোপন অধিবেশন ডেকেছেন। গোমেজকে এই মুহূর্তে যদি সরিয়ে ফেলা যেত, তাহলে খুব ভালো হতো। গোমেজের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

এখানে একমাত্র হোটেল ট্রপিকানার নিগ্রো স্টুয়ার্ড ছাড়া কাউকে আমি বিশ্বাসও করি না। আপনি গোপন সংবাদ এই লোকটির সাহায্যে বাইরে পাঠাতে পারবেন। আর আমাদের সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার আপনি জানেন। ঐ স্টুয়ার্ডই আমাকে বলেছে। এখন শুধু কাজ। আমাদের অপেক্ষা করলে চলবে না।

—আমার কাজটা কী?

—হাভানা এখন আদৌ নিরাপদ নয়। কয়েক বছর আগে আমি যে বিভীষিকার মধ্যে বুডাপেষ্টে দিন কাটিয়েছি—গোমেজও আজ সেই হিংস্র শক্তির থাবায় আটকা পড়েছে। আমি একজন হাঙ্গেরীয়ান।

—ঐ রকম একটা আন্দাজ করেছি।

—আমি কমিউনিস্ট ছিলাম। রাশিয়ার হাতে গোটা হাঙ্গেরীকে ক্রীতদাস শ্রমিক শিবিরে পরিণত হতে দেখেছি—আজ ঢেউ এসেছে কিউবায়। বিশ্ব জনমত আজ নিরপেক্ষ থাকলে চলবে না।

—আমার মনে হয় আমরা বড বেশী ভয় পাচ্ছি। ফিদেল কাস্ত্রোকে আমি কমিউনিস্ট বলে মনে করি না।

—সবটাই রহস্যময়। তবু ঝুঁকি নেবার কোনো অর্থ হয় না। হাঙ্গেরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে খুঁচিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। আর এখানে তারা শুধ্ সি আই. এ.-র ওপর দায়িত্ব দিয়ে নির্লিপ্ত রয়েছে। কিউবায় আজ কমিউনিজম প্রবেশ করলে বিশ কোটি ল্যাটিন আমেরিকার মানুষকে দশ বছরের মধ্যে আমরা হারিয়ে ফেলবো।

ইমরে গীগর ঘডি দেখে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন,

—কাল আমি হাভানা ছেড়ে যাব। আমি একজন ল্যাটিন আমেরিকার নৃত্য ও সঙ্গীত বিশারদ। এই পরিচয় নিয়ে আমি গোটা ল্যাটিন আমেরিকা ঘুরে বেডাই। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা ও হাইতিতে আমার কাজ সারা এখনও বাকি। আমার রাজনৈতিক পরিচয় রুম্বা ও সম্বার তলায় গোপন করে রাখা। আপনি হোটেল ট্রপিকানার আট নম্বর টেবিলের ঐ নিগ্রো স্টুয়ার্ডকে নিজের লোক বলে মনে করবেন। ভবিষ্যতে আজকের মত ডিনারের নিমন্ত্রণ পেলে আপনি সোজা আসবেন রাফেল স্ট্রীট—হোটেল ট্রপিকানায় নয়। রাফেল স্ট্রীটে ঢুকতেই ডানদিকে একটা ধোলাইয়ের দোকান। জামা-কাপড় দেওয়া-নেওয়ার ভিড় থাকেই। ধোলাইয়ের খাতিরেই কিছু সঙ্গে আনবেন—জানবেন যে বিল

আপনাকে দেওয়া হবে তার উল্টো দিক গোমেজের সংবাদ বহন করবে। ধোলাইখানার মালিকই দোকানের একমাত্র লোক। আমার রুমা ও সমার মত কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রাজনীতি সে লুকিয়ে রাখে। ধোলাইখানার মালিকের একটি চোখ- অন্ধ। আপনি তার কাছে ফোন পেয়ে হাজির হয়ে বলবেন—মিঃ গীগর আপনার দোকানের খুব তারিফ করেন। তিনি তাতেই চিনে নেবেন। আপনাকে অনুরোধ, আপনি গোমেজের কোনো উপকারে লাগতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। গোমেজ অসাধারণ গোপনীয়তা অবলম্বন করছে। হয়তো তাই আজও অক্ষত আছেন। হাভানা তিনি কবে আসবেন, কোথা থেকে আসবেন—সে সংবাদ আমার জানা নেই।

ইমরে গীগর আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। হেসে বললেন,

—কাস্ত্রো সরকারের কৃষ্টি ও কলাবিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে আজই। তিনি রাত করেই আমাকে সময় দিয়েছেন। আপনাকে আপনার হোটেল পর্যন্ত আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

—আপনার যাত্রা শুভ হোক।

সারাটা পথ ভেবেছি। একমাত্র গোমেজ ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই আমার কৌতুহল নেই। গোমেজ নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু প্রকাশ করে দেবেন বলে মনে হচ্ছে। তবে ইমরে গীগর একজন গুপ্তচর। আমার মনিব হেনরী স্মিথের সঙ্গে তাঁর খাতির থাকা গভীর রহস্যপূর্ণ। তবে সংবাদ আহরণই আমার লক্ষ্য—গুপ্তচর বৃত্তিতে এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। আমি চাই মারিয়ানো গোমেজ একবার অন্তত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

ঘটনার দিন সাতেক পর ভোর বেলায় একটি ফোন পেলাম। মিঃ ইমরে গীগর আমাকে হোটেল ট্রপিকানার আট নম্বর টেবিলে রাত আটটায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন।

এক প্রস্থ পোশাক নিয়ে আমি সোজা এলাম রাফেল স্ট্রীট। ধোলাইখানা পূর্বেই আমি দেখে গিয়েছি। একচক্ষু মালিক হেঙারে টাঙানো স্যুট পাড়ছেন উঁচু থেকে।

—আপনার দোকানের খুব প্রশংসা শুনেছি। ইমরে গীগর আপনার দোকানেই সব ধোলাই করেন বুঝি?

একচক্ষু মালিক ফিরেও তাকালেন না আমার দিকে। রসিদের বই শুধু বদল হলো। পাঁচজনের সঙ্গে যে নিয়মে কাপড় দেওয়া-নেওয়া হয়, সেই অভ্যস্ত কায়দায় একটি রসিদ আমার হাতে তুলে দিলেন। আমার ট্রাউজার্স-এ একটা পোকায় কাটা দাগ ছিল—সেটি দেখলাম গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছেন ভদ্রলোক।

রসিদ উল্টোদিকে সাংকেতিক এক বার্তা বহন করে এনেছে—

HA

WUU XNYAQJWHTQ FNAFUND AO

HPN EAJUX

T XA GAH CNUTNKN HPWH T PWKN QAYYTHHNX HJNWDAG AJ XNDNJHTAG. HPN XNQNTH PWX CNNG XTDQAKNJNX. HPTD TD GAH HPN JNKAUVHTAG OAJ EPTQP 25000 QVCWGD XTNX. TG AJXNJ HA QWJJS AVH W INGVTGNUS GWHTAGWU TDHTQ JNKAUVHTAG, HPNJN EWD GA GNQNDDTHS HA DVCYTH AVJ FNAFUN HA PWHNOVU JVDDTWG KWDDWUWIN. TH TD W JNKAUVHTAG CNHJWSNX. IVNKWJW TD W TGHNJGWHTAGWU WINGH AO QAYYVGTDY WGX JWVU QWDHJA TD W YWJRTDH—UNGTGTDH OTXNU QWDHJA TD IATGI HA JNQAIGTLN JNX QPTGW.

YWJTWGA IAYNL

অক্ষরগুলো সাজিয়ে নিয়ে তার থেকে এই গোপন সংবাদ উদ্ধার করা গেল—

TO

ALL DEMOCRATIC PEOPLES OF THE WORLD

I DO NOT BELIEVE THAT I HAVE COMMITTED TREASON OR DESERTION. THE DECEIT HAD

BEEN DISCOVERED. THIS IS NOT THE REVOLUTION FOR WHICH 25000 CUBANS DIED. IN ORDER TO CARRY OUT A GENUINELY NATIONALISTIC REVOLUTION, THERE WAS NO NECESSITY TO SUBMIT OUR PEOPLE TO HATEFUL RUSSIAN VASSALAGE. IT IS A REVOLUTION BETRAYED. GUEVARA IS AN INTERNATIONAL AGENT OF COMMUNISM AND RAUL CASTRO IS A MARXIST-LENINIST. FIDEL CASTRO IS GOING TO RECOGNIZE RED CHINA.

MARIANO GOMEZ

রাফেল স্ট্রীটের সামান্য ধোলাইখানার রসিদের উল্টো পিঠ গোমেজের প্রেরিত যে বার্তা বহন করে এনেছিলো তার মূল্য নিঃসন্দেহে কয়েক সহস্র ডলার। এমন আর একটি জোরালো গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবো কিনা সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি অবশ্য গোপন সংবাদ অতি গোপনেই লণ্ডনে প্রেরণ করেছি। পৃথিবীর আর কোনো সংবাদপত্র কিউবার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রবাহের এত বড় পরিচয় পাঠকদের কাছে রাখতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।

ফিদেল কাস্ত্রো আগামী দিনে নয়া চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছেন—সংবাদটি আমিই প্রথম সংগ্রহ করি। বিশ্ববাসীকে সে কথা প্রথম জানিয়ে দেবার বাহাদুরী ষোল আনাই আমার। গর্ববোধ করবার পেছনে আরও একটি বিশেষ কারণ—এখানে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের দুঁদে সাংবাদিক আড্ডা গেড়েছেন। লাখো লাখো ডলার খরচা করছে সি. আই. এ.। ক্যারিবিয়ান এ্যান্টি-কমিউনিস্ট রিসার্চ এণ্ড ইনটেলিজেন্স ব্যুরো গোটা কিউবার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে লাল গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে বহুদিন। এদের পারদর্শিতাও কল্পনাতীত। তবু সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। সাফল্য আমার আমিই পহেলা নম্বর।

প্রবল সন্দেহ ও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মাঝখানে এই সংবাদ ওয়াশিংটন ও

লণ্ডনে দস্তুরমত নতুন টেম্পো আনবে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্পপতিদের হবে বিনিদ্র রজনীর কারণ। কিউবার প্রতিটি শিল্প ও বড় রকমের ব্যবসায় বিদেশী মূলধন বাবো আনা জুড়ে আছে। অগণিত চিনির কল, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ কোম্পানী, লাখো লাখো একরের ফলের বাগান, কোটি ডলারের ঝলমলে হোটেল, পেট্রোল ও নিকেল প্ল্যান্ট—দিকে দিকে সে মূলধন ছড়ানো। বিশেষ করে মার্কিন শিল্পপতিদের কাছে কিউবার এই নতুন সংবাদ ভয়ঙ্কর আলোড়ন আনবে তাতে সন্দেহ নেই।

ফিদেল কাস্ত্রো যদি নয়া চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে এদেশে অভূতপূর্ব কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

শুধু কিউবা নয়, গোটা ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে কমিউনিস্ট দেশের সম্পর্ক চিরদিনই ক্ষীণ। আর্জেন্টিনা, উরুগুয়া ও ব্রেজিলের সঙ্গে অতি সামান্য লেন-দেন ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে কমিউনিস্ট দেশের আদান-প্রদান কোনো দিনই চোখে পডবার মত নয। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু দেশ সোভিয়েট রাশিযাকে স্বীকার করেছে, তবে একমাত্র আর্জেন্টিনা, উরুগুয়া ও মেক্সিকোর সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ল্যাটিন আমেরিকার কোনো দেশ আজ পর্যন্ত নযা চীনকে স্বীকার করেনি। গোমেজ প্রেরিত এই সংবাদ সেই কারণে রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অবশ্য সাম্যবাদী দেশ ছাডাও পৃথিবীর বহু অকমিউনিস্ট দেশ চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এমন কী ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্রকেও পিকিং-এ দূতাবাস খুলতে দেখা যায। কিন্তু কিউবার এই স্বীকৃতিদান অন্য নিয়মে ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে প্রবল অসন্তোষ থাকায় কিউবার রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার যুক্তি থাকেই। কিন্তু কিউবা যদি চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়, তবে বুঝতে হবে সেটা যতটা রাজনৈতিক ইন্ধন, অর্থনৈতিক বন্ধন ততটা মোটেই নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে একে একে বহু দেশ সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জয়ী হয়েছে। কিন্তু নবলব্ধ স্বাধীনতার বিগ্রহ ক্রেমলিন থেকে গড়ে আনতে দেখা যায় না। একমাত্র উত্তর ভিয়েৎনাম ছাড়া অন্য কোন দেশকে কমিউনিজমের পূজো বসাতে দেখা যায় না। স্বাধীন হয়েছে ভারত। সাম্রাজ্য-বাদের জোয়াল কাঁধ থেকে সরিয়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে বর্মা, ইন্দোনেশিয়া।

ইজিপ্ট নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। সিংহল সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো। ঘানা ও তিউনেশিয়ার রং বদলালো। কলোনিয়ালিজম থেকে সোজা কমিউনিজমে পাড়ি—এমন দেশ কই ?

কিউবার এই রাজনৈতিক ঘূর্ণি নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। একমাত্র সময়ই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করতে পারে। কিউবার বিপ্লবের পেছনে দেখি না কোনো ১৯০৫-এর ব্যর্থতা, এখানে রচিত হয়নি ইয়েনান। সর্বহারাদের মিছিল এখানে ছিল না। সাক্ষাৎ মেলে না কোনো লিউ-শাও-চির। অনাহার আর বেকারী, অত্যাচার আর শোষকের ব্যভিচারে ধর্ষিতা দেশের একমাত্র অবলম্বন যদি কমিউনিজম হয়, তবে হাইতির বুকভাঙা হা হা করা কান্নার অবসান হওয়া উচিত ছিল এতদিন। পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ বলিভিয়া। কই সাম্যবাদের ঢেউ তো এখানে আসেনি। পেরু, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়ালায় এতদিন কমিউনিজমের জোয়ারে নিশ্চয়ই নতুন ইতিহাস রচিত হতে দেখা যেত।

তবে সবটাই অনুমান। কিউবার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ আমার ব্যক্তিগত শঙ্কা। গোমেজের বার্তার কতটুকু খাঁটি সে প্রসঙ্গও ভেবে দেখবার প্রয়োজন।

এত কথা, এত ঘটনার শেষেও আমার ফিদেল সম্পর্কে ধারণা এতটুকু বদলায়নি। আজ পর্যন্ত কিউবার জনসাধারণের জন্য তিনি নির্ভীকভাবে যেটুকু করেছেন, যে প্রস্তাব সামনে রেখেছেন তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করবার যুক্তি আমার হাতে নেই। কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমার চিন্তাধারার বিস্তর ফারাক। তবু এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু শোষণই করেছে কিউবাকে। রঙমাখা গণিকাকে মাসহারা দেবার মন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের খয়রাতি সামনে ধরে কিউবার সমস্ত রূপ রস লেহন করেছে। বাতিস্তা ছিলেন নিতান্তই এক রাজনৈতিক রক্ষিতা।

আমি নিজে ভারতীয়। সাম্রাজ্যবাদ যে কী ভয়ঙ্কর—আমরা জীবন দিয়ে দুশো বছর সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কিউবার কান্নার সুর আমার কানে মোটেই বেসুরো নিয়মে বাজে না। সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র সমান। একই নিয়মে সে ধর্ষণ করতে অভ্যস্ত।

ইস্পাতই আজ সোনা। ইস্পাতই আজ দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সাফল্যের সোনার খনি। ভারত আজ নানা পরিকল্পনার শেষে জন প্রতি ভারতীয়ের হাতে ইস্পাত তুলে দিতে পারে সাত পাউণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাসতে হাসতে সেখানে প্রতিটি মানুষের জন্য রেখেছে তেরশো পাউণ্ডের

বরাদ্দ। আমার কোনো জেহাদ নেই। অভিযোগ নেই কিছু। শুধু বেয়াড়া ভূগোল আমাকে গোলমালে ফেলে। ভারত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তুলনা করলে বলা যায়, ভারতের 'আয়রণ-ওর' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুণ। তাই আমার গণিতে মেলে না। হয়তো একমাত্র সাম্রাজ্যবাদই এই গণিতের উত্তরমালার হদিশ জানে।

ফিদেল কাস্ত্রো রক্তমুখী সাম্রাজ্যবাদকে নিজের দেশ থেকে উৎখাত করেছেন'। ২৬শে জুলাইয়ের প্রস্তাব থেকে শুরু করে সিয়েরা মায়েস্ত্রার-ইস্তাহারে কোনো সাম্যবাদের কথা নেই। সর্বহারাদের মালিকানার কথা সে প্রস্তাবে আদৌ দেখা যায় না। ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৪০ সালের গণতান্ত্রিক সংবিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আমি নিজে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—ফিদেলের কথায় আজ পর্যন্ত অসঙ্গতি খুঁজে পাইনে। একমাত্র গোমেজের গোপন খবর ছাড়া কিউবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অভিযোগ করবার মত কিছু দেখি না।

একমাত্র সময়। শুধু আগামী দিনই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করবে।

কদিন পর সকালেই একজন আমার খোঁজে এলেন। মুখোমুখি দেখা। আসন গ্রহণ করার অনুরোধ করলাম। কিন্তু চিনে উঠতে পারিনি প্রথমে।

নিখুঁত মহার্ঘ স্যুট পরণে। আমি কেন যেন এক নিগ্রো শ্রমিক নেতা মনে করেছিলাম। এমন একজনকে আমি আশাও করেছিলাম সকালে। ভদ্রলোককে হঠাৎ যেন চিনতে পারলাম। ইনি আট নম্বর টেবিলের সেই স্টুয়ার্ড। হোটেল ট্রপিকানায় রাত আটটায় ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল যেখানে।

একগাল হেসে বললাম,

—আপনাকে আমি আশা করছি গত কয়েক দিন। আপনাকে ভিন্ন পরিবেশে দেখেছি, আলাপের সুযোগ হয়নি।

—আমি মিঃ গীগরের কাছে আপনার সমস্ত পরিচয় পেয়েছি। আমাদের খুব গোপনে কাজ করতে হয়। অনেক বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। হাভানার একটা মানুষকেও বিশ্বাস করবেন না। ফিদেল কাস্ত্রোর গুপ্তচর চারিদিকে ছড়ানো।

—আপনাদের পরিকল্পনা কী আমার জানা দরকার। গোমেজ এখন কী পরিকল্পনা সামনে রেখেছেন?

—যে কোনো দিন গোমেজ হাভানায় প্রবেশ করবেন। অনেক চেষ্টা করে দেখা গেছে পালানোর চেষ্টা করা বৃথা। গ্রেপ্তার এড়ানো অসম্ভব। একটা যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

—কিন্তু হাভানাতে আরও অনেক বিপদ। এখানে গুপ্ত পুলিশ অনেক বেশী সক্রিয়। আমার ঘরেও মিলিশিয়া হাঁটা-চলা করে বলে মনে হয়। আত্মগোপনের পক্ষে হাভানা আদৌ নিরাপদ নয়।

—আত্মগোপন নয়—গোমেজ ভেনেজুয়ালার দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন। দূতাবাস পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই আমাদের জয়। আশা করি সে কাজে বিরাট ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে খুব একটা অসুবিধে হবে না। তবু আমরা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করছি।

—আপনাকে অনুরোধ, একবার অন্তত গোমেজের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ দেবেন। মিঃ গীগর আমাকে কথা দিয়েছেন।

—আপনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করবো। মিঃ গীগর এক অসাধারণ পুরুষ। মিঃ গীগর আমাদের মিয়ামী ও নিউইয়র্কের একমাত্র যোগাযোগ।

—মিঃ গীগর একজন করিতকর্মা পুরুষ।

—নিঃসন্দেহে। নিজের দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। এমন সুন্দর মানুষ আমি আর দেখিনি।

—গোমেজ কিউবার বাইরে গিয়ে আগামী দিনে কী পরিকল্পনা সামনে রাখবেন সে সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?

—ব্যাপারটা আরও জটিল হয়েছে এখন। ফিদেল কাস্ত্রোর আশ্চর্য অভিযোগ শুনে আপনি হতবাক হবেন।

—দেশদ্রোহিতা?

—একেবারেই নয়।

—তবে?

—চুরি। মারিয়ানো গোমেজের বিরুদ্ধে আজ বিপ্লবী সরকারের অভিযোগ, গোমেজ নাকি বিপ্লবী তহবিলের একটি মোটা অঙ্ক বিদেশে পাচার করেছেন। বিপ্লবী বাহিনীর গোপন খবর বাতিস্তার সেনাপতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। চোরাই ভূমি বণ্টনের মাধ্যমে বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। রাজদ্রোহিতা নয়—চুরি। সাধারণ মানুষের কাছে গোমেজকে ছোট করার সমস্ত সাজানো পরিকল্পনা।

—এ অবস্থায় ভেনেজুয়ালার দূতাবাস হয়তো রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে আপত্তিও করতে পারে।

—সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা নেই। তাঁরা কথা দিয়েছেন তাঁদের কাছে পৌঁছে দিলে তাঁরা অবিলম্বেই গোমেজকে মিয়ামী পৌঁছে দেবেন।

—আপনার পরিচয় আমি আদৌ জানি না। মনে হয় আপনি একজন উঁচু দরের সংগ্রামী পুরুষ। আপনি কী ঠিক করেছেন?

—আমি সামান্য মানুষ। হাভানা ছেড়ে আমি যাব না। আমি আশা-বাদী। আমাদের দুর্দিনের অবসান হবে নিশ্চয়ই। ওয়াশিংটন আজও কেন সক্রিয় হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারি না। নিক্সন বা রকফেলার আজ প্রেসিডেন্ট হলে কিউবা এতদিন অবরোধ হতো। আপনি সাংবাদিক, আপনি এই সব নিয়ে লিখুন। কিউবা আজ কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। ফিদেল কাস্ত্রো নিতান্তই আজ বন্দী। কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে। চে গুয়েভারা ও রাউল কাস্ত্রো হতভাগ্য মানুষটিকে পুতুলের মত ব্যবহার করছে।

—আমি গোমেজের বার্তা পেয়েছি। রাফেল স্ট্রীটের ধোলাইখানায় সে সংবাদ আমি সংগ্রহ করেছি।

—আপনি সোমবার রাত আটটায় হোটেল ট্রপিকানার আট নম্বর টেবিলে হাজির থাকবেন। আশা করি আপনাকে নতুন খবর কিছু দিতে পারবো। ইতিমধ্যে যদি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় আমি ডিনার প্রত্যাহার করে টেলিফোন করবো।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। গোমেজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে দু-বার। আমি মুগ্ধ হয়েছি। নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি শুধু অপেক্ষায় আছি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। একটু চতুর হেসে বললেন,

—আমার সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে বলবেন—আমি মালিশওয়ালা। দক্ষিণার বহর কিছু বেশী, তাই প্রাথমিক আলোচনাতেই ম্যাসাজের লোক নিযুক্ত করবার গোটা পরিকল্পনাই আপনি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন।

আশ্চর্য এই নিগ্রো ভদ্রলোক। সন্ধ্যের পর হোটেলের স্টুয়ার্ড। দিনের আলোতে নিখুঁত সাহেব। এখন ইনি উঁচু ফিসের মালিশওয়ালা।

অন্য কোনো কাজে আমার আর মন বসেনি। অহরহ ফোনের অপেক্ষা করেছি। মারিয়া এসেছে-গিয়েছে যথানিয়মে। ছকে বাঁধা রিপোর্ট লিখে গেছি।

আমার তরফ থেকে আমি পরিষ্কার। আমি জানি গোমেজ আজ ভয়ঙ্কর মানুষ। এই লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও বিপজ্জনক। মিঃ গীগর একজন পাকা গুপ্তচর। মালিশওয়ালার পরিচয় নিয়ে ঐ নিগ্রো ভদ্রলোক ফিদেল বিরোধী চক্রের একজন উঁচুদরের সক্রিয় কর্মী। রাফেল স্ট্রীটের একচক্ষু মালিকের চোখটি আদৌ অকেজো কিনা সে সম্পর্কে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

ফোন আমি পাইনি। আট নম্বর টেবিলে হোটেল ট্রপিকানায় আমি পৌঁছেছি ঠিক আটটায়।

—ইয়েস স্যার।

ফিরে দেখি আমার মালিশওযালা।

—বীয়ার।

—রাইট স্যার।

শূন্য ট্রে হাতে নিয়ে উর্দি পরা নিগ্রো স্টুয়ার্ড পাশাপাশি টেবিল ও চেয়ারের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

আজ হোটেল জমজমাট। আমার পাশেই কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে গোল হয়ে বসেছে। স্ফটিকের পাত্রাধার সামনে সাজিয়ে রাখা। দেখলাম আমি ওদের চোখে পড়েছি। ওদের মধ্যে আলোচনা চলছিলো এই রকম—

—আমি বলছি ভদ্রলোক ঈজিপ্টের লোক। কায়রোর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো—তাঁর নাকটা ঠিক এই রকম।

—ইটালীর মানুষগুলো অনেকটা এই রকম দেখতে। হয়তো জাহাজে কাজ করে বা ছুটি কাটাচ্ছেন হাভানায়।

আলোচনার বিষয়বস্তু আমি নিজে। ইচ্ছে হলো ঘুরে বসে আমার পরিচয় দিয়ে আলাপ করি। তবু সে ইচ্ছে আমাকে সংযত করতে হলো। দেখলাম নিগ্রো স্টুয়ার্ড বীয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি সিগারেট ধরাতে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

গ্লাসের গায়ে বোতল ছুঁইয়ে বীয়ার ঢালতে ঢালতে নিগ্রো স্টুয়ার্ড নীচু গলায় বলে,

—কাল বেলা দশটায় খোলাইখানায় আসুন। ঠিক সকাল দশটায়। আমি আসবো। গোমেজ সেখানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবে গোমেজের।

সাড়ে দশটায় আর একটা গাড়ি আসবে সেখানে। গোমেজ সেই গাড়িতে যাবেন ভেনেজুয়ালার দূতাবাসে। আমি এগারোটা পর্যন্ত ধোলাইখানায় থাকবো। গোমেজ আমার মতই নিগ্রো, তাই কেউ আমায় দৈবাৎ সন্দেহ করে পিছু নিয়ে ভেনেজুয়ালার দূতাবাস পর্যন্ত ধাওয়া করলেও গোমেজকে সন্দেহ করবে না। কারণ আমি ধোলাইখানাতেই থেকে যাব। শুধু গোমেজের সঙ্গে আমার বদল হবে। কাল সকাল দশটায়। আমি দশটাতেই আসবো।

চাপা উত্তেজনায় আমি প্রায় ঘেমে উঠেছিলাম। বীয়ারের পাত্রটি হাতে তুলে নিয়ে দেখি নিগ্রো স্টুয়ার্ড দ্রুত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলেছে। কান থেকে পেন্সিল নামিয়ে নতুন একজোড়া তরুণ-তরুণীর ফরমায়েশ লিখে নিতে ব্যস্ত।

এই স্টুয়ার্ড সত্যিই আমাকে অবাক করেছে। সম্পূর্ণ বিস্মিত করেছে। লোকটির নিখুঁত কাজের ক্ষমতা দেখে অতি সুন্দর ম্যাসাজও যে ইনি করতে জানেন, তাতে এতটুকু আমার সংশয় নেই।

এ ধরনের চরিত্র আমি বইতে পেয়েছি।

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে পানপাত্র শেষ করেছি। স্টুয়ার্ড আর আমার এদিকে ভেড়েনি। দাম নিতে এসে শুধু বলেছে,

—ইয়েস স্যার।

রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয়নি। মনে হচ্ছিলো আমি নিদারুণ এক পরিস্থিতির সামনে চলেছি। গোমেজের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ আধঘণ্টা। পৌঁছতে হবে ঠিক বেলা দশটায়। যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আমি পথে নামি। ধোলাইখানায় যাচ্ছি—তাই দুটো সার্টও নিয়েছিলাম সঙ্গে করে।

আমার নিজেরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। মনে মনে কয়েকটি প্রশ্ন সাজিয়ে রেখেছিলাম। বিশেষ করে বিপ্লবী এই নতুন সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের আসল উৎস আমাকে বিস্তারিত জানতে হবে।

রাফেল স্ট্রীটে আমার ট্যাক্সী যখন বাঁক নিল তখন ঠিক দশটা। ধোলাইখানা চিনে নিয়ে ট্যাক্সী থামাতে আমার পুরো এক মিনিটও লাগেনি।

পাল্লা খুলে ট্যাক্সী থেকে নামতে গিয়ে আচমকা যেন এক আঘাত পেলাম। দেখলাম তেরছা করে একটা খাকী রঙের মিলিশিয়া-ভ্যান অপেক্ষা করছে। ছোট একটা জনতা তৈরি হয়েছে সেটি ঘিরে। একটা থমথমে পরিবেশ।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত। বুঝলাম ধোলাইখানা মিলিশিয়াদের অধিকারে চলে গেছে। গোমেজ বিপদাপন্ন। আমি চক্রান্তের মধ্যে এসে গেছি।

আমি আর বিলম্ব করলাম না। আমি যদি ট্যাক্সী নিয়ে এই মুহূর্তে আবার এইস্থান ত্যাগ করি তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে। চক্রান্তের জাল বিস্তার হবে শুধু, ধোলাইখানায় সার্ট ধুতে দেওয়া দোষের নয়। গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

আমাকে কেউ বাধা দেয়নি। তবু আমি যে-কোনো অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম খাকী পোশাকে একটি তরুণ যুবা টেলিফোনে কথা বলে যাচ্ছে ক্রমাগত। কাউন্টারে কেউ নেই। শো-কেসের পোশাক দেখলাম লণ্ডভণ্ড। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত জামাকাপড়। ঠিক তার পাশেই একটি রক্তাপ্লুত দেহ। চিনলাম। ধোলাইখানার একচক্ষু মালিক। একটা রিভলবার পাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে।

—এ যে খুন!

আমার কাতরোক্তি নিজের কানেই অদ্ভুত শোনালো।

—আপনি এখানে কেন?

আমি আমার হাতের প্যাকেটটা দেখালাম।

—দোকান আজ বন্ধ। অন্য দোকানে যান। এখনই এ জায়গা ত্যাগ করুন।

আমি চলে আসছিলাম। নানা চিন্তায় মাথাটা তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম গোমেজের কথা। নিগ্রো স্টুয়ার্ডের মুখটা বার বার আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলে।

—দাঁড়ান।

দস্তুরমত আদেশ। ঘুরে তাকালাম। ধোলাইখানার ভেতর থেকে একজন এগিয়ে আসছেন। পরণে খাকী পোশাক। কাঁধের সঙ্গে একটা হাল্কা স্টেনগান ঝোলানো।

—ভেতরে আসুন।

ভয় নয় তবে যথেষ্ট অবাক হলাম। পেছনে আর একটি প্রবেশদ্বার ভেতরে ঢোকবার। আমি সেনাটির সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

—আপনি এখানে কেন?

কাগজে জড়ানো সার্ট দুটোর প্যাকেটটির প্রতি আমি পূর্বের মতই সেনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমার আগাপাস্তালা নিরীক্ষণ করে একটানা অনেক প্রশ্ন করে চলে সেনাটি। আমি আমার পরিচয় দিলাম। দেখি চোখের দৃষ্টির

পরিবর্তন হচ্ছে। পেছনেও আর একটা ঘর। সেদিকের দরজা দেখিয়ে সেনা এবার আমাকে ভেতরে ডেকে নিল।

অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। বাইরে থেকে এতটুকু বোঝবার উপায় নেই। ঘরে আরও জনা চারেক মিলিশিয়া—কাঁধের সঙ্গে হাল্‌কা স্টেনগান লটকানো। ঘরের চারদিকে চারজন পাহারায় নিযুক্ত। মাঝখানে দু'টি মানুষকে তারা গ্রেপ্তার করে রেখেছে। একজন গোমেজ, অপর জন আমার পরিচিত মালিশওয়ালা। দুজনেরই চোখে অসম্ভব ভীতি। দুজনকেই প্রায় একই রকম দেখতে।

—আপনি এঁকে চেনেন ?

গোমেজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেনা আমাকে প্রশ্ন করে।

—না।

—এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?

প্রশ্নটি মালিশওয়ালার সম্পর্কে করা তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে আমি উত্তর পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলাম। দেখলাম একই পোশাক দুজনের। একই জুতো। একই স্যুট। একই টাই মানিয়ে পরা। গোমেজের সঙ্গে নিজেকে বদল করবার সমস্ত কিছুরই সুন্দর ব্যবস্থা করেছে মালিশওয়ালা। এতটুকু বিলম্ব করলাম না। চোখেমুখে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বললাম,

—না। দুজনকেই আমি প্রথম দেখছি। আমি এদের চিনি না।

—আপনি মুক্ত। আপনি এখন যেতে পারেন।

ধীর পদক্ষেপে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। লণ্ডভণ্ড পোশাকের মধ্যে একচক্ষু মালিকের রক্তাপ্লুত দেহটি নজরে পড়লো। বাইরে বেরিয়ে আর একবার থমকে দাঁড়াতে হয়। সামরিক বাহিনীতে পূর্ণ দু'টি ভ্যান গোটা চত্তর অধিকার করেছে। মিলিশিয়া ভিড় সামলাতে ব্যস্ত।

বিপজ্জনক বেপরোয়া এক মোটর গাড়ির হাত থেকে যেন আমি অল্পের জন্য রক্ষা পেলাম। ধোলাইখানাতে দু'তিন মিনিট আগে পৌঁছোলেও হয়তো বিপদে পড়তাম। আদালতে গোমেজ ও নিগ্রো স্টুয়ার্ডের সঙ্গে বিদেশী গুপ্তচর আখ্যা কুড়িয়ে আমাকেও হাজির হতে হতো। কিউবা থেকে বহিষ্কারের আদেশ কিছুতেই ঠেকানো যেত না। কুৎসিত এক ষড়যন্ত্রকারীর পরিচয় নিয়ে এদেশ থেকে আমাকে ফিরতে হতো। সংবাদ সংগ্রহের মন নিয়েই আমি বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছি—এ কথা আদৌ কেউ বিশ্বাস করতো না।

আজ বুঝতে পারি গোমেজের গোপন সংবাদ তালাশের লোভে আমি কী

বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের মধ্যে চলে গিয়েছি। ধোলাইখানার চক্রান্ত কত গভীর ও বিস্তৃত, আজকের মত পূর্বে কখন চিন্তাও করিনি সে কথা।

এখানকার ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা যায়—গোমেজ ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে যোগ দেন অপেক্ষাকৃত কিছু দেরিতেই। '২৬শে জুলাই'-এর সংগ্রামে গোমেজকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। অর্থোডক্স পার্টির সঙ্গে তিনি বরাবর যুক্ত ছিলেন। তবে সংগ্রামী চরিত্রের এই মানুষটিকে ফিদেল মর্যাদা দিয়েছিলেন। গোমেজ শেষ পযন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। লা ভিলাতে বাতিস্তার এক সেনাপতির সঙ্গে চক্রান্ত করেছিলেন গোপনে—এই রকম অভি-যোগ প্রমাণসহ বিপ্লবী সরকারের হাতে এসেছে। অনিয়মিত ও স্বেচ্ছা-কৃত বেনামা ভূমি বণ্টনের মাধ্যমে একটি দলীয় চক্র গড়ে তুলেছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে। বিস্তর টাকাপয়সা বিদেশে পাচার করেছেন বলে এখানকার কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন। গোমেজ সম্পর্কে প্রতিবিপ্লবীর অভিযোগ ঠিক নয়—স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিপ্সা ও জনসাধারণের অথ তছরূপের হীন প্রচেষ্টার অপরাধে গোমেজ আজ অভিযুক্ত।

গোমেজ সম্পর্কে আমি দস্তুরমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। অভিযোগগুলিতে যদি কিছু পরিমাণ সত্য থাকে তাহলে গোমেজকে নিঃসন্দেহে একজন বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যা দেওয়া চলে। তবে বিপ্লবী সরকার তাঁদের অভিযোগ আদৌ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন, না সোজা একতরফা বিচারে বিশ বছরের মেয়াদে কারাদণ্ডের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা অন্ধকারে চলে যাবে, সে সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আমি একটু মুষড়ে পড়ি। একটা ভয় ও শঙ্কা মিশ্রিত উৎকণ্ঠা আমি কাটিয়ে উঠতে পারি না। শুধু মনে হয়েছে গোমেজকে কেন্দ্র করেই হয়তো আমার ডাক আসবে। মিলিশিয়া হাভানায় কী ভয়ঙ্কর সজাগ, কী আশ্চর্য রকম সক্রিয় —গোমেজের ব্যাপারটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমার ঘরের উগ্র সেণ্টের গন্ধটার কথা বার বার মনে পড়ে। ধোলাইখানার একচক্ষু মালিকের রক্তে সিঞ্চিত দেহটির কথা ভেবে সারা রাত ঘুম আসে না। নিগ্রো স্টুয়ার্ডের 'ইয়েস স্যার' এখনও কানে বাজে।

নিয়মিত একঘেঁয়ে কাজের মাঝখানে ব্যালকানোর টেলিফোন আমার ভালো লাগলো। কথা দিয়েছি সন্ধ্যের পর তাঁর ওখানে আমি আসছি।

আশ্চর্য এক ধরনের মানুষ ব্যালকানো। দীর্ঘ সংগ্রামী দিনগুলিতে এতটুকু

বিশ্রাম ছিল না। দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করেন। কিন্তু বাইরে তিনি অন্য মানুষ। রাশিয়া সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন বুঝি না। আমেরিকান ডেমোক্রেসী নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনাও তিনি বড় করেন না। ভারত সম্পর্কে বিস্তর জানবার ইচ্ছা। ভারতীয় মেয়েদের সিঁথির সিঁদুর তাঁর ভালো লাগে। রবিঠাকুরের কবিতার স্প্যানিশ অনুবাদ অনর্গল আবৃত্তি করতে পারেন।

ব্যালকানোকে আমার বেশ লাগে। হাভানায় হয়তো এই একটিমাত্র জায়গা যেখানে আমি রাজনীতি খুঁজতে আসি না। আমার সঙ্গে গল্প করে ভদ্রলোক নিতান্তই খুশী হন দেখতে পাই।

সুঠাম দীর্ঘ গড়ন। সুন্দর মুখশ্রী। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী কখনও নয়। সামরিক শিক্ষা চলনে বলনে একটা ক্ষিপ্রতা এনেছে; তবে বিনয়ের অভাব আছে বলে মনে হয় না। গাড়ির গতিবেগ থাকে তীব্র, কোনো সময়ই আমি মদ্যপানের পরিমিতি লঙ্ঘন করতে দেখি না। বিপ্লবের পূর্বে বৈমানিক হিসাবে বহাল ছিলেন সামরিক বিভাগে। সিয়েরার জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করেন। ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে যে বিপ্লবী সেনারা হাভানা প্রবেশ করে, ব্যালকানো সে মিছিলের একটির ছিলেন অধিনায়ক। আজও সামরিক বিমান বহরের সঙ্গেই যুক্ত। সপ্তাহে আটাশ ঘণ্টা আকাশে থাকতে হয়।

তবে ব্যালকানোর এই পরিচয় যথেষ্ট নয়। সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি ভূমি সংস্কার ও কৃষকের জমি বণ্টন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্ম পরিষদের তিনি একজন প্রতিনিধি। ফিদেল কাস্ত্রো, রাউল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার সঙ্গেও তাঁকে এক টেবিলে বসতে হয়। চিনির দরদাম নিয়ে কথাবার্তা চালানোর জন্যে ফিদেল দেশের বাইরেও একে মনোনীত করেছেন। বিমান চালিয়ে সোজা উড়ে গেছেন প্রাগে। সে বৈঠকে তিনি কিউবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

আমি দস্তুরমত বিস্মিত হয়েছি। বলেছি,

—আপনি সামরিক বিভাগের বৈমানিক, ভূমি সংস্কারের আপনি কতটুকু বোঝেন! আর সামরিক বৈমানিক প্রাগের বৈঠকে যে কীভাবে চিনির দরদাম স্থির করেন আমি বুঝে উঠতে পারি না।

ব্যালকানো হেসেছেন। বলেছেন,

—বৈমানিক হিসাবে আমি নাকি আমার সময় নষ্ট করছি—এ দেশের নেতারা তাই বলেন। বিমান বহর থেকে আমাকে অন্যত্র নিযুক্ত করতে চান। ভূমি সংস্কারের কাজে আমি পুরোপুরি নিযুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। চিনির ওপর আমাদের দেশ শুধু নির্ভর করতে পারে না। কারণ, একটিমাত্র ফসলের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। একশো বছর আগে আমাদের প্রিয় নেতা যোশ মার্তি এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, কিন্তু দেশদ্রোহী নেতারা ও বিদেশী বণিকদের চক্রান্তে আমাদের অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হতে বসেছিলো। আমাদের নয়া সরকার এতদিনের প্রচলিত নিয়ম আজ ভেঙে চুরমার করছেন। গোটা দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমার মনে হয়, এই ভূমি সংস্কারের কাজেই আমি অনেক বেশী কাজে লাগবো। অনেক ভেবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

তিন কামরার সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট। বিপ্লবের আগে কোন এক কোটিপতির ভাড়াটে বাড়ি ছিল। প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছুই বাজেয়াপ্ত করেছে আজ সরকার।

আমি পূর্বেই জানান দিয়েছি। কিন্তু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সোফার মধ্যে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন ব্যালকানো। স্ত্রী সিলভিয়ানো বসেছেন মেঝেতে। ব্যালকানোর একটা পা সিলভিয়ানোর কোলের ওপর রাখা। স্বামীর নখ কাটছেন মন দিয়ে। ব্যালকানোর হাতে একটি বই—'আগামী দিনের মায়েদের জানবার কথা'।

অতি সামান্য ঘটনা। তবু দৃশ্যটি আমাকে মুগ্ধ করে। স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত জীবনের এ মনোরম সজীব আলেখ্য এখানে দেখবো আশা করিনি। সাধারণতঃ হাটে বাজারে চলতে ফিরতে নরনারীর ভালবাসায় দৈহিক নৈকট্য-সুখের যে ঝাঁজ দেখে অভ্যস্ত—এখানে সে রক্তিমতা নেই। এ যেন চেঁচিয়ে পড়বার কবিতা নয়। এ দৃশ্য গেভাকালারে তুলতে নেই। এ প্রেমের সুর দূরের নয়—নিকটের।

আমার অপ্রস্তুতের ভাবটা সিলভিয়ানোই কাটিয়ে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে শূন্য সোফায় আমাকে বসতে অনুরোধ করেন।

—আপনি অবিবাহিত—অতএব আপনি একজন আনাড়ী।

সশব্দে হাতের বইটি পাশে রেখে কৃত্রিম অভিযোগের দৃষ্টিতে ব্যালকানো

আমার দিকে তাকালেন।

—আপনি আজ বেশ মেজাজে আছেন দেখছি।

—বেদনাহীন প্রসব সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

সিলভিয়ানো কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করেন,

—ইনি অবিবাহিত, সে কথা ভেবে তুমি কিন্তু কথা বলছো না।

—এতদিন বিবাহ করা উচিত ছিল।

আমি বললাম, অহেতুক বেদনা দেওয়া আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি।

ব্যালকানো এবার হেসে ফেলেন,

—আপনার মতামত আমি মানতে রাজি নই। আমি কিন্তু লেখকের সঙ্গে একমত। গুরুতর সমস্যার আশঙ্কা না থাকলে কোনো মেয়েকেই মা হবার যন্ত্রণা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। মুক্তির আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণাটুকুও প্রতিটি মেয়ের উপরি পাওনা।

সিলভিয়ানো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন—

—বর্তমান গরম আবহাওয়ায় আপনিও উত্তপ্ত। সাংবাদিকতার জীবনে অবসর সামান্যই। আপনি সময় করে আসেন, আমাদের খুব ভাল লাগে। আমার দেওয়া পত্রিকাগুলো আপনার কাজে লাগছে ?

পত্রিকার প্রসঙ্গে আমার অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি কিউবার সাম্প্রতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করছি। সিলভিয়ানোর দেওয়া বিপুল পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ আমার কাজে লাগছে। এককালের বে-আইনী নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট দৈনিক 'হয়' ও 'কার্টা স্মামানিল' ও গুয়েভারার জঙ্গল থেকে প্রকাশিত বিপ্লবী কাগজ 'কিউবা লিব্রে'র প্রতিটি সংখ্যা আর কোনো বিদেশী সাংবাদিকের এতটা সহজলভ্য হয়েছে বলে মনে হয় না।

কাগজপত্তর নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একদিন কোনো পত্রিকার মধ্যে থেকে সশব্দে একটা কিছু মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ে। হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম একটা সোনার আংটি। পাথরের ঝলকানি দেখে মনে হলো হীরে বা মুক্তো বসানো দামী অঙ্গুরি। সযত্নে আমি ব্যাগে ভরে রাখি।

দৈনন্দিন নানা কাজের মধ্যে সামান্য আংটির কথা আমি ভুলে যাই। তারপর ঝিমিয়ে পড়া পরিস্থিতি আবার গরম হয়ে ওঠে। গোমেজ ঘটিত ব্যাপারটা আরও আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। এদিকে আসবার, কোনো যোগাযোগ করবার সুযোগ ঘটেনি। সিলভিয়ানোর কথায় আমার আংটির কথা মনে হলো।

মনিব্যাগ খুলে সেটির সন্ধান করতে করতে বলি,

—অনেক আগেই এটি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার উচিত ছিল। শুধু সময়ের অভাব নয়, ভুলেই গিয়েছিলাম আংটির কথা।

আংটিটি আমি সিলভিয়ানোর হাতে তুলে দিলাম।

পরের মুহূর্তটি কল্পনাতীত। সিলভিয়ানোর চোখে নেমে এলো অত্যাশ্চর্য বিস্ময়। সারা দেহে এক ঝলকানি খেলে গেল। অস্ফুট বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে ঠোঁট থেকে—ব্যালকানো!

আমি দস্তুরমত তাজ্জব বনে যাই। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি যখন দেখি ব্যালকানো আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন,

—এ আপনি পেলেন কোথায়?

বিভ্রান্তি আমার কাটেনি। আংটি আবিষ্কারের সামান্য ঘটনাটি আমি দু'চার কথায় জানালাম। ব্যালকানোর উচ্ছ্বাস কিন্তু থামে না। সিলভিয়ানোর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিশুর মত আংটি দেখারও যেন শেষ নেই।

—আপনাকে আমি কীভাবে আপ্যায়ন করবো আমি বুঝে উঠতে পারি না।

ব্যালকানোর সঙ্গে সিলভিয়ানোর দৃষ্টি বিনিময় হয়। এ এক অসম্ভব পরিবেশ। আমি অপ্রস্তুতের এক শেষ। পকেটে সিগারেট হাতড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

অতি সামান্য জিনিস। পাথর বসানো ঝলমলে এক টুকরো আংটি। কিন্তু ব্যালকানো ও সিলভিয়ানোর জীবনে এই তুচ্ছ অঙ্গুরিটি যে কতটা জায়গা জুড়ে আছে আমি কল্পনাও করতে পারিনি প্রথমে।

অতি সুন্দর পানীয়ে চললো আপ্যায়ন। ব্যালকানোকে আমি ধীর স্বভাবের সংযত চরিত্রের মানুষ জানতাম। আজ তিনি কেমন বেহিসাবী হয়ে পড়েন। ভাবপ্রবণতায় উদ্বেলিত ব্যালকানো নিজের জীবনের অত্যাশ্চর্য কাহিনীর গ্রন্থি উন্মোচন করেন। সামান্য আংটির সূত্র ধরে ব্যালকানো ও সিলভিয়ানোকে আমি নতুন করে চিনলাম।

টেবিলে স্ফটিকের পাত্রাধারে সোনালী দ্রাক্ষার রুধির বিন্দু। হাতে লোভনীয় হাভানা সিগার। ব্যালকানো নিজের কাহিনী বলে চলেন—

লোহার ভারি দরজার ওপর আছড়ে পড়ে ব্যালকানো। শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে চীৎকার করে চলে একটানা—দরজা খোলো। লোকটা মারা

যাচ্ছে, কেউ কী আমার কথা শুনছেন? মারা যাচ্ছে লোকটা।

নিস্তব্ধতার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের বিক্ষেপ, অতি সামান্য বিরতি। পরক্ষণেই গোটা পরিবেশে মৌনতা ভিড় করে আসে।

ব্যালকানো কিন্তু থামে না। আবার চীৎকার। সেলের দরজায় ক্রমাগত আঘাত করে চলে।

কতক্ষণ এভাবে চললো ব্যালকানোর স্মরণে নেই, হঠাৎ কানে এলো আওয়াজ। ভারি জুতোর শব্দ। ব্যালকানো আবার চীৎকার করতে থাকে।

—এই নোংরা কুকুর, এত চেঁচাচ্ছো কেন?

ফিরে তাকায় ব্যালকানো। লোহার গরাদের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে একজন সেনা কুৎসিত সম্ভাষণে প্রশ্ন করে।

—আমার ঘরে একজন লোক মারা যাচ্ছে—শীঘ্র দরজা খোলো। এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার।

সৈনিকের খুব একটা ভাবান্তর হলো না। বললো, মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করবার নেই। তাছাড়া সকালের আগে মৃতদেহ সরানোর লোকও পাওয়া অসম্ভব। খামাখা চীৎকার করবে না। জিব টেনে খুলে নিতে আমাকে বাধ্য কোরো না।

সৈনিক হাঁটতে শুরু করলো।

লোহার গরাদের পাশ থেকে ফিরে এলো ব্যালকানো। মুমূর্ষু লোকটার পাশে হাটু গেড়ে বসে। নিঃশ্বাস পড়ছে অনিয়মিত। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটায় নিদারুণ এক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটা দেখতেও হয়েছে ভয়ঙ্কর। মাঝে মাঝে বিড বিড় করছে আপন মনে। বেহুঁস লোকটার অসংলগ্ন হুঁশিয়ারী—পালাও, পালাও! আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। তারটা যে কোথায় নষ্ট হয়েছে বুঝতে পাচ্ছি না। ওদিক থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না কেন?

স্থির অচঞ্চল স্থাণুর মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে যুবার দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যালকানো। এ সময়ে কাউকে ডাকতেও ভয় করে। অসংলগ্ন প্রলাপ, তবু কথাগুলো মারাত্মক।

—এত গোলমাল কিসের। হল্লা আসছে কেন?

ব্যালকানো লক্ষ্য করে সেনা এখন একজন নয়, দু'জন। লোহার দরজার ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ব্যালকানো এগিয়ে আসে। বলে,

—দরজা খুলুন, আমার ঘরে হয়ত একজন লোক মারা যাচ্ছে। ডাক্তার দেখানো দরকার।

কথার কোনো জবাব না দিয়ে দু'জন সরে গেল। নিষ্ঠুর গরাদের ওপর মাথা রেখে বাইরে তাকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ব্যালকানো।

প্রায় মিনিট পনের পর আবার বাইরে জুতোর আওয়াজ শোনা যায়। এবার বেশ কয়েকজন সেনা। একজন এগিয়ে এসে সেলের ভারী তালা খুলতে থাকে। সর্বশেষে একজন ডাক্তারও এসে হাজির হন।

আহত লোকটাকে নিয়ে পরীক্ষা চলে কিছুক্ষণ। একজন সেনা বলে,

—ডাক্তার, এই জানোয়ারটাকে বাঁচানো দরকার। বিস্তর খবর আমাদের এখনও জানা হয়নি। অন্তত কয়েকদিন লোকটাকে বাঁচাতে হবে।

ডাক্তার পর পর দুটি ইনজেকসন দিলেন। একটি তীব্র ওষুধের গন্ধ সারা সেলে ছড়িয়ে পড়ে।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ান। ব্যালকানোকে প্রশ্ন করেন,

—আপনি একে কী অবস্থায় দেখেন?

—সন্ধ্যের পর সেনারা একে বোধ হয় জেরা করবার জন্যে সেল থেকে নিয়ে যায়। ঘণ্টা চারেক পর তারা মানুষটাকে স্ট্রেচারে করে এনে সেলেব মধ্যে ফেলে দিয়ে যায়। প্রশ্নটি আমাকে না করে সেনাদের জিজ্ঞাসা করুন। উপযুক্ত জবাব একমাত্র তারাই দিতে পারবে।

—থাম।

পেছন থেকে একজন সেনা ধমকে ওঠে। ব্যালকানোর দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীভৎস হাসিতে সারা মুখটা ভরিয়ে তুলে বলে,

—তোমার মত নোংরা কুকুরের সঙ্গে কীভাবে মোকবিলা করতে হয়, তাতে আমি অভ্যস্ত। তোমার জন্যে ভয়াবহ মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

আর অপেক্ষা নয়। ডাক্তার সহ সেনারা সেল থেকে বেরিয়ে গেল। তালা লাগিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখায় তাদের এতটুকু ভুল হলো না।

ক্লান্ত ব্যালকানো মেঝের কম্বলের ওপর বসে পড়ে। নিজের অপরাধের কথা ভাবতেও শিরদাঁড়ার মধ্যে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করে। যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে ব্যালকানোকে সন্দেহ করলেও অপরাধী হিসাবে চালান দেওয়া সম্ভব নয়। হারনেনডেজ, লেজারো, ইভা ও ক্যাপ্টেন গুইতার্ত— কাকে সন্দেহ করবে ব্যালকানো? ওরা কী কেউ ধরা পড়েছে? প্রাণ গেলেও

কী ওদের কেউ সত্য কথা প্রকাশ করবে? ইভা কী ধরা পড়েছে? স্থইস-বোর্ড থেকে লেজারো কী পালাতে পেরেছে?

সম্ভব অসম্ভব নানা সমস্যায় আকীর্ণ ব্যালকানো নিরুপায় ভাবে তছনছ হতে থাকে।

কথা বলতে বলতে ব্যালকানো একটু থামলেন। আমি স্থির। নীরব একটা উত্তেজনায় আমার দেহমন ভারাক্রান্ত।

ব্যালকানো একটু হেসে বলেন,

—আমি লিখতে জানি না, আপনার মত সাংবাদিক আমি নই। কাজ হয়তো করতে পারি, কিন্তু গুছিয়ে বলতে জানি না।

স্মিত হেসে বলি,

—আপনি বলে যান, থামবেন না। আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে।

ব্যালকানো চুরুট ছাইদানে নামিয়ে রেখে শুরু করলেন,

—আমি এখানে একটু পরিষ্কার করে বলতে চাই। আপনার বুঝতে তাতে স্থবিধে হবে। ফিদেল কাস্ত্রো ও গেরিলা বাহিনী তখন সিয়েরার জঙ্গল বেয়ে নীচে নামছে। রাজনৈতিক বিস্ফোরণ শেষ হয়েছে, গোটা কিউবার দিকে দিকে রক্তস্নানের এতটুকু বিরাম নেই। সামরিক দপ্তরও গুপ্তচরে পরিপূর্ণ। তার মধ্যেই আমরা কাজ করে চলেছি। তিনজন বৈমানিক সিয়েরার জঙ্গলে গিয়ে ফিদেল কাস্ত্রোর গেরিলা বাহিনীর ওপর বোমাবর্ষণ করতে অস্বীকার করায় আমাদের বিমান বহরের সচিব সামান্য রকম বিচারের প্রয়োজন বোধ করলেন না। গুলি করে হত্যা করলেন তিন বৈমানিককে।

সেই সন্ধ্যেতেই হোটেল হাভানা-হিল্টনে গোপন বৈঠক ছিল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও বিমান বহরের সহ-সচিব মিলিত হবেন। আমরা কয়েকজন অসাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করি। যথাসময়ে আমরা হাভানা-হিল্টনে মিলিত হই। ব্যালেরিণা ছিল ইভা—গোটা অর্কেস্ট্রা পার্টিতে যাঁরা বাজনা বাজাতেন তাঁদের কয়েকজন ছিলেন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী। হাভানার বুকের ওপর বসে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে বাজনার স্থর তারা কতটা স্থন্দর বাজিয়েছেন জানি না, রাজনৈতিক স্বরলিপি বিপ্লবের শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের হাতে এতটুকু বেতাল হয়নি। বাতিস্তার পুলিশ ও গুপ্তচর পাগলা কুকুরের মত বিপ্লবীদের সন্ধান করছে। তাদের হাতে কোলের শিশুরও রেহাই ছিল না। কিন্তু হাভানা-হিল্টনের বিপ্লবী শিল্পীদের কোনো হদিশই করতে পারেনি পুলিশ। অর্ধ উলঙ্গ

ইভার 'ফ্লোর-শো' মালিকের হাতে হাজারো ডলার তুলে দিয়েছে দিনের শেষে। লোভাতুর সমর-সচিবদের অজস্র করতালি আর প্রশংসা কুড়োয় ইভা—তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। অর্কেস্ট্রা পরিচালকের ছড়িই আমরা লক্ষ্য করেছি সেদিন। সিম্ফনীর সর্বোচ্চ আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে যে আলো নিভে যাবার নির্দেশ ছিল, অজস্র ধারায় গুলি বর্ষণের আদেশ ছিল আমার ওপর; কেউ হয়তো ঘুণাক্ষরেও সে কথা ভাবতে পারেনি।

অন্ধকারের মধ্যেই আমি পালাই। সুর ও সুরার সঙ্গে অসুরের রক্তস্নান আমি লক্ষ্য করিনি। রেডিও প্রচার আমি ঘরে এসে শুনি। আমার লক্ষ্য অন্ধকারেও অব্যর্থ ছিল। একজন বেসামরিক কোটিপতি শয়তানও আমার গুলিতে নিহত হয়েছে শুনলাম।

পরদিন সকালে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে আমি জানতাম। সামান্য সূত্রও আমি পেছনে ফেলে আসিনি। ভেবে দেখলাম একমাত্র বিশ্বাসঘাতক গতরাত্রের ঘটনার সঙ্গে আমাকে জড়াতে পারে। কিন্তু হাজারো চেষ্টা করেও সন্দেহভাজন দেশদ্রোহীকে আমি আবিষ্কার করতে পারিনি।

সশস্ত্র পাহারায় আমাকে ভয়ঙ্কর ঘরে আনা হয়। জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছি।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে আবিষ্কার করি। সেলের মধ্যে আমি একা। একটা শূন্য মগ। মেঝের ওপর খানিকটা শুকনো রুটি। আমার সেলে হতভাগ্য আর একজনকে সেনারা নিয়ে এলো সন্ধ্যেবেলা। অপরিচিত সুন্দর চেহারার এক যুবা। অজস্র ধারায় নাক মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। রুমালটা ভিজে গেছে। তার পরের ঘটনা আমি আপনাকে আগেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। অমানুষিক অত্যাচারে মুমূর্ষু এই যুবাকে নিয়ে সারারাত জেগে রইলাম। রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে অন্য সেলের অসহায় আর্তনাদ ও মর্মস্পর্শী চীৎকার কানে আসছিলো। শান্ত করিডোর মাঝে মাঝে ভারী বুটের আওয়াজে চমকে চমকে উঠছিলো।

পূর্বের কাহিনীতে আবার ফিরে এলেন ব্যালকানো। আবার সেই গুমট কারাগৃহ।

হতভাগ্য যুবাকে সামনে নিয়ে ভয়াবহ রাত্রের অবসান হয়। দিনের আলোতে যুবাকে কিছুটা সুস্থ মনে হয়। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ব্যালকানো

বলে—খুব কষ্ট হচ্ছে?

জবাব একটা এলো। কিন্তু ব্যালকানোর কানে পৌঁছোলো না। অল্পক্ষণ পর দু'জন সেনা ব্যালকানোকে সেল থেকে বার করে নিয়ে গেল।

করিডোর ধরে অনেকটা হাঁটা পথ। দু'পাশে ছোট ছোট অতি ক্ষুদ্র কামরা। অল্প পরিসর প্রায়ান্ধকার কক্ষ। প্রতিটি ঘরই মানুষে পূর্ণ। দূরের বন্দী শিবিরে পাঠানোর আগে সাময়িকভাবে এখানে আনা। গুলি করে যাঁদের হত্যা করা হবে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে মাটির তলায় ভয়াবহ আঙ্গিনায়। উত্তর দিকের ঘরগুলো নারী অপরাধীদের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁরাও ভিন্ন শিবিরে যাবার অপেক্ষা করছেন। নিত্য নতুন মুখ, ছোট-বড় নানা অপরাধের বাছাই চলে এখানে। বাতিস্তার ভয়াবহ গোয়েন্দা দপ্তর আজ চব্বিশ ঘণ্টাই কর্মচঞ্চল।

পূর্বের সেই ঘরে ব্যালকানোকে আনা হয়। এই ঘরেই তিনি আগের দিন জ্ঞান হারিয়েছেন।

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিবেশ। বিরাট একটা সেক্রেটারীয়েট টেবিলকে সামনে রেখে খর্ব, ক্ষীণদেহী এক বৃদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে ব্যালকানোকে নিরীক্ষণ করেন। দানবের পরিবর্তন হয়েছে আজ। একজন নতুন দস্যুকে চেয়ারে দেখা গেল।

পেছনের দেওয়ালে টাঙানো হাভানা শহরের বিরাট মানচিত্র। টেবিলের ওপর অতি আধুনিক বেতার যন্ত্র, গোটা চারেক টেলিফোন। ঢাকনা খোলা টেপ রেকর্ডার ডানদিকে রাখা। তফাতে দাঁড়িয়ে দু'জন সেনা আদেশের অপেক্ষায় আছে।

বৃদ্ধের মুখশ্রীটি অদ্ভুত। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে মসৃণ টাক-মাথাটি চক চক করছে। লুপ্তপ্রায় ভ্রূ-যুগলের তলায় জ্বল জ্বলে চোখদুটোতে কঠোর দৃষ্টি।

—গতকাল আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার হয়েছে—আমি নিতান্তই দুঃখিত। সামরিক বিভাগে আপনি দায়িত্বপূর্ণ কাজে আছেন, আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। সাবান আপনাকে নিশ্চয়ই দেওয়া হয়নি—ওসব আপনি আজ থেকে পাবেন। কাল থেকে নাপিত আপনার সেলে যাবে। আপনার দাড়ি দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে।

ব্যালকানো বুঝতে পারেন টেবিলের উল্টোদিকের নতুন মানুষটি আজ প্রথম থেকেই অন্য নিয়মে জেরা শুরু করেছেন। অভিজ্ঞতা ও বহু বছরের শিক্ষায় বিস্তর কৌশলে ইনি অভ্যস্ত। আপাতদৃশ্য ভদ্রতার মুখোশ সরিয়ে ইনি

আত্মপ্রকাশ করবেন অতর্কিতে। আরও পৈশাচিক ব্যবহারের জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

—আমি সামরিক বিমান বহরের কর্মচারী। সামরিক আদালতে আমার বিচার আমি আশা করি।

একটু চতুর হাসলেন বৃদ্ধ। ছোট্ট করে তাকিয়ে বললেন,

—সামরিক বিভাগে আমাদের রিপোর্ট আমরা পাঠাবো। কিন্তু আমার মনে হয় সামরিক আদালত আপনার জবানবন্দী শোনবার আদৌ চেষ্টা করবে কী? সে আদালতে আমার জানা আছে তিনটি লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে লোকটা গুলি করে হত্যা করে, ষ্টিরাপ্ পাম্পের নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ালের আর মেঝের যে রক্ত ধোয়, দেহ অপসারণের জন্যে টায়ার লাগানো ঠেলা নিয়ে যে লোকটা অপেক্ষায় থাকে—একমাত্র তাদেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আপনি নিতান্তই ভুল করছেন—আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আমার এখানেই প্রশস্ত।

—আত্মপক্ষ সমর্থনে নতুন কিছু আজ আমার বলার নেই। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যে।

—বিমান বাহিনীর মধ্যে একটা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব আপনি গোপনে গোপনে করেছিলেন। বর্তমান সরকার বিরোধী সেনাদল নিয়ে বিদ্রোহী কাস্ত্রো বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করতে চেষ্টা করছিলেন—হাভানা-হিল্টনের শোকাবহ ঘটনা আপনাদেরই জঘন্য হীন ষড়যন্ত্র। আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই আমরা সামনে রাখবো।

—গতকাল এই একই অভিযোগের উত্তর আমি দিয়েছি। আমি বর্তমান সরকারের সমর্থক—কাস্ত্রোর বাহিনীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। হোটেলের বেদনাদায়ক ঘটনা নিশ্চয়ই শোকাবহ—আমরা অমূল্য জীবন হারিয়েছি—কিন্তু সে ঘটনার সঙ্গে আমাকে জড়াতে চেষ্টা করছেন কেন বুঝি না। প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না করে, মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আপনারা সময়ই নষ্ট করছেন। দেশের এই দুর্দিনে আমার মত মানুষকে গ্রেপ্তার করে আমার সহকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমি বুঝি না উপযুক্ত প্রমাণ সামনে রেখে আমাকে সামরিক আদালতে কেন হাজির করা হচ্ছে না।

—মহামান্য বাতিস্তা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে কোন চরম শাস্তি দিতে বারণ করেছেন। আমি স্বীকার করি নিরপরাধ কয়েকজন অফিসারকে মিথ্যা সন্দেহের বশে আমরা হত্যা করেছি—

অন্যায় করেছি। মহামান্য বাতিস্তার এই নির্দেশ হয়তো আপনাকে এখনও কঠিনতর শাস্তি থেকে দূরে রেখেছে। সহযোগী মনোভাব আমাদের দু'জনকেই সাহায্য করবে। আপনি সহজভাবে গোটা ষড়যন্ত্রের চিত্র আমাদের সামনে রাখুন—আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আপনি বয়সে তরুণ—আপনার সামনে উচ্চ পদ, অর্থ ও যশ—এমন কী ভবিষ্যতে দেশের এক নেতা হবার পথ উন্মুক্ত থাকবে। আপনি বলুন এই ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর বিস্তৃত? কারা কারা সামরিক বাহিনীর মধ্যে জঘন্য অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছে? হোটেল-হিল্টনের ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে আপনি কতটুকু ওয়াকিবহাল? এ শুধু আমার প্রশ্ন নয়—প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার নির্দেশ। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কিউবার গণতন্ত্র রক্ষা করবার দায়িত্ব আমার আপনার কম নয়। আপনি নির্ভয়ে আমাকে সব খুলে বলতে পারেন। আপনার নিরাপদ জীবনের দায়িত্ব আমার। আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে রক্ষা করবো।

—আমার মনে হয় আপনি আমার বক্তব্য আদৌ শুনতে চান না।

—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি। বলুন, শুধু আপনার কথা শোনবার জন্যেই আমি এখানে আজ এসেছি। আপনি নির্ভয়ে সব খুলে বলুন। আপনার সঙ্গে আর কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল?

—আমি বিশ্বাস করি নিছক সন্দেহের বশে আমাকে গ্রেপ্তার করা। সামরিক বিভাগের চক্রান্ত সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। আমি আবার বলছি, হোটেল-হিল্টনের ভয়াবহ ঘটনা আমি রেডিওতেই পাই—এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।

—আপনি মিথ্যা বলছেন।

—আমি সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত। মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন—সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রণোদিত কোনো মানুষের খল অভিসন্ধি।

—আপনাকে আমি চতুর মনে করেছিলাম। এখন দেখছি আপনি সাধারণ পাঁচজনের মতই নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছেন। আপনি জেনে রাখুন, প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আপনি হোটেল-হিল্টনে ছিলেন। আপনি, আপনি বিশ্বাসঘাতক, ক্যাপ্টেন মিরেতকে চেনেন। আপনি কাস্ত্রোর হাভানার সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত উৎস জানেন। ধর্মঘটী শ্রমিক নেতাদের গোপন বৈঠকের আড্ডার নিশানারও খোঁজ রাখেন।

—মিথ্যে ! মিথ্যে ! সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র !

—আমি কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি—আপনি নিরাপদ থাকবেন। সরকারকে সাহায্য করুন। শুধু অনুরোধই করতে পারি আপনাকে। আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। আমি নিজে দুটি নিয়মে বিশ্বাসী—কুকুরের মত গুলি করে মারায় অথবা অভিযোগ প্রত্যাহার করে এক টেবিলে বসে কফি খাওয়ায়। আমি আপনাকে বার বার অনুরোধ করবো। দয়া করে এক টেবিলে বসে কফি খাওয়ার আবহাওয়া আপনি তৈরি করুন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

গোয়েন্দা দপ্তরের এই সুযোগ্য অফিসার সত্যি অবাক করে ব্যালকানোকে। ব্যালকানোর বার বার মনে হয়, নিজের কোনো সহকর্মী এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। প্রাণ গেলেও সহকর্মীদের নাম প্রকাশ করতে পারে, এমন কোনো ভীরু স্বভাবের মানুষকে ব্যালকানো খুঁজে পান না। এ গোয়েন্দা সচিব নিঃসন্দেহে একজন উচ্চ শ্রেণীর করিতকর্মা পুরুষ। শুধু ব্যালকানো নয়—হাভানার গুপ্ত বিপ্লবীরাই তার প্রধান লক্ষ্য। বহু লোভ, এমন কী সরাসরি উচ্চপদে নিয়োগপত্রের কাগজও এই গোয়েন্দা সচিব সামনে মেলে ধরতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই। সর্বশেষে চূড়ান্ত নির্যাতন ও ভয়াবহ শাস্তির সুপারিশে এই মানুষটির কলম এতটুকু দ্বিধা করবে না।

লাল ইটের ভারি দেওয়াল ব্যালকানোর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কঠিন দেওয়ালের গায়ে অজস্র গুলির দাগ আরও স্পষ্ট মনে হয়। দশটি মানুষকে পাশাপাশি নিয়মিত ব্যবধান রেখে গুলি করে হত্যা করবার ভয়াবহ দেওয়াল দৃশ্যমান সমস্ত কিছু ঝাপসা করে সামনে এগিয়ে আসে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে ব্যালকানোর।

—ভাবুন। ভেবে ঠিক করুন।

সম্বিত ফিরে আসে ব্যালকানোর। টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করে ব্যাল-কানো আর্তনাদ করে ওঠেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—মিথ্যে ! মিথ্যে !! সবই মিথ্যে !!!

ব্যালকানো সামনে ঝুঁকে পড়েন।

কিছুমাত্র ভাবান্তর হলো না গোয়েন্দা সচিবের। এক টুকরো হেসে সিগার ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পেছন থেকে দু'জন সেনা এগিয়ে এসে ব্যালকানোকে আবার সোজা করে বসিয়ে দেয়। গোয়েন্দা সচিবের সামান্য নির্দেশের তারা শুধু অপেক্ষা করে।

এমন সময় একটা ফোন এলো। ব্যালকানোর দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা সচিব রিসিভার তুলে নেন। কিছু বলবার আগেই অপর প্রান্তের কথায় সচিব চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অসম্ভব উত্তেজিত ও বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলেন—গতরাত্রে? সামরিক দপ্তরের খবর! সরকার সমর্থিত? রেডিওতে শোনা যাচ্ছে?

সশব্দে রিসিভার ছুঁড়ে ফেলে পাশে রাখা রেডিওর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। টেলিফোন সংবাদ লোকটিকে যেন পাগল করে দিয়েছে। রেডিও খুলে দিয়ে মুখে একটানা বলে চলেন,

—অপূর্ব! অপূর্ব!!

রেডিও বলে চলে,

—রেডিও হাভানা। এইমাত্র আমরা সংবাদ পেয়েছি, গতরাত্রে বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর নেতা ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রো এক সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। সিয়েরার জঙ্গল থেকে নেমে এসে মালভূমিতে আখের ক্ষেত জ্বালানোর জন্যে যে বিক্ষিপ্ত গেরিলা বাহিনী নীচে নামে, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রোর দেহ নিয়ে আজ আমাদের সামরিক বাহিনী উপক্রুত এলাকা থেকে ওরিয়েন্টির পথে যাত্রা করেছে। খবরে আরও প্রকাশ, গতরাত্রের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে অবর্ণনীয়। জীবিত অবস্থায় নেতৃস্থানীয় দু'জন বিপ্লবী ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। হাভানা রেডিও আরও জানতে পেরেছে—আমাদের মহামান্য প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা ঘোষণা করেছেন—ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রোকে পুরোপুরি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক শত্রুর মর্যাদা দেওয়া হবে। তাঁর ধর্মের ওপর পুরোপুরি মর্যাদা দিয়ে সান্টিয়াগোতে তাঁকে কবর দেওয়া হবে বলে জানা যায়। মহামান্য বাতিস্তা দেশবাসীর প্রতি এক আবেদনে জানিয়েছেন—দেশের এই পহেলা নম্বর শত্রু নিধনে জনগণ যেন আত্মতুষ্টির মনোভাব গ্রহণ না করেন। কিউবার এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে, দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দেশবাসীকে আরও কিছুদিন দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। কিউবার গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জনগণকে এই আপতকালীন জরুরী অবস্থায় দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবেই। নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ও বিশেষ করে এই জরুরী পরিস্থিতিকে জনগণ হাসিমুখেই গ্রহণ করবেন বলে মহামান্য বাতিস্তা আশা করেন। সিয়েরার জঙ্গলে যে সমস্ত বিদ্রোহী তরুণ এখনও পালিয়ে আছেন, তাঁরা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করলে সরকার তাঁদের খোলা মনে গ্রহণ করবেন বলে মহামান্য বাতিস্তা আজ

ঘোষণা করেছেন। আজ সকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে মহামান্য বাতিস্তা বলেন, আমাদের মহান সেনাবাহিনীর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অকাতরে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করছেন, ওষুধ ও রক্তের প্লাজমা প্রেরণ করছেন তার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মহামান্য বাতিস্তা শান্তির দূত আখ্যা দিয়ে বলেন—এই অকুণ্ঠ দান কিউবা কোনো দিনই ভুলতে পারবে না। এ শুধু কিউবার নয়, গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখার সম্পদ। কিউবায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত যে পরিশ্রম ও সক্রিয় সহযোগিতা করে চলেছেন, মহামান্য বাতিস্তা জনগণের তরফ থেকে তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অস্ত্রোপচারের পূর্বে তীব্র ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধে রোগী যেমন বিবশ হয়ে যায়, রেডিওর ঘোষণা ব্যালকানোর সমস্ত শক্তিকে অনেকটা সেই নিয়মে অবশ করে ফেলে।

হঠাৎ রেডিও বন্ধ করে অধিনায়ক ব্যালকানোর দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলেন,

—আপনি ও রকম হয়ে গেলেন কেন? গুলি খাওয়া কুকুরের মত কাতর হয়ে পড়লেন কেন? ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার ঘোষণা শুনে আপনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন কেন? বলুন! কথা বলুন!! জবাব দিন!!!

অতর্কিতে পর পর তিনটি প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতের জন্যে ব্যালকানো এতটুকু প্রস্তুত ছিলো না। অপেক্ষারত সেনারা হয়তো নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। নেকড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে চেয়ার থেকে তুলে নিল ব্যালকানোকে। মুক্ত হাত দুটি শৃঙ্খলিত হলো মুহূর্তে। তারপর চললো আঘাত। নির্দয় পাশবিক অত্যাচার।

—ওকে চেয়ারে পৌঁছে দাও।

অধিনায়কের কণ্ঠস্বরেও পরিবর্তন হয়েছে। ব্যালকানোকে আবার চেয়ারে ফিরিয়ে আনা হলো।

—আপনি বলুন, এখনও আমি আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত।

নাকের রক্ত রুমালে মুছে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটি তুলে ব্যালকানো বলে,

—নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষের ওপর আপনি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি।

—আপনার বিপ্লবী সংগ্রামের পরিচয় আমি শুধু জানতে চাই। বিশ্বাস-ঘাতকতার চক্রান্ত আপনি প্রকাশ করে এখনও আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন।

—গতকাল এই ঘরে, এইভাবেই অন্য একজন আমাকে আপনার মত অযথা প্রশ্ন করেছেন। তীব্র অত্যাচার চালিয়েছেন। অজ্ঞান অবস্থায় আমি এ ঘর ত্যাগ করেছিলাম। আমি ভীরু নই—আমাকে আপনি গুলি করে হত্যা করুন।

—জবানবন্দী দিতে আপনি নারাজ। কিন্তু আপনার যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে আমার নিজের কোনো সংশয় নেই। ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার সংবাদ দেখলাম আপনাকে রিক্ত করলো। তবু আপনাকে আমি সময় দেবো। অপরাধ আপনার ভয়াবহ—শাস্তিও চূড়ান্ত। আপনি এখন আসতে পারেন।

চোখের ইশারায় দুটি সেনা ব্যালকানোকে তুলে নিল। আবার সেই পূর্বের সেল। বদ্ধ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ।

নিজের জীবনের ভয়ঙ্কর কাহিনীতে ফিরে গিয়েছিলেন ব্যালকানো। আমি নিষ্পলক নেত্রে যথেষ্ট উত্তেজনা নিয়ে সে আখ্যানে ডুবে গিয়েছিলাম। ব্যালকানো একটু থামলেন। এক টুকরো মৃদু হেসে বলেন,

—কেমন লাগছে আপনার ?

—আমি যেন শক্তিমান লেখকের গল্প শুনছি। আপনি আজ আমার সামনে বসে এ কাহিনী বর্ণনা করছেন, তবু আপনার নিরাপত্তার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছি মাঝে মাঝে।

—এ শুধু আমার নিজের জীবনের কাহিনী নয়—হাভানায় হয়তো সে সময় সমস্ত যুবকদেরই কম বেশী এই বীভৎস অত্যাচারের সামনে পড়তে হয়েছে।

—আপনি থামবেন না, বলে যান।

নিজের কথায় আবার ফিরে চলেন ব্যালকানো।

—গোয়েন্দা অধিনায়কের খাস কামরা থেকে আমাকে এবার অন্য পথে আনা হলো। করিডোর অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হলো আমাকে। সন্দেহভাজন বহু মানুষকে গোয়েন্দা দপ্তরে আনা হয়েছে। শুধু তরুণ-তরুণী নয়—অতি বৃদ্ধকেও দেখলাম বাইরে অপেক্ষা করছেন। নীচের আঙ্গিনার পাশ দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ভয়ঙ্কর দেওয়ালের সামনে দিয়েই যেতে হলো। কঠিন পাথুরে ইটের চওড়া দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে অজস্র গুলির দাগ। মৃতদেহ অপসারণের টায়ার লাগানো ঠেলা গাড়িতে একটা মানুষকে তোলা হচ্ছে। চারা গাছে জল দেবার ঢঙে একটা লোক রক্তের দাগ তুলছে আঙ্গিনা থেকে। এক ফাদার বাইবেল হাতে নিয়ে একজন সেনার সঙ্গে হাসতে হাসতে সামনে এগিয়ে চলেছেন। গুলি করে হত্যা

করবার দেওয়াল আমাকে দেখানো ছাড়া নীচে আনবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক পীড়নে আমাকে পর্যুদস্ত করবার কৌশলমাত্র। উল্টোদিকের সিঁড়ি বেয়ে আবার আমাকে সেলে আনা হলো।

পূর্বের সেই ঘর। বদ্ধ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। করিডোরে রেডিও ঘোষণা বার বার একই সংবাদ জানাচ্ছে—

—রেডিও হাভানা। মহামান্য বাতিস্তা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, অবিলম্বেই নির্বাচন শুরু করবেন বলে তিনি স্থির করেছেন। দেশের সাম্প্রতিক গোলযোগ দেশদ্রোহীদের হাত থেকে জনগণকে নিরাপদে রাখবার জন্যে দেশের 'জরুরী অবস্থা' অবশ্য কিছুকাল অব্যাহত থাকবে—তবে য়ুনিভারসিটি ও স্কুল কলেজ যত শীঘ্র চালু করা যায় সরকার সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখছেন। কিউবার দুশমন ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার সংবাদ ও বিপ্লবী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের বিশেষ সংবাদ প্রেস এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ মনোকল্ সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন বলে এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে। আজ সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জরুরী অস্ত্র সাহায্যের আর একটি বিপুল কিস্তি হাভানায় এসে পৌঁছেছে। বিদেশী শিল্প-পতিদের উদ্দেশ্যে সরকারী এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে—বিদেশী মূলধন কিউবায় আজ নিরাপদ নয় বলে এক শ্রেণীর কাগজ ক্রমাগত চীৎকার করছেন—তবে সে সংবাদ আদৌ সমর্থন করা যায় না। মহামান্য বাতিস্তা বলেন, বিদেশী মূলধন কিউবায় পূর্বের মতই নিরাপদ। ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রোর দেহ আজই সান্টিয়াগোতে কবর দেওয়া সম্ভব হবে বলে সামরিক বাহিনীর চীফ-অব-ষ্টাফ ঘোষণা করেছেন।

—মিথ্যে! মিথ্যে!! সবটাই বানানো!!!

ফিরে তাকান ব্যালকানো। সেলের সেই যুবা নিতান্ত উত্তেজিতভাবে উঠে বসতে চেষ্টা করছে। দেহের ওপর পৈশাচিক অত্যাচারে মুখশ্রী মলিন, কিন্তু চোখ দুটিতে আগুনের আলো।

—আপনি ভুলে যাবেন না আপনি বন্দী। অযথা পীড়ন ডেকে আনবেন না। অবস্থা খুবই দুর্যোগপূর্ণ—বিপ্লবী শক্তি আজ পর্যুদস্ত।

—আপনি জার্মানীর ইতিহাস জানেন? ফুয়েরার আর গোয়েবেলস্-এর তৈরি 'রাইখস্টাখ্' পোড়ানোর ঘটনা আপনার জানা থাকা উচিত।

—আপনি ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার সংবাদ বিশ্বাস করেন না?

—একেবারেই না।

—কিউবার প্রেস এ সংবাদ সমর্থন করেছে।

—আপনি মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন। কিউবার প্রেস জনতার নয়—বাতিস্তার।

—কিন্তু এতবড় মিথ্যা কী প্রচার করা সম্ভব? সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করে সংবাদটি সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই।

—গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক নির্দেশ ফিদেল কাস্ত্রো লঙ্ঘন করবেন এ কথা আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন?

অপরিচিত তরুণ যুবা ব্যালকানোকে মুগ্ধ করে। আশ্চর্য যুবার প্রাণশক্তি। অফুরন্ত সজীবতা যেন রুগ্ন দেহের মধ্যে থেকে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। সঙ্কুচিত, চিন্তাগ্রস্ত, রিক্ত ব্যালকানোকে প্রেরণা দেয় এই যুবা।

—ফিদেল কাস্ত্রো আদৌ কোন বিপদের মধ্যে পড়তে পারেন না। মেজর, কম্যাণ্ডার ও গোটা গেরিলা বাহিনী উচ্ছেদ না করলে ফিদেল কাস্ত্রোকে নাগালে পাওয়া অসম্ভব। গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশলের প্রাথমিক অনুশাসন হলো, শুধু শত্রুপক্ষ নয়—গেরিলা বাহিনীর সেনারাও ফিদেলের হদিশ পাবে না। তিনি গোপন স্থানে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। এ আমার অনুমান নয়—বিশ্বাসও নয়, নিতান্তই গেরিলা যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। আপনি মাওসে-তুং পড়েছেন?

—না, আমি পড়িনি।

—এই রেডিও ঘোষণা বরং অন্য পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচার করতে হবে। আপনি জেনে রাখুন, বিপ্লবী ফৌজ আজ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। রণাঙ্গণের ক্রমশঃ বিস্তার দেখে গেরিলা বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। বাতিস্তা দুর্মদ। বিপ্লবী বাহিনীর ক্রমবর্ধমান এই শক্তিতে তিনি আতঙ্কিত। সাধারণ মানুষ ছাপা খবরের কাগজ ও রেডিও বক্তৃতা অবশ্য আশ্চর্যরকম বিশ্বাস করেন, তবু ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার আখ্যান প্রচার করেও বাতিস্তা খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমাদের সরকার আজ দেউলিয়া। মিথ্যে কথা হাজার বার প্রচার করলে নিদারুণ সত্য কাহিনীকেও মিথ্যে করে দেওয়া যায়। তবে এ অপকৌশল আজ অচল, বিশেষ করে সংগ্রামী কিউবার জনসাধারণ গোয়েবেলস্-এর অতি পুরাতন প্রচার কৌশলে বিভ্রান্ত হবে না। অন্ধকার সেলে বন্দী

জীবন যাপন করছি—শুধু ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার ঘোষণা আমাদের বার বার শোনানো হচ্ছে কেন? অসহায় বন্দী—স্বভাবতই অবচেতন মনে একটা হতাশাকে আশ্রয় দেয়—নৈতিক চরিত্র কিনতে না পারলে সে শক্তিকে ভাঙবার চেষ্টা এরা এই ভাবেই করবে। আমার আরও সন্দেহ হয় এই রেডিও ঘোষণা আদৌ হাভানা রেডিও ষ্টেশনের খবর নয়। গোয়েন্দা দপ্তরের তৈরি খবর টেপ রেকর্ডারে তুলে রেডিও স্পীকারের সাহায্যে এই সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে, শুধু আমাদের মত অসহায় বন্দীদের মনোবল চুরমার করবার জন্যে।

—আপনার সুন্দর কথা আমার খুব ভালো লাগলো। আপনার যুক্তি বাস্তবধর্মী। আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার মনে অনেক সাহস দিল। আমি এ্যাণ্টোনিও ব্যালকানো—সামরিক বিমান বহরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে।

—আপনি সামরিক বিভাগের বৈমানিক, সেই কারণেই হয়তো এখনও আমার হাল আপনার হয়নি। আমার নাম এ্যালবার্টো। ঐ নামেই এখানে আমি ধরা পড়েছি।

—আপনার বিরুদ্ধে এরা কী অভিযোগ এনেছে?

—রাজদ্রোহিতা।

—সঠিক অভিযোগটা কী?

—সিয়েরা মায়েস্ত্রা পাহাড়ের বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে হাভানার টেলিফোন সংযোগ আমার জানা আছে বলে গোয়েন্দা দপ্তর সন্দেহ করছে।

—সরাসরি টেলিফোন সংযোগ সিয়েরার সঙ্গে তো নেই—হাভানা থেকে বেয়ামো হয়ে ওটা জঙ্গলে গেছে।

—কথাবার্তা শুনে মনে হয় আমাকে শুধু সন্দেহের বশেই গ্রেপ্তার করেছে। কোনো প্রমাণ এদের হাতে নেই।

—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও ওরা প্রমাণ করতে পারেনি। আমাকেও ওরা সন্দেহ করছে।

—আপনি হয়তো মুক্ত হবেন।

—কিন্তু অভিযোগ ভয়ঙ্কর।

—আপনি যদি মুক্ত হন তবে কোনো দূতাবাসে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবেন না। বাতিস্তা সরকার এখন আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করছে। পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। মুক্ত হলেও ছায়ার

মত গোয়েন্দা আপনার পিছু নেবে। আমি ভাবছি দেশ ছেড়েই পালাবো। আপনি কী আপনার মিথ্যে পাশপোর্ট গোয়েন্দার চোখ থেকে বাঁচাতে পারেননি ?

—পাশপোর্ট আমার তিনটে, আশা করি সে জাল পাশপোর্ট নিরাপদেই আছে।

—আপনি খুব খোলাখুলি কথা বলছেন। আমার স্ত্রী জানতেন আমি প্রেসিডেন্ট বাতিস্তার একজন সমর্থক। পেশা শুধু এঞ্জিনীয়ারিং। ভালো গাড়ি চড়তে পারি না বলে আমেরিকানদের ওপর রাগ। আমার বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগের খবর তিনি আজও বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না।

—আপনি অসম্ভব সংযমী পুরুষ। কিন্তু স্ত্রীর কাছেও এ গোপনীয়তা কেন ?

—আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনে বিশ্বাসী। স্ত্রীকে আমি ঠকাইনি।

—আপনি খুব বেশী রকম নিয়ম ও অনুশাসন মেনে চলেন।

—আশাকরি ভবিষ্যতে আপনি সতর্ক হবেন। আমার সঠিক নাম নিশ্চয়ই এখন আর জানতে চাইবেন না। নিজের সত্য পরিচয় ও গোপন সংবাদ অতি নিকটের মানুষের কাছে প্রকাশ করেও অহেতুক বিপদের সুযোগ তৈরি করবেন না।

—মাপ করবেন, আমি আপনার পরিচয় জানতে চেয়ে অন্যায় করেছি।

—ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয় বন্ধু। হিংস্র শ্বাপদ ও জল্লাদের মধ্যে আমরা বাস করছি। দেওয়ালের হয়তো কান নেই, কিন্তু অতিশক্তিশালী কোনো লুকানো মাইক্রোফোন এই সেলের কোথাও বসানো নেই, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি না।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত।

—আপনার অনুপস্থিতির সুযোগে একটি শৃগাল এসেছিলো আমার কাছে। জিজ্ঞাসা করছিলো হোটেল হাভানা-হিল্টনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলেছেন কি না। ক্যাপ্টেন মিরেত আপনার সঙ্গে ছিল কি না প্রশ্ন করেছিলো।

—আপনাকে এই সব প্রশ্ন করছিলো ?

—হ্যাঁ, আশ্চর্যরকম সুন্দর ব্যবহারও করে গেল। বললো, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ মোটামুটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুধু কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। তখনই বুঝলাম, শৃগালের লোভ কত গভীরে। অতএব বন্ধু

সাবধান ! এই শৃগালগুলোও মানুষ, এদের ধমনীতে আমার-আপনার মত কিউবান রক্তই প্রবহমান।

—আপনি অনেক গভীরভাবে চিন্তা করেন।

—এরাও অনেক খবর রাখে গভীরের। সিলভিয়ানোর সঙ্গে আপনি বাক্‌দত্ত এ সংবাদ ওদের কাছেও গোপন নয়।

—আপনি সিলভিয়ানোকে জানেন ?

ব্যালকানো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আহত যুবক এক টুকরো ম্লান হেসে বলে,

—ধৈর্য ধরুন বন্ধু। আপনি ভাবপ্রবণতায় পাগল হয়ে ওঠেন।

—সিলভিয়ানো নিরাপদে আছে, না আমাদের মত সেও বিপদাপন্ন ?

—এই মুহূর্তে সে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। যোগাযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। আমার মনে হয় আপনার জবানবন্দীর জন্যে এরা সিলভিয়ানোকেও গ্রেপ্তার করতে পারে। সুতরাং যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি এখন শান্তি পাচ্ছি।

—আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি অসুস্থ, আপনি অনেক কথা বলেছেন। এখন একটু বিশ্রাম করুন।

—আমি এখন অনেক ভালো। তবে ভয় হয় জানোয়ারদের অত্যাচার যদি প্রতিদিন এভাবে চলে, আমি হয়তো সহ্য করতে পারবো না। মৃত্যুই আমাকে বেছে নিতে হবে। ওদেব গুলিতে মরবার আগেই আমি বিষ খাবো।

—আপনি আত্মহত্যার কথা বলছেন ?

—আমি আর কোনো উপায় দেখি না। আমার সার্টের কলারে তীব্র বিষ গোপন করা আছে। প্রয়োজন হলে আমি তার ব্যবহার করবো। আপনি একটু সরে বসুন। দুটো জানোয়ার আমাদের দিকে আসছে।

ফিরে তাকান ব্যালকানো। কয়েক বছরের সামরিক জীবনে বন্দুক ও সেনাবাহিনী দেখেছেন বিস্তর। কিন্তু আজ সামান্য বুটের আওয়াজ সারা দেহে ও মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। অজানিত এক ভীতি এসে ভিড় করে।

দু'জন সেনা সেলে এলো। এবার এ্যালবার্টো ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

—আমি হাঁটতে পারবো না। মাথার যন্ত্রণা আমাকে পাগল করে দেবে। একজন সেনা রসিকতা করে,

—বেশতো গল্প চলছিলো ফিস্‌ফিস্‌ করে।

পরমুহূর্তেই সেনা ছুটি এ্যালবার্টোকে তুলে নেয়। খুঁড়িয়ে হাঁটছে এ্যালবার্টো। একবার ব্যালকানোর দিকে ফিরে তাকায় কাতর চোখে।

মনে হলো রক্তলোভী ছুটো জানোয়ার একটা সুন্দর দেহকে ছেঁড়াছেঁড়ি করবার জন্যে নিরালায় টেনে নিয়ে চলেছে।

পুরোপুরি বিরতি চললো তার পরের দু-দিন। জেরা করবার জন্যে একবারও ডাক এলো না ব্যালকানোর। সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে করিডোরে ভারী জুতোর আওয়াজ বা অন্য কোন সেল থেকে হতভাগ্য কোনো বন্দীর আর্তনাদ শুধু কানে আসে। ব্যালকানো সেলে একা। এ্যালবার্টো আর ফিরে আসেনি। হতভাগ্য এ্যালবার্টোর যে ভয়ঙ্কর শাস্তি হয়েছে তাতে আর সংশয় থাকে না। শুধু মনে হয় গুলির আঘাত কী সে এড়াতে পেরেছে? সার্টের কলারে লুকানো তীব্র বিষ এ্যালবার্টোর কি আদৌ ব্যবহারের সুযোগ মিলেছে?

পৃথিবীর সমস্ত খবর এ ঘরে নিষিদ্ধ। অনেক ভেবে বহু চিন্তার পর ব্যালকানো এ্যালবার্টোর কথাগুলো বিশ্বাস করে। ফিদেল কাস্ত্রো নিহত হতে পারে না। বিদ্রোহী শক্তির বিস্তার ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় গেরিলা বাহিনী আজ অমিত শক্তির অধিকারী। দেশের মানুষের মনোবল নষ্ট করবার ও বিভ্রান্তির জন্যেই আজ বাতিস্তা সরকার এই অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছে তাতে আর সংশয় থাকে না।

গত দু-দিনই গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার করেছে। সাবান ও সিগারেট তাঁর সেলে পৌঁছে দিয়েছে। রুটির সঙ্গে মাংসের ঝোল তিনি আশাই করতে পারেননি।

নানা কথা ও এলোমেলো চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে সিলভিয়ানো। সিলভিয়ানো কী এখনও হাভানায় আছে? না সে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আত্মগোপন করেছে? ব্যালকানোর সূত্র ধরে সিলভিয়ানোকেও আজ কারাগারের কোনো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত করা হয়েছে কিনা কে জানে!

ভাবনা আর ভাবনা। নিষ্ফল দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। চূড়ান্ত আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই অন্ধকারের মধ্যে আগামী দিনের এতটুকু ক্ষীণ আলোর আভাসও লক্ষ্য করা যায় না।

ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ-মন। কম্বলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ব্যালকানো। চোখের ওপর একটার পর একটা দৃশ্যপট কিছুমাত্র যোগসূত্র না রেখে সামনে

সাবধান! এই শৃগালগুলোও মানুষ, এদের ধমনীতে আমার-আপনার মত কিউবান রক্তই প্রবহমান।

—আপনি অনেক গভীরভাবে চিন্তা করেন।

—এরাও অনেক খবর রাখে গভীরের। সিলভিয়ানোর সঙ্গে আপনি বাক্‌দত্ত এ সংবাদ ওদের কাছেও গোপন নয়।

—আপনি সিলভিয়ানোকে জানেন?

ব্যালকানো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আহত যুবক এক টুক্‌রো ম্লান হেসে বলে,

—ধৈর্য ধরুন বন্ধু। আপনি ভাবপ্রবণতায় পাগল হয়ে ওঠেন।

—সিলভিয়ানো নিরাপদে আছে, না আমাদের মত সেও বিপদাপন্ন?

—এই মুহূর্তে সে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। যোগাযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। আমার মনে হয় আপনার জবানবন্দীর জন্যে এরা সিলভিয়ানোকেও গ্রেপ্তার করতে পারে। সুতরাং যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি এখন শান্তি পাচ্ছি।

—আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি অসুস্থ, আপনি অনেক কথা বলেছেন। এখন একটু বিশ্রাম করুন।

—আমি এখন অনেক ভালো। তবে ভয় হয় জানোয়ারদেব অত্যাচার যদি প্রতিদিন এভাবে চলে, আমি হয়তো সহ্য করতে পারবো না। মৃত্যুই আমাকে বেছে নিতে হবে। ওদের গুলিতে মরবার আগেই আমি বিষ খাবো।

—আপনি আত্মহত্যার কথা বলছেন?

—আমি আর কোনো উপায় দেখি না। আমার সার্টের কলারে তীব্র বিষ গোপন করা আছে। প্রয়োজন হলে আমি তার ব্যবহার করবো। আপনি একটু সরে বসুন। দুটো জানোয়ার আমাদের দিকে আসছে।

ফিরে তাকান ব্যালকানো। কয়েক বছরের সামরিক জীবনে বন্দুক ও সেনাবাহিনী দেখেছেন বিস্তর। কিন্তু আজ সামান্য বুটের আওয়াজ সারা দেহে ও মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। অজানিত এক ভীতি এসে ভিড় করে।

দু'জন সেনা সেলে এলো। এবার এ্যালবার্টো ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

—আমি হাঁটতে পারবো না। মাথার যন্ত্রণা আমাকে পাগল করে দেবে। একজন সেনা রসিকতা করে,

—বেশতো গল্প চলছিলো ফিস্‌ফিস্ করে।

পরমুহূর্তেই সেনা দুটি এ্যালবার্টোকে তুলে নেয়। খুঁড়িয়ে হাঁটছে এ্যালবার্টো। একবার ব্যালকানোর দিকে ফিরে তাকায় কাতর চোখে।

মনে হলো রক্তলোভী দুটো জানোয়ার একটা সুন্দর দেহকে ছেঁড়াছেঁড়ি করবার জন্যে নিরালায় টেনে নিয়ে চলেছে।

পুরোপুরি বিরতি চললো তার পরের দু-দিন। জেরা করবার জন্যে একবারও ডাক এলো না ব্যালকানোর। সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে করিডোরে ভারী জুতোর আওয়াজ বা অন্য কোন সেল থেকে হতভাগ্য কোনো বন্দীর আর্তনাদ শুধু কানে আসে। ব্যালকানো সেলে একা। এ্যালবার্টো আর ফিরে আসেনি। হতভাগ্য এ্যালবার্টোর যে ভয়ঙ্কর শাস্তি হয়েছে তাতে আর সংশয় থাকে না। শুধু মনে হয় গুলির আঘাত কী সে এড়াতে পেরেছে? সার্টের কলারে লুকানো তীব্র বিষ এ্যালবার্টোর কি আদৌ ব্যবহারের সুযোগ মিলেছে?

পৃথিবীর সমস্ত খবর এ ঘরে নিষিদ্ধ। অনেক ভেবে বহু চিন্তার পর ব্যালকানো এ্যালবার্টোর কথাগুলো বিশ্বাস করে। ফিদেল কাস্ত্রো নিহত হতে পারে না। বিদ্রোহী শক্তির বিস্তার ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় গেরিলা বাহিনী আজ অমিত শক্তির অধিকারী। দেশের মানুষের মনোবল নষ্ট করবার ও বিভ্রান্তির জন্যেই আজ বাতিস্তা সরকার এই অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছে তাতে আর সংশয় থাকে না।

গত দু-দিনই গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার করেছে। সাবান ও সিগারেট তাঁর সেলে পৌঁছে দিয়েছে। রুটির সঙ্গে মাংসের ঝোল তিনি আশাই করতে পারেননি।

নানা কথা ও এলোমেলো চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে সিলভিয়ানো। সিলভিয়ানো কী এখনও হাভানায় আছে? না সে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আত্মগোপন করেছে? ব্যালকানোর সূত্র ধরে সিলভিয়ানোকেও আজ কারাগারের কোনো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত করা হয়েছে কিনা কে জানে!

ভাবনা আর ভাবনা। নিষ্ফল দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। চূড়ান্ত আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই অন্ধকারের মধ্যে আগামী দিনের এতটুকু ক্ষীণ আলোর আভাসও লক্ষ্য করা যায় না।

ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ-মন। কম্বলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ব্যালকানো। চোখের ওপর একটার পর একটা দৃশ্যপট কিছুমাত্র যোগসূত্র না রেখে সামনে

দুলতে থাকে—

নিয়মিত ব্যবধান রেখে গুলি করে হত্যা করবার ভয়ঙ্কর দেওয়ালের সামনে রক্তাপ্লুত অবস্থায় এ্যালবার্টোকে দেখা গেল। এলো হোটেল হাভানা-হিল্টন। স্বরলিপি অনুসরণ করে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করে ব্যালকানো অন্ধকারে পালাচ্ছেন। তার পরের দৃশ্যেই সিলভিয়ানো। ব্যালকানোর দেওয়া আংটিটি হাতে নিয়ে খুসিতে ঝলমল করছে। ম্যাটেনজ্যাজের হোটেলে পাম গাছের পাশে তারা দু'জনে মুখোমুখি বসে আছে।

—আপনি চমকে উঠলেন কেন? আপনি কাতোরোক্তি করলেন কেন? ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার সংবাদ আপনাকে রিক্ত করলো কেন? বলুন, কথা বলুন, জবাব দিন।

অতর্কিতে পরপর তিনটি প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে ব্যালকানোর স্বপ্নের যোগসূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘামে জামা সম্পূর্ণ ভিজে উঠেছে। কম্বলটাও আশ্চর্যরকম গরম মনে হয়।

চোখমেলে দেখেন সামনে দুই সেনা। সেলের লোহার দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ব্যালকানো বুঝতে পারেন ভয়ঙ্কর ঘরে আসার তাঁর ডাক এসেছে। বর্ণনাতীত নিগ্রহ চলবে আজ সন্ধ্যে থেকেই।

পরিচিত কায়দায়, অভ্যস্ত পথ ধরে, পূর্বের সেই ভীতিপ্রদ ঘরে আনা হলো ব্যালকানোকে। সেই ভয়ঙ্কর লোকটি চেয়ারে নেই। দু'জন সেনা ব্যালকানোর অপেক্ষায় ছিল। কোন রকম প্রশ্ন না করে, জিজ্ঞাসাবাদের ধার কাছ দিয়ে না গিয়ে, একজন ছাপানো শক্ত কাগজের তালিকা পূরণ করে চলে। অপরজন অসম্ভব ক্ষিপ্রতা নিয়ে ব্যালকানোর দু-হাতের আঙুলের ছাপ তাতে সংগ্রহ করে চলেছে। তারপর ঘরের একপাশে নিয়ে ভারী কালো পর্দার সামনে একাধিক ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়। হাভানায় পরিচিত দশটি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নাম ঠিকানা ব্যালকানোকে নিজ হাতে লিখে দিতে হলো।

গোয়েন্দা সচিব এলেন ঠিক তার পরক্ষণেই। আসন গ্রহণ করে, কিছুমাত্র ভূমিকা না করে, একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন,

—আমাদের গোপন সংবাদে কিছু ভুল ছিল। সেই ভ্রান্তি আমাদের গোলমালে ফেলেছে। আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি নিতান্তই দুঃখিত।

নিদারুণ এক উত্তেজনার প্রবাহ ব্যালকানোর সারা দেহে বয়ে যায়। সমস্ত

শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা সচিবের কথাগুলো যেন বিশ্বাস হয় না।

—আপনাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি এখন মুক্ত। বিমান বাহিনীর আদেশও আপনি পাবেন। আপনার মতো গুণী ও দায়িত্বশীল সামরিক কর্মচারী আবার সফল জীবনে ফিরে যাবেন, তার জন্যে আমি গর্বিত।

নেভা চুরুট কামড়াতে থাকেন গোয়েন্দা সচিব। পরক্ষণে টেবিলের টানা থেকে একটা সামরিক বিভাগের ফাইল টেনে নেন। একখানি কাগজ খুলে ব্যালকানোর চোখের ওপর মেলে ধরলেন তারপর। ঠিক চিঠি নয়, বিভাগীয় নির্দেশ—এণ্টোনিও ব্যালকানো সামরিক বৈমানিক, ধ্বংসমূলক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে অভিযুক্ত। বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তের ভিত্তিতে সামরিক বিভাগ উপযুক্ত চার্জ দাখিল করবেন। বর্তমানে পুরো বেতনে পুনরাদেশ পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করা হল। তিনি কোনো সামরিক সংস্থায় প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে সামরিক পুলিশ দপ্তরে দৈনিক তিনি একবার হাজির থাকবেন।

কাগজটি কয়েকবার পাঠ করে ব্যালকানো বলেন,

—আমি সামরিক বৈমানিক, আমাকে বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে চার্জ দেওয়া হবে কেন? সরাসরি সামরিক আদালতের বিচার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হলো কেন? আপনি আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবেন?

—সরকার বিরোধী একটা বিরাট চক্রান্তের মধ্যে আপনি একমাত্র সামরিক ব্যক্তি। তাই বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের আওতায় আপনাকে পড়তে হয়েছে। আমরা চক্রান্তের অপরাধ থেকে আপনাকে যখন বাদ দেব, সামরিক আদালতে আপনার একার বিচার তখনই সম্ভব। অবশ্য এখন জরুরী অবস্থায় সামরিক ও বেসামরিক আইন কিছু বড় একটা নেই—তবু আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলা মেনে চলতেই হবে। আমার বিশ্বাস আমাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে যে সামরিক দপ্তরের চার্জ আপনার বিরুদ্ধে উপস্থিত হবে, তাতেও আপনি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হবেন। আপনাকে মুক্ত বলে ঘোষণা করতে আমার খুব ভালো লাগলো। আমার আরও ভালো লাগছে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেণ্টের আদেশটি স্মরণ করে। যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া চূড়ান্ত শাস্তির আদেশ থেকে বিরত থাকবার জন্যে হুকুম দিয়ে বহু সুন্দর জীবনকে তিনি রক্ষা করেছেন। আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনি মুক্ত।

একজন সেনা গোয়েন্দা সচিবের হাতে এক টুকরো সবুজ কার্ড তুলে দেয়। কার্ডের উল্টোদিকে ব্যালকানোর একটি ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা। কার্ডের ওপর সই করলেন গোয়েন্দা সচিব।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরপর ঘটনা ও অপ্রত্যাশিত মুক্তির স্বাদ ব্যালকানোকে অস্থির করে তোলে। সবুজ কার্ডটি ছাড়পত্র। সেনাদের দেখিয়ে দেখিয়ে সর্বশেষ গেটে কার্ডটি জমা দিয়ে পথে নামতে হয়।

সচিব এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়ে কার্ডটি হাতে তুলে দিয়ে ব্যালকানোর সঙ্গে করমর্দন করেন। ব্যালকানোর বিভ্রান্তি তখনও যেন কাটেনি। সংশয়াকুল দৃষ্টিতে বলেন,

—আপনাকে ধন্যবাদ।

একজন সেনা ব্যালকানোকে অনুসরণ করতে বলে। করিডোর অতিক্রম করে অন্য একটি ঘরে তাঁকে আনা হয়। ব্যালকানো এখানে তাঁর পোশাক পরিবর্তন করলেন। নিজের পোশাকের সঙ্গে ঘড়ি, সিগারেট-কেস, মনিব্যাগ ও সমস্ত কিছুই ফিরে পাওয়া যায়। প্রাপ্তি স্বীকারের সই নিতে এল একটি তরুণী। চতুর হেসে বললো,

—আপনি মুক্ত হলেন। আপনার মঙ্গল কামনা করি।

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

নিদারুণ উত্তেজনা ও প্রবল চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে একটার পর একটা গেট অতিক্রম করে আসেন ব্যালকানো। কঠিন পাহারা। এ বাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। শত সহস্র নিরপরাধ মানুষ অন্ধকারে শাস্তির অপেক্ষায় আছে।

লোকালয়হীন এলাকা। সন্ধ্যাবেলায় অধিক রাত্রির নির্জনতা। আকাশ মেঘলা। দ্রুতধাবমান একখণ্ড মেঘের আড়ালে চাঁদ বিপরীত দিকে ছুটে যাচ্ছে।- আলো-আঁধারীর আড়ালে ভয়ঙ্কর বাড়িটা এক প্রেতপুরীর মত প্রতিভাত হয়। দ্রুতপায়ে ব্যালকানো রাস্তা অতিক্রম করে চলেন। সামনে অনেকটা হাঁটাপথ। ট্যাক্সি মিলবে কিছুটা তফাতে। হাভানা শহর আরও অনেক দূরে।

ব্যালকানো অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলেন। ভেবে ঠিক করেন তিনি হোটেলেই উঠবেন। যথেষ্ট সাবধানতা নিয়ে তাঁর নিজের মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সিলভিয়ানোকে ফোন করবার তীব্র বাসনাও ব্যালকানো সংযত করেন। কেননা, গুপ্ত পুলিশ ও চতুর গোয়েন্দা নিশ্চয়ই

তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে। প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা ও হাভানার বুদ্ধিজীবী গুপ্ত মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করবার নিরাপদ কৌশল খুঁজে বার করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ব্যালকানো পছন্দমত সংবাদপত্র ও কিছু মার্কিন সস্তা কাগজ কিনে নিলেন। সোজা এলেন হোটেলে। পিছু ফিরে দেখেন তাঁকে অনুসরণ করেনি কোন গাড়ি। সন্দেহজনক কোন মানুষ তাঁর পেছনে নেই।

হোটেলটি পছন্দ হয় ব্যালকানোর। কোণের দিকে নিরালা বারান্দার পাশে কামরাটি ভালই লাগলো। বৈমানিকদের হোস্টেলে তাঁর প্রবেশ এখন নিষিদ্ধ। নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরদিন সকালেই কিনবেন বলে ঠিক করলেন।

কথা বলতে বলতে ব্যালকানো একটু থামলেন। শূন্য পাত্রাধার আবার ভরে তুললেন,

—আপনার একঘেঁয়ে মনে হচ্ছে কী ?

—মোটেই নয়।

—আপনি সাংবাদিক, আপনার তাই ভালো লাগছে।

—আপনার কাহিনীর মধ্যে গোটা কিউবার রাজনৈতিক পটভূমি সামনে দেখছি। আর বারবার ভাবছি আপনি কি অসম্ভব পুরুষ।

—বাহাদুরী আমার একার নয়—হাভানায় হাজারো ব্যালকানো তখন আমার মত জীবনে অভ্যস্ত। স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না, পিতা পুত্রকে ভাবে বাতিস্তার চর। গোটা কিউবার জনসাধারণ তখন তৈরি—অবর্ণনীয় অত্যাচার, অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ এই সংগ্রামী চেতনাকে এতটুকু খর্ব করতে পারে না।

—আপনার কাহিনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আজ বলতে হবে।

—সিলভিয়ানোর সম্পর্কে আপনাকে এখন কিছু না বললে কাহিনী শুনতে আপনার অসুবিধে হবে। প্রথম থেকে আমি কাহিনীতে নিজের প্রাধান্য বড় বেশী বিস্তার করেছি।

বলে চলেন ব্যালকানো—

—সিলভিয়ানোর পিতা বোগোতা য়ুনিভারসিটিতে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। রোজাজ পিনিল্লার আমলে কলম্বিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কয়েক বছর হাভানা য়ুনিভারসিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পেটের ক্যান্সার বড় দেরীতে

ধরা পড়ে। আমি আমার মায়ের চিকিৎসার জন্যে বুয়েনস্ আয়ার্সে আসি। সিলভিয়ানোর সঙ্গে আমার রঞ্জনরশ্মির ঘরে পরিচয় হয়। আমার মা সাময়িক সুস্থ হয়ে ওঠেন। সিলভিয়ানোর পিতা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর রোগ চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে—অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

সিলভিয়ানোকে আমার পছন্দ হয়। দেশে ফিরে আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পৌঁছোয়।

ইতিহাসের বিবর্তন, নিগ্রোদের অধিকার ও বাতিস্তার অত্যাচারে লাঞ্ছিত কিউবা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হতো। একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, সিলভিয়ানোকে আমি ভালবাসি। এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল—ফিদেল কাস্ত্রোর ২৬শে জুলাই মনকাডা দুর্গ আক্রমণ কিউবার রাজনৈতিক পটভূমিতে এক নবজীবন সৃষ্টি করলো। আমার জন্মদিনে কিউবার দেশপূজ্য জননায়ক যোশ মাতির বই উপহার দিল সিলভিয়ানো। আমরা দু'জনে ম্যাটেনজ্যাজে বেড়াতে গেলাম। তবু আমাকে একথা স্বীকার করতেই হবে সিলভিয়ানোর সক্রিয় রাজনৈতিক চরিত্র তখনও আমার অজ্ঞাত। আমার বেশ মনে পড়ে, এক গোপন বৈঠকে সিলভিয়ানোকে আবিষ্কার করে আমি চমকে উঠি। সেদিন সিলভিয়ানো বৈঠকে তাঁর বক্তব্য ঠিক ঠিক রাখতে পারেনি। শহরে আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বুদ্ধিজীবীদের নৈরাশ্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি পছন্দমত সাজাতে পারিনি, তবু সেদিন আমার কাছে স্মরণীয়। আমাদের মানসিক সংগঠন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার আশ্চর্য সমন্বয় দু'জনকেই অনেক কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে। আমরা পরস্পরকে ভালবাসলাম। আবার গেলাম ম্যাটেনজ্যাজে। ভালবাসার অঙ্গীকারের পটভূমি আপনি মনে মনে কিভাবে সাজিয়েছেন জানি না, তবে আমি যেদিন সিলভিয়ানোর আঙ্গুলে হীরে-বসানো এই আংটিটি পরিয়ে বুকে টেনে নিয়েছিলাম, সেদিন হাভানায় সারাদিন বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণ হয়েছিল। আমি বলেছি—সিলভিয়ানো হাভানায় ছাত্রদের রক্তস্নান চলেছে—আমরা নিরালায় পাম গাছের আড়ালে প্রেম বিনিময় করছি—তুমি আমাকে ভীরু মনে করবে না তো ?

—তোমার পৌরুষ এই আংটির ঝলকানির মত—এ আমার অন্তরের সম্পদ। আমার সংগ্রামী জীবনে তোমার এই উপহার আমাকে নতুন করে প্রেরণা দেবে।

সিলভিয়ানোর সঙ্গে আমার এই সাক্ষাতের পর হোটেল হাভানা-হিল্টনের

ঘটনার মধ্যে মাস তিনেকের ফারাক।

আমি ব্যালকানোর কথায় বাধা দিয়ে বলি,

—যে আংটি আজ আমি সঙ্গে এনেছি, আপনি সেই আংটির কথাই বলছেন ?

একটু মৃদু হেসে ব্যালকানো মাথা নাড়লেন। তারপর একটি চুরুট ধরিয়ে আবার নিজের কাহিনীতে ফিরে এলেন—

—জেল থেকে মুক্ত হয়ে আরামদায়ক হোটেল কামরাতে শান্তি নেই। মনে হয় অদৃশ্য শৃঙ্খল অনুসরণ করেই চলেছে। অফুরন্ত নিরাশার মধ্যে আশার বাণী কাগজেই যেটুকু উদ্ধার করা যায়। ফিদেল কাস্ত্রোর নিহত হবার সংবাদ ওয়াশিংটন অস্বীকার করেছে। গেরিলা বাহিনীতে দলে দলে ছাত্র ও কৃষক যোগদান করছে বলে ফরাসী পত্রিকা 'লাঁ-মদ' দাবী করছে। কিউবার এই গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অত্যাচারী বাতিস্তাকে সাহায্য করে আর একটি নতুন কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করছেন বলে, গ্রেট ব্রিটেনের সংবাদপত্র অভিযোগ করছে। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হাভানায় বসে বাতিস্তার প্রথম উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন বলে, বিভিন্ন দেশের মার্কিন দূতাবাসে ছাত্র মিছিলের বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে।

কিন্তু হাভানার সংবাদপত্র 'এডভান্স' আশ্চযরকম নীরব। 'প্রেণশা-লিব্রে' বাতিস্তাকে খুশী করে চলেছে। বাতিস্তার সেনা গ্রামের পর গ্রাম যখন ছারখার করে চলেছে, কৃষকের সংসার যখন তারা আছড়ে আছড়ে ভাঙছে, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার ও শেষে গুলিবর্ষণ যখন চলছে অব্যাহত—কিউবার 'প্রেণশা-লিব্রে'র সম্পাদক হামবার্টো মেদরানো বাতিস্তার ডিনারে তখন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। 'এলমুন্দো'-র মালিক কোটিপতি আমেদও বার্লেতা পুরোপুরি বাতিস্তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। ওষুধের চোরা-কারবার, টি. ভি.-তে উলঙ্গ নৃত্য ও ক্যাডিলাক গাড়ির সঙ্গে বিবিধ ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ফিদেল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে তাকে লড়তেই হবে। 'এলমুন্দো'র মুণ্ডপাত করে বাতিস্তাকে হাতে রেখেছেন বিশ্বাসঘাতক বার্লেতা।

পুরো দুটো দিন ব্যালকানোর এইরকম হোটেলেই কাটে। কিন্তু এ জীবন অসহ্য। আজ প্রতিটি মুহূর্ত প্রয়োজনীয়। নিজের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে এ মুক্ত জীবন অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত তিনি মনস্থির করে ফেলেন। অন্তত লেজারোর সঙ্গে তাঁর অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে।

আস্তানা তাঁর জানা। কিন্তু বড় রকমের ঝুঁকি না নিয়ে ব্যালকানো লেজারোর বাড়িতেই যাওয়া স্থির করলেন।

প্রথম থেকেই ব্যালকানো অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন। হোটেলে জানিয়ে গেলেন আধঘণ্টার মধ্যেই আবার হোটেলে ফিরবেন। তাঁর সন্ধানে কোনো ফোন বা কেউ দেখা করতে এলে একথা জানাবার জন্যে অনুরোধ করেন। পরপর কয়েকবার বাস ও দু-বার ট্যাক্সি পাল্টে যেখান থেকে ব্যালকানো হাঁটাপথ ধরেন লেজারোর বাড়ির দূরত্ব সেখান থেকে সামান্যই।

অনেকটা চওড়া ফুটপাত। জায়গা অপেক্ষাকৃত নির্জন। একজন ফিরিওয়ালা হাতে-টানা গাড়ি টেনে সামনে এগিয়ে আসে। পথচারী একজনকেই উল্টোদিকে দেখা গেল। কিন্তু পিছু নেওয়া কোন প্রাণীর অস্তিত্ব ব্যালকানোর নজরে এলো না। একটি সাদা বুইক—ঝলমলে সৌন্দর্য নিয়ে শুধু দ্রুত তাকে পেছন ফেলে গেল।

এ বাড়িতে ব্যালকানো আজ নতুন নয়। বাড়ির সবার সঙ্গেই মোটামুটি পরিচয় আছে। লেজারোর মা বহুদিন ব্যালকানোকে নিজের হাতের রান্না খাইয়েছেন। ঘরদোর পরিষ্কার রাখবার প্রয়োজনে বৃদ্ধা মহিলা দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করেন।

মা দরজা খুলে দিয়েছেন। ব্যালকানো আশা করেছিলেন একটু স্নেহ-স্পর্শ, আন্তরিক সহানুভূতির দু-চার কথা, ঘরে আহ্বান করবেন সুমিষ্ট কণ্ঠে। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা ব্যালকানোকে সম্পূর্ণ নির্বাক করে দিলেন। চোখে-মুখে খুশীর তিলমাত্র আভাস নেই। দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ভীতি। নিদারুণ এক সংশয়ে স্তব্ধ।

—আমি মুক্ত।

ব্যালকানো গুমট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন।

বৃদ্ধা যেন প্রাণহীন। সামান্য কয়েক মুহূর্তের বিরতি। তারপর বৃদ্ধা একরকম আর্তনাদ করে উঠলেন।

—লেজারো!

—লেজারো কোথায়?

বৃদ্ধা নিরুত্তর।

—লেজারো কী ধরা পড়েছে?

ব্যালকানোর প্রশ্নের জবাব এলো না। বৃদ্ধা এবার যেন কিছুটা সম্বিত ফিরে পান। ব্যালকানোকে বলেন,

—তুমি এখানে এসেছো কেন? তুমি মুক্ত হলে কেন? তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছো।

—আপনি কী বলছেন আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

—লেজারোর ধরা পড়া ও তোমার মুক্ত হবার কথাও আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। এখন বুঝতে পারি তুমি জানোয়ার-এর কাছে নিজেকে বিক্রি করেছো। তোমার মতো শয়তান কীভাবে নিরাপদে ঘুরে বেড়ায় আমি ভেবে পাই না। দেশের ছাত্রেরা কী নেই? হাভানায় আজ একজন লেজারো কী জীবিত নেই? তুমি কেন এসেছো এখানে? তোমার মুখটা আজ আমার ঘৃণার উদ্রেক করছে। তুমি যাও।

বৃদ্ধা যেন বিকারগ্রস্থ। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন। ব্যালকানো এই ভয়ঙ্কর অভিযোগের তিলমাত্র সূত্রও খুঁজে পান না।

—আমার বাড়ি আজ শূন্য। কেউ নেই যাকে তুমি ধরিয়ে দিতে পার। তুমি কী জানোয়ারদের সঙ্গে নিয়ে এসেছো?

—আপনি এ সব কী বলছেন আমি একবর্ণও বুঝতে পারছি না। লেজারোর গোটা ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। আপনি ভুল সংবাদ পেয়ে আমাকে দোষী করছেন অন্যায় করে।

—আমি তোমাকে ভয় পাই না। তুমি আমাকে ধরিয়ে দিতে পার। গুলি করে হত্যা করতে পার। আমি আজ ভয় পাই না। হয়তো লেজারোকে জানোয়ারগুলো এখন ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। তুমি যাও। বিশ্বাসঘাতকের মুখ আমাকে অস্থির করে তুলছে।

—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। আমাকে মুক্ত করতে গোয়েন্দা দপ্তর বাধ্য হয়েছে। লেজারোর ধরা পড়বার সঙ্গে আমার মুক্ত হবার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন। সবই মিথ্যা অভিযোগ।

—তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি—সুন্দর যুক্তি। তবে তুমি কী বলতে চাও আজ হাভানার প্রতিটি বাড়িতে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার, রাস্তায় রাস্তায় গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের যে লটকে রেখে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে? হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ বন্দী শিবিরে চলেছে এ সব মিথ্যে কথা? বল, জবাব দাও, জানোয়ারদের অত্যাচার কী অপরাধ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? আমি জানি তোমার কোনো উত্তর

নেই। বিশ্বাসঘাতক আজ তুমি তোমার ভাষা হারিয়েছো। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তাই তুমি আজ মুক্ত—তোমার আশ্চর্য যুক্তি। ভীরু, কাপুরুষ, তুমি নিজেকে আজ বিক্রি করেছো। হাভানার অনেকে আজ তোমার জন্যেই বিপদাপন্ন। কিন্তু ব্যালকানো, তুমি জেনে রাখো, হাজারো লেজারো আজ হাভানায় আছে। জানোয়ারদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে তুমি মুক্ত হয়েছ। কিন্তু দেশের তরুণদের কাছ থেকে তোমার মুক্তি নেই।

—মিথ্যে! মিথ্যে!! মিথ্যে!!!

ব্যালকানো বৃদ্ধার কথার মাঝখানে একরকম আর্তনাদ করে ওঠেন।

—তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো কথা বলতে রাজি নই। তুমি যাও। বহু জননীর নিঃশ্বাস তোমার পিছু নেবে। নির্মম শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। জননীদের অশ্রু কখনও বৃথা যাবে না।

ব্যালকানো আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। একরকম ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মাতালের মত টলতে টলতে পথে নেমে এলেন তারপর। শুধু মনে হলো নিশ্চয়ই এ অভিযোগ বৃদ্ধার শুধু একার নয়। একটা গভীর চক্রান্ত পিছনে কাজ করছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সামনের পথে মনে হয় শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। পেছনে তাকাতেও ভয় করে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। বার-বার মনে হয় এ শুধু বৃদ্ধার কথা নয়। নিজের দলের সবার কাছেই হয়তো সে এই একই নিষ্ঠুর অভিযোগে অভিযুক্ত।

ব্যালকানো যুক্তি হাতড়ে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসেন। একমাত্র সিলভিয়ানো ছাড়া এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাঁকে সঠিক কেউ কিছু বলতে পারবে না। অন্য কোন স্থান নিরাপদও নয়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যালকানো নিদারুণ মানসিক অস্থিরতা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু মন শাসনে এলো না। গভীর ষড়যন্ত্রে আকীর্ণ নিষ্ঠুর এই পাপচক্র থেকে যেন মুক্তি নেই। যতই ভুলতে চেষ্টা করেন, বৃদ্ধার কথাগুলো আরও বেশী করে কানে বাজে।

সিলভিয়ানোর বাড়ির সামনে ব্যালকানো যখন এসে পৌছোলেন তখন সন্ধ্যে অতিক্রম করেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক তরুণ যুবা ব্যালকানোকে অভিবাদন করলো দরজা খুলে। নির্জন ঘরে ব্যালকানো একাকী সিল-ভিয়ানোর অপেক্ষা করেন। নিদারুণ প্রতীক্ষা। নানা কথা ও বিস্তর সমস্যায় ঘামতে থাকেন ব্যালকানো।

চমকে ওঠা নয়, অনেকটা যেন দম ফুরোনো খেলনার মত ঘরে ঢুকে স্থির হয়ে গেল সিলভিয়ানো। মনে হলো, এখানে এ সময়ে সে ব্যালকানোকে আদৌ আশা করেনি। সুন্দর মুখশ্রীতে ক্লান্তির ছাপ। ভাবলেশহীন অচঞ্চল আঁখি।

সিলভিয়ানোর প্রবেশ ব্যালকানোর দৃষ্টি এড়ায় না। স্মিত হেসে ব্যালকানো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসে চাপা সংযত কণ্ঠে বলেন,

—তুমি অবাক হয়েছ?

সিলভিয়ানো নিরুত্তর।

—আমি মুক্ত হয়েছি সিলভিয়ানো।

সিলভিয়ানো নীরব।

—তুমি কী লেজারোর মায়ের মত আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ কর? সিলভিয়ানোর যেন চমক ভাঙ্গে। বলে,

—এ আলোচনা এখানে নয়। আমি চাই না তুমি এখানে এসেছো কেউ জানতে পারুক।

—আমি তছনছ হচ্ছি সিলভিয়ানো—আমার অনেক কথা জানবার আছে। কোথায় যেন একটা বড রকমের গোলমাল হয়েছে। তোমাকে আজ আমার বড দরকার। আমি ক্লান্ত। লেজারোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তুমি তার কোনো খবর জানো?

—আজ সকালে তাকে গুলি করে হত্যা করা হযেছে।

—সিলভিয়ানো!

রিক্ত, বিদীর্ণ কণ্ঠ ব্যালকানোর। পর্দা ধরে, দেওয়াল হাতড়ে তিনি যেন সামনে এগুতে থাকেন। নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারেন না। তালু যেন শুকিয়ে উঠছে। কথার খেই হারিয়ে যায়। সিলভিয়ানোর ভাবলেশহীন চাউনী আরও তছনছ করে দেয়। হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে ব্যালকানো জানতে চান,

—তুমি কী আমাকে সন্দেহ কর?

—আমি তোমাকে পূর্বে বলেছি—কোন আলোচনা এখানে নয়।

—আমি ক্লান্ত সিলভিয়ানো। আমাকে একপাত্র মদ দিতে পার?

অনুরোধের যেন অপেক্ষায় ছিল সিলভিয়ানো। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ব্যালকানো অস্থির। সিলভিয়ানো আরও রহস্যময়।

হঠাৎ কানে বাজে। যান্ত্রিক শব্দ পাশ থেকে ভেসে আসে। কে যেন

টেলিফোন ডায়াল করছে পাশের ঘরে। উত্তেজিত অস্থির ব্যালকানো পর্দা সরিয়ে দেখে—সিলভিয়ানো রিসিভার তুলে কথা বলছে।

একরকম টলতে টলতে ব্যালকানো চেয়ারে ফিরে এলেন।

অল্পক্ষণ পরে একটি সৌখিন পাত্রে খানিকটা পানীয় ব্যালকানোর হাতে তুলে দিল সিলভিয়ানো। উত্তেজিত ব্যালকানো দ্রুত পানীয় শেষ করে সিলভিয়ানোকে বলেন,

—আমি আশাকরি তুমি আমার কথা বুঝবে। সব মিথ্যা। সবই কোনো ষড়যন্ত্রকারীর বানানো। আমি পূর্বের মতই আছি সিলভিয়ানো। কিউবার জন্যে আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। সত্যের জন্যে আত্মবিসর্জনে আমি প্রস্তুত।

সিলভিয়ানোর ব্যালকানোর দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ।

তার পরের মুহূর্ত কল্পনাতীত। নিষ্ঠুর এক আচমকা বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পর্শে ব্যালকানো যেন আছড়ে পড়েন। হাতের মধ্যে পানীয়ের গ্লাসটি দু-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়। দৃষ্টিশক্তির বিভ্রান্তি নয়—ব্যালকানো স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন—সিলভিয়ানোর আঙ্গুলে সেই পরিচিত হীরের আংটিটি নেই।

নিজেকে সংযত করতে সময় লেগেছে। ব্যালকানো ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো টেবিলের এক পাশে নামিয়ে রাখেন। হাতের তালু বেয়ে খোঁচা খাওয়া জায়গা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে মেঝেতে। নিস্তব্ধ ঘরে মৃত্যুর নীরবতা। সিলভিয়ানোর নিষ্পলক স্থির আঁখি। মুখের কোনো অভিব্যক্তি নেই।

হারানো শক্তি ব্যালকানো যেন ফিরে পান। নিজেকে নির্দোষ ও নিরপরাধ প্রতিপন্ন করবার এতটুকু চেষ্টা করেন না আর। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো প্রয়োজনই যেন নেই।

বিদায় নেওয়া নয়। ফিরেও তাকাননি ব্যালকানো। অতিদ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সিলভিয়ানো স্থির। অচঞ্চল আঁখি। সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন।

দ্রুত পায়ে ব্যালকানো পথ অতিক্রম করে চলেন। উত্তর দিকে খানিকটা গেলে মাঝারী রাস্তাটা বড় সড়কে মিশেছে। পিছু ফিরে একবার দেখে নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে ব্যালকানোকে থামতে হয়।

একটা সুরেলা হর্ণ। ডানা মেলা সাদা ঝলমলে সেই পূর্বের বুইক তাঁকে অতিক্রম করে গেল।

ব্যালকানো অন্য এক মানুষ।

দ্বিধাগ্রস্ত সংশয় দোদুল্যমান চিত্তে এক প্রস্তুতি দেখা দেয়। দুশ্চিন্তা অনেকটা

কাটিয়ে ওঠেন। ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি মনে মনে সাজিয়ে চলেন ব্যালকানো। পেছনের শত্রু এখন দু'জন। পুলিশের হাত যদিও এড়ানো সম্ভব কিন্তু একান্ত নিজের মানুষের অব্যর্থ লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুমাত্র সংশয় নেই। আত্মঘাতী করুণ দৃশ্য তার নিজের জীবন দিয়ে রচনা করবার আশঙ্কা সর্বসময়ই উপস্থিত। কাকে ফোন করলো সিলভিয়ানো?

ব্যালকানো সোজা এলেন হোটেল ট্রপিকানায়। মহার্ঘ হোটেল। সেই কারণে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ব্যালকানো ভেবে দেখেন একমাত্র বিপ্লবী এলাকায় পৌঁছে যাওয়া সবদিক দিয়েই নিরাপদ ও যুক্তিপূর্ণ। কিউবা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে হয়তো দৈহিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে, কিন্তু বিপ্লবী দল থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হতে হবে।

বড় ক্ষুধার্ত। কয়েক প্রস্থ আহার অল্পক্ষণেই শেষ করেন। বিক্ষিপ্ত নরনারীতে ঠাসা হোটেলকক্ষ। ওদিকটা নাচের উঠোন। গভীর রাত্রের মজলিসের প্রস্তুতি চলছে সেদিকে। আশ্চর্য এই হোটেল—অফুরন্ত হাসি আর গান। টেবিলে টেবিলে সুন্দর আহার ও পানীয়ের ছড়াছড়ি—ক্ষুধার্ত কিউবার চিহ্ন নেই এখানে!

এমন সময় ব্যালকানো চমকে ওঠেন। অস্ফুট এক বিস্ময়োক্তি করেন। গরম কফির পাত্র হাত থেকে যেন টলে যায়। কাঁচের ঘোরানো দরজা পেরিয়ে এক সুদর্শন যুবাকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়। পামগাছের ছড়ানো পাতার আড়াল থেকে ভাল করে লক্ষ্য করেন ব্যালকানো। টানা টানা চোখ ও খাড়াই নাকটা ভুল হওয়া অসম্ভব।

অনুমান মিথ্যে নয়। কিছুমাত্র ভুল হয়নি ব্যালকানোর। কিন্তু নিতান্তই অবিশ্বাস্য—দস্তুরমত কল্পনাতীত। এই যুবাকে আমরা চিনি। পূর্বেও এর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। নাক-মুখের রক্ত রুমালে মুছতে মুছতে যে দেখা দিয়েছিলো। রাত্রে স্ট্রেচারে বহন করে এনে সেনারা সেলের মধ্যে একেই ফেলে দিয়ে যায়। এই যুবার জন্যেই উৎকণ্ঠিত ব্যালকানো লোহার গরাদের ওপর আছড়ে পড়েছিলেন। চীৎকার করে চলেছিলেন—শুনতে পাচ্ছেন? কেউ শুনছেন? এখানে একজন লোক মারা যাচ্ছে!

ব্যালকানোর লক্ষ্য স্থির। যুবার পরণে সুন্দর পোশাক। টাইটি বেশ মানিয়ে পরা। আয়ত নয়ন, সহজ ভ্রূযুগল—চিনতে এতটুকু অসুবিধে হয় না। কিন্তু রক্তে ভেজা মাথার ব্যাণ্ডেজটির কোনো চিহ্ন নেই। অতি স্বাভাবিক চলন —আঘাতের সামান্য বেদনা নেই। প্রচণ্ড যন্ত্রণার তিলমাত্র আভাস নেই।

অস্ফুট স্বরে ব্যালকানো বিস্ময়োক্তি করেন—এ্যালবার্টো !

এ্যালবার্টো সোজা সামনে এগিয়ে আসে। তারপর ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ডান হাতটা ট্রাউজার্স-এর পকেটে রাখা। দৃঢ়, গর্বিত পদক্ষেপ। এতটুকু পিছু ফিরে দেখা নয়।

ব্যালকানোর দীর্ঘদিনের গুপ্ত রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা। নানা চরিত্রের সম্মুখীন হয়েছেন বহুবার। এ্যালবার্টো জীবিত নেই, কয়েক মুহূর্ত আগেও তাঁর এই রকম ধারণা ছিল। কিন্তু এ্যালবার্টো এত নিরাপদ জীবনে আবার ফিরে এলো কেমন করে ? কপালের ক্ষত কী এত শীঘ্র মিলিয়ে যায় ? এত স্বাভাবিক চলন কী কেউ এত তাড়াতাড়ি ফিবে পায় ?

ব্যালকানোর সংশয় ধীরে ধীরে কেটে যায়। এ্যালবার্টো ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, নিদারুণ দুর্দিনে ব্যালকানো আকাশে বিমান পরিচালনা করেছেন। স্নায়ু তাঁর যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করেছে। অস্ত্রোপচারের ক্ষিপ্রতা নিয়ে ভয়ঙ্কব বিপদের মধ্যেও নিরাপদ নীলাকাশ খুঁজে নিয়েছেন। সেই স্নায়ুতে আসে অসম্ভব নির্ভরতা। অপরিমিত শক্তি ও ক্ষিপ্রবুদ্ধি ব্যালকানোকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেয়।

চেযার ছেড়ে উঠে দাড়ান ব্যালকানো। সামনের সমস্ত পরিকল্পনা মাথায় ঝড়ের গতিতে বয়ে যায়। বাইরে তার প্রকাশ নেই। ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

সাক্ষাতের প্রথম ধাক্কাটা চমকপ্রদ। ব্যালকানো দৃঢ বাহুতে এ্যালবার্টোকে জড়িয়ে ধরেন। অফুরন্ত হৃদয়াবেগ সংযত করে বলেন,

—আমার ধারণা ছিলো আপনি নিহত হয়েছেন।

একটুকরো হেসে এ্যালবার্টো বলে,

—আপনি বসুন। এখানে আমরাই শুধু একা নয়। সাবধানে কথা বলুন। দোতলার ছোট জায়গাটা একরকম জনশূন্য। অপেক্ষাকৃত একটু তফাতে একজোড়া তরুণ-তরুণী সোনালি পানীয় সামনে নিয়ে গভীর প্রেমে নিমগ্ন। এ্যালবার্টোর বীয়ারের মগ তখনও পূর্ণ।

—বীয়াব না মদ খাবেন আপনি ?

—গরম কফি শেষ করে আমি এই আসছি। আমার কিছু প্রয়োজন হবে না।

—আপনি এত সহজে যে মুক্ত হবেন আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—হাভানা বিপজ্জনক। আমি অবিলম্বেই এ শহর ত্যাগ করবো ঠিক করেছি।

—অপেক্ষা করছেন কেন?

—সুযোগের অপেক্ষা করছি। আমার যোগাযোগ মোটামুটি ঠিক হয়েছে। আপনি আমার সঙ্গেও আসতে পারেন।

—কিন্তু হাভানাতে আমার কিছু কাজ বাকি। আমার সাথীদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি। বিশেষ করে আমাদের গোপন আড্ডায় একবার মিলিত না হলে কোন পরিকল্পনা আমি জানিয়ে যেতে পারবো না। বিপ্লবী বাহিনীর শক্তি শহরের আন্দোলনের ওপর কতটা নির্ভর করে সে কথা আপনাকে বোঝাবার দরকার নিশ্চয়ই হবে না।

—আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি যদি ঘণ্টা ছয়েক আপনার সঙ্গে থাকি হয়তো আপনার তাতে সুবিধে হবে। আপনাকে আমি পরিত্যাগ করতে চাই না।

—আপনি সত্যিই আমাকে অবাক করেছেন।

—আমি প্রথমে বেহামা যাব। আমি গোপনে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন করেছি।—বিপ্লবী বাহিনীর যোগাযোগ থেকে আমি বঞ্চিত। সেদিক দিয়ে কাস্ত্রো বাহিনীতে যোগ দেবার পক্ষে আপনি সঙ্গে থাকলে আমার সুবিধে হবে। আমরা রাত্রেই হাভানা ত্যাগ করবো।

—আমার জাল ছাড়পত্রটি আমাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।

ব্যালকানো লক্ষ্য করেন এ্যালবার্টোর ডান হাতটি পকেটের মধ্যে এখনও রাখা। ব্যালকানো আরও বুঝতে পারেন, যে-কোনো মুহূর্তের জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ব্যালকানো আর এ্যালবার্টো একই সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন ঘোরানো পাল্লা সরিয়ে। হোটেলের বাইরে তারপর।

—ঐ যে আমার গাড়ি।

শীতল এক বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যালকানোর সারা শরীরের মধ্যে বয়ে যায়। সেই গাড়ি। ডানামেলা সাদা বুইক—যে গাড়ি আজ সারাদিনে কয়েকবার তাঁকে পথে অতিক্রম করে গেছে। ঝলমলে রাজসিক চেহারা, সুরেলা নিয়মে বাজে।

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করেন ব্যালকানো, এ গাড়ি আপনি পেলেন কোথায়?

—প্রকৃত মালিক আর ইহজগতে নেই। চব্বিশ ঘণ্টা আমরা নিরাপদে ব্যবহার করতে পারি। অবশ্য দূরে কোথাও এ গাড়ি আমরা পরিত্যাগ করবো। হাভানায় আজ এ রকম গাড়ির মালিককে কেউ সন্দেহ করবে না।

নাড়া খেয়ে বিরাট বুইক রাস্তা অতিক্রম করে চলে। ব্যালকানো লক্ষ্য করেন এ্যালবার্টোর ডান হাত তখনও পকেটে রাখা। সামনের একখানা আয়নার ওপর দৃষ্টি তার নিবদ্ধ।

শুধু সন্দেহ নয়—ব্যালকানো এ্যালবার্টো সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে যান। এ্যালবার্টো আর কেউ নয়—বাতিস্তার গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের ক্ষমতাশালী দুর্ধর্ষ একজন শয়তান। মেকী বিপ্লবীর নিখুঁত অভিনয় করে ব্যালকানোকে প্রতারিত করে চলেছে শুধু। নাক-মুখের রক্ত মুছতে মুছতে সেলে আসা থেকে শুরু করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত সবটাই অভিনয়। এ্যালবার্টো বেহামার কাস্ত্রো বাহিনীর গোপন টেলিফোন যোগাযোগ হদিশ করতে চায়। ব্যালকানোর অন্তর জয় করে হাভানার গোপন বিপ্লবী আড্ডার সন্ধান তার লক্ষ্য। লেজারো এ্যালবার্টোর কথাতেই ধরা পড়েছে। হাভানার সমস্ত বিপ্লবীদের হদিশ করবার জন্যেই এ্যালবার্টো তার পিছু নিয়েছে। সেই কারণেই ব্যালকানো আজ মুক্ত।

—কি ভাবছেন? আমরা চলেছি কোথায়?

—আপাতত আমার পাশপোর্টটি সঙ্গে নেব। তারপর সোজা আড্ডায় পৌছবো সেখান থেকে।

—পাশপোর্ট আপনার কোথায়?

—আরও কিছুটা পথ আমাদের যেতে হবে।

নিদারুণ এক উত্তেজনার মুহূর্ত। ব্যালকানো থামলেন। আমার দিকে স্মিত হেসে বললেন, আমি গুছিয়ে বলতে পারি না। আপনার হয়তো ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে।

—আপনি এখানে থামবেন না, বলুন। আমার শুনতে খুব ভাল লাগছে।

ব্যালকানো বললেন, এ্যালবার্টোকে আমি ধরে ফেলেছি অনেক আগেই। সেলের মধ্যে কি সংবাদ দুর্বল মুহূর্তে প্রকাশ করেছি তাই শুধু ভাবতে থাকি। আমার কথার সূত্র ধরে হাভানার অনেককে সে সর্বনাশের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। লেজারোকে গুলি করে হত্যাকরার কথা আমি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারিনি। আমাকে এদের দরকার। তাই আমাকে মুক্ত করা হয়েছে। এ্যালবার্টো এখন শুধু আমাকে অনুসরণ করতে চায়। হাভানার বীর বিপ্লবীদের খুঁজে বার করবার

আমিই একমাত্র তার যোগসূত্র।

আমি পাশপোর্ট পেয়েছি। অনেক ভেবে ওটা আমি সঙ্গে নিলাম। আমি অবাক হলাম, দেখলাম এ্যালবার্টো আমাকে এতটুকু সন্দেহ করছে না। আমি যে তাকে চিনেছি এক মুহূর্তের জন্যেও সে কথা সে চিন্তা করেনি। পাশপোর্ট নিয়ে সোজা সড়ক। ঐ রাস্তাই প্রধান সডকে মিশেছে। হাভানা ঐ পথেই ত্যাগ করা যাবে। ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর একটা হাত। অন্য হাতটিতে পিস্তলটি পকেটে এ্যালবার্টো গোপন করে আছে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি শুধু চিন্তা করে চলেছি। জীবনের অজানিত এক রহস্যময় ঘটনা প্রবাহের আবর্তে আমি সেদিন হারিয়ে গেলাম। শুধু দেখলাম, হাভানার গোপন আড্ডার লোভে এ্যালবার্টোর চতুর বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়েছে।

কতটা পথ এসেছিলেন ব্যালকানোর খেয়াল নেই। নির্জন চওড়া রাস্তায় গাড়ি ছুটে চলে। ব্যালকানো ঠিক করেন কিছুমাত্র জানান না দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঝলকানির মত তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ভয়ঙ্কর এই শয়তানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হবেই।

লোকালয় শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। বড নির্জন। আবছা আবছা আলো। মাঝে মাঝে সামরিক ট্রাক এপাশ-ওপাশ থেকে আলো ফেলে দ্রুত সরে যাচ্ছে। পরিবেশটা পছন্দ হয়। এ্যালবার্টোকে একটা ছোট রাস্তায় বাঁক নিয়ে গাড়িটা রাখতে বলেন।

লোভাতুর এ্যালবার্টো বলে, গুপ্ত আড্ডার পক্ষে আদর্শ জায়গাই বটে।
—চারিদিকে কি বিশ্রী গন্ধ।

কাল্পনিক গুপ্ত আড্ডার লোভ দেখিয়ে ব্যালকানো বলেন, আপনি সঙ্গে আসবেন?

—আমার আপত্তি নেই।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে।

—এখানে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ব্যালকানো কথার মাঝখানে একটু থামেন। আমার দিকে চোখ তুলে বলেন,

—আমি ঠিক ঠিক গুছিয়ে বলতে অক্ষম। এই নাটকীয় চরম মুহূর্ত আপনারা কাগজে হয়তো অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করতে পারেন। রোমহর্ষক ও চিত্তাকর্ষক সে কাহিনী পাঠককে অভিভূত করবে। কিন্তু ঘটনাটি ঘটে চোখের নিমেষে। এ্যালবার্টো গাড়ি রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে

ফিরে তাকালো। আলো-আঁধারীতে আবছা আবছা অস্পষ্ট মুখটা চোখে পড়ে। আমি খুব নির্লিপ্তভাবে সিগারেট কেস বার করি। একটি এ্যালবার্টোর হাতে দিয়ে লাইটার টেনে নি। লাইটারের আগুন এ্যালবার্টোর ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করি। শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে আমি এ্যালবার্টোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। এ্যালবার্টো তখনও তিলমাত্র সন্দেহ করেনি আমাকে। সামান্যরকম প্রত্যাঘাতের সুযোগ সে পায়নি। লাইটার হাত থেকে খসে পড়ে। এ্যালবার্টোর গলাটা তখন আমার দুই থাবার মধ্যে পেছনের সিটের গায়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে। ডান হাতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্রচণ্ড চাপে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এত প্রচণ্ড শক্তি, এত তীব্র গতি আমার কোথা থেকে এল জানি না। আত্মরক্ষার চেষ্টায় এ্যালবার্টো সামনের দিকে পা ছুঁড়তে থাকে, গুলিবিদ্ধ জানোয়ার যেমন নিষ্ফল প্রতিবাদ করে। আমি অতিরিক্ত সময় নিয়ে সজোরে দুই থাবা পূর্বের শক্তিতে চেপে ধরে থাকি। গলা টিপে একটা মানুষকে খুন করলাম, অথচ আমার মানসিক কোনরকম অস্বস্তি হল না। মনে হয় যেন মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়া বেয়াড়া একটা স্ক্রু আমি খুলতে সক্ষম হলাম।

আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। শয়তানটাকে সরিয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে চললাম। বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে এসে একটা নোংরা জঙ্গলা জায়গায় গাড়িটা চালান করে দিলাম। স্থানটি রেলস্টেশনের অন্য পারে। নিয়মিত সড়ক থেকে দূরে—সকালের আগে গাড়িটি আবিষ্কৃত হবার কোনো আশঙ্কা নেই।

ট্রেন ধরে আমি হাভানা শহরে ফিরে আসি। গভীর রাত। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। পাশপোর্ট আমার আছে, কিন্তু অন্য কোনো দেশের ভিসা আমার সঙ্গে নেই। সেই রাত্রেই আমি কিউবা ত্যাগ করি। গভীর রাত্রে হাভানা শহর এই ভাবেই আমি ছেড়ে চলে যাই।

ব্যালকানো আমার দিকে একটু তাকিয়ে হেসে বললেন,

—শুনতে নিশ্চয়ই ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে ?

—একেবারেই নয়।

—অপ্রয়োজনীয় অংশ প্রুফ শীট থেকে আপনারা যেমন কেটে বাদ দেন, আমিও সেই নিয়মে আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করবো।

আমি বাধা দিয়ে বলি, বক্তব্য সংক্ষেপ করবার দরকার দেখি না। আপনার কাহিনী আমাকে অবাক করছে। আপনি বলে যান। অবিশ্বাস্য এই সংগ্রামী

কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ব্যালকানো বললেন, কিউবা থেকে বিমানের গন্তব্যস্থল মিয়ামী। মাঝে সাণ্টো ডমিনগোতে অল্পক্ষণের বিরতি। আমি জানতাম আমি একজন বেওয়ারিশ যাত্রী। কোনো দেশে প্রবেশের অধিকার আমার সঙ্গে নেই। তবু সাণ্টো ডমিনগোতে নামতেই হবে আমাকে। আমার সামনে বিস্তর জেরা ও প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ অপেক্ষায় আছে।

বিমান যখন সাণ্টো ডমিনগো র বিমান বন্দরের ভূমি স্পর্শ করলো তখন গভীর রাত্রি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। তবে ব্যালকানোর দুর্দিনের কাছে বাইরের এই দুর্যোগ সামান্যই। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে ব্যালকানোকে থমকে দাঁড়াতে হয়। লাউড-স্পীকারের ঘোষণা কানে আসে—

—আপনারা লাইনে দাঁড়ান। আমাদের নির্দেশ মেনে চলুন। কেউ এয়ার-পোর্ট থেকে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করবেন না। অনুমতি ও ছাড়পত্র এখান থেকেই দেওয়া হবে। আপনারা শৃঙ্খলা মেনে না চললে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো। কারাকাস থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা যেন এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে অপেক্ষা করেন। যাঁরা বৈদেশিক দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তাঁরা সরাসরি সিকিউরিটি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এয়ারপোর্টের বাইরে বিনা অনুমতিতে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা আশ্রয়-শিবিরের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা শৃঙ্খলা মেনে চলুন।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে ব্যালকানো লক্ষ্য করেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মানুষ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। বৃদ্ধ ও যুবা, নারী আর শিশু কেউ বাদ নেই।

গোটা ব্যাপারটাই বিভ্রান্তিকর। লাউড-স্পীকারের ঘোষণা এতটুকু বোধগম্য হলো না। কয়েক শত যাত্রী দিশেহারা হয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। লাউঞ্জের দিকে ছুটছে বিস্তর মানুষ। শিশুর দুধের বোতল নিয়ে মা চলেছেন উদ্‌ভ্রান্তের মত। রেন-কোটের মধ্যে শিশুপুত্রকে ঢেকে নিয়ে পিতা চলেছেন সঙ্গে। আলো-আঁধারীর মধ্যে ইতস্ততঃ মানুষের আনাগোনা ও ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

গোটা ব্যাপারটা আদৌ পরিষ্কার হয় না ব্যালকানোর কাছে। কাউকে কিছু প্রশ্ন করা থেকে তিনি বিরত রইলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে দীর্ঘ এক লাইনের

পেছনে এসে দাঁড়ান। সহযাত্রীদের কাউকেই লক্ষ্য করা গেল না। এমন সময় সামনের একজন বৃদ্ধকে মন্তব্য করতে শোনা যায়, বেশীর ভাগই কারাকাসের লোক, তাই হয়তো পরিচিত কাউকে দেখছি না। আপনি কোথা থেকে?

কথাটা এড়িয়ে যান ব্যালকানো। বরং উল্টো প্রশ্ন করেন, এই দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে আমাদের সুযোগ আসতে বিস্তর সময় লাগবে। আপনি কি একা?

—হ্যাঁ, আমি একাই। আমার ছেলেমেয়েরা দেশত্যাগ করতে রাজি হলো না। তাছাড়া তাদের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। আমি আসছি লা-গুইরা থেকে। আপনি কোথা থেকে?

—মারাকাইবো।

—মারাকাইবোতে কি বোমাবর্ষণ হয়েছে? লা-গুইরা থেকে অবশ্য প্রচুর লোক পালিয়েছে, কিন্তু মারাকাইবোর উদ্বাস্তু ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা কম।

রহস্য ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হয়। মোটামুটি বুঝতে চেষ্টা করেন ব্যালকানো। ভেনেজুয়ালার অশান্তি তাঁর অজানা নয়, কিন্তু ভয়ঙ্কর কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন তাঁর অজ্ঞাত। কয়েক সপ্তাহ আগে ভেনেজুয়ালার সামরিক বিমান-বহর প্রেসিডেণ্ট পিরেজ জিমিনেজ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে বিদ্রোহ আয়ত্তে আনা হয়, তবে বিমানবহরের বহু বৈমানিক ও কর্মচারী দেশত্যাগ করে কলম্বিয়াতে আশ্রয় নেয়। বিদ্রোহ অবশ্য থামেনি। কারাকাসের অশান্তি হাভানার সংবাদপত্রেই ব্যালকানো পাঠ করেছেন সেদিন। কিন্তু গুরুতর কোন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আশঙ্কা করা যায়নি।

ব্যালকানো সামনের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যান।

—নিরাপদে এখানে এসে পৌছাবো ভাবতে পারিনি।

—হ্যাঁ, জীবন নিয়ে যে আসতে পারবো একদম আশা করিনি। কমিউ-নিস্টরা শ্রমিক ধর্মঘট আহ্বান করে অবস্থাটা একেবারে আয়ত্তের বাইরে নিয়ে গেল। আমি একদম ভাবতেই পারিনি গুরুত্ব কতখানি। তবে বিদ্রোহীরা পিরেজ জিমিনেজ-এর নাগাল পায়নি। তিনি নিরাপদেই দেশত্যাগ করেছেন। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

ব্যালকানো যেন নিতান্ত দুর্দিনেও আশার আলো দেখতে পান। বৃদ্ধের কথায় মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। ভেনেজুয়ালার অত্যাচারী শাসকের পতন

হয়েছে। সামরিক বাহিনী, ছাত্র ও জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শয়তান-চক্র চূর্ণ হয়েছে। বাতিস্তার মতই পিরেজ জিমিনেজ ভেনেজুয়ালার নিপীড়িত মানুষের পহেলা নম্বর শত্রু।

আলোচনায় বাধা পড়ে। দু'জন সেনা লাইনের মানুষ গুনে গুনে পেছনে চলে গেল। বৃদ্ধ এবার নীচু পর্দায় বলেন,—আমি চোখে একটু কম দেখি, আপনি আমাকে ঠিক মত পরিচালিত করলে খুশী হবো।

—আপনার কিন্তু এ লাইন নয়। কারাকাসের যাত্রীদের লাউঞ্জে যাবার নির্দেশ আমি শুনেছি।

বৃদ্ধ ঠোটে আঙ্গুল লাগিয়ে ছোট্ট করে ব্যালকানোর দিকে তাকালেন। একান্ত গোপনীয় সংবাদ পরিবেশন করবার ঢঙে বলেন,—আমি আপনার লোক বলে চালাবো, মানে, আমিও আসছি মারাকাইবো থেকে—এই রকম বলবো। কারাকাসের যাত্রীদের এরা একটু পৃথকভাবে দেখছে। আমি খবর পেয়েছি কারাকাসের অনেক কমিউনিস্ট এই সুযোগে নানা দেশে ছড়িয়ে পডছে। তাই আমি নানা ঝামেলার মধ্যে আর পডতে চাই না। মারাকাইবোতেও আমার ব্যবসা আছে, সুতরাং খুব একটা মিথ্যাচার আমি করছি না।

—কিন্তু পালাতে গেলেন কেন আপনি? ভেনেজুয়ালার ব্যবসা-বাণিজ্য তো নতুন আমলে বন্ধ থাকবে না।

—আমি বিস্তর টাকা নির্বাচনে পিরেজ জিমিনেজের জন্যে খরচা করেছি। শালা শুওরটা কথাটা গোপন করলেই পারতো। এসট্রোডা পামা যেদিন থেকে সে কথা কাগজে প্রকাশ করেছে, সেদিন থেকেই ভয়ে ভয়ে আমি দিন কাটাচ্ছি। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে অবশ্য আমার কোন যোগ নেই। তবু সাময়িক দেশত্যাগই আমাকে বেছে নিতে হলো। কিন্তু আপনি বয়সে তরুণ, আপনি পালালেন কেন?

—আমি পিরেজ জিমিনেজকে সাহায্য করেছিলাম। সামরিক বিমানবহরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ হয়।

—এখন চুপচাপ থাকুন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে ভালোই হলো। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন। এখানে আপনার কোনো গন্তব্যস্থল আছে নাকি?

—আমি পলাতক। আশ্রয়শিবিরে সাময়িকভাবে আমাকে উঠতেই হবে।

—আপনি আমার সঙ্গেও থাকতে পারেন। এখানে আমার কিছু টাকা

খাটে। আমি সম্পূর্ণ রিক্ত নই। আমি আপনাকে সাহায্য করবো—আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই।

সময় অতিবাহিত হয়। দীর্ঘ লাইন সামনে এগিয়ে চলে।

ব্যালকানো বৃদ্ধকে বুঝতে চেষ্টা করেন। আকস্মিক এক রাজনৈতিক ঘূর্ণির জন্যে অনেকের মতই এই লোকটি প্রস্তুত ছিলেন না। দেশ ছেড়েছেন বিপদের ভয়ে। সাময়িক অজ্ঞাতবাসের পর আবার দেশে ফিরে যাবেন। নির্বাচনে অর্থ সাহায্য ছাড়া রাজনীতিতে এই বৃদ্ধের হয়তো কোনো ভূমিকা নেই। রাজনৈতিক পটু পরিবর্তনের মুখে পৃথিবীর সমস্ত পরশ্রমভোজী এই জাতের মানুষদের সাধারণতঃ প্রাণভয়ে পালাতে দেখা যায়।

লাইন ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে। ছাতা আর রেন-কোটের মিছিল। লাউড-স্পীকারের ঘোষণা অব্যাহত চলেছে। বিমান আগমন-নির্গমনের ঘোষণাও চলেছে সেই সঙ্গে। দেশত্যাগী এই আশ্রয়প্রার্থী বেশীর ভাগই বিত্তবান। বৃদ্ধের মতই বিপুল অর্থের মালিক। পোশাকে-আশাকে ও চেহারায় সে ছাপ পুরো-মাত্রায় বিদ্যমান।

ব্যালকানো নিজের কথা ভাবছিলেন। নিজের ভবিষ্যতের ওপর তাঁর আজ এতটুকু হাত নেই। এক-একটা ঘটনা তাঁকে এক অবস্থা থেকে অন্য আবহাওয়ার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। মনে হয় যেন এক প্যারাস্যুট পিঠে নিয়ে মহাশূন্যে ভেসে চলেছেন। এক-একটা ঘটনাকে পেছনে রেখে এক অনির্ণীত ভবিষ্যৎ রচনা করে চলেছেন।

কাউণ্টারের সামনে আসা গেল। লম্বা টেবিলের অপর প্রান্তে দু'জন সামরিক কর্মচারী একঘেঁয়ে প্রশ্ন করায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

—নাম ?

—দমিনগো ভ্যালপারস্।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—মারাকাইবো।

—পেশা ?

—ব্যবসা।

—পাশপোর্ট-ভিসা সঙ্গে আছে ?

—পালিয়ে এসেছি জীবন নিয়ে—ও সব আমার নেই।

—কনসল অফিসের চিঠি আছে ?

—না।

—কি ব্যবসা ?

—পেট্রোল আর ট্যানারী।

—আপনার কোনো সাহায্যের দরকার ?

—না।

—আপনার সঙ্গে কেউ আছেন ?

বৃদ্ধ ব্যালকানোর দিকে ফিরে তাকান। হেসে বলেন—এই যুবা আমার সঙ্গে আছেন।

—আপনার সঙ্গে কোনো প্রমাণপত্র আছে ?—আপনি মারাকাইবো থেকে আসছেন এমন কোনো প্রমাণ আপনার সঙ্গে আছে ?

ব্যালকানো আর অপেক্ষা করলেন না। সামনে ঝুঁকে পড়ে বলেন—ইনি আমার সঙ্গেই আসছেন। মারাকাইবো থেকে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি।

—আপনার নাম ?

ব্যালকানো খুব নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন,

—র‍্যামসে পেনা।

—পেশা ?

—সামরিক বিমান এঞ্জিনিয়ার।

—দেশত্যাগ করেছেন কেন ?

—প্রাণভয়ে।

—কিন্তু মারাকাইবোতে বিমান এঞ্জিনিয়ার নিরাপদ। আমরা যতটুকু খবর রাখি সামরিক বিমান কর্মচারীরাই বর্তমান সরকার উচ্ছেদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আপনি সামরিক বিমানবহরের কর্মচারী—আপনি ভেনেজুয়ালাতে নিরাপদ। আপনি পালালেন কেন ?

—আমি পিরেজ জিমিনেজ-এর পক্ষ নিয়ে ভেনেজুয়ালায় গণতন্ত্র রক্ষা করবার চেষ্টা করি। আমার জীবন তাই নতুন শাসনের হাতে বিপন্ন ছিল। পলায়ন ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

—আপনি কাজ চান ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ জায়গা আপনার পছন্দ ?

—আপাতত কিছুদিনের আশ্রয় চাই। আপনাদের দেশে আমার জায়গা

না হলে মিয়ামী বা হাইতিতে আমার আপত্তি নেই।

—কিউবা যদি আপনাকে স্থান দিতে চায়?

—কিউবার গৃহযুদ্ধ এখন বড় খারাপ পর্যায়ে গিয়েছে। অশান্ত পরিবেশ আমার পছন্দ নয়।

—পাশপোর্ট আর ভিসা?

—ভিসা আমার নেই। পাশপোর্ট আমি সঙ্গে নিতে পারিনি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তা নিজের খাতায় সব লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। এক ফালি রঙিন কাগজ ব্যালকানোর হাতে দিয়ে বললেন,

—এটি হারাবেন না। আপনি ২৯৭ নম্বর আশ্রয় প্রার্থী। আপনাকে অবিলম্বেই সাহায্য করবার আমরা চেষ্টা করবো। এখন অবশ্য পাঁচজনের মত আশ্রয়শিবিরের ব্যবস্থাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ব্যালকানো বৃদ্ধকে নিয়ে লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ব্যালকানোর কনুই স্পর্শ করে বৃদ্ধ বলেন,—আশ্রয়শিবিরের কোনো প্রয়োজন দেখি না। আপনি আমার সঙ্গে খোলা মনে আসতে পারেন। আমি চোখে একটু কম দেখি। আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আমি একটু ভরসা পাই।

বৃদ্ধ নিঃসন্দেহে একজন কৰিতকর্মা পুরুষ। ব্যালকানো ভেবে দেখেন, আপাতত এই লোকটির সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাঁর নিজের পুঁজি একরকম নিঃশেষিত। এ দেশের ছকবাঁধা সাহায্যের লাইনও কিছুমাত্র প্রীতিকর নয়।

পানাধার শূন্য। ছাইদানে পুড়ে যাচ্ছে দুর্মূল্য হাভানা চুরুট। কয়েক টুকরো বরফের দানা ফেলে দুটি পাত্র আবার ভরে তুললেন।

—পিরেজ জিমিনেজ ভেনেজুয়ালার দুশমন, কিন্তু তার কৃপাতেই এই নতুন দেশে নিরাপদ আশ্রয় আমার সহজ হলো। যোগাযোগ ঠিকমত না ঘটলে আমার ভবিষ্যৎ কিভাবে রচিত হতো আমি বলতে পারি না। গ্রেপ্তারের পর সোজা আবার হাভানার পুলিশ দপ্তরে ফিরিয়ে দেবার আশঙ্কা সর্বসময়ই উপস্থিত ছিল।

—আপনার সঙ্গে তো পাশপোর্ট ছিল?

—সে পাশপোর্ট আদৌ আমার কোনো প্রয়োজনে আসতো না। ভিসা তো আমার নেই। তাছাড়া ঐ জাল পাশপোর্টে নামটি আমার অভ্রান্ত ছিল। র‍্যামসে পেনা বলে নিজেকে চালানো চলতো না। মোটর গাড়িতে এ্যালবার্টো

হত্যাকাণ্ডেব ফলাও সংবাদ আমি এখানে সংবাদপত্রে পাঠ করি। তিনি ছিলেন আমদেও সাবাতিনি—হাভানার একজন রোমহর্ষক গেস্টাপো।

—আপনি অসম্ভব পুরুষ।

—সমস্ত পরিবেশই অসম্ভব। স্বাভাবিক আমাকে আব থাকতে দিচ্ছে কই?

ব্যালকানো নিজের কাহিনীতে আবার ফিরে আসেন,

—বৃদ্ধ আমাকে সাহায্য করেছেন। ভদ্রলোক চোখে কম দেখতেন ঠিকই, কিন্তু অর্থ কি অসম্ভব রকম চিনতেন। দেখলাম রাজনীতির সুযোগ করতে জানেন, কিন্তু সক্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে নিতান্তই আনাড়ী। মাসখানেক বৃদ্ধের সঙ্গেই আমি টিকে রইলাম। শেষ পর্যন্ত ২৯৭ নম্বর বঙ্গিন কাগজ আমাব কাজে লাগলো। এ দেশেরই বিমান বন্দরে আমাকে সামযিকভাবে নিয়োগ করা হলো।

আমি কিন্তু জ্বলছিলাম। রাত্রে আমার ঘুম হতো না। সিগেরা জঙ্গল আমাকে পাগল কবে তুলতো। বক্তস্নাত হাভানার কান্না আমি শুনতে পেতাম। সিলভিয়ানোর কথা মনে হলে সমস্ত কিছু কেমন যেন মিথ্যে হয়ে যেত। লেজারোর মুখটা বহুরাত্রের ঘুম আমার কেড়ে নিয়েছে। নিদারুণ আত্মগ্লানিতে মন পূর্ণ হয়ে উঠতো কখনও কখনও। হাভানার বিপ্লবীরা সবাই আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করেছে। সিলভিয়ানো নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা কবে। আর একজনেব কথা আমার প্রাযই মনে হতো। সে সাবাতিনি। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে আমি মঞ্চে ও পর্দায় দেখেছি। কিন্তু এ্যালবার্টোর তুলনা নেই। কোনো শয়তানের ঠোঁটে এত নিষ্পাপ হাসি কল্পনা করা দুঃসাধ্য। উদগ্র কামনার তাডনার মত অতিরিক্ত লোভ তাকে ধ্বংস করেছে। নিজের শক্তি সম্পর্কে একটু বেহিসাবী হয়েছিলো। সাবাতিনির কথাতেই আমাকে মুক্ত করা হয়—আমাকে দিয়েই হাভানার গুপ্ত বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করবার সে এক ভয়ঙ্কর জাল বিস্তার করেছিল। সে জালে সে নিজেই জড়িয়ে যায়।

বিমান ঘাঁটিতে কাজে যোগদানের নিয়োগপত্র পেতে আমার খুব দেরী হয়নি। আমি আগ্রহ সহকারে সে কাজ গ্রহণ করি। আমার মাথায় তখন এক চিন্তা—আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। বহু ব্যালকানো আজ কিউবায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছে। সেই কারণেই আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। মনে মনে কামনা করতাম প্রাণ বিসর্জনের আহ্বান যখন আসবে, আমি

যেন সেদিন জীবিত থাকি।

আমি বিমান ঘাঁটিতে নিযুক্ত হলাম। দেশত্যাগী পলাতক মানুষ হিসাবে আমি পরিচিত হই। বিমান বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সেলাম জানিয়ে ও নতমস্তকে তাঁদের আদেশ পালন করে, আমি তাঁদের বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়ি অল্পদিনেই।

এমন সময় পর পর দুটি ঘটনা ঘটলো। ওয়াশিংটন বাতিস্তাকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করলো। ফিদেল কাস্ত্রো বার বার আবেদন করেছেন—অত্যাচারী বাতিস্তাকে অস্ত্র সাহায্য করে ওয়াশিংটন কিউবার জনসাধারণের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। অবিলম্বেই অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করুন। অপর ঘটনাটি আমি এখানকার বিমান বন্দরেই প্রত্যক্ষ করলাম। অতর্কিতে একদিন বিমান ঘাঁটির কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলো। দৃকপাতহীনভাবে বদলী করা হলো যেখানে সেখানে। আমি পূর্বের স্থানেই রয়ে গেলাম। ইতি-মধ্যে আমি কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়েছি। আমার কাজের ভার পড়লো রাত্রে। গোপনীয় নিষিদ্ধ এলাকায় বিশেষ বিমান পরীক্ষার কাজে আমি নিযুক্ত হলাম।

এখানে দেখলাম অন্য নিয়ম। যাত্রীবাহী বিমান আমার বড় চোখে পড়েনি। রেড ক্রসের গাড়ির যথেষ্ট আনাগোনা ছিল। দিনে এ অঞ্চলে বড় কাজ হতো না। ফ্লোরিডা ও মিয়ামী থেকে এই সমস্ত বিমান আনাগোনা করতো। অল্পক্ষণ বিরতির পর আবার বন্দর ত্যাগ করে যেতো। বিমানের বৈমানিক বেশির ভাগই ইয়াঙ্কী। গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অসাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করতো। অতিরিক্ত গোপনীয়তা আমার সন্দেহের উদ্রেক করে।

অবশেষে একদিন আমি আবিষ্কার করলাম। নিতান্তই অবিশ্বাস্য। প্রথমে বুঝতে আমার যথেষ্ট সময় লেগেছে। এতবড় রাজনৈতিক মিথ্যাচার সত্যিই আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

বিরাট বিরাট পেটিকা। গায়ে তার বড় বড় হরফে লেখা—'চশমার কাঁচ—সাবধান।' নিউইয়র্ক মিয়ামী ও ফ্লোরিডার নানা হাসপাতাল ও চশমার দোকানে এই সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করছে—গন্তব্যস্থল হাভানা।

আমার সন্দেহ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। 'চশমার কাঁচ—সাবধান' পেটিকার একটি একদিন গভীর রাত্রে টানাটানির সময় ভয়াবহ শব্দে আত্মপ্রকাশ করলো। চারজন শ্রমিক সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারায়। টিনের

শেডের অনেকটা ভেঙ্গে দুমড়ে যায়। পেট্রোল বহন করবার মাঝারী একটি গাড়ি আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

ঘটনার পর সতর্কতা আরো বৃদ্ধি পায়। আমাদের বিমান বন্দরের বাইরে যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়। 'চশমার কাঁচ—সাবধান' লেবেলের তলায় বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্রের নিয়মিত আনাগোনা চলেছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। গোপনে ওয়াশিংটন কিউবায় অস্ত্রসাহায্য অব্যাহত রেখেছে। চশমার কাঁচ—ধোঁকাবাজীর তলায় রাজনৈতিক ব্যভিচার অব্যাহত আছে। আর আমি এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষা করছি দিনের পর দিন। এতবড় রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে বিমূঢ় করে ফেলে। ওয়াশিংটন সম্পর্কে আমার ঘৃণা কখনই এত তীব্র হয়ে ওঠেনি।

দেখলাম, আমি ভয়াবহ এক শক্তির সম্মুখীন হয়েছি। যে প্রস্তুতি মনে মনে ঠিক করি তাতে বিপদের সম্ভাবনা চূড়ান্ত। তবু কয়েক দিন একটানা চিন্তা-ভাবনার পর আমি মনস্থির করে ফেলি। বিপদের সম্ভাবনা আছেই, কিন্তু সুযোগও কল্পনাতীত। হাভানা থেকে পলায়নের পর অবচেতন মনে একটা হতাশা ও নৈরাশ্য আমাকে পেয়ে বসেছিলো। সমগ্র দেশ আমার রক্তস্নান করছে, আমি শুধু প্রাণধাবণের জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এ কথা মনে হলেই আমি অশান্ত হয়ে পড়তাম। নিজেকে অনেক ছোট, ভীরু ও সুবিধাবাদী মনে হতো। আমি আগুনের মধ্যে আলো দেখলাম। ভাবপ্রবণতার নয়—অব্যর্থ ও অনিবার্যভাবে কয়েক মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে। এতটুকু দ্বিধা ও ভ্রান্তিতে গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

আমি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন। আমি ভেনেজুয়ালার মারাকাইবোর বাসিন্দা বলে পরিচিত। নাম আমার র‍্যামসে পেনা। রক্তমুখী পিরেজ জিমিনেজকে আমি সমর্থন করেছি। ভেনেজুয়ালায় ক্রুজিলোর মত একজন মহাপুরুষই শুধু শান্তি ও সুখ ফিরিয়ে আনতে পারে এই ধরনের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমি সকলের কাছে বাহাবা পেয়েছি। আমি জানি এই শহরে মানুষকে নিয়মিত খুন করে ক্রুজিলো তাঁর ক্ষমতা হাতে রেখেছেন। হিংস্রতার দিক থেকে বিচার করলে কিউবার বাতিস্তার চেয়ে ডমিনিকান রিপাবলিকের দানব ক্রুজিলোর পাশবিকতা এতটুকু কম নয়। বরং ক্রুজিলোর হাতে সাধারণের মর্মান্তিক জীবন আরও দীর্ঘদিনের।

ঘটনার দিন আমি একটার পর একটা কাজ করে চলেছি। একটি সি-১২

বিমান পছন্দ করলাম। অস্ত্রশস্ত্র বিপুল। কয়েক লক্ষ ডলারের সামরিক রসদ তাতে নিঃসন্দেহে ভরা ছিল। বিমানের কলকব্জা নিরীক্ষণ শেষ হলো। বিমানটি আসছে ফ্লোরিডা থেকে। আমি হয়তো আরও নিরাপদ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতাম। কিন্তু বুঝলাম সি-১২ বিমানটি হাভানার উদ্দেশ্যে অবিলম্বেই যাত্রা করবে।

আমার হাত কখনও কাঁপে না। তবু এ কথা আমি স্বীকার করবো মুহূর্তের জন্যে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। আমি অপেক্ষা করিনি। কণ্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে আমার কান ছিল না। অভ্যস্ত নিয়ম-কানুন আমার জন্যে নয়। অন্ধকার মুক্ত আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দুটি তারা আমাকে যেন হেসে কাছে আহ্বান করলো। এক অনিবার্য মুহূর্ত। সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে পেছনে ফেলে প্রচণ্ড যান্ত্রিক আওয়াজ নিয়ে আমি আকাশে ভাসি। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। নীচে ক্যারিবিয়ানের কুল কুল প্রবাহ। জীবনের সে চরম মুহূর্ত আমি বর্ণনা করতে অক্ষম।

ব্যালকানোর চোখেমুখে নিষ্পাপ শিশুর হাসি ফুটে ওঠে। উদ্বেলিত হৃদয়ে যেন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। আমি অভিভূত। নির্বাক।

ব্যালকানো আবার বলে চলেন,

—আমি প্রতি মুহূর্তে নিদারুণ একটি আঘাতের আশঙ্কায় ছিলাম। প্রচণ্ড আঘাতে আমার বিমান বিদীর্ণ হতে পারতো। কিন্তু বিপদ আমার নাগাল পায়নি। সেদিন আমি নিজেকে মনে করেছি দক্ষ বৈমানিক। আমি গর্ববোধ করেছি।

শেষ রাত্রের দিকে আমি সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতমালা লক্ষ্য করি। একে অন্ধকার, তারপর নিবিড় বন—নীচের কোনো কিছু লক্ষ্য করা অসম্ভব। তবে সিয়েরা আমার বহু পরিচিত স্থান। বহুবার, বহুদিন আমাকে এসব অঞ্চলে উড়তে হয়েছে। এ অঞ্চলে জরুরী অবতরণে আমি অভ্যস্ত।

নীচের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি প্রথমেই ছিন্ন করেছিলাম। দ্বিতীয় একজন প্রাণীও আমার সাহায্যের জন্যে পাশে ছিল না। কয়েকবার চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আমাকে চেনা জায়গা তালাশ করতে হলো।

জায়গা আমার ভুল হয়নি। তবে অতিরিক্ত বর্ষায় মাটির অবস্থা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আর সবসময়ই আমাকে খেয়াল রাখতে হয় আমি

উত্তেজক বিস্ফোরক ও মারণাস্ত্র বহন করছি। এতটুকু ভ্রান্তিতে চরম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। পাহাড়ের কোল বেয়ে বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চল। বর্ষায় নরম ও যথেষ্ট পেছল ছিল। আমি সৌভাগ্যবান—অনিবার্য দুর্ঘটনা এড়ানোর পেছনে আমার অবশ্য হাত ছিল সামান্যই। আমি নিরাপদেই সিয়েরার ভূমি স্পর্শ করলাম। আমি জানতাম আমার কোনো ভুল হয়নি। গোটা অঞ্চল নিরাপদ মুক্ত এলাকা। পুরোপুরি বিপ্লবীদের দখলে আছে গোটা বনভূমি। অন্ধকার রাত্রে অসম্ভব থমথমে ভাব। পৃথিবী মূক—সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ। জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও।

বিমান থেকে আমি সত্বর নেমে এলাম। আমি নিশ্চিত জানতাম বিমানের অবতরণ সংবাদ বিদ্রোহীদের কানে পৌঁছেছে। থমথমে ভাবটা শুভ নয়। আত্মঘাতী আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। অবিলম্বেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। নিরুপায় হয়ে আমি চীৎকার শুরু করলাম। গেরিলা রণনীতিতে আমি আনাড়ী। তাই অসুবিধে হতে লাগলো।

এমন সময় পাহাড়ের ওপরে আগুনের আলো চোখে পড়লো। আমি আবার চীৎকার শুরু করি। আগুনটা স্থির। কোনো মানুষের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল না। জঙ্গল আর পাহাড় সম্পূর্ণ নীরব। নিরুপায় হয়ে আগুনের আলো লক্ষ্য করে ওপরে উঠতে লাগলাম।

কতটা পথ এসেছিলাম খেয়াল নেই। আলো তখনও অনেক উঁচুতে—অনেক দূর। হঠাৎ পেছনের আদেশ আমাকে থামিয়ে দিল। ফিরে দেখি প্রায় জনা ছয়েক সশস্ত্র সেনা আমার পেছনে এসে পড়েছে। আলোর বিপরীত দিক থেকে এদের আসতে দেখে আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত হই।

সেনারা মুহূর্তে আমাকে ঘিরে ফেলে। অপেক্ষাকৃত লম্বাটে গড়নের একজন আমার সামনে এগিয়ে আসে। বলে,

—আপনি কে ?

—আমি একজন পলাতক বৈমানিক। আশাকরি আমি বিপ্লবী সেনাদের সঙ্গে কথা বলছি।

—আপনার অনুমান সত্য। আপনার সঙ্গে কোনো পরিচয়পত্র আছে ?

—না।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

—নীচে আমার বিমান অপেক্ষা করছে। আমি সাণ্টো-ডমিনগো থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি একজন কিউবান।

দেখলাম উদ্যত অস্ত্র নামিয়ে নিলেন। অন্ধকারে ভাল করে কিছু লক্ষ্য করা যায় না। ছ'টি ছায়ামূর্তি আমাকে পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নীচের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললাম,

—কমরেড, আমার পরিচয় এই মুহূর্তে যাচাই করার প্রয়োজন দেখি না। আমার বিমান অস্ত্রশস্ত্র বহন করছে। অবিলম্বেই ঐ ভারী মাল বিমান থেকে সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখা দরকার।

সেনারা একসঙ্গে বিস্ময়োক্তি করে,

—অস্ত্র বহন করছে!

—হ্যাঁ, আমার মনে হয় এ অস্ত্র আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগবে। আসুন আমরা বিমান থেকে এই অস্ত্র আগে নিরাপদ স্থানে বহন করি।

—অস্ত্র বোঝাই বিমান নিয়ে আপনি পালিয়ে এসেছেন? কি ধরনের অস্ত্র আছে বিমানে?

—জানি না। চোরাই মাল, তাই খুলে দেখবার অবকাশ হয়নি। আসুন আমরা মাল আগে নিরাপদ স্থানে বহন করি। আমার ভয় হয় সকালের অপেক্ষা করা অন্যায় হবে। যে-কোনো মুহূর্তে বোমাবর্ষণ হতে পারে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য করুণ নাটকীয়। কথাগুলো বুঝতে হয়তো একটু সময় লাগলো। বললাম,

—আমি বড় তৃষ্ণার্ত।

জলের পাত্র একজন সেনা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে,

—কী অবাক। এত বড় সাফল্য আমি কল্পনাও করতে পারি না।

শূন্য জলের পাত্র ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বললাম,

—আসুন আমরা হাত লাগাই। পরে আমাদের পরিচয় হবে। অস্ত্রগুলো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

—প্রত্যাসন্ন ভোরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাতে হাতে মাল নামানো চললো। কোথা থেকে আরও ছায়ামূর্তি দলে দলে নেমে এলো। ভারী ভারী পেটিকা অল্পক্ষণের মধ্যেই চালান করা হয়। সিলভিয়ানোকে হঠাৎ আমার মনে পড়লো। ইতিপূর্বে সিলভিয়ানোর কথা আমার মনে পড়েনি।

ব্যালকানো থামলেন। বললেন,

—কেমন লাগছে আপনার?

—তুলনাহীন।

গেরিলা বাহিনী ব্যালকানোকে তিলমাত্র সন্দেহ করেনি। এখানে জেরা ছিল না, ছিল কৌতূহল। জবানবন্দী দিতে হয়নি, পূর্ব পরিচয় সামনে রাখতে হয়েছে। হোটেলের গুলিচালনার ঘটনা থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা ব্যালকানোকে বর্ণনা করতে হয়েছে।

তারপরের অধ্যায় পুরোপুরি এক সৈনিকের। ব্যালকানোর কথা বিপ্লবী-দলের প্রধানদের কাছে পৌঁছে যায়। ঘটা করে সম্বর্ধনা জানানোর কেউ প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু কোনো এক সময় স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো ব্যালকানোর সঙ্গে এসে দেখা করেন। ব্যালকানোর হাতটি নিজের মুঠোয় নিয়ে বলেছেন,

—আপনার জন্যে আমি গর্ববোধ করি।

চে গুয়েভারা অল্প কথার মানুষ। অল্প একটু হেসে মন্তব্য করেছেন,

—হেমিংওয়ে আপনার কাহিনী শুনলে আর একটি 'ফর হুম দি বেল টোলস্' লেখবার লোভ সামলাতে পারবেন না।

ব্যালকানো কাজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। একটানা সংগ্রামী জীবন অন্য মানুষের সঙ্গে ভাগকরে নিয়ে শুধু এগিয়ে গেছেন। সময় অতিবাহিত হয়। ব্যালকানো একের পর এক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পান। বিপ্লবী দল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফিদেল কাস্ত্রোর নির্দেশে বিপ্লবী বাহিনী শহর আক্রমণ করে।

বিপ্লব এগিয়ে চলে। দলে দলে ছাত্র আর যুবা শহর ছেড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হতে থাকেন। গ্রামের চাষী আখ ফেলে বন্দুক নিয়ে এসে পৌঁছোয়। একটার পর একটা অঞ্চল বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। বিপজ্জনক শত্রু-অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে ধ্বংসমূলক কাজে ব্যালকানো সর্বসময়ই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। হাজার হাজার একর জুড়ে বিদেশী বণিক ও বাতিস্তার প্রিয়পাত্রদের আখের ক্ষেত জ্বলতে থাকে। প্রধান সড়ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শত্রুসৈন্য হয় অবরুদ্ধ।

সময় অতিবাহিত হয়। সংগ্রাম আরও ব্যাপক ও তীব্র হয়ে দেখা দেয়। গোটা কিউবার জনসাধারণ সে বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়।

পৈশাচিক উন্মাদনায় বাতিস্তা তখন শুধু রক্তপান করছেন। নিরপরাধ সাধারণ মানুষের রক্তস্নান অব্যাহত গতিতে চলে। ম্যানজানিল্লো, নিকিউরো,

বেয়ামো অনেক আগেই বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। ফিদেল কাস্ত্রোর দ্বিতীয় রণাঙ্গন লা-ভিলার পাহাড় থেকে নীচে নামে। চে গুয়েভারা তিনটি প্রদেশ শত্রুমুক্ত করলেন। হাভানার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বিপ্লব এগিয়ে চলে। ব্যালকানো তখন সান্টা ক্লারাকে লক্ষ্য করে সামনে এগিয়ে চলেন। রাউল কাস্ত্রো শত্রুসৈন্যকে সান্টিয়াগোর দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ফিদেল কাস্ত্রো গোটা রণাঙ্গন পরিচালনা করছেন। কল্পনাতীত প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে দিনের পর দিন বিজয়কেতন বহন করে চলেছেন।

অপরাজিত গেরিলাবাহিনীর অপ্রতিহত শক্তির সামনে সমস্ত শত্রুব্যূহ বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে পড়ে। কিউবার সংগ্রামী জনসাধারণের অপরিমিত দেশপ্রেমে শত্রু কবলিত এলাকায় প্রতিদিন নতুন ইতিহাস রচিত হয়। প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সমর অধিনায়ক মুমূর্ষু সরকারকে বাঁচানোর এতটুকু সম্ভাবনা দেখলেন না। তাঁরা সন্ধি করতে চাইলেন। ফিদেল কাস্ত্রো জানালেন—একমাত্র বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ বিপ্লবী বাহিনী গ্রহণ করতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা হাভানা থেকে পালিয়ে গেলেন। সে বিস্তৃত ইতিহাস কারো অজানা নয়।

হাভানা।

যুদ্ধ থেমেছে। বিপ্লব সফল হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবীদের থামলে চলবে না। বিশৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার কাজে বিদ্রোহী সেনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম চলেছে বিরামহীন।

ক্যাম্প কলম্বিয়া।

ব্যালকানোকে যেন চেনাই যায় না এখানে। দাড়ি-গোঁফে সারা মুখ ঢাকা। পরণের সামরিক পোশাক মলিন। অল্প দামের পোড়া সিগার ঠোঁটে নিয়ে ব্যালকানো কাজ করে চলেছেন। মৃত বিপ্লবী আর নিখোঁজ ব্যক্তিদের দপ্তরে দিবারাত্র কাজ চলেছে। কর্মব্যস্ত এই দপ্তর জনসাধারণের জন্য রাত্রিদিন উন্মুক্ত।

ব্যালকানো অতি জরুরী একটা রিপোর্ট লিখছিলেন। এমন সময় বিপ্লবী পরিষদের এক বার্তা এসে পৌছোলো। হোটেল হাভানা-হিল্টনে এখনই তাঁকে হাজির হতে হবে। সেখানে বিপ্লবী নেতারা মিলিত হবেন। বিপ্লবী যোদ্ধাদের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার এক বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনের ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী নেতাদের জনসাধারণ দেখতে চায়। টেলিভিশনে তাই বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

হাভানা-হিল্টনে ব্যালকানো একটু দেরীতে এলেন। অনেকেই পরিচিত। ইতিপূর্বে আদৌ দেখাই হয়নি এমন বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। রবার্টসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই দু-হাতে ব্যালকানো এই তরুণ যুবাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেন। রবার্টসন আমেরিকান। রবার্টসন একজন ইয়াঙ্কী। নিউইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসে কিউবার বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন। পরাজিত অত্যাচারী শাসক যখন ওরিয়েণ্টি প্রদেশ ছেড়ে যান, ফিদেল কাস্ত্রো রবার্টসনকে ওরিয়েণ্টি-র শাসনভার গ্রহণ করবার জন্যে নিযুক্ত করেন।

অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য ও হাসি উচ্ছ্বাসের মধ্যে ব্যালকানো নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। বাতিস্তার সামরিক বাহিনী থেকে পলাতক ও পরে বিপ্লবীদের সঙ্গে যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে ব্যালকানোকে সবচেয়ে আগ্রহী হতে দেখা যায়।

আলাপ ও পরিচয় বিনিময়ের মাঝখানে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অতি পরিচিত একটি মুখ দেখে ব্যালকানোকে থমকে দাঁড়াতে হয়। কেমন যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। সামনের মানুষের পাশ কাটিয়ে, টি ভি ক্যামেরার দিকে পেছন করে ব্যালকানো সামনে এগিয়ে এলেন। পরিচয় ও পরস্পরকে জানবার জন্যেই এই বিশেষ অনুষ্ঠান। তবু এই মিলনোৎসব একটা আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলা মেনে চলছিলো। ব্যালকানো কিন্তু পরিবেশ ভুলে গেছেন। আলোড়িত জলসমুদ্রের উচ্ছ্বাস ছিল না কণ্ঠে। ভাবাবেগের চড়া স্বর লক্ষ্য করা যায়নি। শুধু পেছন থেকে অল্প একটু ডাকা—সিলভিয়ানো।

কণ্ঠ অবরুদ্ধ। ব্যালকানো আর কিছু বলতে পারেন না। সিলভিয়ানোর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পূর্বের চেয়ে একটু কৃশ হয়েছে। ম্লান মুখশ্রীতে ডাগর আঁখি ক্লান্ত। চিত্রার্পিত সিলভিয়ানো ব্যালকানোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অসম্ভব মৌন ভাবাবেগ প্রচণ্ড এক উচ্ছ্বাস নিয়ে পরমুহূর্তে ফেটে পড়ে—ব্যালকানো!

চতুর টি ভি ক্যামেরাম্যানের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি। ক্যামেরার ফ্রেমে ব্যালকানো ও সিলভিয়ানোর এই অপূর্ব মিলন-দৃশ্য সে ধরে রাখে।

সিলভিয়ানো হাভানা শহর ত্যাগ করে যান। পুলিশ ও গুপ্তচরদের চোখ

এড়িয়ে তিনি নিরাপদে বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। বেআইনী জাল পারমিটের সাহায্যে ওষুধপত্র ও খাদ্য সামগ্রী জঙ্গল এলাকায় পৌঁছে দিয়েছেন। ভ্রাম্যমাণ নর্তকীদের মিথ্যে দল গঠন করে পোশাকের স্তূপের তলায় এক্সরে মেশিন বিপ্লবী এলাকায় পাচার করেছেন। যে দু'জন ভাঁড় রঙ মেখে বেতালা গীটার বাজাতেন তাঁদের একজন ছিলেন সার্জারীতে পাকা, অপর জন কারিতকর্মা রেডিওলজিষ্ট। সিলভিয়ানো দুইবার অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। পলাতক নেতা, অন্তরীণ ও রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে যে জরুরী বিভাগ খোলা হয়েছে, তার সঙ্গে সিলভিয়ানো এখন যুক্ত—কিউবান নারী ফেডারেশনের একজন নেত্রী।

সিলভিয়ানো ও ব্যালকানোর এই সংগ্রামী ইতিহাস। অসম্ভব চরিত্রের ব্যালকানো ও সত্যনিষ্ঠ আদর্শময়ী সিলভিয়ানোর এই বিস্তৃত আখ্যান। বিপ্লবের মধ্যে এঁদের ভালবাসার পরীক্ষা হয়েছে। সংগ্রামী দিন আজ সার্থক দ্বৈতজীবনে পৌঁছে দিয়েছে।

ব্যালকানোর দেওয়া আংটিটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সিলভিয়ানো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই অঙ্গীকার—ছুঁড়ে ফেলেছিলেন স্মৃতিটুকু। অবহেলায়, অনাদরে সামান্য একটুকরো আংটি কোথায় হারিয়ে যায়, পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাগজের ভাঁজ থেকে হঠাৎ এই আত্মপ্রকাশ ও হারানো সামান্য এই আংটির সূত্র ধরে ব্যালকানো ও সিলভিয়ানোর কাহিনীর সূত্রপাত,—ব্যালকানোর রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাস ও পবিত্র দেশপ্রেম।

শূন্য পাত্রাধার। ছাইদানে হাভানা চুরুটের ধ্বংসাবশেষ।

ব্যালকানো ও সিলভিয়ানো আমাকে দরজা পযন্ত এগিয়ে দিলেন। এত সুন্দর এমন এক রাতের কথা আমি স্মরণে আনতে পারি না। এত পবিত্র, এত বিশাল হৃদয়, দুটি অভিন্ন মনের অপূর্ব সমন্বয় আমাকে সম্পূর্ণ মুগ্ধ করে। ব্যালকানো আজ আমার কাছে নতুন ভাবে প্রতিভাত হন। সিলভিয়ানোকে আমি চিনলাম যেন নতুন করে।

আমার মনে থাকবে। আমি মনে রাখবো এই মহৎ প্রেমের পবিত্র ইতিহাস।

আজ সকাল থেকেই ঠিক করেছি উইলিয়মের পত্রের জবাব লিখবো। উইলিয়ম আমার বিশেষ পরিচিত—বন্ধুত্বের দাবীও কোথাও যেন একটু আছে। উইলিয়মের সঙ্গে আমার লণ্ডনে পরিচয়। পিতা লণ্ডনের আমেরিকান দূতাবাসে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন দীর্ঘদিন। বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ঘরের বুদ্ধিজীবী মার্কিন যুবাই শুধু নয়—উইলিয়ম নিঃসন্দেহে একজন প্রগতিশীল বিশ্বপ্রেমিক। কালা আদমীদের অধিকার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে উইলিয়মকে আমি বহুবার দেখেছি।

নিউ জার্সি থেকে উইলিয়ম লিখেছে,—সে অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত। বর্তমান কিউবা পরিস্থিতি তাকে ভায়নক ধাঁধায় ফেলেছে। সে লিখেছে—'নিউইয়র্ক টাইমস' ও 'লাইফ' পত্রিকা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। হার্বার্ট ম্যাথুজের আশ্চর্য-রকম নীরবতা তাকে বিস্মিত করেছে। ওয়াল্টার লিপম্যান অস্পষ্ট ও কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব কয়টি প্রচারযন্ত্রের কিউবা বিরোধী অপ-প্রচার থেকে আসল রহস্য কিছুই উদ্ঘাটিত হচ্ছে না। কিউবার চিনি সম্পর্কে আইজেনহাওয়ারের নির্লিপ্ততা কিউবার তীব্র মার্কিন বিদ্বেষের কারণ—উইলিয়ম মানতে রাজি নয়। আমি হাভানায় আছি। কিউবার বর্তমান পরিস্থিতি ও তীব্র মার্কিন বিদ্বেষের কারণ সম্পর্কে উইলিয়ম আমার কাছে জানতে চেয়েছে।

দু-চার কথায় এ অনুরোধের জবাব লেখা সম্ভব নয়। আর পত্রযোগে এত-বড় একটা প্রস্তাবের উত্তর পৌঁছে দেওয়াও কঠিন। তবু উইলিয়মকে কিছু লিখে জানাবার তাগিদ অনুভব করলাম। আমি জানি উইলিয়ম আমার কথার মূল্য দেবে। তাই কোনো বক্তব্য সামনে রাখবার দায়িত্ব অনেকখানি। উইলিয়মের বহু প্রশ্নের উত্তরে মোটামুটি জবাব আমি এইভাবে সাজালাম :

তোমার পত্র যথাসময়ে হাতে এসেছে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব লিখতে আমার একটু সময় বেশী লাগলো, সেজন্য আমি অভ্যস্ত নিয়মে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

তুমি লিখেছো কিউবা সম্পর্কে তুমি অতিশয় বিভ্রান্ত। তুমি বর্তমান কিউবা পরিস্থিতি ও তীব্র মার্কিন বিদ্বেষ সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছো।

কয়েক মাস আগেও আমি এদেশ সম্পর্কে দস্তুরমত আনাড়ী ছিলাম। অতি

সামান্য কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে আমি এখানে আসি। লণ্ডন থাকতে যদিও সংবাদপত্রে কিউবা প্রথম পাতাতে স্থান পেয়েছে, ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লব বড় হরফেই জায়গা দখল করেছে, তবু এ দেশ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক জ্ঞানেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। তোমার হয়তো মনে আছে, একদিন আমরা যেমন ভূগোলে দিয়েন-বিয়েন-ফু খুঁজেছি, অনেকটা সেই নিয়মে মানচিত্র থেকে কিউবা খুঁজে বার করি। শুধু কিউবা নয়, গোটা ল্যাটিন আমেরিকা দেখলাম আমার কাছে অপরিচিত। বিশ্বাস কর, ব্রেজিল যে এতটা জায়গা জুড়ে আছে, আমি পূর্বে কখনও জানতাম না। কিউবা আমি খুঁজে পেয়েছি। কর্কট ক্রান্তির অতি নিকটেই ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে উল্টোনো একটা হাঙ্গর যেন ফ্লোরিডা তটে লেজের ঝাপটা মারছে।

তোমাদের দেশ থেকে অল্প সময়ের, অতি সামান্য পথের ব্যবধান। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে দীর্ঘতম দ্বীপ। ভূমি অতিশয় উর্বরা, অফুরন্ত খনিজ সম্পদ ও দুরারোহ সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতমালার বেষ্টনীতে অমূল্য বর্ণাঞ্চল। কলম্বাস এদেশের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছেন—'the most beautiful land human eyes have ever seen'. শতবর্ষ ধরে বহু পর্যটক ও পরিব্রাজক এখানে এসে মুগ্ধ হয়েছেন—'without question one of the most favourable spots for human existence on the earth's surface'. তাই কিউবা—'Pearl of the Antillies'.

এসে দেখেছি এখানে স্বর্গ রচিত হয়নি। রক্তমাংসের কিউবার সঙ্গে ছাপা ছবি ও কেতাবী কথার বিস্তর ফারাক আছে।

তোমাদের দেশের সঙ্গে কিউবার তুলনা করা বাতুলতা। গোটা কিউবার জনসংখ্যা হয়তো নিউইয়র্কের সমান নয়। তবে জনসংখ্যার তুলনায় দেশের আয়তন ও উর্বরা জমি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডকে যোগ করলে হয়তো কিউবার আয়তনের সমান হবে। স্বর্গ রচিত হলে কেমন দেখতে হত জানি না, কিন্তু প্রাকৃতিক যে ঐশ্বর্য বুকে নিয়ে কিউবা ক্যারিবিয়ানের ওপর ভাসছে তাতে সাধারণ মানুষের সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করুক এটুকু সবাই আশা করবে।

কিউবা আজ শ্রীহীন। ক্যারিবিয়ানের ওপর আপাতরম্য হাঙ্গর আজ ক্ষুধার্ত, নোনা জলে ফুলে ওঠা রোগগ্রস্ত।

তোমাদের দেশের জেলাওয়ারী-র ঐশ্বর্য অসীম। তোমার ইয়াঙ্কী বন্ধুরা

তার জন্যে গর্ব বোধ করেন। সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধির তুলনা নেই। এত ধনী অঞ্চল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তবে শুনেছি দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেদের বড় অভাব। মিসিসিপি বড দরিদ্র। কিন্তু কিউবার সঙ্গে এই মিসিসিপির তুলনাই চলে না। জেলাওয়ারীর সঙ্গে মিসিসিপির যে তফাৎ, মিসিসিপির সঙ্গে কিউবার ফারাক তার চেয়ে আরও কয়েক গুণ বেশী।

কাদা মাটির গোলপাতার ঘর। এক পাশ থেকে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। কেরোসিনের সামান্য আলো হয়তো মরশুমের কয়েক মাস সে ঘরের অন্ধকার সরিয়ে রাখে। ধূলি-মলিন, অর্ধাহার ও ন্যূনতম খাদ্যপ্রাণ থেকে বঞ্চিত গোটা পরিবার আকাশের তলায় অসহ্য দিন যাপন করে চলেছে দিনের পর দিন। সময় যায়, ঋতুর পরিবর্তন হয়। শুধু অবসান হয় না রোগের। যক্ষ্মা আর সিফিলিস—প্রতি ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি চলেছে অব্যাহত।

জঠরের শিশু যেন মাকে শুধু যন্ত্রণা দিতে আসে। মিসিসিপির শিশুমৃত্যু-হারের সঙ্গে কিছুমাত্র তুলনা চলে না। তুলনামূলক পরিসংখ্যান আমার হাতের কাছে নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, হয়তো কিউবার শিশুমৃত্যু তারচেয়ে কিছু বেশী হয়। মৃত্যুকে জয় করে যে শিশু জননীর স্নেহক্রোড থেকে নেমে এসে দাঁড়াতে শিখলো তারও নিস্তার নেই। সে শিশুকে অনুসরণ করেছে আর একটি সজীব দেহ। কুঁকড়ে কুঁকড়ে বুকে হেঁটে হেঁটে চুপিসারে আসে ভয়াবহ হুকওয়ার্ম। এক মৃত শরীর ত্যাগ করে সে অন্য সজীব দেহের সন্ধানে ফিরছে।

আমি এ কথা বিশ্বাস করিনি প্রথমে। ভেবেছিলাম লেনিনগ্রাড থেকে চিকিৎসকদের যে একটা প্রতিনিধিদল এখানকার গ্রামে গ্রামে কাজ করছেন তাঁদেরই রাজনৈতিক অপপ্রচার বা পিপলস্ ডেইলীর অভিসন্ধিমূলক মার্কিন-বিরোধী মিথ্যা রটনা। কিন্তু সমস্ত গোলমাল করে দিলেন রে-ব্রিন্নান। শিকাগোর এই ইয়াঙ্কী সাংবাদিকের তথ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসত্য—এ কথা আমি মানতে রাজি নই। আমি এই নির্ভীক ইয়াঙ্কী সাংবাদিকের বক্তব্য তোমার সামনে রাখছি :

Parasites grow and multiply within the bodies of little children. Some of those worms, the size of an ordinary lead pencil, gather in clusters or balls, clog the intestinal system, block elimination, and cause anguished deaths. Such

parasites often get into the body through the soles of the feet of children walking without shoes on infected ground. After a child dies the parasites may come slithering from the mouth and nasal passages, searching for a living organism on which to feed. What has been done about it over the years? Nothing.

একটিমাত্র ফসল কিউবায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। কিউবার সুখ-দুঃখ, রূপ-রসের একমাত্র উৎস আখ। এই একটি মাত্র শস্যের ওপর দেশের মানুষ কমবেশী কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত। একচেটিয়া মালিক গোষ্ঠী দেশের উর্বরা ভূমি সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। অন্য ফসলের সম্ভাবনা তার ব্যক্তিগত স্বার্থে নিষিদ্ধ করেছে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি এইভাবে সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে চলে গেছে।

ক্যারিবিয়ানের বুকে উল্টোনো এই হাঙ্গর তোমাদের নজরে পড়েছে বহু আগেই। এখানকার বন্দর হাতে থাকলে তোমাদের রণতরী ও বাণিজ্য ফেরী আটলাণ্টিকে মহাসুখে বিচরণ করতে পারে। পানামা ক্যানালের জন্যেও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিউবা তোমাদের আকর্ষণ করেছে।

তোমরা ধরে নিয়েছিলে কিউবা তোমাদেরই। স্পেনের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই চললো এ দেশের অধিকার নিয়ে। শত মিলিয়ান ডলারের বিনিময়ে গোটা কিউবা সরাসরি কিনে নেবার পরিকল্পনা তোমাদের ব্যর্থ হলো। স্পেন তার নিজের অধিকার বিসর্জন দিল না। তারপর শুরু হয়েছে কিউবার মুক্তি সংগ্রাম। স্পেনের বিরুদ্ধে গোটা কিউবা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আশী হাজার স্প্যানীশ সেনা প্রাণ হারালো। লাভ হলো তোমাদের। ক্ষুধার্ত ও ছিন্নভিন্ন কিউবার সামনে লাখো লাখো ডলার নিয়ে তোমরা এগিয়ে এলে। নিলামের হাটে তোমরাই ছিলে একমাত্র সওদাগর। তোমরা দৃকপাতহীনভাবে কিনে চললে কিউবার চিনির ব্যবসা—গ্রাস করলে শতশত একরের বাগান আর আবাদ, তামাকের ক্ষেত, আরও, নিলে অন্ধকার ভূমিগর্ভের অফুরন্ত খনিজের অধিকার।

স্পেনের বিরুদ্ধে কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমাদের ভূমিকা চমকপ্রদ। আমি সে কাহিনী আমার 'হাভানা ডেসপ্যাচ'-এ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। ইতিহাসের ছাত্র তুমি—আশাকরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সাফল্যের সে কাহিনী তোমার অজ্ঞাত নয়। হাভানায় শাসকের পরিবর্তন হলো। কিন্তু মুক্ত

কিউবার স্বাদ থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। হাভানায় নতুন শাসক এলেন জেনারেল উড। এই ইয়াঙ্কী পুরুষ সামরিক গভর্ণরের পদ নিয়ে কিউবা শাসন করতে এলেন। সংবিধান রচিত হলো। রুট সাহেবের প্ল্যাট-এমেণ্ডমেণ্ট-এর মাধ্যমে কিউবা স্বাধীনতা পেল। সংবিধান রচিত হলো ঘটা করে। কিন্তু তিন ও সাত অনুচ্ছেদে ইয়াঙ্কী অধিকার নিরাপদ রইলো। সুবিধের জন্যে সে আশ্চর্য সর্ত তোমার সামনে রাখছি—

Article III. The Government of Cuba consents that the United States may exercise the right to intervene for the preservation of Cuban independence, the maintenance of a government adequate for the protection of life, property, and individual liberty, and for discharging the obligations with respect to Cuba imposed by the Treaty of Paris on the United States, now to be assumed and undertaken by the Government of Cuba.

Article VII. To enable the United States to maintain the independence of Cuba, and to protect the people thereof, as well as for its own defence, the Cuban Government will sell or lease to the United States the land necessary for coaling or naval stations, at certain specified points, to be agreed upon with President of the United States.

ইয়াঙ্কী মানদণ্ড এইভাবে বাজদণ্ড হিসাবে দেখা দিল। 'The Dance of the Millions' গোটা কিউবায় নতুন রাজনৈতিক নৃত্যনাট্যের অবতারণা করলো। এই নাটকের পরিচালকগোষ্ঠির অধিবেশন বসে হাভানায় নয়—তোমাদের দেশে। ম্যানাথন-এর কোটিপতি ডিরেক্টরদের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে এই হৃদয়হীন নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা।

শুধু কিউবায় নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নিয়মেই ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে একই রাজনৈতিক নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা করে চলেছে। মিলিয়ান ডলার নৃত্যনাট্যে ওয়াশিংটনকে একই কোরিওগ্রাফি মেনে চলতে দেখা যায়। ক্যারি-বিয়ানের বুকে বিদীর্ণ হাইতি ও রক্তস্নাত ডমিনিকান রিপাবলিকে তীব্র অভিনয় আজও চলেছে অব্যাহত। তুমি যুক্তিবাদী। আমি জানি তুমি সত্য, ধর্ম ও

ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম করো। নিগ্রোদের জন্যে তুমি এতটা সক্রিয় আন্দোলনে যোগ না দিলে আগামী দিনে তুমি অতি সফল জীবনে পৌঁছে যেতে। ফিদেল কাস্ত্রোর প্রসঙ্গ আমি পরে তুলছি। আমি কিউবার প্রতারিত জনসাধারণ সম্পর্কে অনেক বেশী আগ্রহশীল। জেনারেল উড সাহেবের পর, এসট্রোডা পামা থেকে শুরু করে বাতিস্তা পর্যন্ত যাঁরা কিউবার শাসনভার পেয়েছেন— তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো ইয়াঙ্কী মনিবদের খুশী করা—কিউবার স্বার্থ তাঁদের জলাঞ্জলি দিতে বাধেনি। ব্যালট পেপারের ব্যবস্থা কোনো কোনো সময় থেকেছে, কিন্তু তোমাদের মনোনীত প্রার্থী ছাড়া প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা কেউ দখলে রাখতে পারেননি। কালো কালো নিগ্রোদের বুকের ওপর বসে নরখাদক ডুভালিয়ে দিনের পর দিন রক্তপান করছে, তোমরা এই নোংরা জানোয়ারটিকে এক নিমেষেই হাইতি থেকে সরিয়ে দিতে পার। কিন্তু ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ তাদের অদৃশ্য শোষণের লোভে উন্মত্ত। ইয়াঙ্কী 'সামরিক মিশন'-এ ডুভালিয়ে আজও নিরাপদ। ডুভালিয়ের নিরাপত্তায় ইয়াঙ্কী রণতরী রাত্রিদিন সজাগ। নিকারাগুয়ায় ইয়াঙ্কী রাষ্ট্রদূত প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেন। সোমোজাজ্ তাঁর আশ্রয়ে নিরাপদ। আইকম্যান যদি অপরাধী হয়, তবে তোমাদের দেশপূজ্য নেতা আইজেনহাওয়ার কী যুক্তিতে ত্রুজিলোকে 'মহামানব' আখ্যা দেন আমি বুঝে উঠতে পারি না। নাৎসীবাদ আজ ডমিনিকান রিপাবলিকে অক্ষুণ্ণ আছে। ইয়াঙ্কী শক্তিতে এই ভয়াবহ মানুষটি আজও নিরাপদ। তোমাদের বলেই তিনি বলীয়ান।

ক্যারিবিয়ানের কুল কুল প্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে মিলিয়ান ডলার নৃত্যনাট্য অব্যাহত গতিতে চললো। বাটলার সাহেব পিকিং-এর লোক নন যে, তাঁর কথায় সন্দেহ করবো। ক্রেমলিনে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন করেছেন এ রকম মনে করবারও কোনো কারণ নেই। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নৌবহরের একজন ইউলিসিস। ইয়াঙ্কীদের জন্যে সারা জীবন কীভাবে তিনি প্রাণপাত করেছেন—সে হিসেব রাখতে গিয়ে বলেছেন—

"I spent thirty-three years and four months in active service as a member of our country's most agile military force—the Marine Corps. I served in all commissioned ranks from a second lieutenant to major general. And during that period, I spent most of my time being a high-class muscle

man for Big Business, for Wall Street, and for the bankers. In short, I was a racketeer for capitalism…

Thus I helped make Mexico and especially Tampico safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in…I helped purify Nicaragua for the international banking house of Brown Brothers in 1909-1912. I brought light to the Dominican Republic for American sugar interests in 1916. I helped make Honduras 'right' for American fruit companies in 1903 In China in 1927 I helped see to it that standard oil went its way unmolested.

During those years I had, as the boys in the back room would say, a swell racket. I was rewarded with honours, medals, promotion. Looking back on it, I feel I might have given Alcapane a few hints. The best he could do was to operate his racket in three city districts. We Marines operated on three continents."

মিলিয়ান ডলার নৃত্যনাট্য অপরাজিত।

এই অন্তহীন নাট্য প্রবাহের কোনো দৃশ্যেই সাধারণের এতটুকু সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। কৃষক ও শ্রমিকদের কোনো সময়ই ঝলমলে আলোক-সম্পাতের বিষয়বস্তু হতে দেখা যায়নি। নেলশন রকফেলারের কথা থাক, কিন্তু লোরি নেলশন তোমাদেরই প্রেরিত প্রতিনিধি। মিলিয়ান ডলার নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

'While the sugar companies were making the profits that financed the spending orgy known as the 'Dance of the Millions', cane cutters were being paid at the rate of twenty five to sixty cents a day. The spectacular boom that brought unprecedented wealth to the few, who lavished it on luxurious and unseemly high living in the cities, left the masses in a more miserable condition than ever.'

আখের স্বাদ পৃথিবীর হাটে হাটে পৌঁছে দেবার খাতিরে যান্ত্রিক নিয়মে আখ-মাড়াই চললো। সেই সঙ্গে মেহনতী মানুষের সমস্তটুকু রূপ-রস দিনের পর দিন নিঃশেষিত হতে থাকলো। আখের আবর্জনা দূরে নিক্ষিপ্ত হলো—কৃষক ও শ্রমিক চললো দিনের শেষে গোলপাতার প্রায়ান্ধকার কুটীরে। যদি কোনো বেয়াড়া শ্রমিক তার প্রাপ্য মজুরীর দাবী করে, কারখানায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে যদি সে দল গঠন করতে যায় —ম্যাসফেরারের গুপ্ত ঝটিকা বাহিনী নীরবে পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেয়।

আখের স্বাদ সত্যিই বড় নোনতা!

আমি জানি তোমার ইয়াঙ্কী বন্ধুরা অনেকে এ কথা বিশ্বাস করবে না। হাভানা শহর থেকে তারা সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে গেছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা রটনা বলে মনে করবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, হাভানা শহরের সঙ্গে কিউবার কোনো মিল নেই। সাজানো গণিকার সঙ্গে ক্ষুধার্ত মায়ের কী কখনও কোনো সাদৃশ্য থাকে? হাভানার ভেড়েডো অঞ্চলে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হোটেল কামরায়, দলিত দ্রাক্ষার শীতল পানীয় সামনে নিয়ে সান্টিয়াগোর কৃষকের পর্ণকুটীরের কান্না বা নিকেল শ্রমিকের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা পাঁজরার অনিয়মিত ওঠা-পড়া কী কখনও হদিশ করা যায়?

শকুন যেমন মৃত পশুর দেহ টের পেয়ে আকাশ আবর্তন করে নীচে নামে, দ্রুত ধাবমান বিমানে বিদেশী ট্যুরিষ্ট অনেকটা সেই মন নিয়ে হাভানায় আসে। ব্যভিচারের এত বড় নিরাপদ স্থান গোটা ল্যাটিন আমেরিকার আর উনিশটা দেশে নেই।

আমি হাভানার কথায় প্রবেশ করবো না। কিউবায় মিলিয়ান ডলার নৃত্য-নাট্যে ফিরে আসছি। জনমতকে পদদলিত করে বাতিস্তা যেদিন ক্ষমতা দখল করলেন—দেশের প্রতিটি মানুষ যখন স্তব্ধ ও সংশয়াকুল—তোমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—ঐ আসে, ঐ আসে, ঐ আসে! তোমরা সানন্দে ঘোষণা করলে —বাতিস্তা, তুমি মহামানব! গণতন্ত্রের পূজোয় তুমিই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত! এদেশে আমাদের কোটি কোটি ডলারের নানা বিগ্রহ ছড়ানো আছে—আশাকরি তুমি নিয়মিত অর্চনায় ত্রুটি করবে না। দরকার হলে সংবিধানে নতুন মন্ত্র সংযোজন করবে। আমাদের 'কোকা-কোলা' বাজেয়াপ্ত করে কোনো এক প্রাক্তন মূঢ় পুরোহিতের বেদীচ্যুত হবার নজির হয়তো তোমার মনে আছে।

ইয়াঙ্কী সাহায্যে বাতিস্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এই রক্তপিপাসু

কাপালিকের হাতে ভয়ঙ্কর খড়্গ তোমরাই তুলে দিয়েছো। নৈবেদ্যের ডালা নানা মারণাস্ত্রে সাজিয়েছো। কিউবার ভয়াবহ রুধিরোৎসব সেদিনও অব্যাহত ছিলো। বাতিস্তা হনন করেছে, অস্ত্র দিয়েছো তোমরা। এই হাভানা শহরে য়ুনিভারসিটির ছাত্রছাত্রীরা যখন নিয়মিত প্রাণ হারাচ্ছে, ইয়াঙ্কী রাষ্ট্রদূত গার্ডনার ও স্মিথ সাহেব বাতিস্তার সঙ্গে এক টেবিলে ডিনারে বসেছেন দিনের পর দিন। আলোচনা করেছেন Fraternal solidarity. তোমরা ঘটা করে গোটা অনুষ্ঠানের নাম রাখলে—Hemispheric defence.

পরাজিত বাতিস্তাকে তোমরা আজ স্থান দিয়েছো। কোটি কোটি ডলারের চোরাই অর্থ তোমাদের ব্যাঙ্কে নিরাপদে আছে। পার্শ্বচরদের তোমরা জায়গা দিয়েছো মিয়ামী, ফ্লোরিডা বা নিউ জার্সিতে। বিমান বহরের অধিনায়ক ট্যাবারনিল্লাস-কে তোমরা 'অর্ডার অব মেরিট' সম্মানে ভূষিত করেছো।

শুধু কিউবার নয়, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের পরাজিত দুঃশাসন-দের তোমরা প্রীতির চোখেই দেখো। নিরাপদ আশ্রয়ের বাঁধা বরাদ্দ থাকায় তাদেরকে আরও বেপরোয়া হতে দেখা যায়। তোমরা খেতাব দাও। ডিনারে আপ্যায়ন কর। আইজেনহাওয়ার আশ্চর্যরকম 'মহামানব' আবিষ্কার করেন। 'অর্ডার অব মেরিট' তাঁর হাতের কাছেই থাকে।

ল্যাটিন আমেরিকায় তোমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সে দৃশ্য অনেক বেশী প্রকট হয়েছে। 'গুড নেবার পলিসি' শুধু সাম্রাজ্যবাদী কৌশল আমি মানতে রাজি নই। হাইতি ও নিকারাগুয়া থেকে সামরিক বাহিনী গুটিয়ে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সৎ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। বলিভিয়া ও মেক্সিকোর স্বার্থ 'স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী'র ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি জলাঞ্জলি দেননি।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের 'গুড নেবার পলিসি'র কবর দেওয়া হয়। অকালেই প্রাণ হারালো 'পয়েণ্ট ফোর প্রোগ্রাম'।

ল্যাটিন আমেরিকায় তোমরা বেপরোয়া মন নিয়ে দেখা দিলে। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর নিরাপত্তার খাতিরে গোটা গুয়াটেমালার সরকারকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে ধ্বংস করলে আরবেনজ্ সরকারকে।

উত্তেজিত আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হলে, তোমাদের মিঃ নিক্সন উরুগুয়া, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়া, বলিভিয়া ও ভেনেজুয়ালায় মৈত্রী সফরে

আসেন। প্রেম বিনিময় কতটা সাফল্য লাভ করে জানি না, তবে তোমাদের নিউইয়র্ক টাইমস পড়ে মনে হয়েছে—কারাকাস ও লিমায় তিনি অবাধ্য জনতার হাত থেকে কোনোক্রমে রক্ষা পান। মিঃ নিক্সনের নিরাপত্তার জন্যে তোমাদের রণতরী ক্যারাবিয়ান পযন্ত তাড়া করে আসে।

কমিউনিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাতে গিয়ে তোমরা একটার পর একটা ভুল করে চললে। অফুরন্ত হাহাকার, বেকারী, নির্যাতন, হত্যা আর কারাগারে এক একটি দেশ লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমরা বলো গণতন্ত্র রক্ষা হচ্ছে। গণতন্ত্রের ফাঁকা কথায় পূর্ণ এক একটি দেশের পবিত্র সংবিধান রেলওয়ে টাইম টেবেল্ বা টেলিফোন ডাইরেক্টরীর মত ক্রমাগত পরিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। ইকোয়ডোর ও পেরুর সংবিধান সতের বার বদল হয়েছে। ডমিনিক্যান রিপাবলিকের সংবিধান তেইশ বার পাল্টানো হয়েছে। ভেনেজুয়ালার সংবিধান চব্বিশবার ও বলিভিয়ার বদল হয়েছে চৌদ্দো বার।

কমিউনিজম কিন্তু ঠেকানো যাচ্ছে না। ববং লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ক্যাষ্টিল্লোর আমলে গুয়াটেমালায় কমিউনিজমের প্রচার জোরদার হয়। পিরেজ জিমিনেজ-এর অত্যাচারেও কমিউনিস্টরা ভেনেজুয়ালাতে শক্তিশালী হয়েছে। রোজাজ পিনিল্লার শাসন কলম্বিয়ার শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করতে পারেনি। ‘জ্যাষ্টিক্যালইজমো’র জনক পেরন-এর সময় বুয়েনস্ আয়ার্স-এর য়ুনিভারসিটির ছাত্রদের কাছে কমিউনিস্ট ম্যানিফ্যাষ্টো যথারীতি পৌঁছে গেছে। মেক্সিকোকে ঘাঁটি করে সোভিয়েট রাশিয়া গোটা ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে কমিউ-নিজম ছড়িয়ে দিচ্ছে—এ দায়িত্বহীন অভিযোগ আমি মানতে রাজি নই। বরং আমার অভিজ্ঞতা বলে তোমাদের অনুমোদিত গণতন্ত্র দেশে দেশে যে রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা করে চলেছে, সেই রক্তিম পটভূমির মধ্যেই কমিউনিজমের জন্ম হচ্ছে। মার্কস্‌বাদ না পড়েই তারা সাম্যবাদী। লেনিনের ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’ না পডেই তারা করে যাচ্ছে। সেই কারণেই হয়তো তোমাদের সি. আই. এ.-র তথ্য বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ।

রোগীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে যেমন দিকপাল ডাক্তারকে আনা হয় —তোমরা অনেকটা সেই অন্তিম সময়ে সঙ্গে নিয়ে এলে ‘ফরেণ এড্ প্রোগ্রাম’। অবহেলিত ল্যাটিন আমেরিকা আজ কিন্তু চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। অবিশ্রান্ত ভুল চিকিৎসা ও যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচারে কাতর। নতুন

ব্যবস্থাপত্রে আজ তাদের বিশ্বাস নেই। যে পথ্যের সম্ভার সামনে ধরেছো তা গ্রহণ করতে ভয় পায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গোটা ল্যাটিন আমেরিকার বিশটি দেশে যে সাহায্য মঞ্জুর করেছো প্রয়োজনের তুলনায় সে দান নিতান্তই সামান্য। একমাত্র ফিলি-পাইনেই তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী ডলার খয়রাতি করেছো। তোমাদের সাহায্য আবার আশ্চর্যরকম সর্তসাপেক্ষ। সে সাহায্যের অর্ধেক জুড়ে থাকে সামরিক সাহায্য। ভেনেজুয়ালায় যে রাস্তা তৈরি করেছো, তার ছাপা ছবি ও বর্ণনা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সে সড়ক দিয়ে তোমাদের পেট্রোল বহন কববারই স্থবিধা হয়েছে। সাধারণের পথঘাট আজও অগম্য। লা-পাঁজ সাজিয়েছো—বলিভিয়ার বিদীর্ণ পাঁজরার ক্ষত এতটুকু সারাতে চেষ্টা করোনি। কলার মুখ চেয়ে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর নির্দেশে তোমরা গুয়াটেমালায় সাহায্য দাও। কফির পেটিকায় তোমাদের লক্ষ্য, তাই সাউপাউলো বন্দর তোমাদের আকর্ষণ—গোটা ব্রেজিলের স্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত।

চন্দ্রাকৃতির কোপাকাবানা-র জলক্রীড়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে, রায়ো-ড জেনিরো-র য়ুনিভারসিটির আনাচে-কানাচে যদি তোমার ইয়াঙ্কী বন্ধুরা ঘোরাঘুরি করে, তবে হয়তো শুনতে পাবে এক্সিম্‌ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তোমরা ঋণ মঞ্জুর করে ব্রেজিলিয়ন ছাত্রছাত্রীদের কাছে শুধু 'আঙ্কল শাইলক' নামে পরিচিত হয়েছো। আরও জেনে রাখ—এই সব এণ্টোনিও ও ব্যাসানিও আদৌ কমিউনিস্ট নয়। মার্ক্সীয় দর্শনে কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই পোর্শিয়ার। তোমাদের 'ফরেণ-এড-প্রোগ্রাম'-এ অদৃশ্য 'এক পাউণ্ড তাজা মাংস'-এর সর্ত আজ ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিটি দেশে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

এসব তথ্য আমি তোমার সামনে রাখছি, তোমাদের হেয় করবার জন্যে নয়। গোটা দুনিয়ায় আজ বিপদাপন্ন গণতন্ত্র রক্ষা করবার প্রচেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কী পরিমাণ ব্যর্থ হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গই আমি তোমার সামনে রাখছি। বাস্তব পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কিউবায় মার্কিন বিরোধী মনোভাবকে আমি কমিউনিস্টদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আখ্যা দিতে রাজি নই। ফিদেল কাস্ত্রোর বর্তমান মতিগতিকে তোমরা economic aggression বলে মনে কর। অর্থনীতির কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদ্ভট আবিষ্কার আমি বুঝে উঠতে পারি না। তোমাদের দেশে একটি সৌখীন তরুণী বছরে লিপষ্টিক ও আনুসঙ্গিক প্রসাধন সামগ্রীর পেছনে যে পরিমাণ ডলার ব্যয় করেন, একজন কিউবান

বুদ্ধিজীবী সারা বছরে তত রোজগার করেন কিনা সন্দেহ। একটি ভালো জাতের কুকুরের পেছনে মাসে তোমরা যা খরচা কর, এখানকার একজন প্রফেসরের মাস মাইনে তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী নয়। আর ফিদেল কাস্ত্রোর ক্রেমলিন প্রীতিকে আমি রাজনৈতিক অভিসন্ধি মনে করি না। কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কৃত মার্শাল টিটো তোমাদের সঙ্গে যে মনোভাব নিয়ে বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন—ফিদেল কাস্ত্রোর মস্কো প্রীতি সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি তোমার ইয়াঙ্কী বন্ধুদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো।

কমিউনিজমের ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব ও পীড়া পৌঁছে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাস্তব পটভূমিকে অস্বীকার করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক। আজ গোটা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। একটি দেশের পেছনে কয়েক লক্ষ ডলার খরচা করলে বিপ্লব বন্ধ করা যায়, এ রকম ধারণা আজ সংশোধনের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তোমাদের লক্ষ্যবস্তু হলো এশিয়া ও আফ্রিকা। যকৃতের পীড়ায় রোগগ্রস্ত মানুষ যেমন দৃশ্যমান সমস্ত কিছু হলদে দেখে, অনগ্রসর দেশে দেশে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনার উৎস হিসাবে তোমরা আবিষ্কার করলে —yellow peril. এই রাজনৈতিক 'জণ্ডিস'-এর প্রকৃত কারণ নয়া চীন হলেও, তোমাদের এই 'পীতসংকট' ভীতি দীর্ঘদিনের ব্যাধি।

সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধার শেষ নেই। নিজের অধিকার নিয়ে সে কখনও বাঁচতে পারে না। অনধিকার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি। শরীরের শ্রীবৃদ্ধি। পঙ্গু গ্রেটব্রিটেনের এশিয়া ও আফ্রিকার শতাব্দীর অন্যায় অধিকার তোমরা আজ ছিনিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছো। 'পীত-সংকট' আজ তোমাদের সামনে নতুনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

আমার মনে হয়, হিরোশিমা যদি জাপানে না হয়ে জার্মানীর কোথাও হতো, এতবড় মহামৃত্যু হয়তো আকাশ থেকে তোমরা ফেলতে না। তোমাদের বর্ণ কৌলিন্যে কোথাও হয়তো বাধা পেত। ব্যভিচার ও অসভ্যতার আনন্দ, অনাত্মীয়, অপরিচিত ও বিধর্মীর আঙ্গিনাতেই নিরাপদ ও প্রশস্ত। তোমরা তোমাদের পছন্দমত দাঁড়াতে দিতে চাও। তোমাদের উঁচু কাঁধে হাত রেখে জাপান কথা বলবে এই আশঙ্কায় তোমরা শঙ্কিত। বেচাকেনার হাটে এই এশিয়ান সওদাগর তোমাদের নিরাপদ ব্যবসায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে তাই তোমাদের ভয়। yellow peril-এর আসল উৎস এখানেই। প্রসঙ্গক্রমে

একজন বিখ্যাত মনীষীর উক্তি আমি তোমার সামনে রাখছি—

'প্রবলের ভয়ে এবং দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাত আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন, কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীত-সংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো এক দিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে? যদি আর কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট—এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার।'

পীত-সংকটের এমন ব্যাখ্যা আমি অন্য কোথাও শুনিনি। তোমার ইয়াঙ্কী বন্ধুদের তুমি স্মরণ করিয়ে দিও, মনীষীর এই উক্তি রুশ থেকে অনূদিত নয়। ইয়েনানের গুহা থেকে এডগার স্নো এ বার্তা সংগ্রহ করেননি। এ উক্তি বহু পুরাতন। কয়েকযুগ আগেকার কথা। রুশ বিপ্লব সফল হয়েছে, নিকিতা ক্রুশ্চেভ তখনও যুবা। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ বিশৃঙ্খল, ক্ষুধার্ত। গ্রেট ব্রিটেনের আস্ফালন এশিয়া ও আফ্রিকায় তখন প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। আফিমের বিষে গোটা চীন জজরিত। জাপানে লেবার পার্টি তখনও অশ্রুত। জর্জ বার্নার্ড শ 'ব্যাক টু ম্যাথুসিলা' শেষ করেছেন। চার্লি চ্যাপলিন 'গোল্ড-রাশ'-এর চিত্রনাট্য তৈরিতে ব্যস্ত। টেলিভিশন অজ্ঞাত। সর্বনেশে ফুয়েরার তখন মুষ্টিমেয় সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে ইতিহাসে প্রবেশ করছেন। তোমাদের মিঃ জন ফিডজারেল্ড কেনেডি বালক। ফিদেল কাস্ত্রো তখনও জন্মগ্রহণ করেননি।

প্রবলের ভয়ের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দুর্বল এশিয়া সম্পর্কে উপরোক্ত শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁস-এর কথা আমার মনে এলো—

'It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christian the Fung-Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary

force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i. e., the right of trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battle ships, for the purpose of improving Japanese trade in France······He did not burn Verseilles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the Silver service of the Elysee.'

সময় তোমাদের প্রবল থেকে প্রবলতর করেছে। তবু তোমরা নানা সংকটে আজ সংকটাপন্ন। Hemispheric Defence তোমাদের আজ একটি নতুন তৈরি সমস্যা।

এশিয়া আজ সত্যিই বিপদাপন্ন। মানচিত্রের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে চীন। কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক অস্ত্রোপচার এতটুকু নির্ভরযোগ্য নয়। লাওসের অবিরাম রক্তস্রোত সরিয়ে সঠিক সীমানায় পৌছানো মুস্কিল। একটি রাজনৈতিক উপদংশের ভূমিকা নিয়ে কুৎসিতভাবে আজও বেঁচে আছে ফরমোজা।

কোরিয়া ও ভিয়েৎনামে তোমাদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তোমরা উপরি-পাওনা কুড়িয়েছো—৩৮ প্যারালালের সামনে তোমাদের নগদ মূল্য দিতে হয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষার মহান তাগিদে তোমরা যাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছো তাঁরা আদৌ জনতার প্রতিনিধি নন। সীংম্যান রী যে একজন ভয়াবহ দস্যু সে সম্পর্কে একমাত্র তোমরাই অবহিত নও। আইজেনহাওয়ার আজও বলে থাকেন—সীংম্যান রী একজন মহান পুরুষ। ফরমোজাতে আজ একটি পরিবার নেই যেখানে অন্ততঃ একজন চিয়াং-এর হাতে প্রাণ হারায়নি। চিয়াং সম্পর্কে ফরমোজার কোনো মানুষের আজ এতটুকু দুর্বলতা নেই। কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেও তোমরা মানুষকে জয় করতে পারোনি। সিয়াটোর পেছনের দরজা দিয়ে এই সেদিন ত্রিশ মিলিয়ন ডলার ঋণ তোমরা লাওসে উন্নয়নের পেছনে ঢেলেছো। কিন্তু নিরাপদ জার্সঁ এলাকায় সন্ধ্যের পর কোনো বেসামরিক ইয়াঙ্কীও নিরাপদ নয় আজ। মিলিয়ন

ডলার খরচা করেছো। কিন্তু পরিবার নিয়ে সায়গন-এ বাস করা তোমাদের আজ অসম্ভব।

নির্বাচন আসন্ন। পৃথিবী আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে মিঃ নিক্সনের সঙ্গে মিঃ কেনেডির পার্থক্য কী আমি পরিষ্কার বুঝি না। এটুকু শুধু মনে হয়, মিঃ নিক্সন আজ কিউবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। মিঃ কেনেডি আদৌ তা পছন্দ করেন না। মিঃ নিক্সন একজন কড়া মেজাজের অধৈর্য পুরুষ। মিঃ কেনেডি শিক্ষিত মার্ক্সবাদ-পড়া ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট বিদ্বেষী।

প্যারীর অধিবেশন শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গেল। ম্যাকমিলান ও দ্য-গল হাজারো চেষ্টা করেও সফল হননি। ক্রুশ্চেভের ঘুষি পাকানো ছবি আমার হাতের কাছেই আছে। আইজেনহাওয়ার যথেষ্ট বিব্রত হয়েছেন দেখলাম। ইউ-২ বিমানের গুপ্তচর পাওয়ার্স বড় অসময়ে অশান্তি ডেকে আনলো।

বিশ্বশান্তির জন্যে পৃথিবী আজ ব্যস্ত। কিন্তু আগামী দিনে আমি আশার আলো দেখিনে। আমাদের মনীষীর কথা আজো আমার কানে বাজে—

'রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ-যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

'শান্তি? শান্তির দরবার সত্য-সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিল্‌বিল্‌ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে —দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।'

প্যাট্রিস লুমুম্বা এখন ওয়াশিংটনে। গভীর দুর্গতি ও ভাঙচুরের মধ্যে কঙ্গো আজ মুক্তি খুঁজছে। নতুন ইতিহাসের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বিচারে গোমেজের বিশ বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। ছদ্মবেশী মালিশ-ওয়ালার দণ্ড হলো সতের বছর।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছেন গোমেজ। কিন্তু গোমেজ সে সুযোগ বড় উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। আদালতে গোমেজের পক্ষ নিয়ে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, হাভানার তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। সাংবাদিকদের কাছে তিনি মন্তব্য করেছেন—বড় দুর্বল মামলা। গোমেজকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করবার আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোনো নৈতিক সমর্থন পাইনি।

গোমেজের অপরাধ সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। সে সম্পর্কে বিস্তর অভিযোগও আমি শুনেছি। কাস্ত্রো বিরোধী গোমেজ একটি প্রতিবিপ্লবী দল গঠন করে ওরিয়েন্টি প্রদেশে কাজ করছিলেন। বহু টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। ভূয়া জমি বণ্টন করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। গোমেজের অপরাধ সম্পর্কে এই ধরনের সমালোচনাই এতদিন শুনেছি।

কিন্তু কিউবা সরকার গোমেজের বিরুদ্ধে সে সব অভিযোগ আদৌ তোলেনি। গত মার্চ মাসে 'লা-কৌব্রে' নামে একটি ফরাসী জাহাজ বেলজিয়াম থেকে প্রচুর সামরিক রসদ নিয়ে হাভানা উপকূলে আসে এবং একটি মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণে গোটা জাহাজটি ধ্বংস হয়। প্রায় শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়, আহতের সংখ্যা শ'চারেকের নীচে নয়। বন্দর সাংঘাতিক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও সেক্রেটারী অব ষ্টেটস্ হার্টার নিতান্তই ভিত্তিহীন বলে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো নিজে টেলিভিশনে ঘোষণা করেন—ইয়াঙ্কী ষড়যন্ত্র এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে দায়ী। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ রাউল রোয়ার লিখিত প্রতিবাদপত্র মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এই 'লা-কৌব্রে'-র ঘটনার ব্যাপারে গোমেজ অভিযুক্ত। এই ধ্বংসমূলক কাজে গোমেজের নাকি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। গোপন সংবাদ শত্রুমহলে পূর্বাহ্নে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের পহেলা নম্বর ব্যক্তি। মালিশ-ওয়ালা একজন সি. আই. এ.-র চর। শিক্ষিত পায়রার মাধ্যমে গোমেজ তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ওরিয়েন্টি প্রদেশে ভূয়া জমি বণ্টনের মাধ্যমে, একটি বিশ্বাসঘাতক কৃষক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে গোমেজ তাঁর শক্তি সংহত করে-

ছিলেন বলে একটি পৃথক অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রাখা হয়।

সংবাদটি ভয়াবহ। আরও বিপজ্জনক মনে হয়, এই গোমেজ ঘটিত ব্যাপারে আমি লিপ্ত ছিলাম। মালিশওয়ালা আমার কামরাতেই এসেছিলেন এই সেদিন।

মনে হয় গোমেজ এক বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়। ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী একটা চক্রান্ত ভেতরে-বাইরে আজ ভয়ানক ভাবে সক্রিয়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহসে দিনে দিনে সে শক্তি প্রবল হচ্ছে। সি. আই. এ. ও এফ. বি. আই. এখানে সক্রিয়। অন্য দিকে চে গুয়েভারার ভয়াবহ মিলিশিয়া রুশ অগপু বা নাজী গেস্টাপোর যোগ্যতা নিয়ে রাত্রিদিন জাগ্রত।

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। কয়েক দিন পর রুশ প্রতিনিধিদল নিয়ে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নিউইয়র্ক পৌছবেন। ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার পক্ষ নিয়ে সেখানে মিলিত হবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, অবস্থার এতটুকু পরিবর্তনের আশা নেই। ইতিমধ্যে কাস্ত্রোর নিরাপত্তার জন্যে স্টেটস্ ডিপার্টমেণ্ট নিউইয়র্কে থাকাকালীন কাস্ত্রোর গতিবিধি শুধু ম্যানাথন-এ সীমাবদ্ধ রাখবেন বলে যে অসমর্থিত সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে হাভানায় ইতিমধ্যে উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

সিকিউরিটি কাউন্সিলে কিউবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ রাউল রোয়ার পত্রটি নিয়ে হেনরী ক্যাবট লজের সঙ্গে রুশ প্রতিনিধি আক্রেডী সোবোলেভের ঝাঁঝালো বিতর্ক যদি কাহিনীর পূর্বাভাস হয়, কস্টা-রিকায় সান-যোশ-এ 'ক্যারিবিয়ান সঙ্কট' অধিবেশনটি নিঃসন্দেহে সে আখ্যানের শুরু বলা যেতে পারে। মেক্সিকো, কস্টা-রিকা ও কলম্বিয়া—সেই সঙ্গে ভেনেজুয়ালা, ব্রেজিল ও চিলি এই সম্মেলনে যোগ দিল। সবাই মোটামুটি মেনে নিল কিউবার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে ক্যারিবিয়ান আজ সঙ্কটাপন্ন। ডাঃ রাউল রোয়া যদিও অধিবেশনের গোড়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য সামনে রাখলেন, কিন্তু তাতে কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। অধিবেশনে কিউবা সাফল্য লাভ করেনি।

তবে অত্যাশ্চর্য এক ঘটনার মধ্যে 'ক্যারিবিয়ান সঙ্কট' অধিবেশন সমাপ্ত হলো। কস্টা-রিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর ডাঃ রাউল রোয়ার নিরাপত্তার জন্যে অতিশয়

বিচলিত হয়ে পড়লো। তাঁদের হাতে খবর আসে, গুয়াটেমালার এক ভাড়াটে বৈমানিক ডাঃ রোয়ার বিমানটি ধ্বংস করবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কস্টা-রিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাই ডাঃ রোয়াকে তাঁর নির্ধারিত বিমানে হাভানায় ফিরে যেতে দিলেন না। ডাঃ রোয়া কস্টারিকান এয়ার লাইনস্-এর একটি বিশেষ বিমানে সান-যোশ ত্যাগ করে গোপনে হাভানায় ফিরে আসেন। ঘৃণ্য এই ষড়যন্ত্রের খবর প্রকাশ পাওয়ায় 'ক্যারিবিয়ান সঙ্কট' অধিবেশনে ডাঃ রোয়ার রাজনৈতিক পরাজয় হয়েছে, এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

ডাঃ রোয়া আজই হাভানায় ফিরে এসেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে সংবাদপত্র ও বেতারে নতুন করে এক অবাধ্য টেম্পো আনবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রেস ক্লাব আজ জমজমাট। মার্কিন দূতাবাসের দিকে ছাত্র মিছিল আজ অব্যাহত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ বনশলের জরুরী নোট আজ ওয়াশিংটনে গেল।

আমি প্রেস ক্লাবেই ছিলাম। গুয়াটেমালার ভাড়াটে বৈমানিকের প্রসঙ্গে, সাম্প্রতিক ভেনেজুয়ালার প্রেসিডেণ্ট ব্যাটানকোটকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রের কাহিনী বলছিলেন সাংবাদিক বন্ধু সিনিওর লোপেজ। প্রেসিডেণ্ট ব্যাটানকোট কীভাবে অল্পের জন্যে বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা পান, তার চাক্ষুস অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন সিনিওর লোপেজ।

সিনিওর লোপেজ একজন আমুদে মানুষ। বাপের বিস্তর টাকা। ব্যয় করবার দিকটাই তাঁকে দেখতে হয়। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখবার তিনি আদৌ চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর রুশ বিরোধী। চীনা রান্না ভালো লাগে, কিন্তু পিকিংয়ের নামে খড়্গহস্ত। আইজেনহাওয়ারের একজন কড়া ধাতের সমালোচক। লোপেজের মতে এত বড় অপদার্থ নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদে ইতিপূর্বে আর কেউ বহাল হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে, প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার নাকি সেটিকে দিনে দিনে ভয়ঙ্কর ফাটল তৈরি করছেন। ল্যাটিন আমেরিকায় আজ কোটী কোটী ডলার ঋণ সে গহ্বর পূরণ করতে পারবে না।

আলোচনার মাঝখানে একটা ফোন এলো। মারিয়া হোটেল থেকে কথা বলছে। উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ—

—আপনি দয়া করে এখনই একবার হোটেলে আসুন। খুব জরুরী প্রয়োজন। এখনই একবার আসুন।

আমি একটু বিরক্ত বোধ করলাম। মারিয়ার এমন কী জরুরী প্রয়োজন হলো আমাকে ডেকে পাঠাবার, বুঝলাম না। বললাম,

—মোটামুটি তুমি ফোনে বলতে পারো। জরুরী প্রয়োজনটা কী ?

—আপনি প্রেস ক্লাবে কতক্ষণ থাকবেন ?

—ঘণ্টাখানেক।

—আচ্ছা আমি নিজেই আসছি আপনার কাছে। আপনি আমার জন্তে অপেক্ষা করবেন।

—এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।

ফোন রেখে আবার চেয়ারে ফিরে এলাম। আমি মারিয়াকে যতটুকু জানি, তাতে অতিশয় জরুরী কিছু সংবাদ না থাকলে ফোনে আমাকে সে ডাকবে না। প্রেস ক্লাবে এসে সংবাদ জানানোর প্রয়োজন বোধ করছে—নিতান্ত গোপনীয় ও জরুরী সংবাদ তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু মারিয়া এমন কী গোপন সংবাদ পেয়েছে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।

আমার ফোনে কথা বলা সিনিওর লোপেজ হয়তো শুনে থাকবেন। চওড়া ব্রিফ্-কেস বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন,

—আমি আপনাকে আটকাচ্ছি না তো। জরুরী প্রয়োজন থাকলে আমি আপনার সময় নষ্ট করবো না।

—না, সে কিছু নয়। আপনি সঙ্গে থাকায় আমার বরং ভালো লাগছে। আসলে আমি আগাষ্টো সানশেজ-এর অপেক্ষা করছি।

সিনিওর লোপেজ চমকে উঠলেন আমার কথায়,

—আগাষ্টো সানশেজ! শ্রমিক মন্ত্রী আপনার সঙ্গে প্রেস ক্লাবে দেখা করতে আসবেন ?

হেসে বললাম,

—সে সানশেজ নয়—'হাভানা পোষ্ট'-এর আগাষ্টো সানশেজ। গত রবিবার আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়—তিনি আজ এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। 'হাভানা পোষ্ট'-এর অবস্থা খুব সঙ্গিন। একমাত্র ইংরেজী পত্রিকা হাভানার। কিন্তু সানশেজ বলছিলেন, পত্রিকার নাকি অচলাবস্থা। মিসেস ক্লারা পার্ক শিকাগো থেকে নাকি বলেছেন—কাগজ তিনি বন্ধ করে দেবেন। বিদেশীদের পক্ষে খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয়। একমাত্র ডাকের বাসি খবরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে।

সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে পকেটে লাইটার হাতড়াতে হাতড়াতে সিনিওর লোপেজ ছোট করে তাকিয়ে আপন মনেই বলেন,

—কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, হাভানা পোষ্ট-এর আগাস্টো সানশেজ ক'দিন আগে একটা গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছেন। হয়তো হাভানা পোষ্ট-এই এ সংবাদ আমি পাঠ করেছি।

—বলেন কী? আমি তো কিছুই জানি না। 'হাভানা পোষ্ট' আমি নিয়মিত পাই, কই এমন খবর তো পাইনি। ফোনে কথা বলে বরং দেখা যাক। আমি যে সানশেজের জন্যে অপেক্ষা করছি।

ফোন বেশ কিছুক্ষণ বেজে চললো। তারপর অপরপ্রান্ত থেকে একটি নারী কণ্ঠ শোনা গেল। আমি আগাস্টো সানশেজের কথা তুলতেই বলতে শুনলাম,

—সানশেজ আজ হাসপাতাল থেকে বাড়ি গেছেন। দুর্ঘটনা যে রকম সাংঘাতিক মনে করা গিয়েছিলো সানশেজের আঘাত তত গুরুতর নয়। বহু জায়গায় চোট পেয়েছেন। তবে পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বর পাঁজরার হাড় ছাড়া অন্য কোথাও ভাঙ্গচোর হয়নি। তিনি এখন ভালই আছেন।

—তিনি কী একাই গাড়িতে ছিলেন?

—আরও একজন ছিলেন, তবে আমি সঠিক কিছু বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু জানি সস্ত্রীক রাউল চিবাস্-এর ফ্লোরিডা পলায়নের সংবাদটি ফলাও করে প্রকাশ করবার জন্যে, রাউল চিবাস্-এর একটা হাল আমলের ছবির সন্ধানে তিনি পত্রিকা অফিস থেকে দুপুর বেলা বেরিয়ে যান। অনেক রাত্রে আমি ফোনে দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি।

আমি আর প্রশ্ন করলাম না। ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখি। সিনিওর লোপেজের পাশে এসে বললাম, আপনার সংবাদ যথার্থ। আগাস্টো সানশেজ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তবে গুরুতর কিছু নয়।

—আপনি কখনও মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছেন?

—না।

—আমার তিনবার। পেন্সিল আর সাদা কাগজ পেলে শিশু যেমন আঁক কষে, মাথা কামালে ছুরির দাগও আপনি সেই রকম দেখতে পাবেন।

সিনিওর লোপেজের কথায় কিন্তু আমার কান ছিল না। আমি মারিয়ার কথা ভাবছিলাম। অতিরিক্ত সময় হাতে রেখেও দেখলাম এতক্ষণে মারিয়ার আমার এখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত। দুর্ঘটনার সংবাদ আগে পেলে আগাস্টো

সানশেজের অপেক্ষা আমাকে করতে হতো না। অনেক আগেই আমি হোটেলে ফিরে যেতে পারতাম।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন সিনিওর লোপেজ। বললেন,

—আপনাকে অন্যমনস্ক দেখছি। অন্য কারো অপেক্ষায় আছেন নাকি?

—এখন আমাকে মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সে এখানেই আসছে। কিন্তু তার পৌঁছে যাওয়া উচিত।

—মারিয়া? সেই মেয়েটা? আপনি ভাগ্যবান, এমন ইংরেজী জানা স্টেনো হাভানায় পাওয়া মুস্কিল।

আরও অনেকটা সময় গেল। মারিয়া এসে পৌঁছোলো না। আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফোনে অবশ্য কিছু বলেনি, কিন্তু মারিয়া কোনো জরুরী বার্তা বহন করছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। আমি বললাম,

—আপনি প্রেস ক্লাবে এখন থাকবেন নিশ্চয়ই। আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। মারিয়াকে আপনি জানেন, দয়া করে তাকে বলবেন আমি তার সন্ধানেই হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। সে হয়তো এখনই এসে পড়তে পারে।

—আমি এখন এখানেই থাকবো। আপনার কথা আমি তাকে বলে দেব। তবে আর একটু অপেক্ষা করে গেলে হয় না?

—অনেকটা সময় দেখলাম। হয়তো কোনো কারণে সে আটকা পড়েছে।

—ফোন করুন না।

—হোটেলে সে নিশ্চয়ই নেই।

—বেশ, আমি বলে দেব। আপনার হোটেলে দেখা করতে বলবো।

—ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ।

ট্যাক্সী নিয়ে আমি সোজা হোটেলে ফিরে চললাম। হোটেল হাভানা-হিল্টনের রাস্তায় বাঁক নিতেই ট্যাক্সী থামাতে হলো। দেখলাম সামনে লোকে লোকারণ্য। বিস্তর গাড়ি জমা হয়েছে, উৎসাহী জনতার ছুটোছুটির বিরাম নেই। মিলিশিয়া তাদের অভ্যস্ত নিয়মে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও রাস্তার ভিড সরাতে ব্যর্থ হচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমিও পথে নেমে আসি।

অতি রমণীয় মহার্ঘ হোটেল—হাভানা-হিল্টন। ফিদেল কাস্ত্রো এই হোটেলেই বাস করেন তাও জানি। কিন্তু এত জনস্রোতের কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

প্রেস ক্লাবেও এ সংবাদের আভাস পাওয়া যায়নি।

আমি যথেষ্ট মাথায় লম্বা। তবু জুতোর ডগায় দাঁড়িয়েও কিছু অনুধাবন করতে পারি না। দেখলাম আমার ট্যাক্সী ড্রাইভার গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। উইণ্ড স্ক্রীনের গায়ে পা রেখে অল্পবয়সী এক ছোকরা ট্যাক্সীর ওপর উঠতে চেষ্টা করছে।

—এই লোকগুলো বড় মজার। সব সময়ই হাসে।

পাশে তাকিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। একটা নেভা চুরুট হাতে নিয়ে আপন মনেই কথাগুলো বললেন।—

—মাপ করবেন, আপনি কাদের কথা বলছেন জানতে পারি কী? এ জমায়েৎ কেন?

—পিকিং ডেলিগেশন। একটা চীনা প্রতিনিধি দল হাভানা-হিল্টনে কাস্ত্রোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—কিন্তু এতদূর থেকে আপনি হাসতে দেখছেন কী কোরে? আমি তো লোকের মাথা ও গাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।

—আমি কাল দেখেছি। তবে জানেন, সমস্ত বাহাদুরী আমার নাতনীর। তাকে স্কুল থেকে ফেরৎ না আনতে গেলে দুপুরে এ পথে আসবার আমার কথা নয়। নাতনীকে নিয়ে ফিরছি। হঠাৎ দুটো গাড়ি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। তারপর দেখলাম হোটেলের দরজার সামনে পাহারা। নাতনীকে নিয়ে আমি হোটেলে ওঠবার গেটে দাঁড়িয়ে পড়ি। জানেন মশাই, ফিদেলকে আমি এত কাছে কখনও দেখবো কল্পনাও করিনি। প্রায় হাতখানেকের ব্যবধান। রাস্তা তখন ফাঁকা। উৎসাহী মানুষ অবশ্য ফিদেলের দর্শনের আশায় এদিকে ঘোরাঘুরি করেই—তবে সে ভিড় সামান্যই। আমি একেবারে সামনে। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, ফিদেল আমার দিকে চেয়ে হাসলো। আরো জানেন, আমার নাতনীকে ফিদেল আদর করলো। আমি তো অপ্রস্তুতের একশেষ। ফিদেল সামনে থাকায় মিলিশিয়ারা কিছু বলতেও পারে না। আমার ইচ্ছে ছিল অনেক কথা বলবো, কিন্তু এতবড় সুযোগ পেয়েও কিছু বলতে পারলাম না। তারপর দেখলাম গাড়ি থেকে জনাদশেক চীনা একে একে নেমে এলো। ছোট ছোট ক্ষুদে চোখে সবাই খুব হাসছে। ওদের মধ্যে আবার দু'জন মেয়ে প্রতিনিধি দেখলাম।

বুঝলাম বৃদ্ধ একজন প্রথম শ্রেণীর ভক্ত। ফিদেলের দর্শনের লোভে আজও ভিড় ঠেলে এসেছেন এতদূর। কিন্তু এত চীনা প্রতিনিধি কেন? চিনির দরদাম ঠিক করতে এত মানুষের প্রয়োজন হয় নাকি?

জনতা কিন্তু আদৌ ভালো লাগছিল না। হোটেলে ফেরবার তাড়া অনুভব করছিলাম।

—বড় ভীড়। রাস্তা পরিষ্কার হতে অনেক সময় লাগবে।

—তাই মনে হয়। আপনার তাড়া থাকলে পূব দিকের ঐ সেলুনের পাশের রাস্তা ধরলে হাভানা-হিল্টনের ওপরের এই সড়কেই আপনি পৌঁছতে পারবেন। ভীড়ও সহজে এড়ানো যাবে।

যুক্তিটা আমার মন্দ লাগল না। ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রোলোকের নির্দেশ মত আমি অন্য পথটাই বেছে নিলাম। হোটেলে আমাকে এখন পৌঁছতে হবে। মারিয়ার সঙ্গে এখনই আমার দেখা হওয়া দরকার।

হোটেল কাউন্টারের সামনে এসে প্রথমে ডাকের খোঁজ করি। অভ্যস্ত নিয়মে রোগা কর্মচারীটি ১৫২ নম্বর খোপ থেকে আজকের ডাক আমার হাতে তুলে দিল। চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে লিফ্‌টে এসে ঢুকি। লিফ্‌ট গার্ল একবার চোখ তুলে তাকালো। বোতাম টেপাটেপি করে স্থির হয়ে দাড়ালো।

করিডোর দিয়ে অনেকটা পথের প্রথম বাঁকেই আমার ঘর। দরজা বন্ধ। দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করি। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি—মারিয়া কোন খবর রেখে যায়নি। মনে হলো, হাভানা-হিল্টনের জমায়েৎ নিশ্চয়ই মারিয়াকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। আমি আর অন্য কিছু না ভেবে ডাক দেখতে শুরু করলাম। কিছু চিঠি—অপ্রয়োজনীয় কথাই তাতে বেশী।

সময় অতিবাহিত হয়। মারিয়া এখনও এলো না। কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল। এত দেরি হবার আদৌ কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। নোট বই খুঁজে মারিয়ার টেলিফোন নম্বর বার করি। ডায়েল করে মারিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে অপর প্রান্ত থেকে অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল—

—মারিয়াকে কাল অনেক রাত্রে উদ্বেগজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা নিয়ে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ঘণ্টাখানেক দেরি হলে হয়তো অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতো। ডাক্তার রাত্রেই জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হন। সকালে মারিয়ার জ্ঞান ফিরেছে। তবে ক্লোরোফর্মের

ঘোর এখনও পুরোপুরি কাটেনি। আমি মারিয়ার ভাই, কথা বলছি। আপনাকে সংবাদটি আগেই আমারই জানানো উচিত ছিল। কিন্তু নানা গোলমালে সম্পূর্ণ ভুলে যাই।

—মারিয়া এখন কোথায়?

—মেয়েদের হাসপাতালে। ৯ নম্বর কেবিন। আপনি একদিন দয়া করে তার সঙ্গে দেখা করবেন। সে খুশী হবে।

—নিশ্চয়ই যাব। খবরটা আমি এখনই পেলাম—যা হোক, আমি নিশ্চযই যাব। ধন্যবাদ।

রিসিভার সশব্দে নামিয়ে রেখে আমি সোফায় এসে বসি। বেশ বুঝলাম, গুরুতর এক গোলমাল কোথায় যেন পাকিয়ে উঠেছে। দুপুরে আমাকে তাহলে প্রেস ক্লাবে ফোন করছিল কে? জরুরী খবর নিয়ে প্রেস ক্লাবে তাহলে আসছিলো কারা?

জুতোর ফিতে আলগা করতে গিয়ে কী ভেবে উঠে দাড়ালাম। মনে হলো, এখনই হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। ব্যাপারটা সামান্য একটা ফোন হলেও গভীর ষড়যন্ত্রের যেন আভাস পেলাম।

—ম্যানেজার, আমি আপনার সঙ্গে গোপনে একটু কথা বলতে চাই। ভযানক জরুরী।

ঘরে ঢুকে কিছুমাত্র ভূমিকা না করে, আমার দ্রুত কথা ও ব্যস্ততায় ম্যানেজার দেখলাম একটু ঘাবড়ে গেলেন।

—বলুন, আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি? ব্যাপার কী? ঘরে আমি একাই আছি—আপনি গোপন কথা অনায়াসেই বলতে পারেন।

—যদি কিছু মনে না করেন টেবিল থেকে রিসিভারটা যথাস্থানে রাখুন।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে ভদ্রলোক রিসিভারটি যথাস্থানে রেখে বলেন,

—কেরাণীর কাছে খবর চাইছিলাম—রিসিভারটা তাই নামিয়ে রেখেছি। এখন বলুন আপনার জরুরী কথাটা কী?

—আমার অনুপস্থিতিতে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল?

—বলেন কি? কিছু চুরি গেছে?

—দেখিনি। তবে মনে হয় না কিছু খোয়া গেছে। কিন্তু আমার ঘর থেকে টেলিফোনে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। আমি প্রেস ক্লাবে ছিলাম—হয়তো

আপনি জানেন আমি সাংবাদিক। আমার স্টেনোগ্রাফারের নাম করে আমার ঘর থেকে আমাকে জরুরী প্রয়োজনে ডাকা হয়।

—আপনার স্টেনোগ্রাফার কোথায় ?

—এইমাত্র খবর পেলাম, কাল রাত্রে তার গুরুতর এ্যাপিণ্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি হাসপাতালে আছেন। আমার ঘর থেকে আমার স্টেনোর নাম করে, কে আমাকে ডেকে পাঠালো আমার জানা দরকার।

—তার আগে জানা দরকার, কোনো ফোন আপনার ঘর থেকে আদৌ হয়েছে কিনা ?

ম্যানেজার দেখলাম বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ঘন ঘন টাক চুলকোতে থাকেন। রিসিভার তুলে নিয়ে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন,

—কত নম্বর ঘর ?

—১৫২ নম্বর।

—অপারেটর, বলুন তো ১৫২ নম্বর ঘর থেকে আজ দুপুরে কোন কল হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ১৫২—তাড়াতাড়ি দেখুন।—আপনার চাবি কটা ?

চাবির প্রশ্নটি আমাকে করা।

বললাম—দুটো। একটা আমার—অন্যটি থাকে আমার স্টেনোর কাছে।

—কথা বলছি, কী, কল হয়েছে ? দুটো ? আচ্ছা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ম্যানেজারকে দেখলাম স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন,

—আপনার ঘর থেকে দুটো ফোন করা হয়েছে দুপুর বেলা। আপনি বিদেশী সাংবাদিক। আপনার স্টেনোগ্রাফারের এ্যাপিণ্ডিসাইটিস—ফিদেল কাস্ত্রো শীঘ্রই নিউইয়র্ক যাচ্ছেন—ঘর থেকে কিছু চুরি হয়েছে বলে আপনার মনে হয় না। প্রেস ক্লাবে আপনি বেনামা ফোন পেলেন—কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। সবটাই কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। হোটেলের ম্যানেজার হিসাবে ও একজন কিউবান হিসাবে আমার দায়িত্ব এখনই পুলিশে খবর দেওয়া।

—আপনি তাই করুন। আমার মনে হয় এটাকে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

—আমার মনে হয় ব্যাপারটা রাজনীতি ঘেঁষা। আপনি রাজনীতি করেন নাকি ?

—রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই আমার কাজ। আমি রাজনৈতিক

সংবাদদাতা।

—বুঝলাম। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন আপনি তাঁদের লোক। ব্যাপারটা আরও জটিল।

টাকওয়ালা বিরাট মুখটায় অদ্ভুত অভিব্যক্তির ভাঙচোর হলো।—চোখ দুটো ছোট, কিন্তু দৃষ্টি গভীর।

হঠাৎ ভেজানো দরজা সশব্দে খুলে যায়। সুবেশা এক তরুণী এক রকম নৃত্যের ভঙ্গীতে মুখে 'লা' 'লা' 'লা' তোতলামো নিয়ে ম্যানেজারকে এসে জড়িয়ে ধরে। অপ্রস্তুত বৃদ্ধ ম্যানেজার একটু বিব্রত হয়ে বলেন,

—এহ্ কাঠবিড়ালীটা কিট্ কিট্ করছে। আমার ছোট কাঠবিড়ালীটা কুট্ কুট্ করছে কেন রে?

আমাকে লক্ষ্যই করেনি মেয়েটি। চোখাচোখি হতেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

—বাবা, তোমাকে আমি দারুণ খবর দেব।

—তুমি আইন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছো।

—হেরে গেলে।

—বলছি দাঁড়াও—তুমি···তুমি···

—আজকের খবর খুব গরম। ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন রবার কোম্পানী কাস্ত্রো আজ বাজেয়াপ্ত করেছেন।

—বলো কী?

—এইমাত্র হাভানা রেডিওতে সংবাদ পেলাম।

ম্যানেজার বৃদ্ধ মানুষ। দেখলাম শিশুর মত আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। আমি মেয়েটিকে প্রশ্ন করি,

—রবার কোম্পানী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানেন?

—ইউ. এস রবার কোম্পানী, ফায়ারষ্টোন টাযার এণ্ড রবার কোম্পানী।

ম্যানেজার ধাতস্থ হয়েছেন এতক্ষণে। চোখাচোখি হতেই বলেন,

—আপনার কাজটি দেখছি মাটি হতে বসেছে। আমি এখনই ফোন করছি।

রিসিভার তুলে পাইপ দিয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে ম্যানেজার লাইন চাইছেন—

—মিলিশিয়া হেড কোয়ার্টারস্—এখনই আমাকে হাভানা মিলিশিয়া দাও।

সামান্য একটি ফোন যে অল্প সময়ে এত ফোন ডেকে আনবে, আমি ভাবতে পারিনি প্রথমে। আমি নিজে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি। কোন সূত্র কেউ রেখে যায়নি। সামান্য এক টুকরো কাগজও খোয়া যায়নি আমার ঘর থেকে। মিলিশিয়া হেড কোয়ার্টারস্ থেকে অল্পবয়সী এক ছোকরা অনুসন্ধানে আসে। আমার অভিযোগ সে লিখে নিয়ে যায়। মিলিশিয়া সম্পর্কে আমার একটু অন্য রকম ধারণা ছিল। অহেতুক হয়তো ভীতি একটু ছিলই। কিন্তু দেখলাম আমার উপকারে লাগবার সে আন্তরিক চেষ্টা করলো। নানা কথার হিজিবিজি ও পাল্টা প্রশ্নের মধ্যেই সে গেল না। বরং একজন ভারতীয় জেনে, আমার সঙ্গে আলাপ করতে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠলো। ম্যানেজারকে আমি জানিয়েছি—ফোন ঘটিত ব্যাপারটায় আমি কোনো ভূমিকা নিতে চাই না। আমার হাতে বিস্তর কাজ। মিলিশিয়ার সঙ্গে প্রয়োজনে যোগাযোগ করবার জন্যে আমি ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছি।

গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন পাকিয়ে উঠেছে। ডাঃ রাউল রোয়ার হাভানা ফিরে আসবার পর থেকেই রাজনৈতিক একটা গুমোট ভাব নিতান্তই অস্বস্তিকর আবহাওয়া টেনে এনেছে।

হাতে প্রচুর কাজ। মারিয়ার অসুখ আমাকেও অসুস্থ করে তুলেছে। পুরো কাজটাই নিজের হাতে করতে হচ্ছে। ফোনে খবর পেয়ে ছুটোছুটির বিরাম নেই।

ইদানীং লক্ষ্য করা যায় বিদেশী সাংবাদিক আরও আসছেন হাভানায়। হাঙ্গেরী ও আলবানিয়ার প্রতিনিধি দল আজও হাভানায় আছেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু-না-কিছু বাণিজ্য-চুক্তি হচ্ছেই। ফিদেল কাস্ত্রোর নিউইয়র্ক যাবার সংবাদ রাজনৈতিক গুমোট ভাবের ওপর একটা চাপা উত্তেজনার সঞ্চার করেছে।

ভয়ঙ্কর দাহ্য পদার্থের ওপর অতর্কিতে গ্যাসোলিন বোমা যে ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করে, হাভানা মিছিলের সামনে ফিদেল কাস্ত্রো আজ সেই ভাবে আত্ম-প্রকাশ করলেন।

অতিবড় শত্রুকেও কাস্ত্রোর বক্তৃতা শুনতে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মাইক্রো-ফোনের সামনে জোরালো বক্তব্য নিয়ে জনতার সামনে চীৎকার করা নয়—

কাস্ত্রো যেন অভিনয় করেন। মনে হয় অরসন ওয়েলস্-এর 'ওথেলো' দেখছি বা 'হ্যামলেট' চরিত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন লরেন্স অলিভার। বাদামী চোখ দুটির দৃষ্টিতে আশ্চর্য এক সম্মোহনী শক্তি। কণ্ঠস্বর কখনও চূড়ান্ত উঁচু পর্দায় আরোহণ করে, পরমুহূর্তেই অপূর্ব স্বরসঙ্গতি রেখে কণ্ঠের অবরোহণ লাখো জনতার চিত্তকে ব্যাকুল ও আপ্লুত করে তোলে। বক্তৃতায় হাত দুটির যে কত বড় ভূমিকা থাকে, কাস্ত্রোর বক্তৃতা না শুনলে আমি হয়তো বিশ্বাস করতাম না।

অপূর্ব অভিনয়। কিন্তু নাটকের পরিবর্তন হয়েছে। ডেসডিমোনার সঙ্গে ওথেলোর শেষ দৃশ্য নয়—ডেনমার্কের যুবরাজ ও রাজমহিষীর অভিনয়ও নয় মোটেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষুধার্ত কিউবার যেন বোঝাপড়ায় নেমেছেন ফিদেল কাস্ত্রো। আইজেনহাওয়ারের চরিত্রটি যেন ইয়াগোর। বা পর্দার আড়ালের নিতান্তই এক পলোনিয়াস।

ফিদেলকে কী যেন হাতে তুলে নিতে দেখা গেল। এমিলির চোরাই রুমাল নয়—রায়ো-ডি-জিনেরো-র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সামরিক চুক্তিপত্রের নথি। নথিটি জনতার চোখের সামনে মেলে ধরলেন ফিদেল। তারপর নাটকীয়ভাবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন সে চুক্তিপত্র। ঘোষণা করলেন—বিপ্লবী কিউবা, কিউবার মেহনতী জনসাধারণ আজ এ সামরিক চুক্তি অস্বীকার করে। ইণ্টার আমেরিকান ডিফেন্স কনফারেন্সের তৈরি এই চুক্তিপত্রের আজ আর প্রযোজন নেই। কিউবার সংগ্রামী জনসাধারণ আজ দেশকে রক্ষা করতে শিখেছে। আক্রান্ত হলে কিউবা রায়ো-ডি-জিনেরো-র চুক্তি সর্ত মেনে চলবে না। শতবর্ষের ইয়াঙ্কী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কোনো আপোষ নয়, আলোচনা নয়। জনসাধারণ আজ প্রস্তুত। আজ আমরা যে-কোনো মুহূর্তের জন্য তৈরি।

বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে ফিদেল কাস্ত্রোকে অল্পক্ষণের জন্যে বক্তৃতা বন্ধ রাখতে হয়। আমি জনতা দেখছিলাম। আলোড়িত জলরাশি যেন ঢেউ ভাঙছে।

গ্যাসোলিন বোমার যেন বিস্ফোরণ হলো তারপর। উত্তেজিত কণ্ঠ নয়। বজ্রমুষ্টির আস্ফালন ছিল না এতটুকু। কাস্ত্রো পূর্ব থেকে পশ্চিমে অগণিত মানুষের দিকে একবার ধীরে ধীরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর ঘোষণা করলেন,

—আমরা আজ প্রস্তুত। আমরা আজ নির্ভীক। বিপ্লবী সরকার, কিউবার মেহনতী মজুর কিষাণ আজ প্রস্তুত। বন্ধু বাছাইয়ের দিন এসেছে আজ। আমি মনে করি চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধির হাভানায় থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বিপ্লবী সরকারের সিদ্ধান্ত আমি আজ আপনাদের সামনে রাখছি। বিপ্লবী কিউবা নয়া চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছে। আমরা এখন প্রকৃত বন্ধু খুঁজছি। দুনিয়ায় আমরা সাথীর সন্ধান করছি।

ফিদেল কাস্ত্রোর কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। মিছিল শুধু হাভানা শহরের নয়। দূরদূরান্ত থেকে চিনির কলের মজুর এসেছে আজ। অগণিত কৃষাণ এসেছে পথ চিনে চিনে। এত বড় জমায়েৎ ইদানীং কালে আমার নজরে পড়েনি। উন্মত্ত জনতা। ভাবাবেগে উদ্বেলিত মানুষের প্রাণ অস্থির, অসংযত, কিছুটা ভীতিপ্রদ।

আমার কনুই স্পর্শ করে সিনিওর লোপেজ বলেন—দেখুন, জনতা দেখুন। এই একই জনতা আমি পেরণ-এর বক্তৃতায় আর্জেন্টিনায় দেখেছি। এই নির্বোধ জনতাকে এই একই নিয়মে গুয়াটেমালায় আরবেণ্জ-এর জনসভায় পাগল হয়ে যেতে দেখেছি। ১৯৫৬ সালের নভেম্বরের শীতের মধ্যে এই জনতাকেই বুডাপেষ্টের রাজপথে ছুটতে দেখা গেছে। '১৭ই জুন' স্ট্রীট জার্মানীতে এরাই রচনা করেছে। এই জনতাকেই আলজেরিয়াতে 'লা-মঁদ' পোড়াতে দেখা গেছে। জনতা সম্পর্কে আমি কিন্তু বড় হতাশ হয়ে পড়েছি।

একটু হেসে বললাম,

—দেখুন, আমি কিন্তু শুধু কিউবাই দেখছি আর ভাবছি, এই জনতাই মাসাদোর প্রাসাদ লুঠ করতে পথে নেমেছিলো হাভানাতেই ত্রিশ বছর আগে। এই জনতার ভয়েই প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা দেড় বছর আগে গোপনে হাভানা ত্যাগ করে যান। কাস্ত্রোর মত একদিন মাসাদোও ছিলেন জনপ্রিয় নেতা। ইতিহাস তাই বলে।

—আমি জানতাম।

—কী জানতেন ?

কাস্ত্রো নয়া চীনকে মেনে নেবে এ-রকম আশঙ্কা করছিলাম।

—কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর নিউইয়র্ক যাবার আগেই এই ঘোষণা আমি আশা করিনি। তিক্ততা শুধু বাড়বেই। ল্যাটিন আমেরিকার বিশটি দেশের একটি

দেশও নয়া চানকে মেনে নেয়নি। তাই কিউবার এই ঘোষণা দস্তুরমত উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

—কিন্তু এ ছাড়া কাস্ত্রোর আজ উপায় নেই। 'ফরেন এড' বা 'ইণ্টারন্যাশনাল মানিটরি ফাণ্ড' আজ তার পেছনে নেই।

—শুধু অর্থ নৈতিক দিকটাই আপনি দেখছেন।

—তবে কী! কিউবা বাঁচতে চায়। সে বাঁচবেই। যেমন করে হোক বাঁচবেই।

—আপনি রোঁমা রোঁলা বলছেন?

সিনিওর লোপেজ একটু হাসলেন। বললেন,

—আমি কিউবার কথাই বলছি।

হোটেলের দোরগোড়ায় আমাকে সিনিওর লোপেজ নামিয়ে গেলেন। কিন্তু কামরায় পৌঁছতে পারলাম না।

রুম ক্লার্ক যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। অভিবাদন করে সামনে এগিয়ে এলো। বললো,

—মিলিশিয়া হেড কোয়ার্টারস্ আপনার খোঁজ করছে। দু-বার ফোন এসেছে। অবিলম্বেই সেখানে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

—নির্দেশ বোলো না—অনুরোধ জানিয়েছেন বল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি স্বয়ং ম্যানেজার আমার পেছনে এসে হাজির হয়েছেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন,—আমার মনে হয় না মিলিশিয়া আপনার ফোনের কোনো কিনারা করতে পেরেছে। তবু আপনাকে আমি অনুরোধ করবো, আপনি মিলিশিয়া হেড কোয়ার্টারস্-এ একবার যান। ব্যাপারটা জেনে আসুন। আমার কাছে তাঁরা কিছু ভাঙলেন না।

—আমি এখনই যাব। বিনা কারণে মিলিশিয়া আমাকে ডাকবে মনে হয় না। যা হোক আপনাকে আমি পরে জানাবো। আমি কাজটা সেরে আসি।

তাড়াহুড়ো করে পথে নেমে এসে একটা ট্যাক্সী নিলাম। হাজারো চিন্তা মাথায় আসছিল। শুধু মনে হচ্ছিলো, কে আমাকে ফোন করেছিলো আমার হোটেলের কামরা থেকে? মিলিশিয়া কী সন্ধান করতে পেরেছে?

সুরক্ষিত অট্টালিকা। বাইরে থেকে সৌখিন অফিস দপ্তর বলে ভুল হয়। অনেকটা করিডোর অতিক্রম করে কাঁচ বসানো ঘরের একমুখো পাল্লার সামনে

এসে দাঁড়াই।

বাইরে আমায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। কুর্নিশ করে চাপরাশী এলো না। উর্দি পরা বেয়ারাও আমাকে ডাকলো না। নীচ থেকে আমার কথা হয়তো ফোনে জানানো হলো। কাঁচের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করলাম, একজন বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বেসামরিক পোশাকে এক তরুণ আমাকে ভেতরে ডেকে নিল।

প্রথমে আমার পরিচয়টুকু রাখতে হলো। আমি সংক্ষেপে বেয়াড়া ফোনের ব্যাপারটিও সবার সামনে রাখলাম। লক্ষ্য করলাম, ঘরে জনা চারেক মিলিশিয়া —কারো মুখে কোন ভাবান্তর নেই। আরও লক্ষ্য করলাম, যিনি প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে হাসিমুখে আমার কামরা থেকে সেদিন বিদায় নিয়েছেন—সে যুবা অনুপস্থিত।

আমার বক্তব্য 'শেষ করার পর কয়েক মুহূর্ত গেল। মিলিশিয়া প্রথম মুখ খুললেন,

—আপনি প্রেস ক্লাবে যখন প্রথম ফোন পেলেন তখন হোটেলে ফিরে না গিয়ে পরে গেলেন কেন?

—আমি 'হাভানা পোস্ট'-এর আগাষ্টো সানশেজের অপেক্ষা করছিলাম।

—আগাষ্টো সানশেজ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এ কথা আপনি তখনও জানতেন না?

—ঠিক তাই।

—আপনার কোনো শত্রু আছে?

—মনে হয় না।

—আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে হয়তো আপনার সাহায্যে আমরা লাগতে পারি। দেখুন, একটা বেওয়ারিশ ফোন খুব একটা বড় কথা নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার কোনো বিপদ হতে পারে।

—বিপদ?

—হ্যাঁ। আপনাকে আরও একটু প্রশ্ন করবো—আপনি সান্টিয়াগোতে যাচ্ছিলেন—মাস দুই আগে। তখন বিদেশী সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে যখন এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় আপনি সান্টিয়াগো আর গেলেন না কেন?

প্রশ্নটি আচমকা। এত কথা এদের জানা থাকতে পারে আমার সম্পূর্ণ

ধারণার বাইরে ছিল। মিলিশিয়া আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বলে চলেন,

—অবশ্য এ সব কথার জবাব আপনি দিতে বাধ্য নন। এদেশে আপনি অতিথি। যাত্রাভঙ্গ করবার অধিকার আপনার—সে সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। তবে আমার মনে হয়, আপনি হয়তো এমন কোনো দলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যুক্ত ছিলেন বা আছেন—তারা আপনাকে সন্দেহ করছে।

—সে রকম কোনো যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না।

—একটু ভেবে বলুন। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

—আমি ভেবেই বলছি। কোনো দলের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

—এত দোকান থাকতে আপনি রাফেল স্ট্রীটের ধোলাইখানা পছন্দ করতেন কেন ?

—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন ?

—একেবারেই নয়। আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

—রাফেল স্ট্রীটের ধোলাইখানায় আমি মাত্র দু-একবার গিয়েছি। ধোলাই-খানা পছন্দ করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কোনো মতলব নেই। আপনার কামরায় অবাঞ্ছিত মানুষ ঢোকে। ফোনে ডাকে। দেখা করতে আসে জরুরী বার্তা নিয়ে, অথচ তার হদিশ করা যায় না। আজ হাভানায় এ সব খুব ভালো কথা নয়। আমার মনে হয়, আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করছেন।

—আমি সাংবাদিক। খবর আমাকে আকর্ষণ করে। প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনে আমাদের ঘোরাঘুরি করতে হয়।

—ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী একটা চক্র আজ হাভানায় সক্রিয়। গোটা কিউবায় তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—আপনি হয়তো তাদের কিছু জানেন।

—আপনার অনুমান মিথ্যা। কাস্ত্রো বিরোধী চক্রের সঙ্গে আমার যোগাযোগের অভিযোগ নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। তাছাড়া ফিদেল কাস্ত্রো ও বিপ্লবী কিউবা সম্পর্কে আমি কী ধারণা পোষণ করি, সে সম্পর্কে আমাকে আদৌ

কোনো প্রশ্ন না করে, আপনাকে আমার রচনা পড়তে অনুরোধ করবো।

—আপনি সহযোগী মন নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলুন। আমি আপনাকে দোষী বা কাস্ত্রো বিরোধী এক বিদেশী সাংবাদিক বলতে চাই না। সে ধরনের কোনো অভিযোগ আমাদের হাতে থাকলে আপনাকে এখানে ডাকবার প্রয়োজন থাকতো না। আপনাকে অবিলম্বেই হাভানা ছেড়ে যেতে বলতাম। কিউবা ত্যাগ করবার নির্দেশ পেতেন আপনি। আমি বলতে চাইছি, আপনি হয়তো কোনো এক বিশেষ যোগাযোগে প্রতিবিপ্লবীদের গোপন কোনো তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রতিবিপ্লবীরা এখন আপনাকে বিশ্বাস করছে না। আপনার ওপর তাদের কোন ভরসা নেই।

—বুঝলাম, আমি কিন্তু সে ধরনের কোনো যোগাযোগের হদিশ করতে পারি না। প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ—আমি ভাবতে পারি না।

আমাকে যিনি. প্রশ্ন করছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ। ভদ্রলোক পাশের একজনের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতেই, দেখলাম সে উঠে আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল। দেওয়ালের গা ঘেঁষে সারি সারি স্টীল আলমারী সাজানো। সুদৃশ্য ক্যাবিনেট। ঘরটা বেশ সাজানো।

আলমারী থেকে একটা এ্যালবাম আনতে দেখা যায়। সেটি হাতে নিয়ে প্রশ্নকর্তা আবার শুরু করলেন,

—হয়তো আপনি চিনতে পারবেন, ইনি আপনার পরিচিত ?

সামনে ঝুঁকে একটি ফটোগ্রাফ আমার হাতে দিলেন ভদ্রলোক।

আমি চমকে উঠি। অস্পষ্ট বিস্ময়োক্তি করি।

—চিনলেন ?

—ইমরে গীগর ! আমার সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়েছিল হাভানাতেই।

—ভালো করে দেখুন, আপনি ঠিক চিনতে পারছেন ?

—সেদিনই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ইমরে গীগরকে চিনতে আমার ভুল হবে না।

—কীভাবে এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় ?

—ইমরে গীগর একজন প্রখ্যাত গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি। দক্ষিণ আমেরিকার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান দান অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশেষ করে অবলুপ্ত প্রাচীন মায়া সভ্যতার যে দিকটা তিনি—

কথার মাঝখানে বাধা পেলাম। মিলিশিয়া আমার চোখের ওপর চোখ

তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

—আপনি জানেন এই ভদ্রলোক ভেনেজুয়ালায় কী জন্যে বিখ্যাত?

প্রশ্নটি বোধগম্য হলো না। মিলিশিয়া ভদ্রলোক আশ্চর্যরকম গম্ভীর হয়ে যান। বলেন,

—ইমরে গীগর সেখানে একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। জাগুয়ার-শিকারী হিসাবে কারাকাসে তিনি সরকারী ওপর মহলেও যথেষ্ট পরিচিত।

—বলেন কী?

—ক্যাথলিক পিতা হিসাবে সাও পাউলোতে তিনি চলাফেরা করেন।

—আরও শুনতে চান?

—পরিষ্কার করে বলুন। আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।

—ইমরে গীগর একজন হাঙ্গেরীয়ন। হর্থি একনায়কত্বের আমলে পুলিশ দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগে যুক্ত ছিলেন। নাজী অত্যাচারে পরিবারের অনেকে প্রাণ হারায়। ইমরে বন্দী শিবিরে আটক থাকেন। নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি সরকারী উচ্চপদে বহাল হন। ১৯৫৬ সালে প্রতিবিপ্লবী দলে যোগ দেন ও পরে বুডাপেষ্ট থেকে পালান। আসেন ইয়োরোপ—লণ্ডনেই যোগাযোগ। কাজের ভার নিয়ে আসেন সিওল। 'অপারেশন ব্লু বেল'-এর পেছনে তাঁর হাত ছিল। হঠাৎ ডেকে পাঠানো হয় নিউইয়র্ক। এখন কর্মস্থল গোটা ল্যাটিন আমেরিকা। পনের হাজার মাইল এলাকায় তাঁর গতিবিধি। কোথাও শিকারী, বৈজ্ঞানিক সেজেছেন কোথাও। কোথাও ক্যাথলিক পিতা, কোথাও বা মায়া সভ্যতা ও ক্যারিবিয়ান লোকসঙ্গীত বিশারদ।

—আপনি কী বলতে চান ইমরে গীগর একজন গুপ্তচর?

—ইমরে গীগর সি. আই. এ.-র একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি। আমাদের হাতে বড় দেরিতে খবর আসে। ইমরে গীগর ততক্ষণে পাড়ি জমিয়েছেন কস্টা-রিকায়। আপনি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না?

—আদৌ না।

—গীগরের সঙ্গে আপনার কী ধরনের আলাপ হয়েছে?

তাঁর পরিচয় এই মুহূর্তে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। মনে রাখবার মত বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তিনি একজন শিল্পী। নৃত্য ও সঙ্গীতের একজন উঁচুদরের সমঝদার।

—আমি আজ আর আপনাকে বেশী বিরক্ত করবো না। আপনাকে

আবার ডেকে পাঠাবার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। আপনার পরিচয় আমাদের হাতে আছে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে সন্দেহ করে প্রশ্ন করিনি। সবটা মিলিয়ে আপনার নিরাপত্তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তিত। আপনি একটু সাবধান থাকবেন। আপনার পেছনে কাদের যেন দৃষ্টি আছে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনি নবীন সাংবাদিক—খবরের জন্যে বেপরোয়া কোনো ঝুঁকি হয়তো নিয়েছেন—পুরোটা প্রকাশ করতে আজ আপনি হয়তো ভয় পান।

—আমি কোনো মিথ্যা বলিনি।

—সত্য কিছু গোপন করতেও পারেন।

বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। পথ চলতে চলতে মিলিশিয়ার শেষ কথাটি কানে বাজে। মিথ্যা হয়তো বলিনি, কিন্তু কিছু সত্য গোপন নিশ্চয়ই করেছি। আমার কাগজের খোদ মালিকের সুপারিশ নিয়ে ইমরে গীগর আমার সঙ্গে দেখা করেন। ইমরে গীগর একজন প্রতিবিপ্লবী হাঙ্গেরীয়ন আমার অজানা নয়। ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী চক্রের একজন সক্রিয় কর্মী। ভেনেজুয়ালার দূতাবাসে গোমেজকে পৌঁছে দেবার গোটা পরিকল্পনা ইমরের তৈরি। হোটেল ট্রপিকানার মালিশওয়ালা তাঁরই নির্দেশে ওঠে বসে। আমি নবীন সাংবাদিক—খবরের জন্য বেপরোয়া কোনো ঝুঁকি নিশ্চয়ই আমি নিয়েছি। মিলিশিয়ার অনুমান মিথ্যে নয়। কী আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি!

মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। আগামী দিনে আদৌ কোনো ঝুঁকি নেবো না। গোমেজ ঘটিত কাহিনীতে যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো, এখন আমি উপলব্ধি করতে পারি। গোমেজকে আমি পুরোপুরি ভুল চিনেছিলাম। আজ সমস্তই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। গোমেজ শুধু কাস্ত্রো বিরোধী নয়—আদালতে প্রমাণিত অভিযোগ সম্পূর্ণ দেশদ্রোহিতার।

—কী অবাক! আপনি এখানে?

সুরেলা এক নারীকণ্ঠ। ফিরে দেখি—এক পোশাকের দোকান থেকে বেরিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টেরেসা। বাদামী চোখ। সোনালি চুল। মুখশ্রী অনেকটা বাঙ্গালী মেয়েদের মত। মারিয়া আমাকে টেরেসার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ক'বার দেখাও হয়েছে এখানে-ওখানে। সপ্রতিভ, চটপটে মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে।

আমার হাতে কাজ ছিল। গন্তব্যস্থল ছিল হোটেল। তবু মিলিশিয়ার

ঘর থেকে পথে নেমে, নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম। আমার জবাবের অপেক্ষা না করে টেরেসা বলে,

—আমার কিন্তু চাকরী যাচ্ছে।

—কেন ?

—ফায়ারস্টোন কোম্পানী জাতীয়করণ হলো।

—চাকরী যাবে কেন ? মনিব পাল্টালো বলুন। ইয়াঙ্কী মনিবের জায়গায় এখন থেকে আপনার মনিব হলো কিউবার বিপ্লবী সরকার। চাকরীর নিরাপত্তার দিক থেকে আমার মনে হয় ভালোই হলো।

—আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে। কয়েক বছর আগে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে আমি সই দিয়েছিলাম।

—সে তো বহু পুরোনো কথা। কাউকে ছাঁটাই করা হবে—আমার মনে হয় না।

—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—আপনার অহেতুক ভয় হচ্ছে।

—আপনার সেক্রেটারীর খবর কী ?

—আমি নিতান্তই লজ্জিত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ দু'দিন আমি দু'দণ্ড বিশ্রামের সুযোগ পাইনি। একটার-পর-একটা ঘটনা আমাকে দৌড় করিয়েছে। মারিয়াকে দেখতে যাবার এতটুকু সময় করে উঠতে পারিনি।

—কী হয়েছে মারিয়ার ?

—কেন আপনি জানেন না ?

—না। কী ব্যাপার বলুন তো !

—মারিয়া হাসপাতালে। ক'দিন আগে মারাত্মক এ্যাপিন্‌ডিক্স-এর যন্ত্রণা নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হন। মারিয়া এখন বিপন্মুক্ত। মারিয়ার ভাই আমাকে ফোনে জানিয়েছেন। হাভানার মেয়েদের জরুরী হাসপাতালে আছে, ন' নম্বর কেবিনে।

টেরেসার চোখেমুখে আশ্চর্য এক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। চিত্রার্পিত টেরেসা কয়েক মুহূর্ত পর বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মারিয়া এ্যাপিন্‌ডিক্স-এর যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় ! ডাক্তার অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হন ! আপনি এসব কী বলছেন, আমি বুঝে উঠতে

পাচ্ছি না। আপনি বিশ্বাস করুন, কিন্তু এত বড় মিথ্যে কথা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ?

টেরেসার কণ্ঠে এতটুকু কৌতুক ছিল না। টেরেসার বিস্ময় আমাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিল।

—খবরটা মিথ্যে নয়। মারিয়া হাসপাতালে। এ্যাপিন্‌ডিক্স-এর মারাত্মক অবস্থায় জরুরী অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। আমি ডাক্তার নই—কিন্তু এটুকু জ্ঞান আমার আছে।

আমার কথায় কিছুমাত্র কান ছিল না টেরেসার। কৌতুকের আশ্রয় আমাকেই নিতে হলো। হেসে বললাম,

—কল্পনাশক্তি অন্য কিছুতে চালান করে দিয়ে, বরং হাসপাতালে মারিয়াকে দেখতে গেলেই গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। দেখে আসুন না মারিয়াকে। আমি কাল যাব সময় করে।

টেরেসা গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর ধীর কণ্ঠে বলে,

—মারিয়াকে আমি দেখতে যাব না। আপনাকেও আমি হাসপাতালে যেতে বারণ করি। মারিয়া লুকোতে চেষ্টা করছে। সে আমাকে দেখলে লজ্জা পাবে।

—আপনি কী বলছেন আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

—মারিয়া অবিবাহিতা। মারিয়া আমার বন্ধু। সে আমাকে দেখলে অসম্ভব লজ্জা পাবে।

—টেরেসা, আপনি পরিষ্কার করে বলুন। আপনার কথা ধোঁয়াটে, বিভ্রান্তিকর।

—বিপ্লবী সরকারের নতুন আইনের কথা হয়তো আপনার অজানা নয়। গর্ভপাত কিউবায় নিষিদ্ধ। মারিয়া অবিবাহিতা। আমরা মারিয়ার মঙ্গল কামনা করি—মারিয়ার অসুস্থতার কথা অন্য কোথাও প্রকাশ করা আমাদের উচিত হবে না। বড় বোকা মেয়ে। সামান্য ভুলের শাস্তি, চূড়ান্ত লজ্জার বিনিময়ে গোপনে তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। বেচারা মারিয়া।

—টেরেসা !

—আপনি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করেন না ? আশ্চর্য !

—এ্যাপিন্‌ডিক্স-এর অস্ত্রোপচার আপনি মেনে নিচ্ছেন না কেন ?

—আমি ডাক্তার নই—কিন্তু এটুকু জ্ঞান আমার আছে। বছর তিনেক

আগে কলেজ হোস্টেল থেকে গভীর রাত্রে মারিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেদিন মারিয়ার সঙ্গে আমিও ছিলাম। অবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হন। অবাঞ্ছিত এ্যাপিন্‌ডিক্সটুকু তিনি নিপুণভাবে মারিয়ার দেহ থেকে সরিয়ে ফেলেন। প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞান আমারও কিছু আছে। শরীর সবারই একই নিয়ম মেনে চলে বলে আমি জানি। আপনি কী বলতে চান মারিয়ার পেটে দুটো এ্যাপিন্‌ডিক্স থাকতে পারে? মারিয়ার এই আজগুবী দেহতত্ত্ব আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

পরদিন উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা ঘটলো। হাভানায় কুমিনটাং রাষ্ট্রদূত লিউ উয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইস্তাফা-পত্র পেশ করলেন। 'ব্যাঙ্ক অব চায়না' সম্পূর্ণ মিলিশিয়াদের হাতে চলে গেল।

সিনিওর লোপেজ আশঙ্কা করেছিলেন, আমি নিজেও হয়তো কিছুটা প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু নয়া চীনকে সাথী হিসাবে মেনে নেওয়া ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবার সিদ্ধান্তের সংবাদ হাভানায় যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার করলো। ভেনেজুয়ালা ও কলম্বিয়া দূতাবাসে ঘন ঘন বৈঠক শুরু হলো। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ফিলিপ বনসলের ওয়াশিংটনে ফোন চালাচালি চললো অবিরাম। ঝিমিয়ে পড়া মার্কিনবিদ্বেষ, হঠাৎ একটা নাড়া খেয়ে বেসুরো গলায় চীৎকার শুরু করলো।

নানা কাজের মধ্যেও মারিয়ার কথা আমার মনে ছিল। বিশেষ করে মারিয়ার অসুখ সম্পর্কে টেরেসার আশ্চর্য ধারণা আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। মারিয়ার অসুস্থতার কথা, আমি ভিন্ন জায়গা থেকেও শুনেছি। টেরেসার বক্তব্যকেও আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

হাসপাতালের ন' নম্বর কেবিন খুঁজে পেতে আমার দেরি হয়নি। অনুসন্ধান দপ্তরে খোঁজ নিয়েছি নীচের তলায়। মারিয়ার গুরুতর এ্যাপিন্‌ডিক্স অস্ত্রোপচার হয়েছে কয়েক দিন আগে। এখন সে ভাল, অনেকটা সুস্থ।

একমুখো পাল্লা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা হলো মারিয়ার সঙ্গে। চাকা লাগানো লোহার খাটের একদিকের বিছানা ভাঁজ করে উঁচু করে তোলা। কাঁধের দু'পাশ দিয়ে মাথার সোনালি চুল বেয়ে নেমেছে। অসুস্থতার ছাপ নেই, তবে মুখশ্রী মলিন। ঠোঁট দুটি শুষ্ক। চোখ দুটিতে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

মারিয়া একটু ম্লান হেসে আমাকে ইশারায় সামনের চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে।

—হাতে আমার কাজ থাকে তুমি জানো। তবু ইতিমধ্যে একবার এসে তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার উচিত ছিল। এখন কেমন আছো?

—এখন তো ভালই আছি। সেলাই কাটা না হলে এখানকার ডাক্তার ছাড়বেন না। আমার কিন্তু বাড়ি চলে যাবার ইচ্ছে করছে।

—তোমার এ্যাপিন্‌ডিক্স-এর যন্ত্রণার কথা আমি পূর্বে কখনও শুনিনি।

যখন খবর পেলাম তখন অস্ত্রোপচার শেষ হয়েছে। আগে কোনো দিন যন্ত্রণা হয়নি তোমার ?

—কিছু দিন থেকেই একটা ব্যথা উঠছিলো—তবে সে রকম কিছু নয়। হঠাৎ সেদিন রাত্রে যন্ত্রণা শুরু হল। সে বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। যন্ত্রণায় এত কাতর হয়ে পড়ি যে, হাসপাতালে আসা, অস্ত্রোপচার করা—কোনোটাই আমার ভালো করে মনে নেই। অনেক রাত, আমার ভাই সেদিন দৈবাৎ আমার ওখানে ছিল।

—দিন পনের আরো তোমাকে বিশ্রামে থাকতে হবে। গোটা মাসটি তোমাকে ছুটি দিতে পারলে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু আগে যদিও কিছু কাজ একা করতে পারতাম, আজকাল একদম পেরে উঠি না। তাছাড়া তোমার অসুস্থতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্তর কাজ। দুটো করে রিপোর্ট আমাকে পাঠাতে হয়। রাষ্ট্রদূত লিউ উয়ান পদত্যাগ-পত্র পেশ করেছেন।

—আমি রেডিওতে শুনেছি। একা নিষ্কর্মা, বসে বসে শুধু ভাবছি আপনাকে কত বেশী পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এ সময়ে আমি নিশ্চয়ই অনেক প্রয়োজনে লাগতাম।

—অল্পদিনের জন্যে লোক পেলে আমার ভালো হতো।

—আমি মাসখানেক ছুটি নেবো না। দু-সপ্তাহ পর নিয়মিত কাজে যোগদান করতে পারবো বলে ডাক্তার আমাকে বলেছেন।

—এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তাছাড়া টাইপের কাজটাও এ সময়ে ভালো নয়। ক' সপ্তাহের জন্যে একজন মোটামুটি লোক পেলে—আচ্ছা মারিয়া, তোমার বন্ধু টেরেসাকে তোমার কেমন লাগে ? বিশ্বাসযোগ্য ?

সর্ষের মধ্যে ভূত দেখবার ঘটনা আমার জানা নেই। তবে টেরেসার কথা তোলায় মারিয়ার আশ্চর্য ভাবান্তর আমার দৃষ্টি এড়ালো না। লেফাফা খুলে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত এক দুঃসংবাদে চোখেমুখে যে ভাব ফুটে ওঠে, মারিয়ার সারামুখে মুহূর্তের জন্যে সেই একই ভাব খেলে গেল।

—টেরেসা কাজের মানুষ। তবে আপনার কাজ সে কী করতে পারবে ? তাছাড়া—

—তাছাড়া কী ?

—আমার বন্ধু টেরেসা। তার নিন্দে আমি করতে পারবো না। টেরেসাকে

আমি ভালবাসি। তবু এ কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, টেরেসা আদৌ নির্ভর-যোগ্য নয়। আপনার কাজ করাও তার পক্ষে মুস্কিল। ফায়ারস্টোন রবার কোম্পানীর চিঠি টাইপ করা, অফিসারের নোট নেওয়ার যোগ্যতা নিয়ে আপনার 'হাভানা-ডেসপ্যাচ' তৈরি করা যায় না।

—ক' সপ্তাহ কাজ চালিয়ে নিলেই চলবে।

—আপনি কী টেরেসার সঙ্গে কথা বলেছেন ?

—না। তোমার সুপারিশ ভিন্ন তোমার বন্ধুকে আমি নিয়োগ করতে পারি না।

—আপনার সঙ্গে কী দেখা হয়েছে টেরেসার ?

—কালই দেখা হয়েছে। তবে হাতে কাজ ছিল—এ সব কথা কিছু হয়নি। এত কথা ভাবিওনি। পরে মনে হয়েছে, তাই তোমার মতামত জানতে চাইছি।

—টেরেসা কী জানে আমি এখানে ?

—আমার এত তাড়া ছিল আমি কথাই বলতে পারিনি। সামান্য হাত নাড়াতেই শেষ হয়। আর রাস্তার এমন জায়গায় দেখা, গাড়ি থামাতে গেলে আইন ভাঙতে হয়।

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা! একেবারেই বানানো অজুহাত। আশ্চর্য লাগলো, এতবড় মিথ্যে কথা আমি অনায়াসেই চমৎকার বলতে পারলাম।

—ক'দিনের জন্যে আপনাকে আমি বরং অন্য লোক দেব।

—অসুস্থ শরীরে তুমি আবার কেন কষ্ট করবে ?

—আপনার কাজের অসুবিধা হচ্ছে, কাজ জমছে—আমি খুব লজ্জিত বোধ করছি।

—শরীরের ওপর হাত নেই। মানুষের অসুখ করেই।

সাদা চাদরে মারিয়ার শরীরের অর্ধেকটা ঢাকা। পেটের নীচে ডানদিকে আঙুল বুলোতে বুলোতে মারিয়া বলে, সন্ধ্যের দিকে একটু জ্বর হয়। ইনজেক-শনের ব্যথা দু-হাতেই প্রবল।

—নিতান্তই সাময়িক। জ্বর একটু হবেই। দু-একদিনের মধ্যে তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

—আপনার জন্যে একজন করিতকর্মা লোকের কথা ভাবছি। একটু ভেবে দেখতে হবে। আপনাকে আমি শীঘ্রই জানাবো।

—সেজন্যে তুমি আদৌ চিন্তিত হয়ো না। সে আমি ব্যবস্থা করে নেবো।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তুমি আবার কাজে এসো, তা হলেই আমি সুখী হবো। তবে মারিয়া, তুমি যদি দয়া করে আমার ঘরের চাবি ও ড্রয়ারের চাবিটা আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পার তবে ভাল হয়। অন্ততঃ টেবিলের চাবিটা পেলেও এখনকার মত আমার কাজ চলবে।

—আপনি ভালো কথা মনে করেছেন। পাঠিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না, ও-দুটো আমার সঙ্গেই আছে। ঐ ছোট আলমারীতে দেখুন না দয়া করে—আমার ব্যাগটা যেখানে রাখা আছে। অন্য চাবির সঙ্গে ও-দুটো চাবি একই রিং-এ আছে। আলমারীটা খুলে ব্যাগ থেকে চাবি দুটো আপনি নিয়ে নিন। চাবির ব্যাপারটা আমারই মনে করা উচিত ছিল।

সাদা স্টীলের ছোট একমুখো পাল্লার আলমারী। আমাকে চেয়ার ছেড়ে উঠতেও হলো না। ভেজানো আলমারী খুলে ব্যাগটি টেনে নিলাম। কিছু ফল, প্রয়োজনীয় টুকরো-টাকরা জিনিস ও নীচের তাকে পাট করা একটা তোয়ালে নজরে পড়লো।

ব্যাগটি মারিয়ার হাতে তুলে দিলাম। ব্যাগ খুলে মারিয়া চাবি হাতড়াতে থাকে। আমি একটু বিব্রত বোধ করি। বলি,

—তুমি ব্যস্ত হচ্ছো মারিয়া। হয়তো তোমার সঙ্গে নেই। পরে পাঠিয়ে দিও। মারিয়া আমার কথার কোনো উত্তর করলো না। দেখলাম ব্যাগের জিনিসপত্তর সাদা চাদরে ঢাকা কোলের ওপর ছড়িয়ে নিল। চাবি নেই।

মেয়েদের ব্যাগ, তাতে মেয়েলী দ্রব্য থাকবেই। হঠাৎ একটি ফটোগ্রাফ দেখে চমকে উঠলাম। একটি পুরুষের ছবি। মেয়েদের ব্যাগে মেয়েলী দ্রব্যের সঙ্গে একটি পুরুষের ছবি থাকা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঐ পুরুষ মানুষটিকে আমি যে জানি! ঐ ছবি যে আমি বহুবার দেখেছি। ভালো করে লক্ষ্য করলাম, অনুমান মিথ্যে নয়। চিনতে আমার কিছুমাত্র ভুল হয়নি। ফটোগ্রাফটি আর কারো নয়—রাউল সিবাসের। কিউবা ছেড়ে পালিয়েছেন এই সেদিন। সস্ত্রীক গোপনে দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন ফ্লোরিডায়।

মারিয়াকে দেখলাম সে চাবি খুঁজতে ব্যস্ত। গোটা ব্যাগটি কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করে। বললাম—থাক, পরে দিও।

—না না ব্যাগেই আছে। পাতলা কাপড়ের ছেঁড়া জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

—বুঝেছি, আমার ওভারকোটের পকেটেরও ঐ অবস্থা হয়েছিল একবার।

বাসের ভাড়া দিতে গিয়ে লণ্ডনে একবার মহা বিপদ। ছেঁড়া গর্তে হাত চালিয়ে কোমরের কাছ থেকে খুচরো টেনে বার করতে হয়।

চাবিটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। রিং থেকে খুলে ছুটি চাবি মারিয়া আমার হাতে তুলে দেয়। জিনিসপত্র আবার ব্যাগে ভরে ব্যাগটি বালিশের পাশে বিছানার কোণে রেখে দিল।

—সময় পেলে কাল বা পরশু আমি আসবো।

—আপনি এলে খুব ভালো লাগবে। তবে কাজ মাটি করে আপনি আসবেন না। হাতে সময় পেলেই আসবেন।

ছু-চার কথার পর মারিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাই।

গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন গোলমেলে লাগছিলো। টেরেসাকে সাময়িক ভাবে কাজে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মারিয়ার যুক্তিহীন প্রবল আপত্তিই শুধু নয়, টেরেসার সঙ্গে আমার দেখা হবার সংবাদে তার চোখমুখের আশ্চর্য পরিবর্তন, আমাকে দস্তুরমত বিস্মিত করেছে। মারিয়ার ব্যাগে রাউল সিবাসের ছবি থাকবার এতটুকু যুক্তি আমি খুঁজে পাইনে। শুধু বার বার মনে হয়, আগাষ্টো সানশেজ এই রকম হাল আমলের রাউল সিবাসের ফটোগ্রাফের সন্ধানে 'হাভানা-পোর্স্ট' পত্রিকা ভবন ছেড়ে রাস্তায় নামেন। মোটর দুর্ঘটনা সেই রাত্রেরই ঘটনা। সবটাই কেমন রহস্যময় মনে হয়। তবে কী মারিয়ার সঙ্গে আগাষ্টো সানশেজের কোনো সম্পর্ক আছে? কী সম্পর্ক? টেরেসার কথাগুলো দস্তুরমত বিভ্রান্তিকর। টেরেসা সম্পর্কে মারিয়ার মনোভাব গোটা ব্যাপারটা আরও সন্দেহজনক করে তুলছে।

অনেকটা সিঁড়ি অতিক্রম করে এসে আবার আমাকে ফিরতে হলো। খেয়াল হলো, চাবি ছুটি আমি মারিয়ার বাসায় ফেলে এসেছি।

একমুখো পাল্লা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই আমাকে দেখে মারিয়া যেন চমকে উঠলো। বিছানার পাশে রাখা চাবি ছুটো হাতে নিয়ে জবাবদিহির স্বরে বললাম—চাবি ছুটো ভুলে ফেলে গিয়েছিলাম।

মারিয়া তখনও ধাতস্থ হয়নি। সম্পূর্ণ নিরুত্তর। লক্ষ্য করলাম চাদরের ওপর টুকরো টুকরো করে ফটোগ্রাফটি ছেঁড়া। রাউল সিবাসের হাল আমলের ছবিটি এই সামান্য সময়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে মারিয়া।

চেষ্টাকৃত হাসি। দ্বিতীয়বার বিদায় নিয়ে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসি।

এক অশুভ পদধ্বনি শুনতে পেলাম। মারিয়াকে আমার রীতিমত সন্দেহ হতে লাগলো। তবে আমি যে কী আশঙ্কা করছি, নিজেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ট্যাক্সী নিলাম। আজ সন্ধ্যায় কাজে না বসলে কালকের ডাকে আমার লেখা পাঠানো মুস্কিল হবে জানি। তবু হোটেলে ফিরে যাবার নির্দেশ না দিয়ে ট্যাক্সীওয়ালাকে বললাম গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে। অনেকটা পথ। তবু মনে হলো, এখনই আমার আগাষ্টো সানশেজের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

আগাষ্টো সানশেজ একজন পুরোমাত্রায় বোহেমিয়ান। বাইরের ঘরটা অসম্ভব অগোছালো। কিন্তু ঘরটির আশ্চর্য একটা আকর্ষণ আছে। পত্র-পত্রিকার শেষ নেই। বই শুধু আলমারী বা সেলভ্-এ নয়, বহু মূল্যবান কেতাব দেখা যায় মেজেতেই স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। দেশ-বিদেশের নানা বর্ণের নানা ঢঙের পুতুল ও বিখ্যাত বহু ছবি অযত্নে রাখা। দামী রেডিওগ্রাম ও এত রেকর্ড সংগ্রহ অন্যত্র বড় দেখিনি।

ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, টানা টানা বাদামী চোখের তলায় খাড়াই নাক ও একমাথা চুল—সবটা মিলিয়ে বুদ্ধিজীবী ভবঘুরে ভাব।

অপ্রত্যাশিত না হলেও আগাষ্টো তাঁর বাড়িতে ঠিক আমাকে আশা করেননি। সুন্দর হেসে বলেন,

—আপনি এসেছেন নিতান্তই আমার সৌভাগ্য।

—দুর্ঘটনার কথা আমি সিনিওর লোপেজের কাছে পাই—কাগজের খবর আমার চোখে পড়েনি। এখন কেমন আছেন ?

—ভালই আছি। ভালই আছি আমি। পাঁজরা ভেঙ্গে সাধারণতঃ যে সমস্যা দেখা দেয় তেমন কিছু আমার হয়নি। নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট হচ্ছিল, ভেবেছিলাম হয়তো ফুসফুস জখম হয়েছে। সে সব কিছু নয়। তবে সপ্তাহ ছয়েক আমাকে ডাক্তারের হুকুমে চলতে হবে। শুয়ে-বসে বিছানাতেই থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন ডাক্তার।

—দুর্ঘটনা কেমন করে হলো ? আপনি নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ?

—ষ্টিয়ারিং হুইল আমার হাতেই ছিল। একাই ছিলাম গাড়িতে। রাস্তা মেরামত হচ্ছিলো—কিছু খোয়া পথের ধারে জমা করা ছিল। ব্যাটারী ছিল কম জোরী—উল্টোমুখো একটা গাড়ীকে পথ দিতে গিয়ে বিভ্রাট বাধলো।

সামনের বাঁদিকের চাকা ফেঁসে গেল সেই সময়—খোয়ার ওপর গাড়িটা চড়ে গেল। তারপর আমার আর মনে নেই। জ্ঞান ফিরে দেখি গাড়ির ইঞ্জিন তখনও বন্ধ হয়নি। লণ্ডভণ্ড সিটের চাপায় আমি আটকে আছি। ইঞ্জিনটা বন্ধ করে আবার আমি চেতনা হারাই। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। চওড়া গোঁফ নিয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে একজন ডাক্তার আমায় প্রশ্ন করলেন—বড় কষ্ট হচ্ছে?

—শরীরের নানা জায়গায় ব্যাণ্ডেজ দেখছি—যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন মনে হয়।

—ও কিছু নয়। চারটে সেলাই আছে পায়ে, তাছাড়া অন্য আঘাতগুলো সামান্যই। রক্তপাত হয়েছে শুধু। তার চেয়ে ইন্‌জেকশনের ব্যথাই আমাকে কাহিল করেছে।

—আপনাকে অবশ্য যথেষ্ট সুস্থ দেখছি। সাবধানে কয়েক সপ্তাহ আপনাকে থাকতে হবে।

—বড় অসময়ে অঘটনটি ঘটলো। ওদিকে 'হাভানা পোস্ট' উঠে যাচ্ছে—

—বলেন কী?

—ক্লারা পার্ক কাগজ বন্ধ করে দিচ্ছেন। সামনের কয়েক দিনের মধ্যেই 'হাভানা পোস্ট' উঠে যাচ্ছে। তারপর আপনার খবর বলুন। নয়া চীনকে মেনে নেওয়ায় আপনাদের ইয়াঙ্কী বন্ধুদের মনোভাব কী রকম বলুন।

—ব্যাপারটা আকস্মিক।

—আদৌ নয়। মিঃ নিক্সনকে খুশী করবার চেষ্টা ডাঃ কাস্ত্রো কখনও করবেন না। ভাল কথা, ডান দিকের দেওয়ালটা দেখুন তো—এত বড় কাস্ত্রো আপনি হাভানায় পাবেন না বোধ হয়।

ফিরে তাকাই। দেখলাম ডান দিকের দেওয়াল জুড়ে ফিদেল কাস্ত্রোর এক বিরাট ছবি। হাতে টেলিস্কোপিক রাইফেল। সিয়েরা মায়েস্ত্রার জঙ্গলের পটভূমিতে তোলা ফিদেল কাস্ত্রোর সুন্দর ফটোগ্রাফ।

—এত বড় কাস্ত্রো আমি পূর্বে কখনও দেখিনি।

—ছবিটি আমাকে একজন উপহার দিয়েছেন। কমিউনিস্ট 'হয়' পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার—আপনি রোকা-কে নিশ্চয়ই জানেন। দারুণ হাত—জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে, গত বছর ফিদেল যেদিন হাভানায় প্রবেশ করেন ষোলো মিলিমিটারে রোকা পুরোটা মুভিতে তুলে নেয়। অনেকের তোলাই

দেখেছি—কিন্তু রোকার ছবি তুলনাহীন। অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, সেদিন দেখাতে এনেছিলো। সত্যি আপনাকে কী বলবো—রোকা একটা অসম্ভব প্রতিভাবান ছোকরা। একটা নিগ্রো বুড়িকে যা দেখিয়েছে না, আমি জীবনে ভুলবো না। হাভানার গোটা মানুষ রাস্তায় নেমেছে—সেই জনতার সঙ্গে ক্যারিবিয়ানের ফুলে ফুলে ওঠা জলোচ্ছ্বাস—সে আপনাকে কী বলবো—একটা চাবুক তৈরি করেছে।

—আমি জানি রোকা একজন প্রতিভাবান যুবা। সুন্দর ছবির হাত।

—রোকার সঙ্গে আমি কাজ করবো ঠিক করেছি। বিপ্লবের ওপর রোকা ছবি করছে। চিত্রনাট্য সেদিন আমাকে পড়ে শোনালো—তুলনাহীন। দস্তুরমত চাবুক। এখানকার প্রচার দপ্তর যাবতীয় খরচ বহন করতে চেয়েছে।

—সিয়েরা পাহাড় থেকে বিপ্লবীরা নীচে নামছে, সেখান থেকে বোধ হয় গল্প শুরু?

—একদম নয়। কোনো নেতা নেই। দারুণ যুদ্ধ নেই। মিছিল নেই—রোকা গল্পটা আশ্চযরকম সাজিয়েছে। প্রথমেই দেখাচ্ছে, কতকগুলো মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতিস্তার সেনারা নিয়মিত ব্যবধান রেখে লাইন ঠিক রাখছে। রুটি বা দুধের লাইন বলে প্রথমে মনে হবে। কিন্তু তার পরের শট্ অপূর্ব। এক একটা মেয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকছে। বাতিস্তার সেনাদের পাহারায় হাতে তাদের প্যারাফিন দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষায় যে মেয়ের হাতে নাইট্রেট্ পাওয়া যাচ্ছে—তাকেই সামরিক ভ্যানে তোলা চলেছে। গ্রাম থেকে সরিয়ে নির্জন জায়গায় তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো কয়েকটা শট্-এ রোকা যে-ভাবে বর্ণনা করলো—কল্পনা করা যায় না। এমন একটা মেয়ে বোঝাই সামরিক ভ্যানকে বধ্যভূমির পথে রোকা ক্যামেরায় ধরে রেখেছে। হঠাৎ এক ঝাঁকা মুরগী নিয়ে উল্টোমুখো একজনকে আসতে দেখা গেল। সে পালাতে চেষ্টা করছে। ক্যাপ্টেন মুরগীর লোভে ভ্যান থামাতে বলে। তারপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা ছাড়া মুরগীর ডানা ঝাপটানো আর পালানো, সেই সঙ্গে ভ্যানের সেনাদের মুরগীর পেছনে ছুটোছুটি ও গুপ্ত বিপ্লবী সেনাদের অতর্কিতে আক্রমণ ও মুরগীওয়ালার ড্রাইভারকে হত্যা করে ভ্যান নিয়ে পালানোর দৃশ্য কল্পনাতীত। রোকা কাহিনীর পটভূমি রেখেছে সান্টিয়াগো-র।

—বড় চড়া পর্দায় সুর!

—আপনি চিত্রনাট্য পড়লে লাফিয়ে উঠবেন। বাতিস্তা অত্যাচারের যে

একটা নজীর রোকা বর্ণনা করেছে, আমি কল্পনা করতে পারি না। রোকা বলে, —ফিডিং বোতল বাচ্চার মুখ থেকে টেনে নামিয়ে মায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচার দেখানোতে ঠিক অত্যাচারের গভীরতায় পৌঁছানো যায় না। রোকা যে মণ্টাজ ব্যবহার করেছে—দস্তুরমত ছুরি—রোকা দেখাচ্ছে, ইতিহাস বইয়ের মধ্যে ফিদেল কাস্ত্রোর ছবি আবিষ্কার করে নিদারুণ উত্তেজিত, ভীত ও উদ্বিগ্ন পিতা কিশোর পুত্রকে হঠাৎ প্রচণ্ড মারতে শুরু করে। ছিঁড়ে ফেলে ছবিটা। মাকে দেখা গেল ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে। তারপর পুত্রকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরের শটে পিতাকে দেখাচ্ছে দু-টুকরো করা ছবিটা জোড়া লাগিয়ে ক্ষোভে, দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তছনছ হচ্ছে—বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ—নিদারুণ মুহূর্ত। ছেঁড়া টুকরো ছবিটা পকেটে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আবও জোরে কড়া নাড়া—মা একবার দেওয়ালে লটকানো বাতিস্তার ছবিটা দেখে ছেলেটাকে আরও কাছে টেনে নেয়। দরজা খোলা হয়—আগন্তুক পিওন। চিঠির সঙ্গে গালাগালি দিয়ে গেল। পিতা একবার শুধু ফিরে তাকালো মায়ের দিকে। তারপর বললো—লোকটা কী আমাদের সন্দেহ করে গেল? শুধু কী চিঠি দিতে এসেছিলো? লোকটা সত্যিই কী শুধু পিওন? ক্রমশঃ বিলীয়মান পিওনের জুতোর শব্দ ধরে সেনাদের বুটের আওয়াজ বাডতে থাকে। এই তিনজনের স্থির চিত্রের ওপর ক্যামেরা গুটিয়ে গেল।

—অপূর্ব।

—আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। রোকার মুখে শুনলে আপনার আরও ভালো লাগতো।

কথা বলতে বলতে আগাষ্টো সানশেজ কাশতে থাকেন। পাঁজরের ওপর আলতো করে হাত রেখে আমার দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসলেন।

—থাক, আপনি বেশী কথা বলবেন না। আমি হয়তো এসে আপনাকে বকাচ্ছি।

—কথা বলতে বাধা নেই। তাছাড়া কথা বলবার মত মানুষ বিছানায় শুয়ে আর কত পাই! দু-দিন আগে একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। কাশিটা ভালো নয়। পাঁজরায় অসম্ভব কষ্ট হয়।

—বেশ ভালই আছেন দেখছি।

তৃতীয় কণ্ঠ। ফিরে দেখি দোহারা গড়নের এক ভদ্রলোক আমার পেছনে

এসে দাঁড়িয়েছেন। আগাস্টো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম ক্যামিলো ফারনেনডেজ। ওঁরা অন্য কথাবার্তা শুরু করেন। আমি বই দেখতে থাকি। আর ভাবতে থাকি আমার অনুসন্ধানে আসা পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। সানশেজের কথায় এতটুকু জড়তা নেই। সামান্য রকম কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাই না। মারিয়াকে নিয়ে আমার যে একটা চাপা সন্দেহ পাকিয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে এতটুকু সম্পর্ক নেই আগাস্টোর। খবর সংগ্রহের খাতিরে আমি শুধু আরোপ করা ঘটনাকে বুনে চলি মনে মনে। টেরেসাকে হয়তো অনর্থক বেশী মূল্য দিয়েছি। রাউল সিবাসের ছবির ব্যাপারটা মিলিয়ে রাজনৈতিক গুপ্ত কর্মী হিসাবে মারিয়াকে মনে করেছি।

—দেখতে পাচ্ছেন না, আমার আঙুল লক্ষ্য করুন।

—আমি ডাক্তার নই—ও আমি বুঝি না।

—ডাক্তারের ব্যাপারই নয়। এটা তো নিতান্তই ফটোগ্রাফ। ভাল করে লক্ষ্য করুন।

তাকিয়ে দেখি আগাস্টো সানশেজ একটি এক্সরে ছবি হাতে নিয়ে লক্ষ্য করছেন। ক্যামিলো ফারনেনডেজ্ আঙুল দিয়ে ভাঙা জায়গাটা বুঝিয়ে চলেছেন আগাস্টোকে।

পাঁজরাব ভাঙচোর আমারও দেখবার ইচ্ছে হলো। আগাস্টো সানশেজ আমার হাতে এক্সরে ছবিটি তুলে দিয়ে হেসে বললেন—ছোটবেলায় এক্সরে ছবি দেখলে আমার ভয় করতো। আমার ভাই আমাকে ভূতের ভয় দেখাতো। কঙ্কাল আমি হাসপাতালে দেখেছিলাম—সবটা মিলিয়ে এক্সরে ছবিকে আমি দস্তরমত ডরাতাম।

ভাঙচোর আমিও ভাল বুঝলাম না। তবে লাল কালিতে লেখা, তলার নির্দেশ থেকে ভাঙা পাঁজরার হাড় ক'খানা আন্দাজ করতে চেষ্টা করি। হঠাৎ কেমন যেন গোলমেলে মনে হলো। ভালো করে নিরীক্ষণ করলাম। বেশ কিছুক্ষণ ছবিটি মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, আমার অনুমান এতটুকু ভুল নয়। বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছোই। কয়েক মুহূর্তে বিস্ময় আমার নিদারুণ ভীতিতে গিয়ে দাঁড়ালো।

নিজের মনের উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা গোপন করবার জন্যে এক্সরে ছবিটি চোখের ওপর মেলে রাখি। আর বার বার সন্দেহের জায়গাটা লক্ষ্য করি। নির্ভুল। আমার ভুল হয়নি কণামাত্র।

সামনে নিলাম। শাসনে আনলাম নিজেকে। এক্সরে ছবি আগাষ্টোর হাতে তুলে দিয়ে বলি,

—আপনাকে সম্ভবতঃ মাস দুই আটকে থাকতে হবে। বড় খারাপ জায়গা, সামান্য অসাবধানতায় বিপদ হতে পারে। ডাক্তারের নির্দেশ মত চলবেন। কাশিটা আপনার সারানো উচিত।

আগাষ্টো সানশেজ বললেন,

—ধূমপান একদম বন্ধ রেখেছি। দু-দিন আগে হঠাৎ বেয়াড়া ঠাণ্ডা লেগেছে—অবশ্য ওষুধ খাচ্ছি।

ঘড়ি দেখলাম। আগাষ্টো সানশেজের দিকে চোখ তুলে বলি—আপনি অনুমতি দিলে আজ আমি উঠতে চাইবো। সপ্তাহের রিপোর্ট ও দৈনিক ডাক লেখা আমার সম্পূর্ণ বাকী। হোটেলে ফিরে আমাকে লিখতে হবে।

—আপনি দয়া করে এসেছেন, আমি ধন্য। আপনাকে আমি ফোনে ডাকবো। ষোলো মিলিমিটারে রোকার ছবিটি শীঘ্রই আবার এখানে দেখানো হবে। রোকাকে আপনার কথা বলবো। ক'জনকে সেদিন ডাকছি। সিনিওর লোপেজ আপনার বন্ধু—তাঁকেও ধরে আনবেন।

—আমি নিশ্চয়ই আসবো। আমার আগ্রহ রইলো।

আমাকে যেন বোবায় পেল। চিন্তা করে কোন খেই পাই না। সমস্ত কিছুই কেমন যেন বিভ্রান্তিকর। বেশ রাত। দ্রুতগতিতে ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সী ছুটে চলেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। একটা চাপা যান্ত্রিক গোঙানী নিয়ে অর্ধ বৃত্তাকারে ওয়াইপার জল সরিয়ে নিচ্ছে। আগাষ্টো সানশেজ শুধু আমার চোখের ওপর ভাসতে থাকেন। আমি ভাবতে থাকি। আমি ডাক্তার নই, চিকিৎসা বিজ্ঞানও আমার অজ্ঞাত, কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তিতে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে আমি হলপ করে বলতে পারি, ঐ এক্সরে ছবি আদৌ আগাষ্টো সানশেজের ভাঙা পাঁজরার ছবি নয়।

সারা রাত আমার ঘুম হলো না এতটুকু।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম, ব্যাপারটা গোপন করা অন্যায় হবে। বিশ্বস্ত কোনো বন্ধুর কাছে আগাষ্টো সানশেজের প্রসঙ্গটি তোলা দরকার। আজ এই মুহূর্তে হাভানা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। মিলিশিয়ার কথা মনে হয়। আমার নিরাপত্তার জন্যে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। গুপ্তচর আর বিদেশী

বিশ্বাসঘাতকে পূর্ণ আজ হাভানা। রাজনৈতিক যে-কোনো একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। গোমেজের ব্যাপারে আমি রীতিমত লিপ্ত ছিলাম। গোমেজকে আমি কোনো সময়ই এত বড় ভয়াবহ মানুষ ভাবতে পারিনি। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—মিলিশিয়া কী আশ্চর্যরকম সঠিক খবর রাখে। ইমরে গীগরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, সত্যিই কল্পনা করা যায় না। আমি আরও ভাবি, মিলিশিয়া হয়তো আমাকে সন্দেহ করে না। কিন্তু দৈনন্দিন গতিবিধির কী নিখুত খবর তারা রাখে। আমি কোথায় যাই, কার সঙ্গে কথা বলি, কী লিখি—সমস্ত কিছুরই হদিশ রাখে তারা। হোটেলের ম্যানেজার যে নিরাপত্তা পরিষদের কর্মী নয়, এ কথা হলপ করে বলা মুস্কিল।

আমি একজনের প্রয়োজন বোধ করছিলাম। একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর কাছে আমার মনের কথা খুলে বলতে পারি। বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে কার কাছে যাব ভাবতে থাকি। শুধু একজনকেই আমার মনে পড়ে। বিদ্যে-বুদ্ধিতে আমার চেয়ে খাটো মনে করবার কারণ নেই। বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে আমি শুধু অ্যাণ্টনিও ব্যালকানোকে সামনে পেলাম।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। সকালেই ফোন করলাম ব্যালকানোকে। ফোনে কিছু ভাঙলাম না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ব্যালকানো বলেন,

—আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যের আগে বা কাল ভোরের আগে ফিরছি না। আপনার প্রয়োজন কী খুব জরুরী?

—খুব জরুরী। একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা না করে আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পাচ্ছি না। তাছাড়া আজই আপনার মতামত আমার জানা দরকার।

—বুঝেছি, এত সকালে ফোন করছেন—নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। ফোনে বলা যায় না?

—অসম্ভব।

—এক কাজ করুন, আপনি বরং হোটেলেই থাকুন। আমি আপনার কাছে আসছি। ওখান থেকেই আমি ক্যাম্পে চলে যাব। হোটেলেই থাকুন আপনি। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনার হোটেলে পৌঁছে যাব।

—আমি আপনার অপেক্ষা করবো আমার কামরায়।

—আমি আসছি।

ফোন নামিয়ে রাখলাম। ব্যালকানোর সুচিন্তিত মতামত নিশ্চয়ই আমার কাজে লাগবে। আমার তরফ থেকে আদৌ কোনো কিছু করবার আছে কি না ব্যালকানো বলতে পারবেন।

আমার উত্তেজনা কিছুতেই কমছে না। পর পর দু' কাপ গরম চা খেয়েও দেহের ক্লান্তি গেল না। কাগজ টেনে নিলাম। বাজে খবরে হেড লাইন ভরাট করা হয়েছে। একমাত্র নতুন খবর লাওসের। টিয়াও-সমসানিথের পতনের পর ভিয়েন্টাইনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো, মনে হয় কংলি ও প্রিন্স সুভান্না ফুমার মিত্রতা লাওসে আপাতত শান্তি ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু আমি বুঝি না সুভান্না ফুমা একই সঙ্গে পাথেট লাও বাহিনী ও ফুমি নোসাভানের রাজসেনাদের কীভাবে খুশী করবেন।

কাগজ সরিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। দেখলাম আগাষ্টো সানশেজের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না। মার্কিন মনিবের পত্রিকায় আগাষ্টো সানশেজ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আজ পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু আমার নজরে পড়েনি। বরং রাজনীতি সম্পর্কে খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। আগাষ্টো সানশেজ একজন ফিদেল বিরোধী, আমি কল্পনাও করতে পারি না। রোকার ছবি সম্পর্কে তাঁকে যে-ভাবে উচ্ছ্বসিত হতে দেখলাম তাতে তাঁর অন্তরের যথেষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ছবিটা গোলমেলে কেন? আগাষ্টো সানশেজ কী কিছু গোপন করতে চান? রাজনীতির সঙ্গে কী সে গোপনতার কোনো সম্পর্ক আছে? অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে—দস্তুরমত বিভ্রান্তিকর!

সময়-জ্ঞান ব্যালকানোর নির্ভুল। আমার কামরায় পৌঁছোতে তাঁর পঁচিশ মিনিট লাগলো।

আমি সব খুলে বলি। প্রেস ক্লাবের ঘটনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই আমি ব্যালকানোকে বর্ণনা করলাম। ব্যালকানো নীরব। সম্পূর্ণ নির্বাক।

—আমার মনে হয় ব্যাপারটা জটিল। পুরোপুরি রাজনীতি এই ডাক্তারী নাটকের তলায় আছে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে দ্বিধা বোধ করছি।

ব্যালকানো তখনও নিরুত্তর। সিগারেট টেনে চলেছেন একটানা। মনে হলো গোটা ব্যাপারটা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন।

—আপনার কী মনে হয় ? ব্যাপারটা উপেক্ষা করবো ?

ব্যালকানো একটু ছোট করে তাকিয়ে বলেন, আমাকে ডেকে আপনি ভালো করেছেন। ব্যাপারটা মোটেই উড়িয়ে দেবার মত নয়। আপনার কথা থেকে আমার মনে হচ্ছে হাভানার প্রতিবিপ্লবীদের একটা গোপন ঘাঁটি আপনি আবিষ্কার করেছেন। আপনি নিজেও নিরাপদ নন। মিলিশিয়া দপ্তরের অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে। আমি আপনাকে এখনই মিলিশিয়াকে এ সম্পর্কে অবহিত রাখতে বলবো। আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি ব্যাপারটা জটিল। আপনার মতামত দেবার দরকার নেই। প্রেস ক্লাবের ঘটনা থেকে শুরু করে গোটাটা মিলিশিয়াকে জানান। দরকার হলে আপনি আমার পরিচয় তাঁদের কাছে রাখতে পারেন। বলবেন আমিই আপনাকে মিলিশিয়া দপ্তরে পাঠিয়েছি।

ব্যালকানো ঘড়ি দেখলেন। বললেন, আমি আর অপেক্ষা করবো না—আমার বড় তাড়া। গাড়িতে অনেকে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ সারাদিন আমার সময় নেই। হয়তো রাত্রেও আমার ফেরা সম্ভব হবে না। কাল বরং আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবো।

মিলিশিয়ার ব্যবহার আমাকে অবাক করলো। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন নয়, সন্দেহজনক অনুসন্ধানের তিলমাত্র আভাস প্রত্যক্ষ করলাম না। বিনা বাধায় আমার দীর্ঘ বক্তব্য তাঁদের সামনে রাখলাম। বিস্তারিত সমস্ত কিছুই প্রকাশ করে দিলাম।

ঘরে চারজন মিলিশিয়া। পূর্বেরই সেই জায়গা। আগেকারই চেনা লোকেরা। সাধারণ পোশাকের তড়িঘড়ি চারটে মুখ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু লক্ষ্য করলাম, আমার কথা শুনতে শুনতে তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। সবাই চুপচাপ। শুধু টেপ রেকর্ডার নিজের নিয়মে ঘুরে চলেছে। একদিকের ফিতে অন্যদিকে সমানে গুটিয়ে যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর মিলিশিয়া দলপতি মুখ খুললেন—

—আপনি রিপোর্টার, সংবাদ সরবরাহ করেন, হয়তো সেই কারণেই সুন্দর গুছিয়ে নিজের বক্তব্য বলতে পারেন। ঘটনা ঠিক ঠিক বর্ণনা করতে পারা একটা আর্ট।

—আপনি ক্যাপ্টেন অ্যাণ্টানিও ব্যালকানোকে জানেন ?

আমার পাশের ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

—তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।

—আপনার কথা এইমাত্র ফোনে তিনি বলছিলেন। আপনি ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলেন।

—আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।

দলপতি আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন। তারপর একটু হেসে বললেন,

—আপনি আগে একদিন এলেন—তখনই ব্যাপারটা আমার সন্দেহজনক মনে হয়েছে। আপনাকে জড়িয়ে ফেলবার এরা চেষ্টা করবে।

—আমি কিন্তু ব্যাপারটা সঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

দলপতি বললেন,

—আগাষ্টো সানশেজের বাড়িতে যে আগন্তুক ভদ্রলোককে দেখলেন তাঁকে পূর্বে কখনও আপনি দেখেননি?

—আদৌ নয়।

দলপতির ইশারায় একগাদা ফটোগ্রাফ অল্পক্ষণের মধ্যে টেবিলে এসে হাজির হলো। একটার পর একটা ছবি আমার হাতে তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। আগাষ্টো সানশেজের বাড়িতে আগন্তুক সেই ক্যামিলো ফারনেনডেজকে আমার নজরে পড়লো না।

—এক্সরে ফটোগ্রাফ সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?

—আমি নিশ্চিত—আমার কিছুমাত্র ভুল হয়নি।

—দেখুন আপনাকে বলতে বাধা নেই, সন্দেহের বশে আমি নিজে দু-একটা ব্যাপারে অপরকে যন্ত্রণা দিয়েছি তাই—

—আপনারা আপনাদের নিজের নিয়মে কাজ করবেন। আমার অভিজ্ঞতা, আমার মনোভাব আপনাদের কাছে জানানোর তাগিদ অনুভব করেছি। উপযুক্ত ব্যবস্থা আদৌ নেওয়ার দরকার আছে কি না সেটা আপনারাই ঠিক করবেন।

—ফটোগ্রাফটিতে আপনি মেয়েদের হাড় চিনলেন কেমন করে? এক্সরে ছবিটি যে আগাষ্টো সানশেজের নয়, এ কথা আপনি জোর করে বলেন কী করে? ব্যাপারটা ডাক্তারী শাস্ত্রের আওতায় পড়ে যে।

—একেবারেই নয়। এক্সরে ছবির সঙ্গে ডাক্তারী বিদ্যের এতটুকু সম্পর্ক নেই। ওটা পুরোপুরি ছবি—অবশ্য একমাত্র ডাক্তারই তার থেকে রোগ

নির্ণয় করতে পারেন।

—বুঝলাম না। আপনি কী বলতে চাইছেন?

—ছবিটি আগাস্টো সানশেজের নয়।

—এই এক্সরে ছবির ব্যাপারটা আপনার অভিযোগের সবচেয়ে বড় নজির। এটায় গলদ হলে গোটা ব্যাপারটা ভুল হয়ে যাবার ভয় থাকে।

—আপনার কথা আমি অস্বীকার করি না। আমার সংবাদ আপনাকে জানিয়েছি। কর্তব্য কাজ আপনি নির্ণয় করবেন। ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য কি না আপনি বিচার করবেন।

—ধরে নিলাম আগাস্টো সানশেজের ছবি ওটা নয়, কিন্তু আপনি কীভাবে বুঝলেন ছবিটি নিতান্তই কোনো মহিলার?

—এখানে একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। নিখুত ফটোগ্রাফ। ভাঙ্গা পাঁজরার হাড়েরও নজির আছে তাতে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছবির দুই দিকে দুটি বকলশ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বকলশ দুটি সীসের। আর ওদুটি জিনিস মেয়েদের সুবিধার জন্যে ব্রেসীয়ারীর দু-দিকে লাগানো থাকে। চওড়া বা সরু হাড়ের তর্ক আমি করবো না। ওটা ডাক্তারী ব্যাপার। আগাস্টো সানশেজের মেয়েদের অন্তর্বাসে কী প্রয়োজন থাকতে পারে আমি ভেবে পাই না।

আমার কথা শুনে একজনকে অতিশয় উত্তেজিত হতে দেখলাম। আমার হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আপনার চোখ ও বুদ্ধি আশ্চযরকম প্রখর। এক নজরে এত গভীরে আপনার দৃষ্টি ও চিন্তা পৌঁছোয় আমি ভাবতে পারি না।

—আমার নিজের চোখ ও চিন্তাশক্তির কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয় আপনারও ছবিটা দেখলে এ সন্দেহ হবেই। ব্রেসীয়ারীর দুটো বকলশ কিছুতেই ভুল হতে পারে না।

আগাস্টো সানশেজ ও মারিয়া ঘটিত আলোচনা চললো অনেকক্ষণ। আমি উঠতে চাইছিলাম। দলপতি সিগারেট কেস আমার সামনে মেলে ধরে বললেন,

—আপনি আমাকে অবাক করেছেন। সত্যি আপনি একজন অসম্ভব ব্যক্তি।

—আপনি অনুমতি দিলে আমি উঠতে চাইবো।

—আপনি আমাদের সাহায্য করতে চান—আমরা ধন্য। আমাদের কর্তব্য আমরা করবো। আপনাকে আমরা বিরক্ত করবো না। এ সম্পর্কে

দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করবেন না। নিজে সতর্ক থাকবেন। যে-কোনো মুহূর্তে আপনার বিপদ হতে পারে।

—আগাষ্টো সানশেজ আমার বন্ধু। মারিয়া আমার বেতনভুক কর্মচারী। আমার ভয় নেই। তাদের ওপর আমার অভিযোগ নেই—আমি সত্য ঘটনা বর্ণনা করে গেলাম। আমার বিপদ হবে কেন?

অর্থপূর্ণ হেসে মিলিশিয়া দলপতি আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। হঠাৎ কানে এলো। দেখলাম আমার বলা মারিয়া ও আগাষ্টো সানশেজের কাহিনী মিলিশিয়ারা টেপ রেকর্ডারে আবার প্রথম থেকে শুনছে।

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। মার্কিন বিরোধী মনোভাব আজ আর বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ নয়। ফিদেল কাস্ত্রো প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো মার্কিন মালিককে পথে বসাচ্ছেন। বিপ্লবী আইনের নানা ধারায় বিদেশী মালিকদের ব্যবসা করবার সমস্ত সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছেন। ক্ষতিপূরণহীন আচমকা জাতীয়করণের খবর, হাভানায় প্রতিদিন উত্তেজনার আবহাওয়া টেনে আনছে।

আগাষ্টো সানশেজ ও মারিয়া ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় দিনের প্রথমটা আমার পুরোপুরি মাটি হয়েছে। ভূমিবণ্টন বিভাগ জরুরী সাংবাদিক সভা ডেকেছিল। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে হলো। সিনিওর লোপেজকে খুব উত্তেজিত দেখলাম। প্রেস ক্লাব পর্যন্ত আমার সঙ্গে বক বক করতে করতে এলেন। বললেন—কাস্ত্রো একটা তাজা মানুষ। রাজনীতির চোরা রাস্তায় আমার আগ্রহ নেই। দেশটাকে যে-ভাবে ঢেলে সাজাচ্ছেন তাতে ভালই লাগছে। ভূমিবণ্টন বা জমি বিলির কায়দা-কানুনের কোথায় কোথায় চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে মেলে তা নিয়ে আপনারা তর্ক করুন, লিখুন, কিন্তু কিউবার কৃষকদের আমি মঙ্গলময় ভবিষ্যতই সামনে দেখছি।

প্রেস ক্লাবের অগোছালো মানুষের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ টেরেসাকে আমার চোখে পড়লো। মনে হলো সে কাউকে খুঁজছে। চেয়ার ছেড়ে আমি দ্রুত সামনে এগিয়ে গেলাম।

—আপনি এখানে?

অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে টেরেসার চোখেমুখে—আপনাকে

খুঁজছি।

—কী ব্যাপার ?

—ভয়ানক গোপনীয়। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি বিপদাপন্ন।

মাথার মধ্যে একটা চক্কর খেলে গেল। বললাম—আসুন আমার সঙ্গে। ওদিকটা নিরালা—আমার পেছনের দিকে যাই।

টেরেসাকে দেখলাম অপ্রকৃতিস্থ। প্রেস ক্লাবে এই আগন্তুক সুন্দরী নারীকে নিয়ে কিছুটা নিভৃতে গিয়ে বসা, দেঁখলাম অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন।

—আপনি বিপদাপন্ন, ব্যাপার কী ?

—আপনার থেকেই এই গোলমাল পাকিয়েছে।

—আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

—মিলিশিয়া আমাকে ধরে নিয়ে যায়।

—ধরে নিয়ে যায় ?

—আমি অফিসে কাজ করছিলাম, হঠাৎ মিলিশিয়া এসে সোজা সদর দপ্তরে টেনে নিয়ে গেল। আমার ধারণা ছিল মিলিশিয়া যাদের ধরে নিয়ে যায়, তারা আর ফেরে না। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিলে।

—কিন্তু আপনাব অপরাধ কী বলুন ?

—মারিয়া।

—বেশ তো, মারিয়া আপনার বন্ধু, আমি তার মনিব।

—মিলিশিয়া আমাকে বলে মারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

—আপনি কী বলেছেন মারিয়াকে ?

—গোড়া থেকে আপনাকে শুনতে হবে। মিলিশিয়া আমার কাছে কিছু ভাঙেনি। শুধু বললো, হাসপাতালে আপনার বন্ধু মারিয়া অসুস্থ—তার সঙ্গে আপনি দেখা করুন।

—আমার কথা কিছু বলেছেন ?

-হ্যাঁ। মিলিশিয়া আমাকে বলে, আপনার ফোনে আমি সংবাদ পেয়েছি তাই দেখা করতে এসেছি—এই রকম কথা মারিয়াকে জানাতে। আমি মারিয়ার খবরের জন্যে আপনার হোটেলে ফোন করে এই সব কথা জানতে পারি—এই রকম মিথ্যে কথা মিলিশিয়া আমাকে সাজিয়ে বলতে বলে। আমি অস্বীকার করেছিলাম প্রথমে—

—তারপর ?

—মিলিশিয়া বলে, নিতান্ত গোপনীয়—কিউবার স্বার্থ, দেশের নিরাপত্তার জন্যে এ মিথ্যা কথা বলবার প্রয়োজন আছে।

—আমি বললাম, ফোনের অজুহাত না দিয়ে আপনার সঙ্গে আমার পথেই দেখা হয়েছে, এই সত্যি কথা বলতে বাধা কোথায় ? মিলিশিয়া প্রবল আপত্তি করে। তারা বলে, দু-এক দিন আগে রাস্তায় দেখা হবার কথা জানালে ক্ষতি নেই। আপনি ছিলেন গাড়িতে, আমি ফুটপাথের হাঁটা পথে চলছিলাম। দূর থেকে দেখা হয়—কথা হয় না। দরকার হলে এটুকু আমি বলতে পারি।

বুঝলাম মিলিশিয়া আমাকে গোটা ব্যাপারটার সম্পূর্ণ বাইরে রাখতে চায়। মারিয়াকে যে আমি সাজানো কথা বলে এসেছি তার সঙ্গে মিলিশিয়া টেরেসার কথার সামঞ্জস্য রাখতে চেয়েছে।

—যা হোক, মারিয়া কী বলে বলুন।

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। মারিয়ার অপরাধ এমন কী হয়েছে বলতে পারেন ?

—আমি আপনার মতই আনাড়ী। মিলিশিয়া আমাকেও বিস্তর প্রশ্ন করে। মারিয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে ধোঁয়াটে।

—বেচারা মারিয়ার জন্যে কষ্ট হয়।

—মারিয়া কী বলে ?

—যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। সামান্য ভুলের খেসারত দিচ্ছে মারিয়া। মেয়েদের শরীরটাই আশ্চর্যরকম পবিত্র—অশ্লীল কাজের জন্যে তাই মর্মান্তিক দুঃখ ভোগ করতে হয়।

—মারিয়া কী অন্তঃসত্ত্বা ?

—মারিয়া এ কথা কাউকে না বলতে বার বার অনুরোধ করেছে। গোপনে এক ডাক্তারের সাহায্যে মারিয়া এ্যাপিন্‌ডিক্স অস্ত্রোপচারের মিথ্যে গল্পের আড়ালে তার আসল ব্যাধি সারাচ্ছে। কিউবায় আজ গর্ভপাত নিষিদ্ধ। আপনাকে আমি অনুরোধ করবো এ কথা কাউকে প্রকাশ করবেন না।

—মারিয়া নিজে এ কথা স্বীকার করলো ?

—আমাকে দেখে সে লজ্জায় সরু হয়ে যায়। সে কথা গোপন করবে কীভাবে ? আমি যে তিন বছর আগে অস্ত্রোপচারের সময় মারিয়ার সঙ্গে ছিলাম।

আমি টেরেসার সঙ্গে অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলাম না। দেখলাম টেরেসা নিজের মত একটা যুক্তি খাড়া করে মারিয়া-রহস্য সমাধান করেছে। টেরেসার ধারণা এই মুহূর্তে পাল্টানোর আমি কোনো প্রয়োজন বোধ করলাম না।

—আচ্ছা হাসপাতাল থেকে আপনি যখন খোঁজ করে করে আমার সন্ধানে ক্লাবে এলেন, আপনার কি মনে হয়েছে কেউ আপনার পিছু নিয়েছে?

—না।

—ভাল করে ভেবে দেখুন।

—কী করে বুঝবো?

—খুব অন্যমনস্ক হয়ে আপনাকে ভ্রূক্ষেপ না করে কেউ আপনার পিছু নিয়েছে?

—মনে করতে পারি না।

—মারিয়ার সঙ্গে দেখা হবার সমস্ত ঘটনা আপনি মিলিশিয়াকে জানিয়েছেন?

—সব খুলে বলেছি। কিন্তু মারিয়ার কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে।

—মিলিশিয়া আপনাকে কোনো নির্দেশ দিয়েছে?

—বলেছে, আমাকে আর প্রয়োজন হবে না। আমি চলে যেতে পারি।

—আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কিছু বলেছে?

—না।

টেরেসার সঙ্গে কথা বলছিলাম আর ভাবছিলাম।

—মিলিশিয়া আমাকে বিপদে ফেলবে না তো?

—আপনি অকারণ ভয় পাচ্ছেন। আপনার অপরাধ কী? আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপনি এখন বাড়ি যান। টি. ভি. বা সিনেমা দেখুন। সব চিন্তা-ভাবনা কেটে যাবে।

টেরেসা এক টুকরো হাসলো। সারা দিনের ক্লান্তির ছাপ নেমেছে চোখে-মুখে। টেরেসার চোখের গঠনটি বড় সুন্দর। চলাফেরা ও কথাবার্তার ভঙ্গী আমার বেশ লাগে।

টেরেসা চলে গেল।

ফিরে যেতেই সিনিওর লোপেজ অর্থপূর্ণ হেসে বলেন,

—মেয়েটি টি. ভি. অভিনেত্রী নাকি?

—না। ফায়ারস্টোন রবারের কেরাণী।

—কিন্তু আপনি তো ফায়ারস্টোন কোম্পানীর কর্তা নন।

নিজের রসিকতায় হো হো করে হাসতে থাকেন সিনিওর লোপেজ।

প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে একাই এক হোটেলে ঢুকেছিলাম বীয়ার খেতে। সন্ধ্যে সবে অতিক্রম করেছে। অফিস দপ্তর ও বড় বড় গুদাম এই অঞ্চল জুড়ে আছে। লোক বসতি এ অঞ্চলে কম। এ হোটেলে ভীড় সেই কারণে এ সময়ে বোধ হয় আরও কম। দুপুরেই এখানে বিক্রী। দিনের বেলাই হোটেল বোধ হয় সরগরম থাকে।

আমি মারিয়া ও আগাষ্টো সানশেজ ঘটিত ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করি। টেরেসাকে মারিয়ার হাসপাতালে পাঠানোর কী কারণ থাকতে পারে, ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। টেরেসার অভিজ্ঞতা মিলিশিয়াকে কতটুকু সাহায্য করবে ভেবে পেলাম না। মারিয়া টেরেসার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। একটা মিথ্যে কথা ঢাকতে অন্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে মারিয়া।

ভাবতে ভাবতে খেয়াল হলো মারিয়া ও আগাষ্টো সানশেজ সম্পর্কে আমরা যে রাজনৈতিক অনুমান করছি, সেখানে একটা শক্তিশালী চক্র কাজ করছে। মারিয়া যদি বিপদের কোনো সূত্র না রাখতে চায় তবে একমাত্র টেরেসার বিপদাপন্ন হবার সম্ভাবনা। এমন কী মারিয়ার সঙ্গে টেরেসার দেখা হওয়ার ব্যাপারটা চক্রের হাতে পৌঁছলে টেরেসা বিপদাপন্ন হতে পারে। মারিয়ার সম্মতি তার জন্যে আদৌ প্রয়োজন হবে না। টেরেসা হাসপাতাল থেকে মিলিশিয়া দপ্তরে গেছে, ব্যাপারটা জটিল হয়েছে ওখানেই।

গোটা ব্যাপারটা বার বার অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ি। শুধু মনে হলো টেরেসাকে আমার ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। অন্তত আজ টেরেসার সাবধানে থাকা দরকার। চক্রান্ত এত গভীর ও ভয়াবহ, সেখানে টেরেসার মত মেয়ের জীবনের এতটুকু দাম নেই। চক্র ও চক্রান্ত, সন্দেহ হলে টেরেসাকে ক্ষমা করবে না। আর আজ রাত্রে যদি টেরেসা নিরাপদেই থাকে তাহলে বুঝতে হবে চক্রান্ত টেরেসাকে সন্দেহ করেনি।

যতই ভাবতে থাকি টেরেসা সম্পর্কে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। বীয়ার শেষ করে হোটেল ছেড়ে পথে নামি। বার বার মনে হয় টেরেসার হয়তো বিপদ হতে পারে। অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষারত

এক ট্যাক্সীতে চড়ে বসি।

ট্যাক্সীওয়ালার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ওপর চোখ মেলে বলি,

—সোজা পূব দিকের রাস্তা ধরে কার্নিভালের পাশে। আমার বড় তাড়া।

সিগারেট ধরিয়ে বসি। ভাবতে থাকি, দু'বার মারিয়ার খাতিরেই টেরেসার বাড়ির সামনে আমার গাড়ি থামাতে হয়েছে। সন্ধ্যে বেলা, খুঁজে পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।

—আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। দরকার হলে আমার হোটেলেই হয়তো রাত কাটাতে হবে।

—ব্যাপার কি?

—আপনারা এখানে কে কে থাকেন?

—আমি একা। হাভানায় আমার আর কেউ নেই।

—পরে আপনার হাজারো প্রশ্নের উত্তর দেব। এখন আপনাকে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে।

—আমি আপনার কথা বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

—আমি এখনই চলে যাব। আপনি বরং একাই আমার হোটেলে আসুন। আমি একটা অশুভ ঘটনার আভাস পাচ্ছি। আপনার মঙ্গলের জন্যেই এ সতর্কতার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

—আজ রাত্রে আমি বাড়ির বাইরে থাকবো?

—দরকার হলে থাকতে হবে। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। একটা রাত।

—আমাকে একটু ভেঙ্গে বলুন।

—সময়ের অপচয় করবো না। আমি চাই না কেউ দেখুক আপনি বাড়ি থেকে আমার সঙ্গে বাইরে বেরুলেন। পরে আসুন। যদি সম্ভব হয় একটু গোপনেই আসুন। বাইরে থেকে দেখে যদি মনে হয় আপনি ঘরেই আছেন, তাহলে বোধ হয় আরও ভালো হয়।

টেরেসা বিস্ময়াবিষ্ট। আঁকা ভ্রূলতায় নিদারুণ এক সংশয় নেমে আসে। পাল্টা প্রশ্ন করবার আগে আমি বললাম,

—পরে আপনাকে সব বলবো। আমি আপনার মঙ্গল চাই। হঠাৎ আপনার কথা মনে হলো। প্রেস ক্লাবে ব্যাপারটা আমি আদৌ চিন্তা করিনি।

—আপনি চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আপনি একটু পরে আস্থন। সাবধানে গোপনে আস্থন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

—আপনার মত মানুষ আমার বাড়িতে আসবেন সে আমার নিতান্ত সৌভাগ্য। কিন্তু আজ দুপুরের ঘটনা থেকে আমার মনটা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না—সবটাই কেমন ধোঁয়াটে, গোলমেলে।

—বাকি কথা আমার হোটেলে হবে। আমার নির্দেশ মত কাজ করবেন। আপনার সম্পর্কে আমি শুধু একটু সাবধানতা অবলম্বন করলাম।

রাত্রে টেরেসা আমার হোটেলের কামরায় এলো। টেরেসার কাছে আসল রহস্য আমি ভাঙলাম না। একটি সুন্দরী মেয়েকে গোপনে আমার হোটেলে রাত্রে আসবার নির্দেশ দেওয়া অপরাধ। অন্য কেউ হলে টেরেসা কীভাবে কথাটা গ্রহণ করতো বলা শক্ত। তবে দেখলাম, টেরেসা আমাকে অবিশ্বাস করে না। আমি যেটুকু বলি তাতেই সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্নও করে। তবে তাতে শুধু কৌতূহল। টেরেসা আমাকে এতটুকু সন্দেহ করে না।

অতি সাধারণ মেয়ে টেরেসা। বিপ্লব করেনি। বিপ্লবী কিউবার বিস্তর খবরও দেখলাম রাখে না। রাজনীতিতে এতটুকু আগ্রহ নেই। মার্কিন প্রসাধন সামগ্রীর আমদানি বন্ধ হওয়াতে সে খুশী নয়। ফিদেল কাস্ত্রোর চেহারার প্রশংসায় টেরেসা পঞ্চমুখ—কিম নোভাক বলতে অজ্ঞান। চিলির এত বড় ভূমিকম্প দেখলাম তার চোখে পড়েনি। মনে হলো নিয়মিত কাগজও পড়ে না টেরেসা।

আমার অসুবিধা হতে লাগলো। টেরেসার সঙ্গে বেশীক্ষণ গল্প চালানো মুস্কিল। হয়তো দোষ আমারই। দিনে দিনে চারিত্রিক আদলই বোধ হয় পাল্টে গেছে। রাজনীতির ফিরিওয়ালার মন নিয়ে টেরেসার সঙ্গে গল্প চালাতে গেলে নিশ্চয়ই ঠকতে হবে। তাই টেরেসাকে আমার দলে না টেনে আমিই টেরেসার পরিচিত পৃথিবীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করি।

—আপনি মেক্সিকো গেছেন ?

—পয়সা থাকলে ফ্লোরিডাতেই যেতাম। আপনি অনেক ঘুরেছেন নিশ্চয়ই ?

—পরের পয়সায় ঘুরেছি অনেক জায়গায়। তবে স্বাধীনভাবে বেড়াবার সুযোগ মেলেনি। চিলিতে গেছি, কিন্তু ভ্যালপারাইজো বন্দর আমার দেখা হয়নি। 'ক্যানাল জোন'-এর অকল্পনীয় ঐশ্বর্য শুধু দেখে এসেছি, কিন্তু

সত্যিকারের পানামা দেখবার সুযোগ আমার মেলেনি।

—আমার এক বন্ধু প্যান আমেরিকান-এ চাকরী পেয়েছে। যোগ্যতা আমার চেয়ে মোটেই ভালো নয়—তবে ইংরেজীটা বলে ভালো। বড় কপাল জোর, বিস্তর মাইনে পায়। নানা দেশের অভিজ্ঞতা তার আছে।

টেরেসার সঙ্গে ভ্রমণ কাহিনীর গল্প করাও দুষ্কর। রাত্রের আহার শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। একখানি ঘর অতি নিকটেই পাওয়া গেল। ম্যানেজারকে আমি অনুরোধ করেছিলাম। এক রাত্রের জন্যে ১৫৭ নম্বর ঘর টেরেসার দখলে এলো।

টেরেসা উঠতে চাইছিল না। আজেবাজে কাহিনী আমার সঙ্গে চালাতে চায়। আর মাঝে মাঝে এক রাত্রের জন্যে হোটেলে থাকবার কথা তুলে বার বার কৌতূহলী প্রশ্ন করে।

ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় বারোটা। টেরেসাকে শুতে যেতে বলছিলাম। হঠাৎ দরজায় তৃতীয় ব্যক্তির আভাস পেলাম।

—ভেতরে আসুন।

আগন্তুককে দেখে আমি বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌছে যাই। একটা চাপা কাতরোক্তি করে টেরেসা। এ যে মিলিশিয়া!

—আশ্চর্য, এতরাত্রে আপনি এখানে। আর আমরা আপনাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছি।

মিলিশিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টেরেসাকে কথাগুলো বলে।

—আমি এঁকে হোটেলে এনেছি। সে জন্যে সবটুকু দায়িত্ব আমারই।

—আপনাদের এখনই আসতে হবে। মিলিশিয়া ভ্যান অপেক্ষা করছে। ক্যাপ্টেন আপনাকে এখনই ডাকছেন।

আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম। বুঝলাম না। বললাম,

—এখন অনেক রাত। এখনই আসতে বলেছেন ক্যাপ্টেন আমাকে?

—হ্যাঁ। আপনারা দু-জনেই আসুন।

টেরেসার সারা চোখেমুখে নিদারুণ ভীতি ফুটে ওঠে। অসহায় বন্দী জানোয়ারের মত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো টেরেসা।

টেরেসাকে সঙ্গে নিয়ে মিলিশিয়া ভ্যানে চেপে বসি। টেরেসার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বলি,

—আমি প্রতারক নই। আপনার কোনো ভয় নেই।

গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ফাঁকা। প্রচণ্ড এক বাঁক নিয়ে ভ্যান বড় রাস্তায় এসে নামে। গাড়ির গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। হঠাৎ খেয়াল হলো গাড়ি মিলিশিয়া দপ্তরের দিকে যাচ্ছে না। গাড়ি সোজা কার্নিভালের পথ ধরেছে।

—আমরা চলেছি কোথায় ?

—ক্যাপ্টেন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব।

ড্যাশ বোর্ডের আলোতে টেরেসাকে দেখলাম মাথা নত করে বসে আছে। ধরাতে ভুলে গেছি, সিগারেট আমার হাতে ধরাই আছে।

যান্ত্রিক আর্তনাদে গাড়ি বাঁক নিয়ে থামলো। গাড়ি থেকে নামতেই টেরেসা আমাকে একরকম জাপটে ধরে,

—এ যে আমার বাড়ি।

রাস্তাঘাট সম্পর্কে আমি এখনও আনাড়ি। অন্ধকারে আরও আমার অসুবিধে হচ্ছিল। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই ভ্যান টেরেসার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময় ও বিভ্রান্তিতে আমি অস্থির হয়ে পড়ি।

—আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু এছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না।

ফিরে তাকাই। পেছনের সামরিক ভ্যান থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন মিলিশিয়া ক্যাপ্টেন। করমর্দন করে বললেন,

—আসুন আমার সঙ্গে।

টেরেসার ঘর চারতলায়। গেট পেরিয়ে দেখলাম বেসামরিক পোশাকে প্রায় ডজনখানেক মিলিশিয়া অপেক্ষা করছে। আরও বুঝলাম, গোটা বাড়িটাই ইতিমধ্যে মিলিশিয়ার দখলে চলে গেছে। মিলিশিয়াই লিফট্ চালিয়ে আমাদের ওপরে নিয়ে গেল।

—আপনাকে না ডাকলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা আপনার নিজের চোখে দেখা উচিত।

—আমি টেরেসাকে সন্ধ্যেবেলা আমার হোটেলে ডেকে নিয়ে যাই।

—আপনার আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি আমাকে তাজ্জব করেছে।

লিফট্ থেকে নেমে থমকে দাঁড়াতে হলো। টেরেসার ঘরের দরজায় সশস্ত্র দুই মিলিশিয়া পাহারায় আছে। টেরেসা আমার হাত চেপে ধরে। ভাবলেশহীন

চাউনী। উত্তেজনায় বুকটা শুধু উঠছে-পড়ছে।

সকলে প্রায় একসঙ্গে ঘরে ঢুকি। ঘরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। টেরেসা নিদারুণ এক কাতরোক্তি করে আমার কাঁধের ওপর ঢলে পড়ে। ড্রেসিং টেবিলের লম্বা কাঁচটা চুর চুর করে ভাঙা। মেঝেতেও টুকরো টুকরো ভাঙা কাঁচের স্তূপ। মিলিশিয়া দলপতি আমার কনুই স্পর্শ করে বলেন,

—এদিকে দেখুন। আপনি টেরেসাকে কীভাবে রক্ষা করেছেন একবার তাকিয়ে দেখুন।

দলপতির কথায় ঘুরে তাকিয়ে টেরেসার বিছানা দেখে শিউরে উঠলাম। মাথার বালিশে ও গদিতে দুটি গর্ত। দুটি গুলি বিছানা ও বালিশ বিদীর্ণ করে গেছে।

আমার পায়ের তলা থেকে যেন জমি সরে যাচ্ছে। সারা শরীরে শীতল স্পর্শ অনুভব করি। সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। টেরেসা হয়তো তার সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে। দু'জন মিলিশিয়া টেরেসাকে শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত।

আমার মাথা শূন্য। কিছুই আর চিন্তা করতে পাচ্ছিলাম না।

মিলিশিয়া দলপতি আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিলেন। বললেন,

—আমাদের অল্প একটু দেরি হয়েছে। আপনি কী বিপদের আশঙ্কা করেই টেরেসাকে আপনার হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—আমার হঠাৎ খেয়াল হলো, টেরেসা বিপদাপন্ন হতে পারে। তবে এত ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে ভাবিনি। আততায়ী কিন্তু জেনে গেছে টেরেসা নিহত হয়েছে।

—আপনি আমাকে সত্যি অবাক করেছেন। আপনার আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

দু'জন ফটোগ্রাফার দেখলাম অপেক্ষা করছে। দলপতি বললেন,

—আসুন আমার সঙ্গে। জানোয়ারটাকে জীবিত ধরতে পারিনি, এ আপসোসের আর শেষ নেই।

ডান দিকে লিফট্ রেখে মিলিশিয়ার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে চললাম। দ্বিতীয় বাঁকের মুখেই আমাদের থামতে হলো।

কালো স্যুট পরা একটা লোক। ওল্টানো টুপিটা কিছুটা তফাতে। সাদা সার্ট রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। চাপ চাপ রক্তে সিঞ্চিত এক যুবার প্রাণহীন দেহ সিঁড়িতে চিত হয়ে পড়ে আছে।

আমি টলে যাচ্ছিলাম। সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ি। মিলিশিয়া ক্যাপ্টেন বলেন,

—এঁকে আপনি চেনেন না কী?

জবাব এলো না কণ্ঠে। আমি এক দৃষ্টিতে প্রাণহীন যুবার দিকে তাকিয়ে থাকি। একে আমি নিশ্চয়ই চিনি। আগাস্টো সানশেজের ঘরে সেদিনের সেই লোকটা। সেই তৃতীয় কণ্ঠ। সানশেজ যাঁকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেছিলেন ইঙ্গিতে। এক্সরে ছবির ভাংচোর দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন যিনি।

ইনিই সেই ক্যামিলো ফারনেনডেজ।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। আগাস্টো সানশেজ ও মারিয়া ঘটিত কাহিনী হাভানার প্রায় সব দৈনিকে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি আশ্চর্যরকম অনুপস্থিত।

মিলিশিয়া দলপতির কাছে শুনেছি টেরেসার বাড়িতে গুলি চালনার ঘটনাটি যখন ঘটে, পালাতে গিয়ে ক্যামিলো ফারনেনডেজ যখন মিলিশিয়ার হাতে প্রাণ হারায়, তার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে খবর বেতারে সদর দপ্তরে পৌঁছে যায়। আগাস্টো সানশেজ ও মারিয়াকে একই সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়। মিলিশিয়া ভ্যান শুধু আদেশের অপেক্ষায় ছিল। মারিয়াকে বিছানা থেকে তুলে নেওয়া হয়। পেটের ওপর ছুরির দাগ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আগাস্টো সানশেজের পাঁজরার হাড় ভাঙার কাহিনী ষোল আনাই ফাঁকি।

দলপতির কাছে আরও শুনলাম, আগাস্টো সানশেজ নিজেদের চক্রান্ত চক্রের বৈঠকে নিজেদেরই এক কর্মীর ছুরিতে আহত হন। মারিয়া সেখানে উপস্থিত ছিল। আহত আগাস্টো সানশেজকে নিয়ে মারিয়া গাড়ি চালিয়ে আসছিলো। যানবাহন আইন লঙ্ঘন করায় পুলিশ গাড়ির নম্বর নেয়। তবে গ্যারাজের ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটির সঙ্গে সে গাড়ির নম্বরের কোনো মিল নেই। সামান্য রকম সন্দেহের অবকাশ না রাখবার খাতিরে মারিয়া ও আগাস্টো সানশেজ মিথ্যা অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার কাল্পনিক আখ্যানের সাহায্য নেয়। প্রকৃত রহস্য এখনও অজ্ঞাত। দু'জন ছাড়াও ডাক্তার, নার্স, গ্যারাজ মালিকসহ মোট সতেরজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চক্রান্ত আরও গভীরে। দেশদ্রোহীদের জাল আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

আমি ভাবতে পারি না। মারিয়াকে অনেক কাছে দেখেছি কিন্তু কোনো দিন এতটুকু সন্দেহ হয়নি। আগাস্টো সানশেজকে রোকার ছবি প্রসঙ্গে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি, তাতে মুহূর্তের জন্যে কল্পনা করা যায় না, এই মানুষটি ফিদেল বিরোধী চক্রান্তের একজন পহেলা নম্বর সক্রিয় কর্মী।

কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে তবু আজো আমার ভয় করে। গোটা ঘটনাটির বাইরে মিলিশিয়া সব সময়ই আমাকে রাখতে চেয়েছে। তাতে আমার ভালই হয়েছে। প্রতিবিপ্লবী দল আজ সজাগ। মিলিশিয়া সদাসর্বদা

জাগ্রত। ছোট দেশ কিউবা, আরও অনেক ছোট এই হাভানা শহর। কিন্তু এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য কোথাও এত ষড়যন্ত্র নেই। এত গুপ্তচর অন্য কোনো শহরে আজ আনাগোনা করে না।

পরস্পরবিরোধী চরিত্র নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ফিদেল কাস্ত্রো আজ দেখা দিয়েছেন। এত কাছে আছি, এত ঘটনা ঘটছে, তবু ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে আমি এক কথায় হেঁকে জবাব দিতে পারবো না। শুধু বলা চলে, কাস্ত্রো—নক্রুমা বা নাসের নন। সোয়ার্কর্ণও নন ইনি।

কাস্ত্রো এখন নিউইয়র্কে। সামান্য হোটেলের দখল নিয়ে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে শুরুতেই, সেটি দস্তুরমত লক্ষ্য করবার। কাস্ত্রো স্নান করেন না—অসম্ভব নোংরা, ডিনার টেবিলে বসে সব এঁটোকাঁটা করে ফেলেন—ছ' ফিট লম্বা একজন অসভ্য, বর্বর—এ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

অন্যদিকে প্রকাশিত হচ্ছে, ক্রুশ্চেভ-কাস্ত্রো বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বললেও, নিগ্রো অধ্যুষিত হার্লেম-এর বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত 'জার্গণ' ব্যবহার করেন, দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই নাকি ক্রুশ্চেভ কাস্ত্রোর বক্তব্যের অনেকখানি অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'Capitalist encirclement', 'Democratic centralism', 'Dictatorship of the proletariat', 'New democracy', 'Proletarian internationalism', আর 'Purges' কথাগুলো নাকি ইয়াঙ্কী সাংবাদিকের বুঝে উঠতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। ইয়াঙ্কী সাংবাদিকের বুঝতে পারা আমি অবশ্য বুঝে উঠতে পারিনি।

ফিদেল কাস্ত্রো কী কমিউনিস্ট? অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি সেকেণ্ডে আজ হাজার হাজার ডলার ব্যয় করে চলেছে। কিউবায় বর্তমানে কী পরিমাণ কমিউনিস্ট সভ্য বর্তমান, সে তথ্য আমার হাতের কাছে নেই। কিন্তু ইণ্টার আমেরিকান এফেয়ারের খাতা বলে ২৫০,০০০ জন সক্রিয় কমিউনিস্ট পার্টি সভ্য আছে গোটা ল্যাটিন আমেরিকায়। যদিও জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যাটি আদৌ ভীতিপ্রদ নয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য সংখ্যার তুলনায় বিশগুণ বেশী। গোটা পৃথিবীতে সক্রিয় কমিউনিস্ট সভ্য সংখ্যা ৩৫ মিলিয়ন। অকমিউনিস্ট দেশের সভ্য সংখ্যা ৫ মিলিয়নের কিছু বেশী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট সক্রিয় পার্টি-কর্মী ও সভ্য আজ দশ হাজার জন।

স্মিথ এ্যাক্ট ও ইণ্টারন্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট বহাল হওয়ায় ক্রমবর্ধমান সভ্য সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। গত দশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। তবে এ কথা স্মরণ থাকা দরকার, একজন ডেমোক্রেটিক বা রিপাব্লিকান পার্টি সভ্যের সঙ্গে একজন কমিউনিস্ট সভ্যের ফারাক থাকে বিস্তর। কমিউনিস্টদের মতলব অনেক গভীরে। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁদের পার্টির নির্দেশের অপেক্ষা করতে হয়। রিপাব্লিকান সভ্যের বাসনা আগামী দিনে একজন সিনেটর বা অন্তত এশিয়ার কোনো অঞ্চলের রাষ্ট্রদূত হওয়া। সেখানে একজন মার্কিন কমিউনিস্টের দৃষ্টি কোরিয়ায়। আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে 'germ warfare'-এর অভিযোগ তুলে জোরালো প্রবন্ধ লেখে। 'স্টকহলম শান্তি অভিযান'-এর সই সংগ্রহ করে। যে পর্যন্ত না ট্রুপস্ নেমেছে বুডাপেস্টে, সে পর্যন্ত ক্রুশ্চেভের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করতে ছাড়েনি। খোদ নিউইয়র্কে বসে পানামার ছাত্রদের ইয়াঙ্কী কমিউনিস্ট তাতাতে চেষ্টা করে—'what have you got out of sixty year's partnership with the Yankee Imperialism ?'

সিনিওর লোপেজ অবশ্য এ সমস্ত হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন,

—আর যাই পারি ছাপা পরিসংখ্যানে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই।

—এটা কোনো প্রবন্ধ নয়—খোদ ওয়াল স্ট্রীটের খবর।

—সব গাঁজা। বিলকুল মিথ্যে কথা।

—আমার হিসাব নির্ভুল।

আমার কথা হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন সিনিওর লোপেজ। বলেন,

—কথা যখন তুললেন, শুনুন তবে। আমি তখন প্যারাগুয়ায়। এক প্যারাগুয়ান সামরিক অফিসার আমাকে হাসতে হাসতে বললেন—কুড়িটি কমিউনিস্ট আজ গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। আমি বললাম, মৃত লোকগুলো যে কমিউনিস্ট আপনি জানলেন কেমন করে? সামরিক অফিসারকে খুব অবাক হতে দেখলাম—তারপর গম্ভীর গলায় বললেন—সান্ধ্য আইন অমান্য করে রাস্তায় যারা সোমোজাজ-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে, ধ্বংসাত্মক কাজে নামে তাদেরকে আপনি কমিউনিস্ট ছাড়া কী বলবেন? দেখুন, এই কারণে পরিসংখ্যানে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই।

সিনিওর লোপেজকে আমার বেশ লাগে। প্রচণ্ড ধনী পিতার সন্তান, অগাধ পাণ্ডিত্য। কয়েকটি ভাষার ওপর সমান দখল। অপর্যাপ্ত খরচা করেন।

একরোখা চরিত্রের জন্যে মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করে ক্রমাগত কাগজ পাল্টানো একটা স্বভাব। নতুন গোলমাল পাকিয়েছে দু-মাস আগে। ডেভিড এ্যালফারো সিকেরাস-এর গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেক্সিকোর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, লোপেজের প্রবন্ধটি তাঁর মনিবকে আদৌ খুশী করতে পারেনি। মালিকের সঙ্গে লোপেজের একটা গোলমাল চলেছেই।

ডেভিড এ্যালফারো সিকেরাস মেক্সিকোর প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও পহেলা নম্বর কমিউনিস্ট। ছাত্র হাঙ্গামার সময় এই বৃদ্ধ শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে লেকুমব্রেরী জেলে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। লোপেজ সেই ঘটনাটি নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ সাজান। গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক রাখবার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লোপেজ মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টকে মূর্খ, অপরিণামদর্শী ও সম্পূর্ণ নিরুপায় ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পরে বলেছেন, এই মহান শিল্পীকে আদালতে হাজির করায় মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের বড় হাত নেই—'I suppose the President will have to ask the United State before he brought Siqueiros to trial'—এই কথা দিয়ে লোপেজ তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন। মার্কিন মনিব লোপেজের এই ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে লোপেজকে আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম,

—আপনি মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী?

—মার্ক্সবাদ মোটামুটি পড়েছি। তবে বেশী জানতে ভয় করে। বাবার যে পরিমাণ তেলের শেয়ার কারাকাসে হাঁটাচলা করে, কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ গুষ্টাভ মাসাদো ভেনেজুয়ালার শাসনভার পেলে তৈলশোধনাগারের ঐ সব কাগজপত্তর নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত করবেন। আমার বাবা ব্যাটেনকোর্টের একজন অন্ধ ভক্ত। আমি নিজে ব্যাটেনকোর্টের সম্পর্কে একসময় অনেক লিখেছি। বাবা খোদ প্রেসিডেন্ট ব্যাটেনকোর্টকে লাল পেন্সিলে দাগিয়ে আমার লেখা পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন—a fearless and formidable opponent of Communism in Latin America and an admirable example of the democratic left—বাবার সিনেটর হবার দারুণ আগ্রহ। আমি বাবার একমাত্র পুত্র। আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী—আমাকে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হতে বলেন, অবাক করলেন দেখছি!

—আপনি নিজে কাগজ বার করলেই তো পারেন। অর্থের দিকটা

আপনার যখন ভেবে দেখবার প্রয়োজন নেই।

—সে যে ভয়াবহ দায়িত্ব। এই বেশ আছি। ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে। মালিকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে।

সিনিওর লোপেজ আমার কাছে কিছুটা অস্পষ্ট। সাংবাদিকতায় বিস্তর অভিজ্ঞতা। শুধু ল্যাটিন আমেরিকায় নয়—ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানা রাজনৈতিক পটভূমির মধ্যে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে লোপেজকে ঘুরতে দেখা গেছে। '৫৬ সালের নভেম্বরের শীতে হাঙ্গেরীর ভয়াবহ দিনগুলোতে তিনি বুডাপেষ্টেই কাটিয়েছেন। কাদার সরকার দু'দিন লোপেজকে আটকে রাখেন। ইজিপ্টের বৃদ্ধি তুলো কিনে এনে ইয়োরোপের নানা জায়গায় ক্রয়মূল্যের অনেক নীচে, নিতান্তই জলের দরে বিক্রী করে সোভিয়েট রাশিয়া বাণিজ্য-চুক্তির আড়ালে নাসেরের সঙ্গে যে রাজনৈতিক পাশা খেলায় নেমেছিলেন, কায়রো থেকে পাঠানো লোপেজের 'Operation Egypt' ওয়াশিংটনে সিয়াটোর কর্মকর্তাদের দস্তুরমত বিহ্বল করে তোলে। এমন কী 'নিউইয়র্ক টাইমস' পর্যন্ত লোপেজের এই বার্তা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বান্দুং-এরও অভিজ্ঞতা আছে লোপেজের। শ্রীনেহেরু সাংবাদিকদের ভারতীয় আম খাইয়েছিলেন। লেংড়া না বোম্বাই—লোপেজ অবশ্য বলতে পারেন না।

সাইগনের পথে একবার যাত্রাবিরতি হয়েছিলো দমদমে। অতি দ্রুত কলকাতা ঘুরে গেছেন। দেখে গেছেন কেওড়াতলার শ্মশান, কালীঘাটের কালী আর সত্যজিৎ রায়।

এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে টেরেসাকে আমি কাছে পাই। মেয়েটিকে আমার ভালই লাগে। টেরেসার ধারণা সেদিন হোটেল থেকে জোর করে তাকে ধরে না নিয়ে গেলে আততায়ীর গুলিতে নিশ্চয়ই সে প্রাণ হারাতো।

টেরেসা আমাকে ডিনারে ডেকেছে আজ। অনুরোধ আমি ফেলতে পারিনি। কথা দিয়েছি সন্ধ্যের পর নিশ্চয়ই তার কামরায় আমি আসবো।

সারা দুপুরটা আজ কাজ করলাম। ফিদেল কাস্ত্রোর নিউইয়র্ক সফরে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়নি। বরং কিউবা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। কাস্ত্রো ও কিউবার সমর্থনে পিকিং রেডিওর ক্রমাগত স্প্যানীশ প্রচার আর একটি নতুন উপসর্গ। অতি শক্তিশালী চেক্ ট্রান্সমিটার হাভানায় পৌছোনোর খবর দস্তুরমত ইঙ্গিতপূর্ণ।

এক পাত্র বীয়ার নিয়ে বসেছিলাম কোণের দিকে। হোটেলে অপেক্ষাকৃত ভিড় কম। একটা পত্রিকা সামনে খোলা ছিল। কেনেডি-নিক্সন টি. ভি. সাক্ষাৎকারের বিবরণ। অন্য দিকে কাস্ত্রোর পেটের কাছে ক্রুশ্চেভের ফুরিয়ে যাওয়া টাক-মাথার ছবি। সামনের ভারী কাঁচের পাল্লা ঘুরিয়ে লোক আসা-যাওয়া করছে হোটেলে। রেডিওর একটা মিঠে বাজনা কানে আসছিলো।

—আপনি অনুমতি দিলে সামনের চেয়ারে আমি বসতে পারি।

পত্রিকাটি থেকে চোখ তুলে দেখি এক আগন্তুক ভদ্রলোক মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। অনেক জায়গা ছিল, বিস্তর খালি চেয়ার ছড়ানো। তবু আমার উল্টো দিকের চেয়ার দখল করবার আদৌ কি কারণ থাকতে পারে বুঝলাম না। অনুরোধটি আমার মোটেই ভালো লাগলো না। বললাম,

—আমার অনুমতির কোনো প্রয়োজনই নেই। খালি চেয়ার—বসাটা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।

অপরিচিত ভদ্রলোক বিনাবাক্যব্যয়ে সামনের চেয়ার দখল করে পকেট থেকে সুদৃশ্য সিগারেট কেস নিয়ে আমার সামনে মেলে ধরে বলেন,

—আসুন, সিগারেট নিন। আপনি দেখছি আমাকে চিনতে পারছেন না।

—আপনাকে পূর্বে কোথাও দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারিনে। আমার স্মরণশক্তি খারাপ নয়।

—নিন, সিগারেট নিন। পরিচয় দেখছি আমাকেই দিতে হবে। রাউল কাস্ত্রো যে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন সেখানে আপনাকে আমি প্রথম দেখি। ঐতিহাসিক '২৬শে জুলাই' অনুষ্ঠানে জরুরী প্রয়োজনে এক রোল ফিল্ম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। কমিনটাং রাষ্ট্রদূত লিউ উয়ান যেদিন হাভানা ত্যাগ করে যান, সেদিন আপনাকে আমি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দেখেছি।

একটু লজ্জিত হয়ে হেসে বললাম,

—হাভানায় সাংবাদিকদের তালিকা মনে রাখা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য, আপনাকে পূর্বে কোথাও আমি দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার এতটা ভুল হবে?

পরস্পরে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। অপরিচিত ভদ্রলোক দেখলাম আমাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছেন। চোখ না তুলেই হাত নেড়ে ফরমায়েস করলেন হুইস্কীর।

—আপনার নাম জানতে পারি কী?

—জোশ আর্ভেলো।

—কিউবান?

—আমি চিলির লোক—সান্টিয়াগো আমার দেশ। হাভানায় আছি গত নভেম্বর থেকে।

—আপনি কী রাজনৈতিক সংবাদ লিখে থাকেন? কোন্ কাগজে আছেন আপনি—এল মারকিউরিয়ো?

—আপনি দেখছি বিস্তর খবর রাখেন—এল মারকিউরিয়ো পত্রিকার খোঁজ রাখেন—আপনি চিলি ছিলেন?

—না। তবে জনপ্রিয় পত্রিকা হিসাবে নাম জানি। আপনি কি ঐ পত্রিকায় লেখেন?

—আমি লিখি না। পত্রিকা-টত্রিকার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই।

—তবে আপনি কী করেন?

—সাংবাদিকতা।

গোমেজ ঘটনা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। আগাস্টো সানশেজ ও মারিয়া ঘটিত ভয়াবহ কাহিনীর রেশ এখনও ফুরিয়ে যায়নি। আমি সতর্ক হলাম। কে যে প্রতিবিপ্লবী, কে যে সি. আই. এ. বা এফ. বি. আই.—আর কোন্ ব্যক্তি যে খোদ কাস্ত্রোর চর বোঝা মুস্কিল। হাত ফস্কে গেলে দু' হাজার ফিট তলায়

পতনের আশঙ্কা থাকলে প্রতি মুহূর্তে যে সতর্কতার প্রয়োজন, আমি সেই সাবধানতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম।

—আপনি সাংবাদিক অথচ লেখেন না—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

—সংবাদ সংগ্রহ করা আমার কাজ, তবে আমাকে লিখতে হয় না। আমি সঠিক পরিচয় আপনার কাছে রাখলাম। সংবাদ আমি কিনে থাকি। সংবাদ কেনাবেচাই আমার কাজ। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংবাদ আমি কিনে থাকি। সে রকম সংবাদ থাকলে বা ফটোগ্রাফ তোলা থাকলে আপনি আমাকে দিতে পারেন—আমি ভাল দাম দেব।

—আমি মাসমাইনেতে কাজ করি। আমার সংবাদ একই জায়গায় পাঠাতে হয়। অন্য কোনও লেখা বা ফটোগ্রাফ পাঠানো চুক্তিবিরুদ্ধ।

—আপনি দেখছি একেবারেই আনাড়ী। কিছু শেখেননি মশাই—নাম দেবার দরকার কী? স্রেফ বেচে দেবেন—সন্দেহের কোনো অবকাশই রাখবেন না। আমার ছবির দরকার—ফটোগ্রাফারকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

—আপনি চেয়ার দখল করলেন কী আমার সঙ্গে কথা বলবার খাতিরে?

—নিশ্চয়ই। মিথ্যে বলবো না, আমি আপনাকে ধাওয়া করেই আসছি। এত ছড়ানো চেয়ার থাকতে আপনার কাছে বসার নইলে কী যুক্তি থাকতে পারে? আসুন না, আমার সঙ্গে কাজ করুন?

কী ধরনের ফটোগ্রাফ আপনি কিনে থাকেন?

—পুরোপুরি রাজনীতি ঘেঁষা ছবি—ধরুন চে গুয়েভারা, রাউল আর লেজারো পেণার একত্র ছবি। খালি গায়ে কাস্ত্রোর ছবি। হাভানা-হিল্টনে কাস্ত্রোর ছবি। হাভানা-হিল্টনে কাস্ত্রোর ঘরে সুন্দরী মেয়েরা আনাগোনা করে—ঐ মেয়েটা, সেই মেয়েটা—কী নাম যেন, অনেকটা রিটা হেওয়ার্থের মত দেখতে—নামটা মনে আসছে না—কাস্ত্রোর সঙ্গে ঐ মেয়েটার কোনো ছবি আমাকে দিতে পারেন—আমি অনেক দামে কিনতে পারি। 'লাইফ' পত্রিকার ডবল দেবো আপনাকে। আসুন না, কাজ করুন আমার সঙ্গে।

—রাজনৈতিক ছবি কিছু দেখছি না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ছবি। অনেকটা কেচ্ছা-কাহিনীর মত লাগছে।

হুইস্কীর পাত্রটি ঠোঁটের ওপর সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে জোশ আর্ভেলো বললেন,

—কেচ্ছাই তো পয়সা দেয় মশাই। রাজনৈতিক নেতাদের কেচ্ছা অনেকটা

কিউরিও-র মত—যে-কোনো দাম হাঁকতে পারেন।

—আপনি এ সব ছবি কিনবেন?

—পাচ্ছি কোথায় মশাই? আসুন না, আসুন না আমার সঙ্গে। একত্র কাজ করি।

—কিন্তু এতো অন্যায়।

—অন্যায়টা দেখছেন কোথায়? অন্যায় করছে তারা, আমরা শুধু ছবি ছাপছি। অনেক সময় অবশ্য ছবি না ছাপাতেই অনেক বেশী রোজগার।

—সেটি কী রকম?

—আপনি ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ত্রুজিলোকে নিশ্চয়ই জানেন?

—তিনি প্রেসিডেণ্ট, ক্যারিবিয়ানের সীজার, এইটুকু জানি।

—সীজার-পুত্রটিকেও আপনার চেনা উচিত।

—আপনি নিশ্চয়ই র‍্যামফিস-এর কথা বলছেন—তিনি ফোর্ট লিভেন-ওয়ার্থ-এ উচ্চতর সমরবিদ্যা শিক্ষা করছেন।

—আমি তাঁর কথাই বলছি। হলিউডের অন্যতমা অভিনেত্রী কিম নোভাক-এর সঙ্গে র‍্যামফিস-এর প্রচণ্ড প্রেম চলছে সে সময়—আমি তখন পেনসিলভিয়ানায়। একটি ছবি আমার হাতে এলো আকস্মিকভাবে। অবশ্য গোটা ব্যাপারটা সাজিয়েছিলাম নিজে, তবে এত সহজে যে ছবিটা হাতে পাব ভাবিনি। যাই হোক, কিম নোভাক ও প্রেসিডেণ্ট-এর ছেলের একটা যাচ্ছেতাই ছবি আমার হাতে এলো। আমি সোজা হলিউডে কিম নোভাক-এর সঙ্গে দেখা করি। সব বললাম। ছবিটাও দেখালাম। যদিও সামান্য এক ঘণ্টার দাম তাঁর কাছে কয়েক হাজার ডলার, তবুও আপ্যায়নে ত্রুটি করেননি। আমি বললাম ছবি প্রকাশ বন্ধ করতে হবে। আমি সমস্ত ভার নিতে রাজি আছি—সংবাদপত্রে ছবিটি ছাপা বন্ধ করতে পারলে, আপনি কত খরচা করতে রাজি আছেন বলুন। তিনি আমাকে হোটেলে র‍্যামফিসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দেখা করলাম—দেখলাম ফোনে আগেই খবর পৌঁছে গেছে। আধ ডজন কাচ্চাবাচ্চা আর বৌ ফেলে ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্টের পুত্র বিদেশে সমরবিদ্যা শিখতে এসে কীভাবে টাকা ওড়াচ্ছেন—এই রকম একটা সংবাদসহ জঘন্য ছবিটা কী অসম্ভব টেম্পো আনবে আমি খুলে বললাম। প্রেসিডেণ্ট-পুত্র ধমকে উঠলেন। তারপর বললেন—কত দিলে ব্যাপারটা

চাপা দিতে পারবেন? বিশ হাজার ডলারের রফা হলো। ভাবতে পারেন, বিশ হাজার ডলার মাত্র একটি ছবির দাম—তাও আবার না ছাপার মূল্য। স্রেফ কেচ্ছা—কেচ্ছা করে, অথচ কেচ্ছাকে ভয় পায় না, এমন লোক আমি দেখিনি।

—কিন্তু এ যে প্রতারণা!

—আপনি কী বলছেন ছবিটা আমার ছাপতে দেওয়াই উচিত ছিল?

—আপনি ফটোগ্রাফটা পেলেন কোথায়?

—হোটেলের কামরায় যে লোকটা 'বেড-টি' পৌঁছোতে গিয়েছিলো—সে আমার লোক।

—আপনি আমাকে অবাক করলেন। এই আপনার রাজনৈতিক ফটোগ্রাফ!

—আধা রাজনৈতিক। পূর্ব বার্লিনের কমিউনিস্ট অত্যাচারের ছবি তোলবার জন্যে সীমান্ত অতিক্রমের দরকার হয় না—'বাণ্ডারবার্গার গেট'-এর এপারে পশ্চিম বার্লিনেই খোদ কুরফুরষ্টেনডামের রাস্তাতে সে দৃশ্য তোলা যায়। প্রতারণা বলছেন—রাজনীতিটাই তো ব্যভিচারের সবচেয়ে বড় ময়দান। এতে অন্যায়ের কী আছে? আসুন না আমরা কাজ করি। কী মশাই, ইচ্ছেটিচ্ছে আছে?

আমি সাংবাদিক। অভিজ্ঞতা আমার নীচু মনের নয়। কিন্তু আর্ভেলোর মত তাজ্জব সাংবাদিক ও বিচিত্র সাংবাদিকতার আখ্যান পূর্বে কখনও শুনিনি। বললাম,

—চে গুয়েভারা, রাউল ও লেজারো পেণার একত্র ছবি আমার নেই। খালি গায়ে কাস্ত্রোর ছবি আমি আপনাকে দিতে পারবো না।

—ছবি কেন, সংবাদ দিন না আমাকে। বিশ্বাস করুন ভাল দাম দেব।

—আপনাকে দেবার মত সংবাদ কিছু দেখিনে।

—আগাষ্টো সানশেজ ও মারিয়ার গ্রেপ্তার রহস্যটি সঠিক সাজিয়ে বললে, সে কাহিনী আমি কিনতে রাজি আছি।

—কাগজে প্রকাশিত সংবাদের চেয়ে বেশী কিছু আমার জানা নেই।

—এক হাজার ডলার, আসুন, রাজি তো?

—আমি প্রকাশিত সংবাদের চেয়ে বেশী কিছু জানি না।

—দু' হাজার ডলার। ইয়োরোপ, আমেরিকা বা হংকং-এর যে-কোনো

জায়গায় সে টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। আমি সব সময়ই ভালো দাম দিয়ে থাকি।

—মাপ করবেন। সংবাদ আমার নেই।

—আপনি ভয় পাচ্ছেন—সাংবাদিকদের ভয় পেলে চলবে কেন? আমি মশাই রাজনীতি বুঝি না—বুঝতে চাইও না।

—কাস্ত্রো সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আর্ভেলো মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। আর এক প্রস্থ হুইস্কীর নির্দেশ দিয়ে বললেন,

—বিশ্বাস করুন, কাস্ত্রো সম্পর্কে আমার নিজের কোনো ধারণাই নেই। শুধু জানি স্ত্রীর সঙ্গে কাস্ত্রোর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে কয়েক বছর। ছেলেটা মস্কোতে পড়ে। লোকটা কমিউনিস্ট না ফ্যাসিস্ট, আমেরিকা সেই নিয়ে গবেষণা করছে। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের পছন্দসই ডেমোক্রাট কাস্ত্রো নন। আপনি কী বলেন?

—আমার কোনো ধারণাই নেই।

আর্ভেলো সুন্দর সিগারেট কেস আবার আমার সামনে মেলে ধরেন। বলেন,

—নিন সিগারেট নিন। চে গুয়েভারাকে সরাসরি আমি সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি কী ভগবানে বিশ্বাস করেন? একনজর তাকিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন—ভগবান অনেক দূর, তাঁর নাগালও পাওয়া দুষ্কর—কিন্তু ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ কিউবা থেকে মাত্র নব্বই মাইল। যে-কোনো মুহূর্তে বিষাক্ত নখ কিউবার ওপরে তুলে দিতে পারে। ভগবান নিয়ে ভাববার আমার সময় কই? এ কী, আপনি উঠছেন যে—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

—মাপ করবেন, আমার কাজ আছে। আমাকে এক জায়গায় পৌঁছোতে হবে।

—টাকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। আপনাকে আমি দু' হাজার ডলার দেবো। আগাষ্টো সানশেজ ঘটিত ব্যাপারটা আপনি আমাকে দিন। মেয়েমানুষ ঘটিত রাজনৈতিক খবরে আমি এই রকম দিয়ে থাকি।

—কাজ করবার ইচ্ছে রইলো—তবে এই মুহূর্তে বেচবার মত সংবাদ আমার নেই।

—দেখুন আমি খোলাখুলি অনুরোধ করলাম। প্রেস ক্লাবে না হয় আপনার

সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

—আসবেন। আপনি থাকেন কোথায়?

—ট্রপিকানায়। ১৮১ নম্বর ঘর। সময় করে আসবেন না একদিন। ফোন করে আসবেন। জমিয়ে গল্প করবো। জানলেন, তুরুপের তাস আমারও হাতে আছে। ফিদেল কাস্ত্রোর বিবাহবিচ্ছেদের পেছনে আসল রহস্য দেখবেন হয়তো আমিই ফাঁস করবো।

একটু হাসলাম। ঘড়ি দেখে আর্ভেলোর কাছে বিদায় নিলাম। আর্ভেলোর নির্দেশ কানে এলো—জলদি বড়া হুইস্কী লে আও।

অক্টোবর মাস শুরুই হলো প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে। গুপ্তচর কিউবায় সক্রিয় জানি, হাভানায় প্রতিবিপ্লবীদের কাস্ত্রো-বিরোধী চক্রান্তের নাটকীয় ঘটনা নিজের চোখে দেখা। কিন্তু বিপ্লবী কিউবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কাস্ত্রো-বিরোধী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন নয়—সুশিক্ষিত সেনা, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত এক বাহিনী ওরিয়েন্টি প্রদেশে অবতরণ করলো। সরকারী মহলের কোনো খবর পাওয়া দুষ্কর। হাভানা প্রেসনোট সরকার অনুমোদিত সংবাদ যেটুকু ছাপছে তাতে দেখা যায়, বারাকোয়া ও মোয়া-র মাঝামাঝি সম্পূর্ণ আবাদের মধ্যে এই প্রতিবিপ্লবী সেনারা অবতরণ করে। সংখ্যায় তারা ত্রিশ জন। দ্রুত তারা স্থানীয় কাস্ত্রো-বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। একটার-পর-একটা ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলছিলো। প্রতিবিপ্লবী দলের নেতা আরমেন্তিনো ফেরিয়া। আরমেন্তিনো কিউবার প্রাক্তন রাজনৈতিক গুণ্ডা ম্যাসফেরারের সুযোগ্য সহচর ছিলেন। এই প্রতিবিপ্লবী দল হাইতি না ডমিনিকান রিপাবলিক থেকে রওনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা হয়নি। ব্যাপারটা পুরোপুরি কাস্ত্রো-বিরোধী কিউবান যুবাদের বিদ্রোহ হলে খুব একটা আশঙ্কার হতো না। সংবাদে প্রকাশ, ম্যাসাচুটেস-এর এ্যান্টনি জরবা, টেক্সাসের এ্যালেন টমসন ও মিয়ামীর রবার্ট ফুলার নামে তিনজন মার্কিন সেনা কাস্ত্রো বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। শুধু বারাকোয়া বা মোয়া নয়, উপদ্রুত এলাকা ছাড়াও ওরিয়েন্টি প্রদেশের অনেকটা সম্পূর্ণ সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়।

এদিকে ক্রুশ্চেভের নিজস্ব বিমানে ফিদেল কাস্ত্রো নিউইয়র্ক থেকে ফিরে এসেছেন। রাউল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারা বারাকোয়ায় রওনা হয়ে গেছেন। হাভানায় উত্তপ্ত আবহাওয়া আরও তীব্র।

প্রতিবিপ্লবীদল কাস্ত্রোর সেনাদের হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। বিপুল সামরিক রসদ ও কাস্ত্রো-বিরোধী প্রচার পত্রিকা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রেস যেটুকু সংবাদ দিচ্ছে তাতে মনে হয় অবস্থা এখন সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন।

হাভানার অবস্থা বর্ণনাতীত। একটা শহরে যে কি বিপুল পরিমাণ মিলিশিয়া—চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সামরিক ভ্যানের ভয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে লোকে এড়াতে চেষ্টা করছে। আমার সবচেয়ে অবাক লাগলো ভেডেডো অঞ্চলে হোটেলের সামনে সারিবদ্ধ ঝলমলে গাড়ির মিছিলের চিহ্ন নেই। বৈদেশিক দূতাবাসগুলো যেন বন্দী জীবন যাপন করছে। মার্কিন দূতাবাসের এক কিউবান কর্মচারীর মুখে শুনলাম সারা সপ্তাহের বাজার তাদের সারা।

সাধারণ মানুষকে দেখেছি চড়া পর্দাতেই বাঁধা। কিন্তু আজকের হাভানা সত্যিই অভূতপূর্ব। পৃথিবীর কোথাও আজ এই পরিমাণ মার্কিনবিদ্বেষ আছে বলে আমার মনে হয় না। যেন অঘোষিত এক যুদ্ধ চলেছে। বেসামরিক আমেরিকান হাভানায় আজো আছে বিস্তর। কিন্তু পথে একজনকেও চোখে পড়ে না। কনভেণ্ট-এর স্কুল-বাস নিয়মিত দরজায় পৌঁছোচ্ছে, কিন্তু পুত্রকন্যাকে কোনো মার্কিন মাতাপিতাই ঘরের বাইরে পাঠাতে সাহস করছেন না।

কিউবা-মার্কিন সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে ঝুঁকছে।

—ওহে অর্থনীতির ছাত্র, শোনো, জেনে রাখ আমি রাজনীতির ছাত্র ছিলাম না কোনো কালে, তবু শোনো, ক্রুশ্চেভের সাহায্য ছাড়াই আমরা পারবো। মনে করো না কাস্ত্রো একজন কিউবান কাদার—হাঙ্গেরীতে স্থসলভের প্রয়োজন থাকলেও বিপ্লবী কিউবাকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্রুশ্চেভের সাহায্য বা স্থসলভের ট্যাঙ্কেরও দরকার হবে না।

—আপনি কী বলছেন? আপনি বৃদ্ধ, তর্ক করা আমার শোভা পায় না। কিন্তু কিউবার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই—সে যে নিতান্তই ছেলেখেলা! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কিউবা অবরোধ করতে কয়েক ঘণ্টার বেশী লাগবে বলে আমার মনে হয় না।

—সত্যি কথা বলতে কী, আমি তোমাদের এইরকম নৈরাশ্যজনক চিন্তাধারা দেখে যথেষ্ট বেদনা পাই। সামরিক শক্তি যদি জয়লাভের মাপকাঠি

হয়, তবে কোরিয়া বা ভিয়েৎনামের কোনো চিহ্ন থাকতো না আজ। নতুন করে হিরোসিমা ও নাগাসাকি সৃষ্টি করবার সাহস আজ কোনো রাষ্ট্রের নেই। পৃথিবীর গোটা শান্তিকামী মানুষের শক্তি হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে অনেক বেশী।

আমাদের ঠিক সামনেই আলোচনা চলছিলো। দু'টি ছোকরা ও এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কফির টেবিলে রাজনীতি নিয়ে মেতেছেন। বৃদ্ধের পরণে পুরোনো গড়নের খাটো পোশাক। মাথায় একটাও চুল নেই। ছোকরা দু'জন ছাত্রই বলে মনে হয়। একজনের চোখে চশমা। একগাল দাড়ি ও একমাথা চুল নিয়ে পাশের ছোকরা বৃদ্ধের কথা খুব মন দিয়ে শুনছে।

সিনিওর লোপেজ আমার দিকে কফির পাত্রটি এগিয়ে দিয়ে বলেন,

—দাড়ি রাখাটা তরুণদের দেখছি কিউবায় একটা স্টাইল। সবাই বিপ্লবী।

—আমি কিন্তু বৃদ্ধকে লক্ষ্য করছি। লোকটার দেখছি রাশিয়া সম্পর্কে কোনো দুর্বলতা নেই! কথা খুব একটা আনাড়ীর মত নয়।

—দাঁড়ান একটা মজা করি। একজন বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী কিউবান আজ কী নিয়মে ভাবছেন—আমাদের জানা দরকার।

আমার মন্তব্যের অপেক্ষা না করেই লোপেজ ঘুরে বসলেন। ব্রিফ কেস চাপড়ে বললেন,

—আমি আপনার সঙ্গে একমত। শান্তিকামী মানুষের শক্তি আজ অপরাজিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাও যুদ্ধ চায় না। আপনি যদি দয়া করে আমাদের সঙ্গে কফি খান আমরা ধন্য হবো।

দুই ছোকরা দেখলাম হো হো করে হেসে উঠলো। এপাশ-ওপাশের টেবিল থেকেও উঠলো চাপা গুঞ্জন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন,

—আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—জোরে কথা বলে আপনার অসুবিধা সৃষ্টি করেছি। আমি নিতান্তই দুঃখিত।

—সে কিছু নয়। সে কিছু নয়। আপনি আমাদের টেবিলে আসুন।

তারপর এক কাণ্ড হলো। একজন তরুণ বৃদ্ধের কফির পাত্রটি সোজা আমাদের টেবিলে এনে রাখলো। হৈ হৈ করে উঠলেন বৃদ্ধ। চারদিকে হাসির রোল উঠলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন,

—আমি এদের কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, এটা ১৯৬০ সাল।

অক্টোবর মাস। এটা ১৯০২ নয়—কাস্ত্রো এসট্রোডা পামা নন। লিওয়ার্ড উড-এর মত আর একজন ওয়াশিংটন থেকে এখানে এসে সামরিক গভর্নর হবেন এমন কোনো আশঙ্কা করবার কারণ নেই। আপনাদের মত কী ?

—আপনি আমাদের সঙ্গে না বসলে আমরা কোনো মতামত দিতে পারি না। আপনি দয়া করে বসুন।

—ছাত্রদের মত আপনারাও দেখছি মজা করতে ভালোবাসেন।

বৃদ্ধ বসলেন ঠিক আমার মুখোমুখি। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-বাষট্টির নীচে নয়। ছোটখাটো আঁটোসাটো চেহারা। আমার দিকে মিটি মিটি তাকিয়ে লোপেজকে প্রশ্ন করেন,

—আপনাদের পরিচয় জানতে পারি কী ?

—সাংবাদিক। আমরা সংবাদ সংগ্রহ করে থাকি।

লুপ্তপ্রায় ভ্রূ-যুগল লাফিয়ে ওঠে বৃদ্ধের। বললেন,

—আমি কিন্তু আর মুখ খুলবো না। আপনাদের একেবারেই বিশ্বাস করতে নেই। আপনারা দেখেন এক, লেখেন এক। আপনারা দিনকে রাত করেন, আপনাদের কাছে আমি মুখ খুলবো না।

লোপেজ বলেন, আপনি কফি খান। কফি আপনার ঠাণ্ডা হচ্ছে।

বৃদ্ধকে বেশ লাগছিলো। কণ্ঠস্বরটি বড় সুন্দর। লোপেজ ধীরে ধীরে জমিয়ে ফেললেন। অল্পক্ষণের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলো। পরিচয় পেলাম, ভদ্রলোক ডাক্তার। বছর খানেক আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। শরীরের এক অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু পূর্ব ক্ষমতা আর ফিরে আসেনি। বৃদ্ধের তিন ছেলে। ছেলেদের সঙ্গেই থাকেন। এখন সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপন করছেন।

—বিপ্লবের দিনে আপনি ছিলেন কোথায় ?

—বড় শক্ত প্রশ্ন।

—আপনি কী বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন ?

—সে এক মজার ব্যাপার। আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল হঠাৎ এক দিন। সে অনেক কথা, আজ এই কফির টেবিলে বড় কাজের কথা নয়।

—বলুন, আমাদের শুনতে ভালো লাগবে। আপনি কী বিপ্লবী দলে যোগ-দিয়েছিলেন ?

চামড়ার কেস থেকে চুরুট টেনে নিলেন ভদ্রলোক। বললেন,

—ম্যাটেনজাজ্-এর বেসামরিক হাসপাতালের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। ছুরি ভালো ধরতে জানতাম বলে আমার নাম ছিলো। আসলে ওসব কিছু নয়— সাহসটা আমার সাধারণের চেয়ে একটু বেশী ছিল। হাত ও মাথা আমার একই সঙ্গে কাজ করতো। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ হবার কোনো কারণ ছিল না। অস্ত্রোপচার নিয়েই আমাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতো। বিস্তর মাইনে পেতাম বাতিস্তার আমলে। আমি সুখেই ছিলাম বলতে পারেন। রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো যোগ ছিল না। অনেকের মত কাস্ত্রোকে অবাধ্য ডাকাত বলে মনে করতাম। চায়ের টেবিলে আমার স্ত্রী কাগজ পড়ে শোনাতেন। তার থেকেই যেটুকু জানতে পেতাম। এইরকম চলছিলো। হঠাৎ একদিন আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের চিঠি পেলাম, লা-ভিলা থেকে লেখা। এ্যালবার্তো হাভানায় আইন পড়তো। এ্যালবার্তো তার মাকে লিখেছে, হাভানা থেকে পালিয়ে সে লা-ভিলা পৌঁছেছে। সেখান থেকে কাস্ত্রো বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য সেইদিন সিয়েরা জঙ্গলের দিকে রওনা হচ্ছে। এ্যালবার্তোর চিঠি আমাকে আঘাত করে। পুত্রকে আমি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠালাম। তার সুন্দর ভবিষ্যতের কথা আমি মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। স্ত্রীকে এ্যালবার্তোর চিঠির কথা গোপন রাখতে বললাম। আমার অন্য দুইপুত্রের ওপর কড়া নজর রাখলাম।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। স্ত্রীর সঙ্গে বাগানে বসে গল্প করছিলাম। ম্যাটেনজাজ-এ সারাদিন সেদিন গুলি চলেছে— আমার স্ত্রী বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছিলো। আমি বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম—ছাত্রদের অধ্যয়নই ব্রত। এই উপদ্রব ও গুণ্ডামীকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসাত্মক কাজকে কিছুতেই রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না।

এমন সময় আমার দ্বিতীয় পুত্র হন্তদন্ত হয়ে আমাদের মাঝখানে এসে হাজির। বললো, আমার এক বন্ধু গুলিতে আহত হয়েছে। অবিলম্বেই অস্ত্রোপচার দরকার। গাড়িতে আহত বন্ধুটির ভাই তাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, হাসপাতালে না গিয়ে আমার বাড়িতে কেন? আমি এসব পারবো না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। আমার দ্বিতীয় পুত্র বললো,

—পেদ্রো পলাতক বিপ্লবী। পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। ধরা

পড়লে পুলিশ দ্বিতীয়বার গুলি করবে। আমি অসম্ভব চটে গেলাম। উত্তেজনায় কথা বলতে পারিনি কিছুক্ষণ। পুত্র বললো—সময় শুধু নষ্ট হচ্ছে। রক্তের অপচয় হচ্ছে। আপনি না গেলে পেদ্রো গাড়িতেই প্রাণ হারাবে। আমার স্ত্রীর নীরবতা আমার চোখ এড়ায়নি। পুত্রের কথায় তার মৌন সম্মতির আভাস পেলাম। আমি না দেখলে ছেলেটা প্রাণ হারাবে—কথাটা আমার ভালো লাগলো না। দু'দণ্ড ভেবে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম। বললাম পেদ্রোকে ঘরে আনতে। বাগান থেকে সোজা আমার নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আমার বাড়িতেই অস্ত্রোপচারের মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল। পেদ্রোর গুলি দেহ থেকে বের করলাম। কিন্তু আমার বাড়িতে ছেলেটাকে রাখতে আমি রাজি হলাম না। পরদিন রাত্রে পেদ্রোকে ওরা সরিয়ে ফেলবে বললো। গোটা ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি আমার দ্বিতীয় পুত্রকে খেতে বসে খুব একচোট শাসন করলাম। আমার ঐ রোগা ছেলেটা কথা কম বলতো। পরীক্ষায় আশ্চর্যরকম ভালো নম্বর পেতো। কোথায় যেন আমি ঐ ছেলেটাকে একটু শ্রদ্ধা করতাম। প্লেটে আঙুল ঘষতে ঘষতে ছেলে মাথা নত করে বলেছিলো—ছোট থেকে আমাদের তোমার নিয়মে তৈরি করেছো। সত্য-ধর্মকে মর্যাদা দিতে শিখিয়েছো। মানুষকে ভালবাসতে বলেছো। আমাদের সংসারে এই ঐশ্বর্যটুকু গর্ব করবার। প্রবলের অত্যাচারের ভয়ে আজ তুমি নীতিভ্রষ্ট হতে বলো বাবা ?

আমি কথার জবাব দিলাম না। চুপচাপ এটা-সেটা প্লেটে নাড়াচাড়া করছিলাম।

এমন সময় আমার স্ত্রী একরকম টলতে টলতে সামনে এসে অস্ফুট স্বরে বললো—পুলিশ !

বারান্দায় আমি ছুটে এলাম। দেখলাম পুলিশ নয়—গোটা বাড়িটা সেনা-বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। এই প্রথম আমার খেয়াল হলো—পেদ্রোর কি ভয়াবহ বিপদ। তবু মনের অস্থিরতা আমি গোপন করে ঘরে আসি। দেখলাম স্ত্রী প্রায় জ্ঞানহীন। আমার রুগ্ন পুত্র খাওয়ার টেবিলে নেই।

বাতিস্তার অত্যাচারের কথা আমি শুনেছি। আমি ডাক্তার। পেদ্রো হয়তো অপরাধী। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে নিতান্তই রোগী। চিকিৎসকের কর্তব্য আমাকে পালন করতে হবেই। সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কী নিয়মে কথা বলবো তাই ভাবতে ভাবতে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। সাক্ষাৎ হলো

মুখোমুখি। এই সময় গুলির আওয়াজ হলো নীচে। ক্যাপ্টেন আমার কথা শুনতে চাননি। রিভলভার পিঠে লাগিয়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলেন। পেদ্রোর ভাইটাকে দেখলাম দু'জন সেনা টেনে নিয়ে চলেছে। রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে উঠেছে জামাটা। আমার স্ত্রীর চীৎকার শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। রিভল-ভারের নল আমার পিঠ স্পর্শ করল। আমি তবু দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক এই সময় মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলাম। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি সিঁড়িতেই।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ থামলেন। সিনিওর লোপেজ গম্ভীর। আমি স্থির। হাস্য পরিহাসই উদ্দেশ্য ছিল—বৃদ্ধ ভদ্রলোকের স্মৃতিচিত্রণে যে এত তীব্র বেদনা আছে, সেকথা ভাবতেই পারিনি প্রথমে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুরুটের ছাই ঝেড়ে আবার শুরু করলেন,

—অযথা অন্য প্রসঙ্গ তুলবো না। আমি তাড়াতাড়ি আমার কাহিনী শেষ করবো। আমাকে সেনারা ধরে নিয়ে এলো এক পাষাণপুরীতে। রসিকতা করে একজন বললো, আপনি যশস্বি ব্যক্তি—আপনার মত মানুষকে ঘটা করে হত্যা করবার নির্দেশ আছে। বাড়িটাকে করে তুলেছিলেন বিপ্লবীদের কারখানা!

আমাকে হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। আমার প্রথম পুত্র এ্যালবার্তোর কথা, দ্বিতীয় পুত্রের গতিবিধির কথা তারা জানতে চাইলো। পেদ্রোর মত বিপ্লবী, আমি গোপনে মোট কী পরিমাণ চিকিৎসা করেছি শুনতে চাইলো। আরও বহু কথা। ভয়াবহ অভিযোগ ও ভয়ঙ্কর অপরাধে অভিযুক্ত করলো আমাকে।

আমাকে গুলি করে হত্যা করা হবে সে সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় ছিল না। নিজের শরীর ও মনের কথা আমার মনে নেই। হয়তো কোনো অনুভূতিই ছিল না। শহরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। পাষাণপুরীতে থেকেই সে বার্তা আমার কানে পৌঁছেছে। অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ রাত্রিদিন অব্যাহত।

আমার ডাক পড়লো। দেখলাম জেরা করবার অভ্যস্ত নিয়ম এরা আজ সরিয়ে রাখলো। বন্দী জানোয়ারদের মত আমাকে টেনে নিয়ে চললো না। ভিন্ন কক্ষে আমাকে নিয়ে এলো।

একজন সামরিক অফিসার আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ও শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলে চেয়ারে বসালেন। ভদ্রলোক একটু কড়া মেজাজের সিধে চরিত্রের মানুষ। বললেন, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন। এইমাত্র লা-ভিলার অধিনায়ক

গুলিতে আহত হয়েছেন। বিমানে হাভানায় পাঠানোর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। আপনি অস্ত্রোপচার করুন।

—কিন্তু আমি যে গুলির আঘাতের অপেক্ষায় আছি।

—অধিনায়কের অস্ত্রোপচার সাফল্যজনক হলে আপনি মুক্ত হবেন। অধিনায়ক নিজে এ কথা আমাকে বলেছেন। সামরিক ডাক্তারের মধ্যে দু'জনই কাল রাত্রে অন্যত্র গেছেন। আপনাকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। অধিনায়কের জীবন রক্ষা করুন। আপনি নিজে মুক্ত হোন।

আমি রাজি হলাম। সেলে ফিরে এলাম না। সোজা এলাম সামরিক হাসপাতালে। অস্থায়ী তাঁবু ফেলা কাঁটাতারে ঘেরা একটা নিষিদ্ধ অঞ্চল। অবশ্য আমাকে সেনাদের পাহারায় আনা হলো।

অধিনায়কের জ্ঞান তখন লুপ্ত। অধিনায়কের স্ত্রী আমার হাত দু'টি ধরে বললেন, আপনার হাতে আমার স্বামীর জীবন নির্ভর করছে। আপনি এঁকে বাঁচান। মুহূর্তের জন্যে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। আশ্চর্য এক দায়িত্ববোধ আমাকে পেয়ে বসে। অধিনায়কের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে বললাম।

অস্ত্রোপচার কক্ষে আমার সাক্ষাৎ হলো গেভিউলিও ভাগার্স-এর সঙ্গে। ভাগার্স আমার প্রাক্তন ছাত্র। ছুরি ধরতে আমিই একদিন ওকে শিখিয়েছিলাম। অস্ত্রোপচারের পরীক্ষা তার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামরিক বিভাগে চাকুরী নিয়েছে। অভিজ্ঞতা তার অল্প দিনের। আমার বর্তমান অবস্থা ভাগার্স দেখলাম সবই জানে।

নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার সমাধা হলো। অধিনায়ক বিপদমুক্ত হলেন তাতে আমার সন্দেহ হলো না।

কিন্তু আমার মুক্তি নেই। সামরিক পাহারায় আমাকে আবার সেই পূর্বের পাষাণপুরীতে আনা হয়। অধিনায়কের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ আমার মেলেনি।

সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। আমার সেদিনের কথা আজো মনে পড়ে। ঘুম ভাঙা নয়—মনে হলো যেন স্বপ্নে প্রবেশ করছি। নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমার বাড়িতেই। দেখলাম আমার স্ত্রী আমার মুখের ওপর ঝুঁকে উবু হয়ে বসে আছে। আমার তৃতীয় পুত্র এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পরিচিত ঘর, অতি পরিচিত কাছের মুখ—তবু আমি চমকে উঠলাম।

স্বপ্ন নয়। অশান্ত মনের বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো দৃশ্য নয়। ভালো করে দেখলাম, বুঝলাম আমি আমার বাড়িতেই এসেছি।

সিনিওর লোপেজ বিস্ময়োক্তি করেন,

—আপনি বাড়িতে আবিষ্কার করলেন নিজেকে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্মিত হাসলেন। বললেন,

—পাষাণপুরীতে নয়—আমি চোখমেলে নিজেকে বাড়িতেই, নিজের ঘরেই আবিষ্কার করি।

আবার বলে চলেন,

—খুব দুর্বল মনে হচ্ছিলো। হাতে একটা যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। তাকিয়ে দেখি কব্জিব ওপর পর্যন্ত বাঁ-হাতটা নিপুণভাবে ব্যাণ্ডেজ করা। আমার স্ত্রীর কান্না ও বিহ্বল পুত্রের মুখটি আমাকে আরও কাতর করলো। জানতে চাই, আমার কী হয়েছে? আমি এখানে এলাম কেমন করে? কারা আমাকে আনলো? আমি কী মুক্ত? হাতে এ ব্যাণ্ডেজ কেন? আমার বাঁ-হাতে কী হয়েছে?

অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তরে আমার স্ত্রীর জবাব কিছুটা অসংলগ্ন, অনেকটা সামঞ্জস্যহীন। বুঝলাম না।

—আমি কী মুক্ত?

—হ্যাঁ।

—আমাকে এখানে আনলো কারা?

—সেনারা।

—বাঁ-হাতে আমার কী হয়েছে?

আমার স্ত্রী আমার কথার জবাব দিল না। টেবিলের টানা থেকে এক ফালি ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিল। এক টুকরো কাগজ, তবু খুব রহস্যময় লাগছিল।

একটা চিঠি। নাতিদীর্ঘ। আমার ছাত্র গেতিউলিও ভাগার্সের লেখা পত্র। চিঠির কথাগুলো আমার আজো মনে পড়ে। আমি চিঠিটা পাঠ করলাম ঃ

বিপজ্জনক বিপ্লবী হিসাবে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবু অধিনায়ক আপনাকে মুক্ত করেছেন। আপনি অধিনায়কের জীবন দান করেছেন—তিনি ধন্য। তবে অধিনায়ক মনে করেন মুক্ত হয়ে আপনি হয়তো কাস্ত্রো বাহিনীতে যোগদান করবেন। সেই নিশ্চিত সম্ভাবনায় অধিনায়ক আপনার অস্ত্রোপচারের

ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে বলেন। বিপ্লবী বাহিনীতে আপনি যাতে কোনো ·কাজে আসতে না পারেন, তাই অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বেছে নেন। দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো। আমার নিজের দায়িত্ব জল্লাদের। আমি দেখলাম, অনিবার্য এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো সম্ভব নয়। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি জানালাম আপনি বাঁ-হাতে দক্ষ। ছুরি আপনি অস্ত্রোপচারের সময় বাঁ-হাতেই ধরে থাকেন। এতে আমার মতলব হাসিল হলো। আপনাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি আমাকেই বিযুক্ত করতে হয় হাত থেকে। আপনি মুক্ত। কিন্তু আমার নিস্তার নেই। সংবাদ অল্পদিনেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে বলে আমার আশঙ্কা হয়। আমি আত্মগোপন করলাম। কোথায় যাব জানি না। যে নার্সটি অধিনায়কের অস্ত্রোপচারের সময় আপনার হাতে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়েছে, তাকেও আমি সঙ্গে নিচ্ছি। আমরা হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছি। মনে হয়, আপনাকেও আত্মগোপন করতে হবে। ভয়াবহ অত্যাচার সর্ব সময়ই উদ্ধত। কোথায় যাবেন জানি না। তবে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান অবিলম্বেই আপনাকে আমি করতে অনুরোধ করবো।

—এ যে নাজী অত্যাচার! আমি বিস্ময়োক্তি করি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন,

—তারপরের ঘটনা দ্রুত। আমিও তখন দুর্মদ। আমি কনিষ্ঠ পুত্র ও আমার স্ত্রীকে হাভানায় পাঠিয়ে দিলাম। সেখান থেকে পরদিনই তারা চলে যায় কস্টারিকায়। দেশত্যাগে আমি রাজি হলাম না। জঙ্গলের ডাক আমি শুনতে পেলাম। প্রবল ইচ্ছা মানুষকে অসম্ভব কাজে গতি দেয়। যোগাযোগ হতে আমার বিলম্ব হয়নি। আমি প্রথমে ছদ্মবেশে সান্টিয়াগোতে আসি। সিয়েরা জঙ্গল তার উত্তর থেকে শুরু হয়েছে।

—বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিলিত হতে আমার কিছু দেরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই জঙ্গলে পৌঁছে গেলাম। তারপর আমার বিশ্রাম ছিল না এতটুকু। ছুরি ধরবার আঙ্গুল পূর্বের নিয়মে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। ছাত্র ও যুবকদের দেহ থেকে গুলি বের করবার বিরাম ছিল না তখন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি। দ্বিতীয় পুত্রের খোঁজ পাইনি আর। ভাগার্সকে পেয়েছি অবরুদ্ধ কাঁমাগুয়ায়। নার্স মেয়েটি তার সঙ্গে আছে। পাগলের মত কাজ করে চলেছে দু'জনে। জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমি পাই হলগুঁইন-এ।

এ্যালবার্তো ফিদেল কাস্ত্রোর বাহিনীতে যুক্ত ছিল বরাবর। তারপর আর বলার কিছু নেই। সবই আপনাদের জানা। বাতিস্তার আক্রমণ প্রতিহত হলো। বিপ্লবী দল এগিয়ে চলে। একের-পর-এক অঞ্চল আমাদের অধিকারে আসে। বছরের প্রথম সপ্তাহে বিপ্লবী সেনাদল হাভানায় প্রবেশ করে। বাতিস্তা পলাতক—ক্যাম্প কলম্বিয়া বিপ্লবীদের দখলে গেল।

—আমরা আবার একত্রিত হলাম। কস্টারিকা থেকে স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র ফিরে এলো। জ্যেষ্ঠপুত্র একদিন ফিরে এল বাড়িতে। কিন্তু আমার রুগ্ন দ্বিতীয় পুত্রের সন্ধান তখনও মেলেনি। অনুসন্ধান দপ্তর কোন খবর দিতে পারলো না। আমার স্ত্রী বললো, পেদ্রো ও তার ভাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে নীচের ঘরেই। কিন্তু আমার রুগ্ন পুত্রকে সেদিন তারা ধরতে পারেনি। বাগান টপকে আমার ছেলে নাকি পালাতে পেরেছিল।

এমন সময় একদিন অনুসন্ধান দপ্তরই সংবাদ দিল—দ্বিতীয় পুত্রকে অসুস্থ অবস্থায় জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। পরদিন তারা আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। দেখে মনে হলো ক'খানা হাড়। একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে, মা-র কাছে থাকলে আমি ক'দিনেই ভালো হয়ে উঠবো। ইতিমধ্যে এলো ভাগার্স। সে হাসপাতালে ভর্তি করে নিতে চাইলো। আমার স্ত্রী বললো, ভাগার্স আজ থাক। তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে থাক। আজ পূর্ণিমা। আমরা সবাই বাগানে বসে গল্প করবো। আমার কনিষ্ঠ পুত্র এমন সময় টানতে টানতে একটি মেয়েকে নিয়ে এলো। সে নাকি গাড়িতে বসেছিল। মেয়েটি আর কেউ নয় সেই নার্স। আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, ভাগার্স হেসে বললো—নাটাশা এখন আমার স্ত্রী। কাল আমাদের বিয়ে হয়েছে।

বৃদ্ধকে দেখি বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন। কয়েক মুহূর্তের বিরতি। নেভা চুরুট ধরিয়ে বৃদ্ধ বললেন,

—আপনাদের কফির আনন্দ নষ্ট করলাম। দোষ অবশ্য আমার নয়। আপনারাই আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

স্তব্ধ লোপেজ যেন সম্বিত ফিরে পান,

—অভূতপূর্ব। আপনাকে শুধু শ্রদ্ধাই জানাতে পারি। আপনি মহান। আপনার জীবন-স্মৃতিতে কিউবার বিপ্লবী ইতিহাস জড়িত। আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

কফির পাত্র শূন্য। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। একটু সুন্দর হেসে বলেন,

—আপনারা সাংবাদিক, আপনারা যুবা, আপনাদের ক্ষমতা অসীম। লিখুন। সত্য কথা সব প্রকাশ করে দিন।

আমি নির্বাক। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে থ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চুরুটটা বাঁ-হাতে ধরা। চোখে পড়ে পাশাপাশি চারটে আঙুলের পাশে বুড়ো-আঙুলটি নেই।

কিউবা-মার্কিন পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। প্রতিদিন ভয়ঙ্কর খবর প্রেসে এসে পৌছোতে লাগলো। টেলিভিশন বক্তৃতায় ফিদেলকে দেখা গেল সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত। কূটনৈতিক শিষ্টাচারও তিনি লঙ্ঘন করলেন। নানা ঘটনা ও অঘটনেপূর্ণ গোটা অক্টোবর মাস একটার-পর-একটা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, হাভানার পরিস্থিতি রীতিমত ঘোরালো করে তোলে।

বারাকোয়া ও মোয়ার মধ্যে যে প্রতিবিপ্লবী দল অবতরণ করে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। বারজন কিউবান প্রতিবিপ্লবীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংবাদ, এ্যান্টনী জরবা, এ্যালেন টমসন ও রবার্ট ফুলার নামে যে তিনজন ইয়াঙ্কী যুবা এই বিদ্রোহী দলের সঙ্গে ধরা পড়ে, রাউল কাস্ত্রোর ফায়ারিং স্কোয়াড-এর হাত থেকে তারাও নিষ্কৃতি পায়নি। তিনজন মার্কিন যুবাকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।

রাউল কাস্ত্রোকে আমি কয়েকবার দেখেছি। সুদর্শন একহারা গড়নের দীর্ঘকায় তরুণ যুবা। মুখশ্রী দেখে কল্পনা করা যায় না, এই যুবা শত্রুর প্রতি কী ভয়াবহ নির্মম। বাতিস্তার অনুগত ও প্রতিবিপ্লবীদের সম্পর্কে এত কঠোর ও হৃদয়হীন ব্যক্তি সারা কিউবায় আর একজনও নেই। কাস্ত্রো-সরকার বিরোধী অসংখ্য মানুষ রাউলের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। অপরাধ যত ভয়ঙ্করই হোক, তিনজন মার্কিন যুবাকে গুলি করে হত্যা করবার সাহস বড় কম নয়। বিশেষ করে ইউ-২ সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের ঢোক গেলা ও তিক্ততা হ্রাস করবার খাতিরে পাওয়ার্স সম্পর্কে তিনি যখন নরম আবহাওয়া তৈরি করতে চাইছেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি নিকটে থেকে রাউল কাস্ত্রোর এই ধরনের ভয়াবহ কার্যকলাপ দস্তুরমত বিস্ময়কর।

আমি ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টার-ন্যাশনালের একজন মহারথীর কাছে সেদিন শুনেছি—বর্তমানে কিউবার প্রথম ব্যক্তি অর্নেস্টো চে গুয়েভারা। তারপর রাউল কাস্ত্রো। অসীম জনপ্রিয়তা ও ইতিহাস সৃষ্টি করলেও ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার আজ তিন নম্বর ব্যক্তি। চে গুয়েভারা ও রাউল কাস্ত্রো ফিদেলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। রাউল ও গুয়েভারার সম্পর্ক অতি নিকট ও নিবিড়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেও রাজনৈতিক পরিকল্পনায় রাউল অগ্রজের ভূমিকা নিয়ে

থাকে। ক্রেমলিনের সঙ্গে ফিদেলের চেয়ে রাউলের যোগাযোগ বেশি। হাভানায় আসবার আগেই মিকোয়ানের সঙ্গে রাউলের পরিচয় ছিল। ফিদেলের সঙ্গে মিকোয়ানের পরিচয় করিয়ে দেন চে গুয়েভারা। রাউল সম্পর্কে আরও শোনা যায়, মেক্সিকোর 'সাণ্টা-রোসা'-য় ফিদেলের দল যখন গেরিলা রণনীতি শিক্ষা করছেন, মেক্সিকো পুলিশ গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে রাউল কাস্ত্রোর কাছে একটু ভিন্ন ধরনের কাগজপত্তরের সন্ধান পায়। চেক বিপ্লবী জুলিয়াস ফুচিক-এর 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' তাঁর স্যুটকেশে পাওয়া যায়। স্প্যানিশ ভাষায় 'ফন্দে দি কুলতুরাপপুলার' প্রকাশনী এই পুস্তক মেক্সিকোতে প্রকাশ করে। কমিউনিস্ট চিত্রকর দাইগো রিভেরা কেতাবটির প্রচ্ছদপট আঁকেন ও প্যাবলো নেরুদার কবিতা থাকে অবতরণিকায়। সোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্স দ্বারা প্রকাশিত 'ম্যানুয়েল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' মেক্সিকোতে স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হলে, মেক্সিকোর সোভিয়েট দূতাবাস বার শো কপি কেনেন—আর্জেণ্টিনা, চিলি ও কিউবায় সেই কেতাব ছড়িয়ে দেবার ভার পেয়েছিলেন রাউল কাস্ত্রো। এমন কাগজপত্র মেক্সিকো পুলিশ নাকি উদ্ধার করে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, কয়েক বছর আগে হাভানায় 'সোভিয়েট ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল'-এ একমাত্র রোমিও জুলিয়েট-এর প্রদর্শনী ছাড়া অন্য ছবিতে কোন দর্শক পাওয়া যায়নি। পরে ফেষ্টিভ্যাল বন্ধ হয়ে যায়। তাতে রাগে, দুঃখে মেক্সিকোতে 'চার্লি চ্যাপলিন সিনেমা ক্লাব'-এর এক পাণ্ডার কাছে রাউল কাস্ত্রো যে পত্র লেখেন ও তাতে তিনি যে সব শব্দ ব্যবহার করেন—একমাত্র ঝানু কট্টর কমিউনিস্টরাই সে সব জার্গণ প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত। বাতিস্তার সামরিক শাসনের পরপর-ই রাউল মস্কো যাত্রা করেন। কমিউনিস্ট নেতা গুস্তভ মাসাদোর সঙ্গে ফিদেলের যেখানে চায়ের টেবিলের পরিচয়, রাউল সেখানে ব্রেকফাষ্ট থেকে শুরু করে পাজামা পাণ্টে তার ঘরেই রাত কাটান। রাউলের পিকিং ভ্রমণ এখনও অসমর্থিত সংবাদ। কিন্তু প্রাগ, বেলগ্রেড, বুডাপেষ্ট ও কোপেন্‌হেগন-এ রাউল পৌঁছেছেন বহু নামে, বহু বার।

তথ্যের দিক ·থেকে কিছু গরমিল হযতো থাকতে পারে। কিন্তু রাউল কাস্ত্রোর এই পূর্ব পরিচয় বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আজ নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয়েছে।

আমি নিজে একটু ভিন্ন নিয়মে অনুসন্ধান করি। সাধারণত বিদেশে ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতার কাজ নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা দেশের রাজনৈতিক পহেলা নম্বরদের

পেছনে বিস্তর সময় কাটান। সেই দেশ ও সাধারণ মানুষকে জানবার চেষ্টা বড় তাঁরা করেন না, শুধু কিছু পরিমাণ ফটোগ্রাফ বেচবার জন্যে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। উত্তেজনা সৃষ্টি করবার লোভে মিথ্যে সংবাদও তাঁরা সরবরাহ করে থাকেন।

সিনিওর লোপেজ এদিক দিয়ে আমার সঙ্গে একমত। লোপেজ বলেন—কোন ব্যক্তি বা কোন বিশেষ ঘটনা কিউবার বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমির প্রকৃত পরিচয় নয়। তিনজন মার্কিন যুবাকে হত্যা করবার ঘটনা খুবই শোকাবহ—কিন্তু ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ঘটনাটি নিতান্তই তুচ্ছ।

গোটা অক্টোবর মাসে কিউবায় যা ঘটেছে বাকী ন-মাসে সে তুলনায় কিছুই ঘটেনি। অক্টোবর মাসের পত্র-পত্রিকার হেড লাইন অনুসরণ করলে চোখে পড়ে :

—বারাকোয়া ও মোয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের অবতরণ।

—বিপ্লবী সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিবিপ্লবী দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

—বার জন কিউবান ও তিন জন মার্কিন চরকে গুলি করে হত্যা।

—'কেনেডি একজন অশিক্ষিত কোটিপতি'—ওয়াশিংটনে ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রোর প্রকাশ্য ঘোষণা।

—নয়া চীনকে সরাসরি স্বীকার করে নেওয়ার অধিবেশনে কাস্ত্রোর ওয়াশিংটন থেকে ফোনে যোগদান ও প্রস্তাব পাশ হওয়া।

—ক্রুশ্চেভের নিজস্ব বিমানে কাস্ত্রো হাভানা ফিরে এলেন।

—সাংবাদিকদের এক অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—কাস্ত্রো একজন মার্ক্সবাদী কিনা জানি না—তবে আমি একজন কাস্ত্রোবাদী।

—ডিন রাস্ক কিউবায় মার্কিন নাগরিকদের দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন।

—কিউবায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফিলিপ বনসলকে ডানিয়েল ব্রেড্ডক-এর হাতে কর্মভার অর্পণ করে দ্রুত ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার আদেশ এলো।

—আড়াই শ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাস্ত্রো-সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করেন।

—কিউবার অন্যতম সাংবাদিক কার্লো ফ্রঙ্কুই ক্রেমলিনে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে মস্কো পৌঁছেছেন—টাস সংবাদ দিচ্ছে।

—বিশ মিলিয়ন ডলারের এক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনের জন্যে এক চেক প্রতিনিধি দল হাভানায় উপনীত হয়েছেন।

আমি শুধু সংবাদপত্রের প্রথম পাতার বড় হরফ সামনে রাখলাম।

সিনিওর লোপেজকে আমি জিজ্ঞাসা করি,

—মস্কো-র ৮১ পার্টি কংগ্রেসে গুয়েভারা উপস্থিত থাকবেন এমন সংবাদ আপনি পেয়েছেন ?

—এখনও অসমর্থিত সংবাদ। 'নরফোক ভার্জিনিয়া জার্নাল এণ্ড গাইড'-এর ড্রেক মরিশন প্রথমে এ সংবাদ প্রচার করেন। তবে তাঁর সংবাদের উৎস সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

—আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে এ একটা বিরাট খবর।

—সত্যি হলে সংবাদটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তবে গুয়েভারা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণায় আমি পৌঁছেছি।

—সি. আই. এ. বা এফ. বি. আই. এ পর্যন্ত কোনো বিশেষ সংবাদ রাখেনি। বরং সি. আই. এ -র জেনারেল কাবেল কাস্ত্রো সম্পর্কে উল্টো কথাই বলেছেন।

—সি. আই. এ. শুধু খরচা করতে জানে। বাসী খবরই সংগ্রহ করে হৈ চৈ করে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার কী জানেন—মিকোয়ানের হাভানা আসা ও কাস্ত্রো-মিকোয়ান চুক্তি থেকেই রাজনৈতিক দোলক একই দিকে পাক খাচ্ছে। সি. আই. এ. চেঁচামেচি করে রোম থেকে—বেলগ্রেড-এ রাউল রোয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। কায়রোর পথেও তিনি যাত্রা করেননি। গোপনে রোয়া মস্কো গেছেন ইত্যাদি। সে খবর আমি অনেক আগেই আই. এন. এস.-এর কাছে পেয়েছি। বারো বছরের মেয়াদে সোভিয়েট রাশিয়া কিউবাকে এক শ মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে। প্রতি বছর এক মিলিয়ন টন চিনি কেনবার সর্তে পাঁচ মিলিয়ন টন চিনির চুক্তির লেখালেখি শেষ হয়েছে—এমন পুরোনো সংবাদ সি. আই. এ. বহু দিয়েছে। সি. আই. এ. সম্পর্কে আমি হতাশ হয়েছি। এদের কাজই হচ্ছে আগামী দিনের খবর পরিবেশন করা। ভবিষ্যত বলতে পারার জন্যে এদের পোষা, কিন্তু এরা বাসী সংবাদ নিয়ে হৈ চৈ করে। হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থান বলতে পারেনি। ৩৮ প্যারালালে ম্যাকআর্থারকে ডুবিয়েছে। সি. আই. এ. সংবাদ সংগ্রহ করেছিলো বন্দী চীনে সেনাদের কাছে। চীনেরা মিথ্যে কথা বলবেই। ম্যাকআর্থার বললেন—শেষ কঠোর আঘাত হানবো। আমি কথা দিচ্ছি, মার্কিন সেনারা এবছর বড় দিনের সময় দেশে ফিরে যেতে পারবেন। ২৪শে নভেম্বর ম্যাকআর্থার প্রচণ্ড

আক্রমণ শুরু করলেন। কয়েকটা দিন পাল্টা আক্রমণের কোনো চিহ্ন ছিল না। তার পরের ঘটনা বর্ণনাতীত। ম্যাকআর্থার জানতেন শত্রু ফৌজ সামনে নেই—প্রচণ্ড আক্রমণ নিয়ে তিনি কোরিয়ায় ইতিহাস তৈরি করতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। প্লাবনের মত পাল্টা আক্রমণের মুখে যখন পড়লেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ও ছিন্নভিন্ন সেনাদের নিয়ে তিনি পিছু হটলেন। এত বড় ব্যুমেরাং সত্যই কল্পনাতীত। ম্যাকআর্থার যখন সি. আই. এ.-র কাছে খবর পেয়েছেন শত্রুসৈন্যের প্রস্তুতি সামান্যই—তখন অতি কম ষাট হাজার চীনা মুক্তি ফৌজ তৈরি ছিল অন্য পারে। তথ্যের দিক দিয়ে রণাঙ্গনের সাংবাদিকদের রিপোর্ট অনেকটা নির্ভুল ছিল। ম্যাকআর্থার তাঁদের কথা শোনেননি। হলদে ইঁদুর যে কী ভয়াবহ তিনি জানতেন না। মার্কিন সেনা কত প্রাণ হারিয়েছে সে খবর আমার জানা নেই, তবে আমাদের মত ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক যাঁরা পোর্টেবল টাইপরাইটার সঙ্গে নিয়ে রণাঙ্গনের সংবাদ পাঠাতেন টোকিওতে, তাঁরাই প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ত্রিশজন। যদিও ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের কোনো রিপোর্টার নিহত হননি, তবু সাংবাদিকদের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

—আপনার পরিচিত কেউ ছিলেন কোরিয়ায়?

—এসোসিয়েট প্রেসের উইলিয়ম মোর আমার পরিচিত। মোর সিউলেই নিহত হন। তাছাড়া আরও কয়েকজনকে চিনতাম। যেমন ধরুন লণ্ডন ডেলী টেলিগ্রাফ-এর ক্রিস্টোফর বাকলে, এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসের জিন প্রিমনভাইল, ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস-এর ফ্রাঙ্ক ইমরে—এদের আমি চিনতাম। নিহত সাংবাদিকদের নাম অবশ্য আরও দেওয়া যায়—যেমন ধরুন টাইম ও লাইফ-এর উইলসন ফিল্ডার, উইলিয়ম গ্রেহাম ছিলেন নিউইয়র্ক জার্নাল অব কমার্সের তরফ থেকে। এলবার্ট হিন্টন ছিলেন জার্নাল এণ্ড গাইডের পক্ষ থেকে। ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ ফোটো-র কেনইন্ন ইু, লণ্ডন টাইমস্-এর আয়ান মরিসন ও রয়টার সংবাদদাতা পিরয় নিহত হন। রে রিচার্ড, চার্লস রোজক্রানস ও ষ্টিভেন সিমনস্ যথাক্রমে ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস, নিউজ ফোটো ও পিক্চার পোষ্ট্-এর প্রতিনিধি হিসাবে রণাঙ্গনে ছিলেন। ইউনাইটেড নেশনস্-এর জেমস স্নপলি ও পাবলিক ইনফরমেশন-এর জর্জ থিয়োডোরা কোরিয়া যুদ্ধেই প্রাণ হারান।

কথাপ্রসঙ্গে সি. আই. এ.-র ব্যর্থতা সম্পর্কে আরও নজীর সামনে রাখলেন

সিনিওর লোপেজ।

এ মাসে হাভানার রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলেও আমার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা পূর্বের তুলনায় কমেছে। প্রায় সপ্তাহখানেক দৈনিক ডেসপ্যাচ ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত আমাকে থাকতে হয়নি। টেরেসার নিমন্ত্রণেও আমি যথাসময়ে হাজির থেকেছি। প্রেস ক্লাবে সর্বশেষ সংবাদ চেয়ে যে খবর পেয়েছি তাতে ইরাণের শাহ্-র সন্তান প্রসব হওয়ার সংবাদের চেয়ে উঁচুদরের ফ্লাস পাওয়া যায়নি।

হোটেলেই ছিলাম, ঘরে বসে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছিলাম। 'ল্যাটিন আমেরিকায় কমিউনিজমের অনুপ্রবেশ' নামে একটি প্রবন্ধের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। লেখক মৌলিক তথ্য সরবরাহ করেছেন যথেষ্ট। গত এক বছরে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে রাশিয়া ও তাঁবেদার রাষ্ট্রে ডেলিগেশন গেছে ২৫৩টি। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র থেকে ল্যাটিন আমেরিকার নানা দেশে প্রতিনিধিদল এসেছে ১৫০টি। ব্রেজিল ও মেক্সিকো থেকে গিয়েছে যথাক্রমে ৫০ ও ৬০টি, প্রতিনিধিদল—এসেছে ৩৩ ও ২৭টি। কমিউনিস্ট পার্টির ডেলিগেশন গেছে ৫২টি—ল্যাটিন আমেরিকায় এসেছে ১২টি। সোভিয়েট ডেলিগেশন এসেছে ৩৮টি, নয়া চীন পাঠিয়েছে ১৪টি ও অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল ৯৮টি। হিসাবের মধ্যে কিউবাকে লেখক বাদ দিয়েছেন দেখলাম।

সন্ধ্যের পর এলেন পিটার ওয়েব। নতুন এসেছেন কিউবায়। হাভানায় আমার হোটেলেই আছেন। এই তরুণ মার্কিন সাংবাদিক অতিশয় বেপরোয়া। বক্তব্যে প্রচুর যুক্তি ও তথ্য থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জীর চমৎকার হিসাব রাখেন। লেখাপড়াও উঁচু মানের।

—মিঃ বনসল কাল ওয়াশিংটন ফিরে যাচ্ছেন। চার্জ-ডি-এ্যাফেয়ার কর্মভার নিচ্ছেন।

—রাষ্ট্রদূতের ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়াকে আমরা একটু বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। পিটার ওয়েব সিগারেট ধরিয়ে বললেন,

—আমার মনে হল মিঃ বনসল আর ফিরবেন না। আমি নিজে আমেরিকান, তবু আমার স্বীকার করতে এতটুকু লজ্জা নেই—আমরা যে মন নিয়ে এশিয়াতে রাজনীতি করি, নিজের ঘরের কাছে সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আদৌ কিছু করিনি। ল্যাটিন আমেরিকায় ভালো কিছু করিনি—কিন্তু অন্যায়

কাজের ভাগ নিয়েছি বিস্তর। চিনির কোটা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া আইজেনহাওয়ারের সবচেয়ে বিরাট ভুল। মিকোয়ানকে আমরা হাভানায় আসর জমাবার সুযোগ করে দিয়েছি। কাস্ত্রোর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে ভদ্রলোক কড়া স্বভাবের সোজা মানুষ। লোকটা কাজ করতে চায়। এ ধরনের লোক আমি পছন্দ করি। নাসের সম্পর্কে প্রথমে আমরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছি।

পিটার ওয়েবের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আলোচনা নয়—অনেকটা সময় কাটানোর গল্প। ল্যাটিন আমেরিকায় সাংবাদিকের কাজে পিটার নতুন। কিন্তু কথাবার্তায় নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের গল্পের মধ্যে বাধা এলো। একটা ফোন এলো। সিনিওর লোপেজ সংবাদ দিচ্ছেন—এইমাত্র নাকি সংবাদ পাওয়া গেছে অগণিত মার্কিন রণতরী ক্যারিবিয়ানের বুকে দেখা যাচ্ছে। কাস্ত্রো বলছেন, ইয়াঙ্কীরা কিউবা আক্রমণে আসছে। রাত সাড়ে আটটায় কাস্ত্রো টেলিভিশনে আসবেন।

আমি বললাম—সংবাদ কী সরকারী মহলের ?

অপর প্রান্ত থেকে লোপেজের উত্তেজিত কণ্ঠ,

—মিয়ামী থেকে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিসের এই ফ্লাস এই মাত্র একটা কমার্শিয়াল চ্যানেলে এসে পৌঁছেছে। অন্য সমস্ত লাইন বন্ধ।

—হাভানা প্রেস কী বলে ?

—লাইন পাচ্ছি না। অবস্থা খুব ঘোরালো। আপনি এখনই চলে আসুন। হাভানা রেডিও বলছে সংবাদ তারা শীঘ্রই প্রচার করবে।

দমকলের কর্মচারী আগুনের খবর পেয়ে তাস ফেলে যেমন মসৃণ লোহার রড বেয়ে নীচে নেমে অবিশ্রান্ত সাইরেণ ধ্বনিতে সচকিত করে মুহূর্তে আগুনের দিকে ছুটে যায়, অনেকটা সেই ক্ষিপ্রতা নিয়ে আমি ও পিটার হোটেল ছেড়ে পথে নেমে এলাম।

ট্যাক্সী নেই। নিয়মিত বাসও আসছে না। নিয়ন আলোর জ্বলা আর নেভা যেন বিদ্রূপ করছে আমাদের।

—সিনিওর লোপেজ বাজে কথা বলবার লোক নন। আই. এন. এস-এর কমার্শিয়াল চ্যানেলে মিথ্যে কথা থাকবে না। তবে আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করবার নেই। কাস্ত্রোর টেলিভিশনে মানুষ ক্ষেপিয়ে তোলা বরং লক্ষ্য করা যেতে পারে।

পিটারের কথায় ভুল নেই, তবে অগণিত রণতরী বলতে লোপেজ কী বলছেন সে সম্পর্কে তদন্ত করা দরকার। পিটার আমার কথা শুনে দু'দণ্ড ভাবলেন। বললেন,

—আসুন আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে সঠিক সংবাদ দেব। ভালো কথা মনে করেছেন আপনি। স্মিথ ঠিক লোক—সে নিশ্চয়ই খবর রাখে।

পিটার একটা ওষুধের দোকানে ঢুকলেন। কাঁচের পাল্লা লাগানো টেলি-ফোনের ছোট ঘরের দিকে চোখ তুলে হতাশ হয়ে পড়েন। একটি তরুণীকে দেখলাম ফোন করছে। পিটার যীশুকে একবার স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন,

—প্রেম করছে। রিসিভার ছাড়তে সময় লাগবে।

—ফোন করবেন কোথায়?

—স্মিথকে।

—এসোসিয়েটের টমাস স্মিথ?

—এয়ার-লাইনস্-এর লিণ্ডেল স্মিথ। আমি একটু বেশী বুদ্ধি খাটাচ্ছি—দেখাই যাক না। ক্যারিবিয়ানের ওপরে আজ বহু বিমান উড়েছে—কোনো বৈমানিকের নজরে পড়েনি আমি বিশ্বাস করি না। দূতাবাস নিশ্চয়ই খবর রাখে, কিন্তু বলবে না। মিঃ বনসল দায়িত্বভার দিয়ে দিয়েছেন মনে হয়—ওয়াশিংটনের পথে সংসার বাঁধতে ব্যস্ত। চার্জ-ডি-এ্যাফেয়ার টেক্সাস থেকে সিনেটর হবেন কবে তাই চিন্তা করছেন। অথবা প্রমোশনের আনন্দে স্ত্রীর সঙ্গে বসে মাল খাচ্ছেন আর ১৬ মিলি-র হিচককের ছবিতে ক্যারী গ্রাণ্টের অভিনয় দেখছেন। এই সময় আমাদের একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রদূতের হাভানায় থাকা উচিত ছিল।

টেলিফোনের খোপ থেকে তরুণী বেরিয়ে আসতেই পাশ থেকে একজন টাক মাথা ভদ্রলোক ফোন করতে ঢুকছিলেন, পিটার তাকে একরকম বলপূর্বক থামালো। বললো,

—দুর্ঘটনায় আমার এক বন্ধুর প্যাটেলা চুর চুর হয়ে গেছে। অর্থপেডিক্ সার্জেন ডাঃ মারিয়ানোকে এখনই ডাকতে হবে।

ভাঙা মালাইচাকির মিথ্যে অজুহাত দিয়ে টেলিফোন খুপরীতে একরকম আমরা অনুপ্রবেশ করলাম।

লাইন পেতে সময় লাগলো। কিন্তু লিণ্ডেল স্মিথকেও ধরা গেল না। রিসিভার

পিটারের হাতে। পিটার কথা বলে :

—ক্যারিবিয়ান এয়ার লাইনস বা মিয়ামী এয়ারওয়েজের একটাও বিমান আজ আসেনি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেই কথাই জানতে চাইছি—একজন পাইলট দেখেছেন—তিনি কোথা থেকে আসছেন? ফ্লোরিডা? জাহাজের মোটামুটি একটা জমায়েৎ সম্পর্কে কিছু বলেছেন তিনি—কত? এক হাজারের কম নয়! এক হাজার? মোটামুটি একটা হিসাব হলেই চলবে। আচ্ছা লিণ্ডেল স্মিথ কখন আসবেন বলতে পারেন? আচ্ছা, আচ্ছা ধন্যবাদ। আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করবো। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

পিটার রিসিভার নামিয়ে রাখেন। বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন,

—স্মিথ নেই। আমি তাঁকে ধরতে চললাম। আপনি সোজা চলে যান প্রেস ক্লাবে। দয়া করে এই টেলিফোনের সংবাদটা কাউকে বলবেন না।

—এক হাজার নৌবহর আকাশ থেকে দেখা গেছে।

—তারচেয়ে আরও বেশী হতে পারে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—একটা গুরুতর পরিস্থিতির জন্যে আমাদের সারারাত অপেক্ষা করতে হবে।

—মার্কিন রণতরীর দ্বারা কিউবা অবরোধ—কালকের হেড লাইন। আইজেনহাওয়ারের ওপর নিক্সন গ্রুপ একটা চাপ সৃষ্টি করছে নিশ্চয়ই। মার্কিন ভোটার এবার আরও অনেক বেশী কেনেডির দিকে ঝুঁকবেন।

পিটারের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম। সোজা চললাম প্রেস ক্লাবে। ট্যাক্সী নেই। অনিয়মিত বাস চলাচল দেখে একটু থামতে হলো। ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ড-এ একজন যাত্রী বললেন,

—ট্যাক্সী, বাস সব আজ অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। আমার এক ভাই যানবাহন বিভাগের একজন হোমরাচোমরা—তার কাছেই সংবাদ পেয়েছি। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন—হাসপাতাল সব খালি করা হচ্ছে। ভেডেডো অঞ্চলের নার্সিং হোমও শূন্য। ফিদেল কাস্ত্রো টেলিভিশনে এলে সব জানতে পারবো। এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। ফিদেল আসবেন সাড়ে আটটায়।

—হাসপাতাল খালি হচ্ছে—আপনি কী বেসামরিক হাসপাতালের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ মশাই, রোগীদের সব সরিয়ে ফেলছে স্কুল-কলেজে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। পনের মিনিট আগেও শহরের অবস্থা মোটামুটি

স্বাভাবিক ছিল।

পিটারের ফোন দখলের মত ট্যাক্সীও একটা জোর করে অধিকার করি। সোজা চললাম প্রেস ক্লাবে। পথে দেখলাম, সামরিক কনভয় সেণ্ট্রাল হাইওয়ের পথে রাস্তা চাইছে। ক্লাবে আসতে আমার একটু দেরি হলো।

টেলিপ্রিণ্টারের সামনে একগাদা রিপোর্টার হুমড়ি খেয়ে খবর গোগ্রাসে গিলছে।

সিনিওর লোপেজকে সন্ধান করে পেলাম না। নতুন কোনো সংবাদ দেখলাম কেউ রাখে না। বরং মার্কিন রণতরীর ভয়াবহ সংখ্যা একমাত্র এখানে আমিই জানি।

—নমস্কার স্যার।

ঘুরে তাকিয়ে দেখি রিপোর্টার আর্ভেলো।

—খবর কী?

—উড়ো খবর পেলাম আইজেনহাওয়ার কিউবা আক্রমণ করেছেন। ক্যারিবিয়ানে জাহাজ ভাসছে।

আর্ভেলো দেখলাম হাসছেন। আশ্চয ভদ্রলোক।

—আমাদের আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে। কাস্ত্রোর হাত-পা ছোঁড়া ঘণ্টা চারেক চলবে।

চেষ্টাকৃত একটু হাসতে চেষ্টা করে টেলিপ্রিণ্টারের দিকে এগিয়ে যাই। আইজেনহাওয়ার সিনেটরদের সঙ্গে কিউবা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। কিউবায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফিলিপ বনসল ওয়াশিংটনে রওনা হয়ে গেছেন। সার্পভিলে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের ওপর গুলীবর্ষণে বাহান্নো জন আফ্রিকান নিহত। জাতিসঙ্ঘে সোভিয়েট প্রতিনিধি ভ্যাশোরিন জোরিন কঙ্গো পরি-স্থিতি সম্পর্কে বলেন—শোম্বে ও মাবুতুর মত ডাকাতদের সমর্থন করে কঙ্গোকে 'ন্যাটো'-র কাঁচামাল ও সুলভ শ্রম সরবরাহকারী দেশ হিসাবে বজায় রাখার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

টেলিপ্রিণ্টারে ওরিজিন্যাল ফ্ল্যাশ এলো আরও পনের মিনিট পরে।

NO NOBEL PEACE PRIZE FOR THE YEAR 1960

ডিনামাইটের জয় হোক।

কিউবা-মার্কিন সম্পর্ক যেন মুমূর্ষু রোগীর মত অদৃশ্য অক্সিজেন ও স্যালাইনের বোতলের ওপর বেঁচে রইলো। টেলিভিশনে কাস্ত্রো প্রতিবাদ ও আক্রমণের বর্শা উঁচিয়ে হাজির হলেন। পত্রিকা 'রেভুলেশন' ও কমিউনিস্ট 'হয়' প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে পরদিন শহরে আরও উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। 'হয়' সোজাসুজি আইজেনহাওয়ারকে জলদস্যু বলে ঘোষণা করে। প্রেস ও রেডিও একটানা বিষোদ্গার প্রচার করতে শুরু করে। সমস্ত সামরিক অসামরিক হাসপাতাল থেকে বিস্তর রোগী সরিয়ে ফেলা হলো। লাখো মিলিশিয়া গোটা কিউবার নানা জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্যে নিযুক্ত রইলো। হাভানার প্রতিটি মানুষ বড রকমের অশান্তির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

ক্যারিবিয়ানে অগণিত মার্কিন নৌবহরের সংবাদ অবশ্য আদৌ মিথ্যে নয়। হাভানা প্রেসের খবর নয়, খোদ মার্কিন দূতাবাস থেকে ঘোষণা করা হয়—গুয়াণ্টানামোতে ১৪৫০টি মার্কিন জাহাজ ১৯০৩ সালের প্যারী-চুক্তির অধিকার নিয়ে চলাফেরা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা আক্রমণের আদৌ কোনো পরিকল্পনা নেই। কিউবার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো চাপ সৃষ্টি করতে চায় না, তবে দীর্ঘদিনের অধিকার তারা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। ঘোষণাটি অবশ্য কিউবার মার্কিন চার্জ-ডি-এ্যাফেয়ারের নয়—ডানিয়েল ব্রড্‌ভক শুধু সিনেটরদের বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের বিবৃতির এক 'প্রেস হ্যাণ্ড আউট' প্রকাশ করেছেন। হাভানার সংবাদপত্রে সে সংবাদ ছোট করে প্রকাশিত হয়েছে। শিকাগোতে নারী-ধর্ষণের ষাণ্মাসিক খতিয়ান ও হলিউডের এক চিত্রতারকার পঞ্চম স্বামীর চতুর্থা স্ত্রীর অধিকার পেতে যে কী পরিমাণ ডলার ব্যয় হচ্ছে, সেই সংবাদের তলায় ডানিয়েল সাহেবের খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।

ভয়াবহ বিস্ফোরকের ওপর বসে যেন আমাদের দিন কাটলো। কিন্তু মার্কিন নৌবহর আর বেশী উত্তেজনা সৃষ্টি করলো না। একটি জাহাজও গুয়াণ্টানামো বন্দরের সীমারেখা অতিক্রম করলো না।

মাত্র ঘণ্টাখানেকের নোটিশে ফিদেল কাস্ত্রো প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন।

ভেডেডো অঞ্চল। ১৩ নম্বর স্ট্রীটের সিলিয়া সানশেজের বাড়িতে। আমি রুমাল পাল্টাতে ভুলে গেলাম। সিনিওর লোপেজকে দেখলাম গাড়িতে বসে টাই বাঁধলেন।

মিনিট দশেক আগে আমরা পৌঁছে গেলাম। বিস্তর গাড়ি সামনে ভিড় করে আছে। প্রেসের গাড়ি ছাড়াও ওয়ারলেস ভ্যান গোটা তিনেক অপেক্ষা করছে। ক্যামেরাওয়ালারা পছন্দসই জায়গা দখল করেছেন।

সিনিওর লোপেজ বলেন, আজ আমি একটা ঝুঁকি নেব। এমন সুযোগ হয়তো শীঘ্রই আর পাব না। কাস্ত্রোর সঙ্গে দেখা করবো। কতগুলো প্রশ্ন আজ আমি করবোই।

—কিন্তু সিকিউরিটির বেড়াজাল ডিঙিয়ে কিছু করতে পারবেন কি?

—দেখাই যাক না। কার্লো গামোনল হচ্ছে আসল লোক। গামোনল যদি রাজি হয়, আপনি কাস্ত্রোর সঙ্গে যখন-তখন যতক্ষণ ইচ্ছে কথা বলতে পারেন। ব্যাটার ক্ষমতা অসীম।

—কার্লো গামোনল লোকটা কে?

—ফিদেল কাস্ত্রোর প্রধান দেহরক্ষী। বিগত জীবন অস্পষ্ট। কিন্তু এখন গামোনলের ক্ষমতা বহু ব্যক্তির ঈর্ষার কারণ।

—মনকাডা দুর্গ আক্রমণ বা সিয়েরায় কাস্ত্রোর সঙ্গে কার্লো গামোনল ছিলেন মনে হয় না। নামটা নতুন নতুন লাগছে।

আমার কথায় সিনিওর লোপেজ হেসে বলেন, সেই কারণেই আরও অবাক লাগে। ক্যাপ্টেন ইয়েনিস পিলেটিয়ারকে আপনি নিশ্চয়ই চিনবেন। কাস্ত্রো বাতিস্তার আমলে যখন কারাগারে বন্দী ছিলেন, ইয়েনিস পিলেটিয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয় বিষ প্রয়োগে কাস্ত্রোকে হত্যা করবার। ক্যাপ্টেন পিলেটিয়ার অস্বীকার করে ও কাস্ত্রোর প্রাণনাশের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। সেই পিলেটিয়ার বর্তমানে কাস্ত্রোর একজন বিশেষ বিশ্বস্ত রক্ষী। কিন্তু গামোনলের ক্ষমতার কাছে তার অধিকার নিতান্তই তুচ্ছ। গামোনল সম্পর্কে আমার সঠিক কোনো ধারণা নেই, তবে শুনেছি ভদ্রলোক একজন বাস ড্রাইভার ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এখন কাস্ত্রোকে ছায়ার মত অনুসরণ করেন। কাস্ত্রোর নিরাপত্তায় ইনিই প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। কাস্ত্রোর প্রাতঃরাশ থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সমস্ত কিছুই পূর্বাহ্নে নিজে পরীক্ষা করে দেখেন। সিভিক্ প্লাজা বা হেরণ বিচ-এর জমায়েতে গামোনল-

সহ কয়েক সহস্র মিলিশিয়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে। টেলিভিশনে গামোনলকে হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু টি. ভি. ক্যামেরাম্যানকে গামোনল সর্বদাই চোখে চোখে রাখেন।

সামরিক পোশাকে অপেক্ষারত কিছু মিলিশিয়া এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। সাদা পোশাকে আরও কিছু লোক সবার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তাদের অবশ্য সাংবাদিক বলে ভুল করবার কোনো কারণ নেই।

যথাসময়ে আমাদের সামনের রক্ষীদল সরে দাঁড়ালো। একজন তরুণ যুবা আমাদের ভেতরের লাউঞ্জে ডেকে নিলেন। সাংবাদিকের সংখ্যা ত্রিশজনের নীচে নয়।

ফিদেল কাস্ত্রোকে আমি পূর্বে কয়েকবার দেখেছি। সেই পূর্বের মতই এক-গাল হাসি নিয়ে লাউঞ্জে এসে দেখা দিলেন। পূর্বের মতই অলিভ রঙের পোশাক। একরাশ মাথার চুল ও দাড়ি। সার্টের হাতা কিছুটা গোটানো। একটা সাব-মেসিনগান কাঁধের সঙ্গে ঝুলছে। অবিশ্রান্ত ক্যামেরার আলো চমকাতে শুরু করে। সাংবাদিকদের আসন গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালেন কাস্ত্রো। দেখে মনে হয়, একজন দক্ষ সেনা—অবিমিশ্র পরিশ্রম করা মানুষটির চরিত্রের এক ব্যসন। কিউবার অদ্বিতীয় নেতা, ল্যাটিন আমেরিকার বিস্ময় ও দুনিয়ার প্রেস যে আজ এই মানুষটির পেছনে সবচেয়ে বেশী নিউজ প্রিন্ট খরচা করছে এ কথা একবারও মনে হয় না।

আমি মনে করেছিলাম কাস্ত্রো তাঁর অভ্যস্ত কায়দায় সাংবাদিকদের কাছে একটু চড়া পর্দায় অভিনয় করবেন। ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ নতুন করে বর্ণনা করবেন। কিন্তু কাস্ত্রো আজ একটু ভিন্ন নিয়মে শুরু করলেন। বললেন,

—আমি আজ প্রেসের বক্তব্য শুনতে চাই। আপনাদের কথার জবাব দেব বলে ঠিক করেছি। আপনারা আজ খোলা মনে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি আধঘণ্টা আপনাদের সঙ্গে থাকবার সময় করে নিয়েছি।

চে গুয়েভারা কি হাভানায় আছেন?

ডানদিক থেকে একজন সাংবাদিক কাস্ত্রোকে প্রশ্ন করলেন।

—আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগেও দেখা হয়েছে।

—শুনছি গুয়েভারা পার্টি কংগ্রেসে মস্কো যাচ্ছেন। এ কথা কী সত্যি?

বেপরোয়া এই মার্কিন সাংবাদিক দুম করে প্রশ্ন করলো আবার। কাস্ত্রো

একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন,

—প্রশ্নটি আপনি গুয়েভারাকে করবেন। আমার এ সম্পর্কে কিছু বলবার নেই।

—ডায়েজ লেঙ্গ বিপ্লবের দিনে আপনার সহকর্মী ছিলেন। তিনি আজ পলাতক। কিউবায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনি কী অবহিত?

—ডায়েজ লেঙ্গ বিপ্লবের দিনে আমাদের সহকর্মী ছিলেন—পরে তিনি ক্ষমতার লোভে প্রতিবিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি দেশের শত্রু। অত্যাচার বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন জানি না, তবে এটুকু জানি তাঁর পরিবারের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয় ও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

—চেক ও হাঙ্গেরীর সঙ্গেও আপনারা বাণিজ্যচুক্তি করছেন—উত্তর কোরিয়া ও চীনকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। আপনাদের বিপ্লব বেনামা কমিউনিস্ট বিপ্লব বলে অনেকে মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

—আপনি একজন মার্কিন সাংবাদিক বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার অনুমান কি সত্য?

—আমি একজন মার্কিন। আপনার অনুমান সত্য।

—কী করে বললাম বলুন তো?

—চেহারা দেখে।

—একদম নয়—আপনাদের প্রশ্নগুলো সব সময় এক ধরনের। আপনি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু একবারও জানতে চাইলেন না আমরা কী করবো? কিউবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? বিগত বাইশ মাসে বিপ্লবী-সরকার জনসাধারণের জন্যে কী করেছে? কিউবার একমাত্র শস্য আখ—আমরা আখের চাষ কমিয়ে অন্য শস্য ফলানোর কী পরিকল্পনা নিয়েছি, কী নিয়মে কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছি, আপনাদের জানবার আগ্রহ হয় না। আপনারা শুধু জানতে চান মিকোয়ান কেন হাভানায় আসেন? পিকিং প্রতিনিধি কেন কিউবায় আসছে? ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়কে আমরা 'জমিবণ্টন পরিকল্পনা'-য় কতটা সাহায্য করতে পারি সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো আগ্রহ নেই। আপনারা জানতে চান না, শ্রমিকদের জন্যে আমরা ইতিমধ্যে কী আইন চালু করেছি। আপনারা শুনতে চান না কনভেণ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও দেশে যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের শিক্ষার জন্যে আমরা কী নিয়ম চালু করেছি। আপনারা আতঙ্কিত হচ্ছেন হাভানায় পিপলস্ পাবলিশিং হাউজ

দেখে। আপনারা ভয় পান মার্ক্সবাদের কেতাব হাভানায় হু হু করে বিক্রী হতে দেখে।

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আপনাদের কি কিছু নেবার নেই ?

—আমরা দু'হাত বাড়িয়ে পৃথিবীর কাছে নিতে চাইছি। আমরা ক্ষুধার্ত। কিন্তু আপনাদের কোকাকোলা ও টেরিলীন আমাদের প্রয়োজন নেই।

—গুয়াণ্টানামো বন্দরে মার্কিন নৌবহর সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

মার্কিন সাংবাদিক নয়, আমার ঠিক পাশ থেকে সিনিওর লোপেজের বগলের তলা থেকে একজন প্রশ্ন করলেন।

—প্যারী চুক্তির অধিকার আজ সাতান্ন বছরের। কিন্তু আজ ঘটা করে দেড় হাজার জাহাজ সেখানে ভিড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে অর্জিত অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং অনধিকার অনুপ্রবেশের ঘৃণ্য অপকৌশল বলে মনে হয়।

—আপনার কী মনে হয় জাহাজ ঘটিত ব্যাপারটা আরও গোলমাল পাকাবে ?

—সে আশঙ্কা কম, তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনারা যদি ভালো করে ভেবে দেখেন, দেখবেন প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার একজন ফাঁপা মানুষ। এক শ্রেণীর জীব আছে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সামান্য এক টুকরো প্রাণীর সাহসের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার অনেকটা সেই শ্রেণীর জীব। দুর্বলের আস্ফালন ছাড়া কিছু নয়।

—নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হচ্ছেন, সে সম্পর্কে আপনার কী মত ?

—এ সম্পর্কে আমার কোনো মতামত নেই। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হ্যাটের মত বদল হন। মানুষটা একই থাকেন।

—জন কেনেডি কী রিচার্ড নিক্সন প্রেসিডেণ্ট হলে কী পরিবর্তন আশা করা যায় ?

—রিচার্ড নিক্সন একজন বিত্তবান গুণ্ডা, জন কেনেডি নিতান্তই একজন অশিক্ষিত কোটিপতি—এ কথা ক'দিন আগে আমি ওয়াশিংটনে বলে এসেছি। নিক্সন প্রেসিডেণ্ট হলে তাঁর অবাধ্যতায় অশান্তি শুরু হবে। তবে জন কেনেডি অপেক্ষাকৃত ধীর স্বভাবের মানুষ। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে কেনেডিকে যেটুকু দেখছি তাতে মনে হয় মিঃ কেনেডি আজ দুনিয়ায় মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের শোষণে নিপীড়িত জনসাধারণের রুখে দাঁড়ানোটা লক্ষ্য করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হলে শোষণের স্থায়ী অন্য পথ খুঁজতে চেষ্টা করবেন। এক জায়গার ক্ষতস্থানের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেহের অন্য কোথাও বিদীর্ণ করবেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখবার জন্যেই আজ কালা আদমীদের মুক্ত করা দরকার—রকফেলার কেনেডিকে একদম ভুল চিনেছেন।

খুব হালকা ও সহজভাবে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন কাস্ত্রো। বেয়াড়া প্রশ্নে চটে উঠতে দেখলাম না। রাগে দাঁত কিড়মিড় করেন, হাত-পা ছুঁড়তে থাকেন—এরকম মন্তব্যের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পেলাম না।

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার পিঠে লটকানো সাব-মেশিনগানটি আমি দেখতে চাইবো। এটা কী নিকিতা ক্রুশ্চেভের উপহার ?

প্রশ্নটি আমিই করলাম স্বয়ং। বলতে আমার দ্বিধা নেই, আমি কোনো প্রশ্নই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মেসিনগানটি দেখতে চাইবার আগে আমি এতটুকু ভেবে দেখিনি।

একটু পথ করে করে এগিয়ে গেলাম। যান্ত্রিক নিয়মটি একবার চোখ বুলিয়ে কাস্ত্রো পিঠে থেকে খুলে মেসিনগানটি আমার হাতে তুলে দিলেন।

—নিকিতা ক্রুশ্চেভের উপহার ?

—আপনার অনুমান সত্য, কিন্তু কী নিখুঁত খবর রাখেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার আগে আমি কী খেয়েছি বলতে পারেন ?

—এক পাত্র স্ট্র-বেরীস।

আমার কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন কাস্ত্রো। কৌতুক ও আনন্দের ঢেউ খেলে গেল সারা চত্বরে।

অস্ত্রটি ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করি,

—সব সময় এমন ভয়ঙ্কর অস্ত্র সঙ্গে রাখেন কেন ?

হো হো করে হেসে কাস্ত্রো উত্তর ফিরিয়ে দিলেন,

—আপনার পকেটে কলম রাখেন কেন ? অস্ত্র হিসাবে ওটিও ভয়াবহ।

আর এক প্রস্থ হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

লক্ষ্য করলাম, অপর প্রান্ত থেকে পথ করে করে একজন ভদ্রলোক কাস্ত্রোর দিকে এগিয়ে গেলেন। খর্ব, লীনদেহী বেসামরিক পোশাকে অতি সাধারণ মানুষটি কাস্ত্রোর অতি নিকটে হাজির হন। কথাবার্তা কিছু শোনা গেল না।

সিনিওর লোপেজ আমার কনুই স্পর্শ করে বলেন,

—চিনেছেন লোকটাকে ?

—কে ভদ্রলোক ?

—কার্লো গামোনল।

ফিরে তাকাই। দেখলাম গামোনল লাউঞ্জের অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

কাস্ত্রো এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

—আমরা আবার মিলিত হবো। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে।

ফ্ল্যাশ লাইট চমকাতে শুরু করলো। সহাস্যে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানালেন কাস্ত্রো।

সিনিওর লোপেজের সঙ্গে আমি বেরিয়ে এলাম। বললাম,

—আপনি তো একটা প্রশ্নও করলেন না।

—আমার প্রশ্নগুলো ঐ মার্কিন সাংবাদিক আগেই করে বসলো।

বাইরেও দেখি ভিড়। জনতা কাস্ত্রো দর্শনের অপেক্ষায় আছে। মিলিশিয়া গেট সামলাতে ব্যস্ত। বেতার-প্রেরক একটা গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল। প্রেসের গাড়িগুলোর পথ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, জনসাধারণের হর্ষধ্বনিতে ফিরে তাকাতে হলো।

ফিদেল কাস্ত্রো গেট অতিক্রম করে এলেন। জমায়েতের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। হাত নাড়লেন কিছুক্ষণ। তারপর অপেক্ষারত গাড়িতে গিয়ে বসেন। খোলা গাড়ি। মেসিনগানটি সিটের পাশে নামিয়ে রাখলেন। সামরিক জিপ পথ করে করে সামনে চললো। অপেক্ষারত মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—ফিদেল কাস্ত্রো !!

মিলিশিয়াদের বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে খর্ব লীনদেহী লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাঁধের সঙ্গে মেসিনগান লটকানো। লঘু পদক্ষেপ। মুখের কোনো অভিব্যক্তি নেই। ফিদেল কাস্ত্রোর পেছনে এসে বসলেন প্রধান রক্ষী কার্লো গামোনল।

ছেদী জগনকে কেন্দ্র করে একজন ব্রিটিশ অধ্যাপকের লেখা পাঠ করছিলাম। ছেদী জগনের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি অধ্যাপক সুন্দর সাজিয়ে বর্ণনা করেছেন। বেশ রাত। পথের নিয়ন আলোগুলোও বোধ হয় নিভে গেছে। জনশূন্য রাজপথ। চারিদিকে অফুরন্ত নিস্তব্ধতা।.

হঠাৎ বাইরে একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। মনে হলো করিডর দিয়ে কে যেন দৌড়োচ্ছে। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি গলার আওয়াজ ও দরজা খোলার শব্দ কানে এলো।

ধড়মড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এলাম। দেখলাম, আমার মত আরও কয়েক-জন সোরগোল শুনে করিডরে বেরিয়ে পড়েছেন। লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মত বোতাম টিপছে হোটেলেরই এক রুম ক্লার্ক।

অসংলগ্ন চীৎকার ও কথাবার্তা থেকে উদ্ধার করলাম—১৩৭ নম্বর ঘর—ডাক্তার, পুলিশ—এখনও হয়তো বেঁচে আছেন ইত্যাদি।

রুম ক্লার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটা উত্তেজিত। বলে—

—আপনারা সব লক্ষ্য রাখবেন, আমি ম্যানেজারকে সংবাদ দিচ্ছি—এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার। লোকটা হয়তো এখনও বেঁচে আছে।

রুম ক্লার্ক সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। আমার পাশের ঘরের ভদ্রলোক ঘুমচোখে চশমা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বললাম,

—১৩৭ নম্বর ঘর, আসুন তো ব্যাপারটা কী দেখি। লোকটা খালি চীৎকারই করছে।

—মনে হচ্ছে একটা খুন হয়েছে।

—লোকটা বেঁচে আছে বলছে।

উৎকণ্ঠিত কয়েকজন আমাদের সঙ্গে এলেন। অনেক রাত, ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন অনেকে। একজন অন্তর্বাস পরেই বেরিয়ে পড়েছেন। নিতান্তই ভীত-শঙ্কিত এক মহিলাকে দেখলাম অপ্রচুর গাত্রাবরণ দরজার কপাটে আড়াল করে মুখটা বাইরে হেলিয়ে দিয়েছেন।

ভয়াবহ দৃশ্য। বিশাল চেহারার একজন নিগ্রোর রক্তে সিঞ্চিত দেহ ঘরের

কার্পেটের ওপর পড়ে আছে। খাট থেকে খানিকটা বিছানা ঝুলছে। দেহে প্রাণ আছে। বুকটা অনিয়মিত উঠছে-পড়ছে।

সবাই মূক। অমি বিহ্বল, সম্পূর্ণ নির্বাক্।

সম্বিত ফিরে পেতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। বললাম,

—এখনই ডাক্তার ডাকলে হয়তো লোকটাকে বাঁচানো যেতে পারে।

আমার পাশের ঘরের ভদ্রলোক বলেন,

—আমি ফোন করছি। ম্যানেজারের অপেক্ষা করবার সময় নেই।

ভদ্রলোক দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

হতভাগ্য নিগ্রোটি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ি। কাতর চাউনী। কী যেন বলতে চেষ্টা করছেন। আশ্চয প্রাণশক্তি। ডান হাতটা তুলতে চেষ্টা করেন। পারলেন না। মনে হলো ভদ্রলোক আমাকে আরও কাছে ডাকছেন। আমি আরও আসি কাছাকাছি। অস্পষ্ট কাতরোক্তি ভাল করে শোনা গেল না। আমি বললাম,

—কিছু বলবেন ?

নিগ্রোটির চোখেমুখে নিদারুণ ভীতি ফুটে ওঠে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে টেনে টেনে বলেন,

—ইউজিলিও কিউবায় আবার ফিরে এসেছে, ভেডেডোর পুতুলঘরে ষড়যন্ত্র চলেছে। বিশ্বাসঘাতকেরা আমাকে হত্যা করলো।

টেবিলে জলের গ্লাস রাখা ছিল। সেটি হাতে নিয়ে দ্রুত আবার ফিরে এলাম। দেখলাম মাথাটি কাৎ হয়ে গেছে একদিকে। নিস্পলক অচঞ্চল আঁখি। সমস্ত স্থির। দেহে প্রাণ নেই।

আমার মত কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত মানুষ ঘরে জমা হয়েছেন। তাঁদের মন্তব্য কানে এলো ঃ

—ধারালো ছুরি দিয়ে অনেকগুলো আঘাত করা হয়েছে।

—বেচারা বোধহয় মারা গেল।

—আমাদের পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত।

—লোকটা কী মারা গেছে ? আপনাকে কী যেন বললো।

শেষের প্রশ্নটি আমাকে করা। এক লহমা তাকিয়ে নিয়ে বললাম,

—মারাই গেছেন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমরা কিছু আগে এসে

পড়লে হয়তো এঁকে বাঁচানো যেত।

—আপনাকে কী যেন বললেন বলে মনে হলো।

—জড়ানো কাতরোক্তি—অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু আমার কানে পৌঁছোয়নি।

আমি সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। নিগ্রো ভদ্রলোকের মৃত্যুকালীন সাবধানবাণী আমি গোপন করলাম। নিজের মনে কথাগুলো একবার স্মরণ করি :

—ইউজিলিও কিউবায় আবার ফিরে এসেছে, ভেডেডোর পুতুলঘরে ষড়যন্ত্র চলেছে। বিশ্বাসঘাতকেরা আমাকে হত্যা করলো।

রীতিমত অনুষ্ঠান। বহুবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের পর হতভাগ্য নিগ্রোর দেহ সরিয়ে ফেলা হলো। জবানবন্দী দেওয়া-নেওয়া চললো অনেকক্ষণ ধরে। মিলিশিয়াদের আমি চিনলাম না। যতদূর মনে হলো বড় রকমের খুন-রাহাজানি বলে সবাই সন্দেহ করছেন। ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থা থেকে ও খোলা স্যুটকেশ দেখে সবাই ধরে নিলেন, নিতান্তই মোটা দাগের একটি হত্যাকাণ্ড। মিলিশিয়াদের কথা থেকে মনে হলো নিছকই ফৌজদারী মামলা—পুলিশ অফিসারকেই ডায়রী নিতে অনুরোধ করলেন।

অন্য সকলের সঙ্গে আমিও আমার বক্তব্য রাখলাম। শুধু নিগ্রো ভদ্রলোকের মৃত্যুকালীন অনুরোধটুকু গোপন করলাম। সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। শেষে মন্তব্য করেছি—আমার মনে হয় ডাকাতিই হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য ছিল—খুন করবার অভিসন্ধি নিয়ে আসামী ঘরে আসেনি। তবে পুরো তদন্ত না হলে এ সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়।

ঘরটি সীল করে গেল পুলিশ অফিসার। সাদা পোশাকের চারজন মিলিশিয়া আগেই হোটেল ছেড়ে চলে গেল। প্রতিটি মানুষকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। শোনা গেল নিহত নিগ্রো ভদ্রলোকের নাম ফ্রাঙ্ক চিয়ারী, একজন পেপার পাল্প্ বিশারদ। কর্মস্থল লা-ভিলা। হাভানায় এসেছে কয়েকদিন।

ঘরে যখন ফিরে এলাম তখন অল্প একটু রাত অবশিষ্ট আছে। ঘুম হোল না। নিগ্রোর বেদনাহত মুখটা ও সতর্কবাণী বার বার মনে পড়ছিলো। বেশ বুঝলাম আমার দায়িত্ব অনেক। গোপন সংবাদ সঠিক জায়গায় অবিলম্বেই পৌঁছে দিতে হবে। মনে হয় চক্রান্তকারীদের কেউ হোটেলে আছে। সমস্ত কিছুর ওপর তার দৃষ্টি সজাগ। আমার সঙ্গে ঘরে যাঁরা প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও আসামীর নিজের লোক থাকা বিচিত্র নয়। আমার গতিবিধির

ওপর দৃষ্টি থাকাই সম্ভব।

আমি কারো সঙ্গে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা থেকে দূরে থাকলাম। মিলিশিয়া হেড কোয়াটার্স-ও আমার নিরাপদ বলে মনে হলো না।

তাজ্জব শহর এই হাভানা। আপাতদৃশ্য ঝলমলে আলোর তলায় কী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, কী রাজনৈতিক হিংস্র শ্বাপদের আনাগোনা চলছে কল্পনাও করা যায় না। প্রতিদিন বহুলোক গ্রেপ্তার হচ্ছে। শক্তি ও সামর্থ তাদের বিপুল। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তারা আশ্চর্যরকম নির্ভীক।

পলাতক আসামীর সতর্কতা নিয়ে আমি এলাম স্বরাষ্ট্র দপ্তরে। ভেবে দেখলাম, একেবারে পহেলা নম্বর করো সঙ্গেই দেখা করা যুক্তিসঙ্গত। কয়েক প্রস্থ বেড়াজাল ডিঙিয়ে ডাঃ পামার ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেলাম।

ডাঃ পামা একজন করিতকর্মা পুরুষ। পূর্বে ছিলেন আইনজীবী। অনেকের মতো কাস্ত্রোর সঙ্গে বিপ্লবের দিনে যোগদান করেন। একজন প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা। চে গুয়েভাবার সঙ্গে এখন সরাসরি যোগাযোগ। মিলিশিয়ার বড কর্তা তাঁর অধীনেরই কর্মচারী।

—আপনি এসেছেন দেখা করতে, নিতান্তই আমি খুশী হয়েছি।

বিনয়ের হাসি টেনে ডাঃ পামা আমাকে আসন গ্রহণ কববার অনুরোধ করেন।

—আমি জরুরী খবর সঙ্গে এনেছি। সহজে কাউকেও বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।

—আমার সৌভাগ্য, বলুন আমি কী করতে পারি ?

প্রথম থেকেই শুরু করলাম। রাত্রের ভয়াবহ ঘটনা বিস্তারিত ডাঃ পামার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিলাম। ভদ্রলোক নির্বাক হয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ স্থির। চোখের গভীর দৃষ্টি এতটুকু নড়ছে না।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমিই বললাম,

—মিলিশিয়া ও পুলিশের কাছে আমি সংবাদটি গোপন করেছি। আমার ভয় হচ্ছিল, হত্যাকারীর কেউ হয়তো ধারে কাছেই ছিল। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার আমি প্রয়োজন বোধ করি।

—আপনার আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি। হয়তো আমিও সেই মুহূর্তে মাথা ঠিক রাখতে পারতাম না। কথাটা একান্ত গোপন রেখে আপনি ভালই করেছেন।

—আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। আপনাদের নিখুত প্রচেষ্টায় আসামীকে

গ্রেপ্তার করা হোক—কাস্ত্রো বিপদমুক্ত হোন, এই কামনা করি।

ডাঃ পামা নিরুত্তর। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন,

—অনুসন্ধানী দল আমি দশ মিনিটের মধ্যেই ছড়িয়ে দিচ্ছি। এখনই আমার দরকার ইউজিলিও-র একটি ছবি আর ভেডেডোর পুতুলঘরের সন্ধান।

—কথাপ্রসঙ্গে আমার একটা বক্তব্য আপনার সামনে রাখতে চাই—

—বলুন, আপনার কী মনে হচ্ছে বলুন ?

—গতরাত্রে পুলিশ ও মিলিশিয়া যে নিয়মে ডায়রী নিয়ে গেছে—তাদেরকে তাদের নিয়মে কাজ চালিয়ে যেতে দিন। পুলিশ তদন্ত বন্ধ করলে আসামীরা সন্দেহ করবে—ভাববে আরও উঁচু থেকে অনুসন্ধান চলেছে। আসামীরা হয়তো গা ঢাকা দেবে।

—আপনার কথা যুক্তিপূর্ণ। উচ্চপর্যায়ের তদন্তভার আমি আমার হাতেই রাখছি। আপনার উপস্থিত বুদ্ধি সত্যিই তারিফ করবার।

ডাঃ পামার কাছে আরও কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়। হাভানায় প্রতি-বিপ্লবীদের খপ্পরে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, ডাঃ পামাকে কথাপ্রসঙ্গে সে কথা জানালাম। বললাম,

—আমি সাংবাদিক, খবরের সন্ধানে আমি ঝুঁকিও নিয়েছি, কিন্তু আমি অনুরোধ করবো, ফ্রাঙ্ক চিয়ারী হত্যাকাণ্ড ও তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নিয়ে আমাকে এ ব্যাপারে আর জড়াবেন না। আমি নেপথ্যে, সম্পূর্ণ বাইরেই থাকতে চাই।

—আমরা আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। তবে শুধু একটা অনুরোধ করবো, দয়া করে ভেডেডো অঞ্চলের পুতুলঘরের সন্ধান করতে পারেন ? আপনি কিউবান নন—চট করে আপনাকে সন্দেহ করবে না। আপনি কোনো কিছু কেনাকাটার অজুহাতে পুতুলঘরে প্রবেশ করতে পারেন। আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো আমাদের কাজে লাগবে।

কথা বলতে বলতে ডাঃ পামা হেসে বলেন,

—আপনার উপস্থিত বুদ্ধি আমাকে অবাক করেছে, পুতুলঘরে অন্য পাঁচজন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন আপনি নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বেশী কিছু লক্ষ্য করবেন বলে আমার মনে হয়। আর পুতুলঘরে আপনি কি অজুহাতে প্রবেশ করবেন বা আলাপ জমাবেন কীভাবে, সে নিশ্চয়ই আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন।

ডাঃ পামা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখে পথে নেমে আসি।

সোজা এলাম প্রেস ক্লাবে। ঠিক তার আধঘণ্টা পর খবর এলো মিঃ কেনেডি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। একমাত্র মার্কিন সংবাদ সংস্থা ও দূতাবাসে কিছু কর্মব্যস্ততা দেখা গেল। সংবাদদাতাদের মধ্যে শুধু টাসের একজন রুশ রিপোর্টার বললেন,

—আমি ব্যক্তিগতভাবে মিঃ কেনেডির নির্বাচনে খুশী হয়েছি। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার যেভাবে দিনের পর দিন দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, সেখানে মিঃ কেনেডির নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান মার্কিন জনসাধারণ কামনা করে, এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে সেই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

—আপনি সত্যিই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী ?

সিনিওর লোপেজ চটুল হেসে প্রশ্ন করলেন।

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়—এছাড়া আজ অন্য কোনো পথ নেই।

—আপনি মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করেন ?

—আমি কমিউনিস্ট। মার্ক্সবাদেই আমার একমাত্র বিশ্বাস।

—আপনাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি আমি বুঝতে পারিনে। এটা আপনাদের কৌশল না আদর্শ ?

—মানবতার মঙ্গলের জন্যে আজ পৃথিবীতে শান্তির বড প্রয়োজন। দুটি শিবিরই আজ প্রবল শক্তির অধিপতি, অশান্তি শুধু ধ্বংসই ডেকে আনবে।

—আপনি কী বলতে চান শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ন্যাটোর একচেটিয়া ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঙ্গো বিদ্রোহ করবে না ? দ্য গলের অত্যাচার মেনে নিয়ে আলজেরিয়া তাদের মুক্তি সংগ্রাম বন্ধ করে দেবে ? দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও তাইওয়ানের মানুষ শান্তির জন্যে ভয়াবহ কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে না ? ক্রেমলিনের ঐশ্বর্যই তাদের গৌরব। আইজেনহাওয়ারের শান্তি-নীতি কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু কমরেড ক্রুশ্চেভের সহ-অবস্থাননীতি আমি বুঝি না।

ক্রুশ্চেভের শান্তিনীতি আমিও সঠিক অনুধাবন করতে পারি না। ঔপনি-বেশিক লুঠ আর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশে দেশে যখন মুক্তি সংগ্রাম সংহত হতে চলেছে, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ও আফ্রিকার নিপীড়িত জনসাধারণ যখন রক্তস্নান

করছে, মায়েদের বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে, তখন সভাপর্বে বিক্ষিপ্তকেশী অর্ধস্খলিতবসনা দ্রৌপদীর প্রতি মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে যেমন ধর্মের আশ্চর্য অজুহাত দেখিয়ে নির্লিপ্ত থাকতে দেখা যায়, অনেকটা সেই নিপুণতা নিয়ে ক্রেমলিনের এই নরশ্রেষ্ঠ শুধু উপদেশ দিয়েই দায়িত্ব সারেন—মার্ক্সবাদের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম! শান্তিযজ্ঞই সাধুধর্ম। ওয়াশিংটনও বহু তপস্যা ও যজ্ঞ করে করাল অগ্নিক বানের অধিকারী। এখন অশান্তিতে সৃষ্টি লয় হবে। ধরিত্রী বিদীর্ণ হবে।

ভীষ্মের নির্লিপ্ততা মোটামুটি মেনে নেওয়া যায়, কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের আর্যসমাজের মহাকাব্য বনপর্বে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মর্তলোক উপেক্ষা করে আকাশচারী নিকিতা ক্রুশ্চেভ চন্দ্রলোকে অভিযান চালিয়ে কোন্ স্বর্গলোকের সন্ধান দেবেন বুঝি না।

দেখলাম, টাস সাংবাদিক লোপেজের প্রতি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। বললেন,

—আপনাকে আমি জানি একজন প্রথম শ্রেণীর কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হিসাবে। কিন্তু আপনার কথার সঙ্গে কমরেড হোক্সার আশ্চর্য মিল দেখে অবাক হলাম।

রুশ সংবাদদাতা আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত চেয়ার চেড়ে উঠে গেলেন। সিনিওর লোপেজ বললেন,

—কমিউনিস্টরা যে এত যুক্তিহীন কথা বলে, জানতাম না।

—তা হলে শুনুন বলি এক গল্প।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই ভয়াবহ সাংবাদিক—জোশ আর্ভেলো। যিনি লেখেন না—কেনেন। কেচ্ছা-কাহিনীর পেছনে যিনি বিস্তর ডলার কবুল করে থাকেন।

দেখলাম আর্ভেলো জমিয়ে নিয়েছেন। চতুর চোখে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে লোপেজকে বললেন,

—আমার এক বন্ধু গিয়েছিলেন মস্কোতে। ডেমোক্রেসীর মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে বন্ধুটি মস্কোর নতুন পরিচিত এক যুবাকে কথাপ্রসঙ্গে বলে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র তুলনাহীন। আমি নিজে হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে একা চীৎকার করেছি—আইজেনহাওয়ার নিপাত যাক। আমার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। মস্কোতে আপনারা মুখ খুলতে পারেন না। চলাফেরা শেকলে বাঁধা। আমার বন্ধুর কথা শুনে রুশ যুবা আকাশ থেকে পড়লো। তারপর বললো—এ আর এমন বড় কথা কী—ক্রেমলিনের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও চীৎকার করতে পারি—আইজেনহাওয়ার নিপাত যাক।

উপস্থিত সাংবাদিকদল অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। আর্ভেলো বললেন,

—আপনারা হাসছেন? কিন্তু এ আমার বন্ধুর অভিজ্ঞতা।

হালকা গল্পে আর্ভেলোর দক্ষতা অসীম। আজেবাজে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলে। সিনিওর লোপেজকে নিয়ে আমি প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসি।

সন্ধ্যের সময় খবর এলো গুয়াটেমালা ও নিকারাগুয়া অবিলম্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছে। কাস্ত্রো নাকি কিউবা থেকে ঐ তুটি দেশে বিপ্লব আমদানী করছেন। আইজেনহাওয়ার নৌ ও বিমান বহরকে ঐ তুটি দেশের নিরাপত্তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক থাকবার নির্দেশ দেন। টহলদারী বিমান ও নৌবহর ফ্লোরিডা থেকে রওনা হয়ে যাবার খবরও এসে পৌছোলো।

সিনিওর লোপেজ বললেন,

—জানুয়ারীতে মিঃ কেনেডি প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার গরম আবহাওয়া তৈরি করতে চাইলেও বিশেষ কোনো কাজ হবে না।

—আপনার কী মনে হয়, ফিদেল কাস্ত্রো বিপ্লব আমদানী করছেন গুয়াটেমালায়?

—আশ্চর্য নয়। কাস্ত্রো বার বার ল্যাটিন আমেরিকার অন্য দেশের সমস্ত গণ-আন্দোলনকেই সমর্থন করছেন। আর গুয়াটেমালা ও ভেনেজুয়ালার রাজনৈতিক বিস্ফোরণ যে-কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে।

—আন্দোলনের সমর্থন বলতে আপনার কী ধরনের সহানুভূতির কথা মনে হয়?

—সক্রিয় নৈতিক সমর্থন ছাড়া কাস্ত্রো সামরিক রসদ ল্যাটিন আমেরিকার অন্য দেশে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশের যে বিক্ষোভ, সেটিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার কাস্ত্রো নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন।

সিনিওর লোপেজ আমাকে ভেডেডোব চারমাথার মোড়ে নামিয়ে দিলেন।

—এ অঞ্চলে সন্ধ্যের পর আপনার আবার কী কাজ?

—কাজ নয় কর্তব্য।

সিনিওর লোপেজের গাড়ি ছেড়ে দিলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডান

দিকের ফুটপাত ধরে চলতে শুরু করলাম।

পুতুল কেনার অজুহাতে পর পর তিনটে দোকান দেখি। কোনোটাই পুরোপুরি পুতুলের দোকান নয়, নানা সামগ্রীর সঙ্গে একটা কাউন্টারে পুতুলও সাজিয়ে রাখা। কী ধরনের পুতুলের আমার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে এলোমেলো বানিয়ে অনেক কথা বললাম। আমি যে কী চাইছি আমি বোধহয় নিজেই ঠিক জানতাম না।

—ফরমায়েসী পুতুল যদি চান তবে অন্য কোথাও খোঁজ না করে বাঁ-দিকের ফুটপাত ধরে অল্প একটু গেলেই একটা পুতুলের দোকান পাবেন। সে দোকানে পুতুলই বিক্রী হয়। সেই সঙ্গে অবশ্য ট্যানারীর ব্যবসাও তারা করে থাকে। বৃথা অনুসন্ধান না করে আপনি বরং সেখানেই খোঁজ করুন।

এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ। দোকানদার নতুন খদ্দেরকে খুশী করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। অভ্যস্ত নিয়মে পুতুল দেখাতে শুরু করলেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে আমি বাঁ-দিকের ফুটপাত ধরে সামনে চলতে থাকি। ঘড়িতে দেখলাম রাত হচ্ছে। দু-একটা দোকান বন্ধও হতে শুরু করেছে। পথে লোক চলাচলও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

লোকটা ভুল বলেনি। পুতুলঘর আমার নজরে এলো। প্রবেশদ্বারের দু'দিকে কাঁচের শো-কেসে নানারকম পুতুল ও খেলনা সাজিয়ে রাখা। বাঘের মুখ, জাগুয়ার ও এ্যালিগেটরের চামড়ার প্রদর্শনীও সেই সঙ্গে নজর করি।

দোকানে ঢুকে সত্যিই আমি অবাক হই। খালি পুতুল আর পুতুল। সেইসঙ্গে নানা বর্ণের বহু মরা পাখী ও জানোয়ারের চামড়া। নিখুঁত গড়ন দেওয়া জাগুয়ারের থমকে দাঁড়ানো ও মুখব্যাদান দেখলে ভয় হয়।

—অপূর্ব।

—আপনার কী জিনিস দরকার বলুন, আদেশ করলেই দেখাতে পারি।

—আমি এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি। আমাকে একটু দেখতে দিন।

—তবু আপনার পছন্দের একটু আভাস দিলে হয়তো আপনাকে সেই খেলনার হরেক রকম আমি দেখাতে পারতাম। আপনি নিশ্চয়ই ট্যুরিষ্ট—শুল্ক বিভাগের আইনের আওতায় নিশ্চয়ই পড়তে চান না।

নিতান্তই পেশাদারী সেলস্ গার্ল। ক্রেতাকে খুশী করবার ভাব ও ভাষা কিছুরই অভাব নেই।

দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। দেহের গঠনটি মন্দ নয়। একটু হাসলাম। বললাম,

আমি বিদেশী, তবে ট্যুরিষ্ট নয়। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, মালিকের সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে কী? আমি কথা বলতাম।

আমার আগাপাস্তালা চতুর চাউনীতে লক্ষ্য করে সেলস্ গার্ল বলে,

—মালিক ব্যস্ত। কেনাকাটা সম্পর্কে আপনি আমাকেই বলতে পারেন। অন্য প্রয়োজন নয় তো?

—নিতান্তই পুতুল কিনতে আসা—চামড়ার জন্তু-জানোয়ারও আমার বেশ পছন্দ হচ্ছে।

—বেশ তো, বলুন না। উপহার কিনবেন সে আর এমন বড় কথা কী—জন্মদিনের উপহার? বয়স কত? হাঁটতে পারে? কথা ফুটেছে?

—আমি মালিকের সঙ্গেই কথা বলতে চাই।

—দেখুন, মালিক আমার মত জনাদশেককে এই দোকানে মাইনে দিয়ে রেখেছেন আপনাদের কেনাকাটায় সাহায্য করতে—মালিকের কাছে আপনাকে নিয়ে গেলে তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন।

—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি মালিক নিশ্চয়ই আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না।

—বয়স কত—কি জিনিস আপনার পছন্দ? উপহার কার জন্যে?

—ফিদেল কাস্ত্রো। কাস্ত্রোকে উপহার দেবার জিনিস খুঁজতে বেরিয়েছি।

সেলস্ গার্ল অব্যক্ত বিস্ময়োক্তি করে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে,

—আসুন আমার সঙ্গে।

আমি অনুসরণ করি। পরের অধ্যায় মনে মনে সাজাতে থাকি। দেখলাম, বাইরের শো-কেশ বন্ধ হচ্ছে। দোকানের ভিড়ও অনেকটা কমে গেছে।

মালিকের আলাদা ঘর। বয়স চল্লিশের বেশী কখনও নয়। আমার পরিচয় পত্রটি দেখে হেসে বললেন,

—আপনি লণ্ডন কাগজের প্রতিনিধি, আমার মত সামান্য লোকের কাছে প্রয়োজনে এসেছেন—অবাক করলেন দেখছি।

কথায় কথায় মালিকের কাছে এই নিয়মে বক্তব্য রাখলাম। আমি এক ইংরাজী সংবাদপত্রের রিপোর্টার। সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে ফিদেল কাস্ত্রোকে

উপহার দেওয়ার ইচ্ছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ উপহার খুঁজতে এই পুতুলঘরে আমার আসা। আমি কিছুই পছন্দ করে উঠতে পারছি না।

—আপনাকে আমি একটা সুন্দর উপহার দেখাতে পারি। মাস ছয়েক আগে মারাকাইবো থেকে একটা জাগুয়ার আমার দোকানে এসেছে। সে একটা রাজসিক চেহারা—কাম্পোকে দেওয়ার উপযুক্ত উপহার, তাতে আর সন্দেহ নেই।

জাগুয়ারটি পূর্বেও আমি দেখেছি। কাগজের পুর ভরা জাগুয়ারটি ভদ্রলোক ঘটা করে দেখালেন। দামের কথা তুলতে ভদ্রলোক হেসে বলেন—সামান্য লাভ রেখেই জাগুয়ার আমি ছেড়ে দেব। আসলে উপহার হিসাবে জাগুয়ার আপনারা পছন্দ করবেন কিনা ঠিক করুন।

—উপহার হিসাবে জিনিসটি সুন্দর। কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক আপনাকে এখনই কিছু বলতে পারি না।

—সময় নিন না। হয়তো লণ্ডনের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। বেশ তো তাদের মতামত জেনে নিন না।

কথা বলার ফাঁকে আমি গোটা পুতুলঘর পাতিপাতি করে দেখলাম। সন্দেহজনক মানুষ বা অন্য কোনো কিছু আমার নজরে পড়লো না। ফ্রাঙ্ক চিয়ারী কী এই পুতুল ঘরের কথাই বলেছেন? ইউজিনিও কী এখানেই রাজনৈতিক পুতুলখেলা শুরু করেছে নতুন করে?

অপেক্ষাকৃত কিছুটা তফাতে একটা প্রমাণ সাইজের পুতুল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অবাক লাগলো, পুতুলটা কথা বলে। নিখুঁত স্যুট পরা এক তরুণ যুবা—তার কাঠের হাতে চাপ দিলে সামনে অল্প একটু ঝুঁকে বলে—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিতান্তই প্রীত হলাম। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। মুখোমুখি কাছে এসে দাঁড়ালে অবশ্য ধরা যায়, কিন্তু একটু দূর থেকে রক্তমাংসের সজীব এক তরুণ যুবা বলেই ভ্রম হয়।

পুতুলটি বেচবার জন্যে নয়। মালিক বললেন, আরও কিছু কলকব্জা লাগানো এখনও বাকি। এই কাঠের যুবাকে দিয়ে পুরোপুরি ট্যাঙো নাচিয়ে তিনি অবাক করে দেবেন।

কথা বলতে পারাটা খুব আশ্চর্যজনক নয়। বুঝলাম, পুতুলটির দেহের মধ্যে একটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার টেপরেকর্ডার রাখা আছে। হাতে চাপ দিলে 'প্লে' বোতামটা কাজ করে। তবে ঠোঁট নাড়াটা স্বাভাবিক।

কৌতূহলী হয়ে কাঠের হাতে আমি চাপ দিলাম। পুতুল পূর্বের মত সামনে নত হয়ে বলে—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। উপহার নির্বাচনে আমরা সব সময়ই প্রস্তুত। আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষা করবো।

মালিকের সঙ্গে আমার আরও কিছু সময় গেল। উপহার সম্পর্কে আমি পরে জানাবো বললাম। ভদ্রলোক আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বিদায় নিয়ে আমি পথে নেমে আসি।

পথ নির্জন। দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ হয়েছে। ট্যাক্সী নিয়ে হোটেলে ফিরে চললাম। বার বার শুধু মনে হয়, চিয়ারী কি এই দোকানের কথা বলেছেন? জাগুয়ারটি মৃত। কিন্তু ইউজিলিওর হিংস্রতা কী জাগুয়ারের মরা দেহটির মধ্যে ভরা আছে?

যান্ত্রিক গোয়েন্দাগিরির যুগ। ক্রেমলিনের উপহার 'সীল অব আমেরিকা'-য় ট্রান্সমিটার লুকোনো থাকে। কূটনৈতিক ডিনারে গুপ্তচরের কাজে কাঁচের বাসন-পত্রেরও যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। পুতুলের হাতে চাপ দিলে অশেষ ধন্যবাদ পাওয়া যায়—অন্য কোথাও নাড়া পেলে সুদর্শন কাঠের পুতুল কী নিয়মে আত্মপ্রকাশ করবে কে জানে!

রাত একটা।

বিছানায় যাবার আগে শেষ সংবাদের জন্যে রিসিভার তুলে নিলাম।

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কিছু পাওয়া গেল না। একটি খবর। নিতান্তই শোক সংবাদ।

হলিউডের শক্তিমান নট ক্লার্ক গেবল্ পরলোকগমন করেছেন।

একশো সাতাশী পাতার একখানি চটি বই সামান্য ক-মাসে যে কী পরিমাণ বিক্রী হলো, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিখ্যাত কোনো মনীষীর নতুন প্রকাশিত গ্রন্থও ঠিক এহ ক্ষিপ্রতা নিয়ে বিক্রী হয় না। বইটির নাম—'গেরিলা যুদ্ধ', লেখক আর্ণেষ্টো চে গুয়েভারা।

মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ জনের কর্মঠ ও সুশিক্ষিত একটি দল কীভাবে প্রবল শক্তিশালী সরকারকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও ধ্বংস করতে পারে, সিয়েরা মায়েস্ত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গুয়েভারা সুন্দরভাবে এই পুস্তকে বর্ণনা করেছেন।

গুয়েভারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এক জায়গায়—বিপ্লব শুরু

করবার উপযুক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রতীক্ষা করবার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কৃত্রিম আবহাওয়া গণবিপ্লবের অনুকূলে সৃষ্টি করে নেওয়া সম্ভব।

গেরিলা যুদ্ধের রীতিনীতির বিভিন্ন ধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে গুয়েভারা খাদ্য-সরবরাহ, ওষুধ, প্রচার ও নারীদের ভূমিকা—গুপ্তচরবৃত্তি, জঙ্গলের অস্থায়ী হাসপাতাল ও মুক্ত এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে গভীর তথ্যপূর্ণ ও সামরিক গবেষণামূলক ব্যাখ্যা পুস্তকে বর্ণনা করেছেন।

গুয়েভারা শেষের দিকে সতর্ক করেছেন—পরাজিত সামরিক শক্তির হাত থেকে বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করবার পর আরও একটি কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে। গেরিলা রণনীতির শেষ কাজ—পরাজিত সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। পূর্বের সমস্ত সামরিক কর্মচারীদের সরাসরি বরখাস্ত করা ও নতুন সেনা বাহিনী গড়ে তোলা।

পিটার ওয়েব দেখলাম বইটি বেশ কয়েকবার পাঠ করেছেন। বললেন,

—আমি মাও পড়েছি, জেনারেল বেয়োরা লেখা 'গেরিলা যোদ্ধাদের দেড়শো প্রশ্ন-উত্তর' আমি পাঠ করেছি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক গঠনের পটভূমিতে বিচার করে গুয়েভারার এই বইটি গোটা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের কাজে আসবে।

—আপনার সঙ্গে গুয়েভারার আলাপ হয়েছে? কেমন লেগেছে ভদ্রলোককে?

—আমি আলাদা করে খুব একটা ভেবে দেখিনি। তবে এই ক্ষুদে ক্ষুদে অল্পবয়সী ছোকরারা গোটা পৃথিবীতে নজির সৃষ্টি করেছে—এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। বইটিতে গুয়েভারা এক জায়গায় বলছেন—কাস্ত্রো ছাড়া বিপ্লব সম্ভব হতো না। কথাটা আমি অস্বীকার করি না। বিপ্লব হয়তো কাস্ত্রোর জন্যে সফল হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বিপ্লবের পর সফল সরকার প্রতিষ্ঠা করবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ গুয়েভারার। প্রতিবিপ্লবীদের সরিয়ে ক্ষমতা দখলে আনবার কৌশল চে গুয়েভারার অপূর্ব। লোকটা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট—ত্রিশ-বত্রিশের বেশী কখনই নয়। ভদ্রলোক আদতে আবার একজন চিকিৎসক। এমন আর একটি চরিত্রের সন্ধান একমাত্র কাস্ত্রো ছাড়া গোটা কিউবায় আর দেখিনে। একা ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষমতা কখনই হাতে রাখতে

পারতেন না। কিউবায় গুয়েভারা এখন যে মিলিশিয়া তৈরি করেছেন তাদের যোগ্যতা কল্পনাতীত।

—মিলিশিয়াতে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি বিরাট অংশ কাজ করে।

—আজ সকালের ঘটনাটিই ধরুন না—ফিরছিলাম আমি পেরু দূতাবাস থেকে। ফ্রাঙ্ক ডায়াজ সিলভিয়েরার ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়েছিলাম। সবে ভেডেডোতে ঢুকেছি, দেখলাম সেখানে লোকে-লোকারণ্য। গাড়ি রাখতে হলো। জমায়েৎ হামেশাই দেখছি। কিন্তু সকালে এত ভিড় দেখে গাড়ি থেকে নামলাম। বিরাট একটা দোকান—সামনে মিলিশিয়াদের বেষ্টনী, সাঁজোয়া গাড়ি ও বেতার-প্রেরক যন্ত্র বসানো জিপ ও জনতা গোটা অঞ্চলকে একটা রণক্ষেত্র তৈরি করেছে।

পিটার ওয়েবের কথায় বুকটা দুলে ওঠে। বললাম,

—তারপর?

—ওটা একটা পুতুলের দোকান। বাইরে থেকে বোঝবার কোনো উপায় নেই। ভাবতে পারেন, হাভানায় ভেডেডো অঞ্চলে আজ কাস্ত্রো-বিরোধী গোপন চক্রের অধিবেশন চলে। দোকানেই চোরা পথে একটা সুড়ঙ্গ। সাতাশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুনলাম মিলিশিয়া অতর্কিতে দোকানে ঢুকে সাব-মেশিনগান নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর একজন সোজা এসে মানুষ-প্রমাণ একটা পুতুল সরিয়ে সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পায়। প্রচুর বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। মিলিশিয়ার একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তিনি অবশ্য গোটা ব্যাপারটার পেছনে ইয়াঙ্কীদের দায়ী করে চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে আমাকে কথা শোনালেন। তবু মিলিশিয়াদের কর্মকুশলতার প্রশংসা না করে আমি পারি না।

—তারপর কী হলো?

—আমি ফিরে এলাম। আপনি হয়তো জানেন—বারাকোয়া ও মোয়ার মধ্যে যে প্রতিবিপ্লবী দল অবতরণ করে, এই গোপন চক্র তাদেরই একটা অংশ। ইউজিলিও ক্যান্টিলোর নেতৃত্বাধীনে এই চক্র হাভানায় নতুন মতলব আঁটছিলো।

আমি স্তব্ধ। থ হয়ে পিটার ওয়েবের কথা শুনছিলাম। বার বার মানুষ-প্রমাণ পুতুলটির কথা মনে হচ্ছিল। পুতুলঘরের অভিজ্ঞতা আমিই স্বরাষ্ট্র-দপ্তরে পৌঁছে দিয়েছি। জাগুয়ার সওদা করবার মিথ্যে আখ্যানটিও আমি

বিস্তৃত সেখানে বর্ণনা করেছি।

তবে পিটার ওয়েবের কাছে আমি পুতুলঘরের পুতুল খেলা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছি। ইউজিলিও ক্যান্টিলোর চরই যে আমার হোটেলের একটি ঘরে সেদিন হতভাগ্য নিগ্রোটিকে হত্যা করে গেছে, সে প্রসঙ্গও গোপন করে গেলাম।

পিটার ওয়েব যখন চলে গেলেন তার অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ এলো পেরু, কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অল্প একটু দেশ পেরু, শক্তিও তার যৎসামান্য। খবরটা তবু ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

পেরু সরকারের অভিযোগ এই রকম ঃ

লিমায় কিউবান রাষ্ট্রদূত লুইস এ্যালেনসো ফারনেনডেজের মাধ্যমে পেরুর বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে বিপুল সোভিয়েট অর্থসাহায্য পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির হাতে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। কিউবান রাষ্ট্রদূত পেরুর কমিউনিস্ট আন্দোলন জোরদার করবার জন্যে কূটনৈতিক সমস্ত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন। কিউবান রাষ্ট্রদূত ফারনেনডেজ একজন সোভিয়েট গুপ্তচর।

ঘটনা ঘটে দ্রুত। উত্তেজনা ও বিপদসঙ্কুল কয়েকটা দিন।

ফিদেল কাস্ত্রো আক্রমণ ঘুরিয়ে দিলেন খোদ ওয়াশিংটনে। বললেন—কিউবায় মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের সংখ্যা অবিলম্বেই হ্রাস করা হোক। মার্কিন দূতাবাসের সবাই গুপ্তচর—কূটনৈতিক সম্পর্কের আড়ালে বিপ্লবী কিউবার বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সতর্কবাণী এসে পৌঁছালো—কাস্ত্রোর অভিযোগ নিছকই আজগুবী—মিথ্যা। কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা কাস্ত্রো অসম্ভব করে তুলছেন। সহ্যের সীমা আছে, আমরা সেই সীমারেখা অতিক্রম করতে চলেছি।

টেলিভিশনে কাস্ত্রো প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগুন ছিটিয়ে গেলেন।

থমথমে আবহাওয়া। প্রেস ক্লাব ব্যস্ত। ভিসা অফিসে আজ সারাদিন ভিড়।

মুমূর্ষু রোগী দেখে বিচক্ষণ ডাক্তার নীরবে মাথা নত করে ঘর থেকে যেমন নিষ্ক্রান্ত হন, ব্যবস্থাপত্রের কথা তুললে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে যেমন ধীর কণ্ঠে বলেন —খামখা আর কতগুলো সূচ বিঁধিয়ে কী লাভ! শান্তিতেই মরতে দিন! সিনিওর লোপেজ অনেকটা সেই নির্লিপ্ততা নিয়ে টেলিফোটো চ্যানেল ও

টেলিপ্রিণ্টারে ফ্ল্যাসের আকর্ষণ ত্যাগ করে আমাকে নিয়ে প্রেস ক্লাবের বাইরে এসে বললেন—এখানে খামখা সময় নষ্ট করে আর কী লাভ! চলুন একপাত্র বীয়ার নিয়ে বসা যাক। রেডিওতেই খবর শুনবো।

এক হোটেলে এলাম।

বীয়ার শেষ করেও আমরা অনেকক্ষণ বসে আড্ডা দিলাম। রেডিওর সংবাদে দ্য গলের আলজেরিয়া ভ্রমণে যে দাঙ্গার সুত্রপাত হয়েছে তাতে বিস্তর প্রাণহানির সংবাদই শুধু পাওয়া গেল। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পেরুর একজন চিকিৎসককে হাভানার এক চুলছাঁটার দোকানে গ্রেপ্তার করা হয়। ভদ্রলোকের কাছে ভূয়া পাশপোর্ট ও বিস্তর মার্কিন ডলার পাওয়া যায়।

অনেক রাত করেই হোটেলে ফিরি। টেলিফোনে সংবাদ আশা করে বৃথাই জেগে রইলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু সংবাদপত্র অফিসে শেষ সংবাদের আশায় কয়েক ইঞ্চির শূন্যস্থান আজেবাজে কথা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হয়নি। আমি যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, গোটা হাভানা যখন নিদ্রিত—পৃথিবীর দিকে দিকে সংবাদ তখন ছুটে চলেছে। লাখো লাখো টেলিপ্রিণ্টার এ গোলার্ধ থেকে ও গোলার্ধে, এ দেশ থেকে সে দেশ একই সময়ে যান্ত্রিক নিয়মে খবর পরিবেশন করে চলেছে:

UNITED STATES BREAKS OFF DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATIONS WITH CUBA.

সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ নিঃসন্দেহে বছরের সেরা ঘটনা। ঠিক দু-বছর আগে কাস্ত্রো বিজয়ী সেনা-বাহিনী নিয়ে প্রথম যেদিন হাভানা প্রবেশ করেন, তারপর এত বড ঘটনা কিউবার রাজনৈতিক পটভূমিতে আর দেখা যায়নি। তবু এত বড সংবাদ সাধারণের কাছে খুব একটা বড় খবর হয়ে উঠলো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার কূটনৈতিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অনেকটা সেপারেশনের পর ডিভোর্স পাওয়ার মত বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হলো।

যেটুকু সোরগোল সরকারী উচ্চ-মহলে, যেখানে আমাদের হাত পৌছোয় না। ঘন ঘন বৈঠক ও রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিভিন্ন দূতাবাসে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের সোরগোল ও ভিড় একমাত্র ভিসা অফিসেই লক্ষ্য করবার। বেশীর ভাগই বিদেশী। সবাই নানা আশঙ্কায় শঙ্কিত। কিউবা ত্যাগ করবার জন্যে অতিরিক্ত মানুষের ভিড় এয়ার সার্ভিসের অফিসে সকাল থেকেই চাপ

সৃষ্টি করলো।

ঠাঁই নেই। এয়ার সার্ভিসের দশদিনের অগ্রিম বুকিং নিঃশেষিত। কিউবার মার্কিন দূতাবাসে বহু মার্কিন নাগরিক আশ্রয় নিলেন। দূতাবাস থেকে অলিখিত নির্দেশ—বিকেল পাঁচটার পর কোনো মার্কিন নাগরিক যেন ঘরের বাইরে না থাকেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চার্জ-ডি-এফেয়ারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে উপেক্ষিত আবেদনপত্র পকেটে নিয়ে ফিরে এলেন। একমাত্র ইয়াঙ্কী ছাড়া মার্কিন দূতাবাসে প্রবেশ নিতান্তই অনুমোদন সাপেক্ষ। মাত্র দু'দিনে অনেক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে মার্কিন দূতাবাসের সামনে গ্রেপ্তার করা হলো।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় হুঙ্কার ক্যারিবিয়ান অতিক্রম করে হাভানা তটে এসে পৌঁছোলো। ওয়াশিংটনে কিউবান দূতাবাস ও পনেরটি কনস্যুলার অফিস অবিলম্বেই গুটিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ এলো।

ফিদেল কাস্ত্রো দীর্ঘ সময় নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ও আইজেনহাওয়ারের আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করে পৃথিবীর শান্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে কিউবার স্বাধীনতা ও শান্তি বজায় রাখবার আবেদন জানালেন।

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সি টাস প্রচার করলো—বিপ্লবী কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সশস্ত্র আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত।

ক্রুশ্চেভ পুনরায় ঘোষণা করলেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ করলে কিউবাকে সমস্ত রকম সামরিক সাহায্য সোভিয়েট রাশিয়া দিতে প্রস্তুত।

রেডিও পিকিং পিপলস্ ডেইলী জোরালো প্রতিবাদ প্রচার করলেও প্যালিট ব্যুরোর কেউ কোনো মন্তব্য করেননি।

ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। হাইতি, পেরু, গুয়াটেমালা ও কলম্বিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানালো। ফিদেল কাস্ত্রোকে ক্রেমলিনের চর ও পহেলা নম্বর কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে ক্যারিবিয়ানের ড্রাগন বলে ঘোষণা করলেন পেরুর রাষ্ট্রদূত।

ইকোয়েডোরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিউবা-ওয়াশিংটন অচলাবস্থায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

চিলি এই সঙ্কট সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করলো না। চিলির বামপন্থী ও কমিউনিস্ট পার্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করলো।

আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, ব্রেজিল ও বলিভিয়া সম্পূর্ণ নীরব। পানামার রাষ্ট্রদূত এ্যালবার্টো ওবারিয়োকে কিউবা থেকে ডেকে পাঠানো হলো।

ডমিনিকান রিপাবলিক, প্যারাগুয়া ও নিকারাগুয়া, হাইতি ও গুয়াটেমালা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল। হাভানায় বিভিন্ন দূতাবাসের যাবতীয় দ্রব্য জলের দামে বিক্রী হচ্ছে বলে খবর পেলাম।

অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরলাম। জন ফিটজারেল্ড কেনেডি আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কর্মভার গ্রহণ করলেন। তাতে কিউবা পরিস্থিতির আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে, না মিঃ কেনেডি নিজের ঢঙে গণতন্ত্রের মূল্যায়ন করতে বসে অনেক কিছুর হেরফের ঘটাবেন ?

হোটেলের লাউঞ্জে বড বাতিটা তখনও জ্বলছে। লিফট্ বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অভ্যস্ত নিয়মে পরিচিত পায়রার খোপের মত চিঠির বাক্স থেকে এ বেলার ডাক হাতে তুলে নিলাম। সিঁডি ভাঙতে শুরু করলাম তারপর।

সীলমোহর করা খামটি আমার আগে নজরে পডলো। সিঁড়িতেই খুলে ফেললাম চিঠিটা। অপ্রচুর আলো, তবু পড়তে অসুবিধা হয় না। খোদ মালিক-সম্পাদক লণ্ডন থেকে জরুরী পত্র লিখছেন—

জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে আমি লিখতে বসেছি। সমস্ত কিছুই আজ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আপনার 'হাভানা ডেসপ্যাচ' বা 'অপারেশন কিউবা' আমার কাগজের মস্ত বড় গৌরব। লণ্ডনের অন্য কোনো পত্রিকা কিউবা পরিস্থিতির ওপর এতবেশী মৌলিক সংবাদ ছাপতে পারেনি। পত্রিকার তরফ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

অবস্থার এখন পরিবর্তন হয়েছে। কাল পত্রিকার জরুরী অধিবেশনে অনেক আলোচনার মধ্যে আপনার প্রসঙ্গও উঠেছিলো। প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, হাভানায় ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিকের আর প্রয়োজন নেই। আমাদের পত্রিকার ল্যাটিন আমেরিকা বিশারদ আর্থার স্মিথ গুয়াটেমালায় আছেন—দ্বিতীয় আর একজনকে শুধু কিউবা পরিস্থিতির তত্ত্বতাবাসে রাখবার আদৌ প্রয়োজন নেই।

আপনার নতুন কর্মভার সম্পর্কেও কাল বৈঠকে আমরা স্থির করেছি। আপনার মত নির্ভীক, বুদ্ধিমান সাংবাদিক উপযুক্ত মর্যাদা পান সে সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী। আপনার ফরাসী ভাষায় দখল নেই জানি, তবু আপনাকে আমি লাওস-এর উপদ্রুত এলাকায় দিতে চাই। আমার মনে হয়,

লাওস আপনি পছন্দ করবেন।

আমি নিজে আপনার মত ভবঘুরে সাংবাদিকের বৃত্তি নিয়ে জীবনের মূল্যবান প্রথম বিশ বছর দেশে-বিদেশে কাটিয়েছি। যুদ্ধ বা কোনো বিপ্লবের পটভূমির মধ্যে কাজ করবার সুযোগ সাংবাদিকেব জীবনে হয়তো একবারই আসে। বিপ্লব আমি পাইনি, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সে সুযোগ আমাকে দিয়েছে।

হাভানা থেকে আপনাকে প্রথমে আসতে হবে ম্যানিলায়। সেখানে লণ্ডন ডেলী টেলিগ্রাফ-এর কেনেথ্ গিলমোব আপনাকে লাওস পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ ফোটো ও ফ্রি প্রেসের সঙ্গে সাইগনে আমরা একত্রে কাজ করছি। ম্যানিলা ও সাইগনের কাজ মিটিয়ে আপনি আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েনটিয়েন পৌঁছে যাবেন এই রকম আমি আশা কবরো। লাওস সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু আপনাকে ম্যানিলা ও সাইগনে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ফেরং ডাকে আপনাব চিঠি আমি আশা কবি। কেনেথ গিলমোর-কে আপনি আপনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানাবেন ম্যানিলায়।

আপনার মঙ্গল কামনা কবি।

নিজের ঘরে ফিরে এসে আবও দু-বার চিঠিটা পাঠ করলাম।

নতুন কর্মভার সম্পর্কে আমি আদৌ চিন্তা করি না। বার বাব শুধু মনে হয়, হাভানা আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। সামনের মাসে চলে যেতে হবে কিউবা থেকে। এই শহর আমাব মনেব এতটা জায়গা যে জুড়ে আছে, পূর্বে কখনো ভাবিনি।

ধীব পদক্ষেপে বারান্দায় এসে দাড়াই। শহরের অনেকটা নজরে পড়ে এখান থেকে। নির্জন। মানুষের চিহ্ন নেই রাজপথে। শুধু নিয়মিত ব্যবধান রেখে জোরালো আলো অন্ধকার আকাশ থেকে মালার মত ঝুলছে।

ছোট দেশ কিউবা। আরও অনেক ছোট হাভানা। তবু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক বিরাট ভূমিকা নিয়ে আজ ক্যারিবিয়ানের ওপর ভাসছে। দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অত্যাচারে গোটা কিউবা শতবর্ষ ধরে লাঞ্ছিত হয়েছে। অপর্যাপ্ত রূপরস ও অনুপম সৌন্দর্য শুধু লেহন করেছে এতদিন।

আমি রাজনীতির ছাত্র নই। কোনো রাজনৈতিক স্কুলের পাঠে আমার আগ্রহ নেই কণামাত্র। তবে বুভুক্ষু বোবা মানুষের ভাষা আমি বুঝতে পারি। তাই দুনিয়ার প্রতারিত গণ-মানসের অভ্যুত্থান আমি সমর্থন করি। বীভৎস রোগে দেহ যেমন খসে খসে পড়ে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গলে যায়, সাম্রাজ্যবাদের সুবিশাল আকৃতিরও অনিবার্য পচন তেমনি আজ আর ঠেকানো যাচ্ছে না।

গ্রেট ব্রিটেনের 'গ্রেটনেস' এশিয়া ও আফ্রিকায় খসে পড়েছে অনেকদিন। প্যারীর সভ্যতা আলজেরিয়াতে কী ইতিহাস প্রতিদিন রচনা করছে 'লাঁ-মদ'-এ হয়তো তার উল্লেখ নেই। কিন্তু দ্য গলের নিরাপত্তার খাতিরে কী পরিমাণ উষ্ণ শোণিতধারার প্রবাহে আলজেরিয়ার রাজপথ রক্তিম করা হয়েছে, সে সংবাদ আজ কারো অজানা নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের দাদনে অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশগুলি আজ পোলিও রোগীর মত পঙ্গু। প্রাগৈতিহাসিক ভয়ঙ্কর এক সরীসৃপ যেন এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে রক্তের স্বাদে দিশেহারা। ধারালো নখরে হাইতির বুক বিদার, লেজের ঝাপটায় কোরিয়া ও ভিয়েৎনামে অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণ একই সঙ্গে চলেছে। গণিকার রক্তিম ঠোঁটের মত পানামার 'ক্যানাল জোন' আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না। অর্ধ উলঙ্গ দেহ শুধু রুটি আর নুন চায়—ক্যানাল কোম্পানীর হর্তাকর্তারা মাইনে নেয় সোনায়।

তবু অনুন্নত দেশ উন্নত হতে চাইছে। অনগ্রসর দেশ অগ্রসর হবেই। কোরিয়া, ইজিপ্ট ও লেবানন তাদের জাতীয়তাবাদ খুঁজে পেয়েছে। ঐ জাতীয়তাবাদকেই কমিউনিজমের পদধ্বনি মনে করে দিকে দিকে মুক্ত দুনিয়ার ডাক আজ ওয়াল স্ট্রীট থেকে প্রচারিত হচ্ছে। সিয়াটো, ন্যাটো, সেন্টো ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অদৃশ্য দাদন ছুটছে দিকে দিকে। গমের উপহার আসছে করাচীতে লাওসে মেডিক্যাল মিশন ছুটছে রোগ সারাতে। সোনার বিনিময়ে ভাঙা বন্দুক আর লোহালক্কড়ে বিভিন্ন দেশ ভরে দেওয়া অব্যাহত রইলো। ওদিকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে আছে কোকাকোলা। সাজবার জন্যে টেরিলীন। দেখবার এলো মার্লিন মনরো, পড়বার হলো পেপার ব্যাক 'ললিতা' ও 'ডেমোক্রেসী এণ্ড ডিক্টেটরশিপ'।

ইংল্যাণ্ডের সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরো ঘোষণা করেছিলেন—'ইয়োরোপ ইয়োরোপীয়দের, আমেরিকা আমেরিকানদের'। আজ যদি ফিদেল কাস্ত্রো বলতে চান—'কিউবা কিউবানদের'—তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রুদ্ধ হবার

কারণ আমি দেখিনে।

ফিদেল কাস্ত্রো কমিউনিস্ট কিনা আমার জানবার আগ্রহ আজ নেই। ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদের স্বাদ তিনি পৌঁছে দিয়েছেন—এই সত্যটি অনেক বেশী উপলব্ধি করি। অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশের মুক্তিকামী মানুষের সংহত প্রচেষ্টায় শক্তি ও সম্পদে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশের অন্যায় অধিকারকে পরাস্ত করা সম্ভব—কাস্ত্রো সেই অসম্ভব সত্যই প্রমাণ করেছেন। ফিদেল কাস্ত্রো আজ শুধু কিউবার নেতা নন—গোটা ল্যাটিন আমেরিকার অনুপ্রেরণা।

কিউবার ভবিষ্যত আজ অনির্ণীত। আন্তজাতিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও এই ছোট দেশটির ভূমিকা আজ অনন্যসাধারণ। ভিয়েতনাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনগণের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। কিউবা আজ ল্যাটিন আমেরিকার বাকি উনিশটি দেশের প্রেরণা। তাই আগামী দিনে হয়তো ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ ক্যারিবিয়ান সঙ্কট ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাতে কিউবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শোনা যায় পেণ্টাগন একটা মিলিটারী ছক প্রেসিডেণ্ট কেনেডির কাছে ইতিমধ্যে পেশ করেছেন। আগামী দিনে ক্যারিবিয়ানের সুন্দর টলটলে স্নিগ্ধ জলরাশি হয়তো উষ্ণ ও রক্তিম হবে। রচিত হবে নতুন কুরুক্ষেত্র।

জনগণই সে মহাভারত রচনা করবে।